শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

(তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সমন্বিত চরিত-গ্রন্থ)

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিত্য শুদ্ধধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজানুকম্পিত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-সম্পাদিত

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[সেবানুকূল্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
নদীয়া-নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত ও "ভারত
ফোটোটাইপ স্টুডিও" ৭২/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
শ্রীঅজিত মোহন গুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত।

আদি সংস্করণ

গর্ভোদশায়ী, ৩রা গোবিন্দ, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৫শে মাঘ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ
(ইং ৮।২।১৯৮৫ সাল)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঙ্গ।

২। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।

৩। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
স্বর্গদ্বার, পোঃ ও জেলা—পুরী (উড়িষ্যা)।

৪। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন (কলিকাতা-৪)।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।

৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিল্স্) মেঘালয়।

নিবেদন

মদীশ্বর পরমারাধ্যতম বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পরবর্ত্তী বর্ষেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলীসহ দিব্য জীবনী প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। অনিবার্য্য দৈব-কারণবশতঃই উহার প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, এ বিষয়ে আমাদের প্রাকৃত অহমিকা পঙ্গু ও অসার। ভগবদিচ্ছা না হইলে কোন শুভকার্য্যেই যোগাযোগ হয় না, মানুষের প্রাকৃত প্রচেষ্টায় পারমার্থিক কোন কিছুই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—বাক্য আমাদিগকে সর্ব্ব-কালেই মানিয়া লইতে হয়। ভগবদিচ্ছায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য জীবনী সুদীর্ঘকাল পরেও প্রকাশিত হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।

জাগতিক সাহিত্যিক বা লেখক যেরূপভাবে মহাপুরুষ বা নিজগুরু আচার্য্যের চরিত প্রকাশ করেন, পারমার্থিকগণের বর্ণন-প্রণালীতে তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণপূর্ব্বক আত্মকল্যাণের পথ প্রদর্শিত হয়। প্রাকৃত চিত্তবৃত্তি লইয়া কোন মহাপুরুষের বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিতগাথা বর্ণনা বা তাহার দিগ্‌দর্শন করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। তথাপি তাঁহাদের দিব্য-জীবন ও অপ্রাকৃত শিক্ষাধারা কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারা যায় না।

আনুগত্যাভিমানী শিষ্যের দিক্ হইতে সদ্‌গুরুর প্রশস্তিগাথা কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সজ্জন-সুধীসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে শিষ্যের কতটা নিরপেক্ষতা থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ের সমালোচনা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সৎশিষ্য তাঁহার শ্রীগুরুদেবের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেনই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অলৌকিকত্ব প্রচার, তাঁহার স্তুতিগান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। আমরা শ্রীগুরুবর্গের মুখে একটা বড় বিপ্লবী কথা শ্রবণ করিয়াছি,—"সাধুকে, মহাপুরুষকে, আচার্য্যকে দেখিতে হইলে চোখ দিয়া দেখা যায় না, কান দিয়া দেখিতে হয়।" তাই শাস্ত্রীয় বিচার-যুক্তি ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্তই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-বিষয়ে একমাত্র উপযুক্ত বাস্তব মাধ্যম বলিয়া পারমার্থিক মহাজনগণ-কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মায়াবদ্ধ মানবের জ্ঞান অতি সামান্য ও সীমিত। সেই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অতিমর্ত্ত্য চরিত ও বাণীর পরিমাপ করিতে গেলে নিতান্ত ভ্রমেই পতিত হইতে হয়। সমস্ত ভৌতিক জ্ঞানই প্রাকৃত জ্ঞান, তাহা সম্বল করিয়া অপ্রাকৃত জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায় না, ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিব্যজীবনী ও অপ্রাকৃত শিক্ষা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত সুষ্ঠু পরিচিতি আবশ্যক। "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"—ইহাই তাঁহার নীতি ও আদর্শ ছিল। তিনি নিজের জীবনে সুষ্ঠু আচরণমুখেই শাস্ত্রীয় শ্রীগৌর-বিনোদ-বাণীর সেবা-প্রচার করিয়াছেন ও জগৎকে ঐরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বাণী ও জীবনী—একতাৎপর্য্যপর ও বাস্তব।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিত্র বা শিক্ষা আম্নায়-ধারার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলেই তাহার যাথার্থ্য সংরক্ষিত হয়, নতুবা নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস-দোষরূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥" নিখিল শাস্ত্রাদিতে আদৌ গুরুপূজা বিহিত হইয়াছে। সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি এবং সাধুগণও যাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় শ্রীভগবান্ বলিয়া জানেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু। যাঁহার অহৈতুকী করুণায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীগৌরহরি, শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামী, শ্রেষ্ঠা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীরাধা-মাধবাশা লাভ হয়, যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নব-নবায়মান নিত্যলীলা-বিলাস অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার প্রসাদে ভগবৎপ্রসাদ লাভ—যাঁহার অপ্রসাদে সর্ব্বত্র গতিহীন, সেই কারুণ্যঘন-বিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজাই সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

আত্মশোধনের নিমিত্ত গ্রন্থ-প্রকাশরূপ সেবা-প্রচেষ্টার প্রারম্ভেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা-কীর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্লভ মনুষ্য-জীবন সাফল্য-মণ্ডিত করিতে গেলে শ্রীগুরুদেবের মহিমা-কীর্ত্তন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কীর্ত্তনকামী সেবকের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী করুণা বর্ষিত হয়—এইরূপ আশা-বন্ধ লইয়াই মাদৃশ অযোগ্য দীন সেবক গ্রন্থলিখন-সেবাপথে অগ্রসর হইয়াছে। গুরুপাদপদ্মের অসীম অনন্ত মহিমা সম্যক্ বর্ণনে কেহই সমর্থ নহেন, তথাপি

সেবকাধমের এ বিষয়ে উৎসাহ ও প্রয়াস তাঁহার কৃপা-কটাক্ষেই সম্ভব জানিয়া নিজকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করি। "মূর্খো বদতি বিষ্ণায়·· ভাবাগ্রাহী জনার্দ্দনঃ", 'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়" বাক্যাবলীই দীনাতিদীন এই সেবকাভাসের একমাত্র সম্বল, বল ও ভরসা। অমানী-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মহিমা-বর্ণনে কোনরূপ অধিকার আসে না, তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর দৈন্যময়ী বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। সপার্ষদ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার নিত্যধাম হইতে আমাদিগকে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহাদের শ্রীচরণধূলিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল হউক্।

বিভিন্ন পারমার্থিক পত্র-পত্রিকা (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক) হইতে বর্ত্তমান শ্রীআচার্য্য-চরিতগাথা সংগৃহীত ও সংকলিত হওয়ায় হয়ত ইহাতে কোন কোনস্থানে ক্রম-বিপর্য্যয় লক্ষিত হইতে পারে। ১৯৪০ সাল হইতে মাদৃশ সেবকাধমের সংরক্ষিত ডায়েরী (দিনপঞ্জী) হইতেও মধ্যে মধ্যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও কিছু ক্রম-ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ ও মাননীয় শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয়ের প্রদত্ত লিখিত বিবরণ হইতেও কতিপয় প্রসঙ্গ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সাহায্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান জীবনী-গ্রন্থে যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, উহাই যথেষ্ট বলা যায় না; আরও অজ্ঞাত ও নূতন ইতিহাস সংগৃহীত হইলে পরবর্ত্তিকালে পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে তাহা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

বিভিন্ন প্রদেশে মধ্যে মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারাদিতে নিযুক্ত থাকাকালে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ-সংশোধনাদি কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়ায় গ্রন্থের নানাস্থানে নানাপ্রকার ত্রুটী-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা, ভাষাদোষ ও ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এ জন্য আমরা সদাশয় পাঠকবর্গের নিকট আমাদের ত্রুটী স্বীকার ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ভ্রম-সংশোধনের একটী অসম্পূর্ণ তালিকা যথাস্থানে সংযোজিত হইল। গ্রন্থ-পাঠের প্রারম্ভেই পাঠকগণ ঐসকল স্থান কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট ঘটনা ও প্রসঙ্গ-সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণপূর্ব্বক বর্ণন করিবারই চেষ্টা হইয়াছে। উহাতে কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানকে তাঁহাদের স্ব-স্ব অধিকার-বহির্ভূত করিয়া দেখাইবার কোনরূপ অপচেষ্টা হয় নাই। সৎ সমালোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া, উহা কখনই পরনিন্দা-পরচর্চ্চার অন্তর্গত নহে। যদি পরোক্ষভাবে অজ্ঞাতসারেও কাহাকে কোনপ্রকার উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকি, তাঁহারা যেন আমাদিগকে নিজগুণে ক্ষমা করেন।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে যাঁহারা আংশিক অর্থানুকূল্য করিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-গৃহস্থগণকে যথাযোগ্য সাধুবাদজ্ঞাপন ও আন্তরিক ধন্যবাদপ্রদান করিতেছি। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে আমাদের কর্ত্তব্যে যথেষ্ট ত্রুটী থাকিয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথমাংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকরণে এবং কোটেশন ও রেফারেন্স্ সংগ্রহ-ব্যাপারে শ্রীমান্ সদাশিব ব্রহ্মচারীজী আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করায় তাহার সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও-র স্বত্বাধিকারী মাননীয় শ্রীযুক্ত অজিত মোহন গুপ্ত মহাশয় অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যেও গ্রন্থখানি পরিপাটীর সহিত মুদ্রণের ত্রুটী করেন নাই, তজ্জন্য তিনিও সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে অস্মদীয় শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের প্রতি অনুরাগী ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সজ্জনবৃন্দের নিকট নিষ্কপট আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীনৃসিংহদেব-গিরিরাজের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া বক্তব্য সমাপন করিতেছি। ইতি—

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব—
মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি
৩রা গোবিন্দ, ৪৯৮ শ্রীগৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৫শে মাঘ,
১৩৯১ বঙ্গাব্দ
(ইং ৮।২।১৯৮৫)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

অধ্যায় ও বিষয়-সূচী

অধ্যায় ও বিষয় পত্রাঙ্ক

১। প্রথম অধ্যায়

[মঙ্গলাচরণ, শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও শিষ্যত্ব, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বংশ-পরিচয়, মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, আবির্ভাব—স্থান-কালাদি নির্ণয়, ধার্ম্মিক পিতামাতার সন্তান-পালনের আদর্শ, সমাজ-সেবামূলক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সেবাদর্শ, খেলাধূলায় আগ্রহ ও জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ, মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও ধর্ম্মসভা পরিচালনা, রাজনীতিতে প্রবেশ ও বিপ্লবী জীবন, প্রবৃত্তিমার্গীয় জড়বিদ্যা পরিত্যাগ ও আত্মকল্যাণ চিন্তা, সমাজের প্রয়োজনেই সাধুগণের সমাজে অবস্থিতি, শ্রীবিনোদবিহারীর পারমার্থিক জীবন লাভার্থে গৃহত্যাগ, গৃহত্যাগ সম্বন্ধে মাতার পূর্বধারণা, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গর্ব ও গৌরববোধ।] ১—১৬

২। দ্বিতীয় অধ্যায়

[প্রথম দর্শনে শ্রীল গৌরকিশোরের আশীর্বচন, দীক্ষা ও গুরুমন্ত্র-লাভ, পূর্বজীবনের রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ, সতীর্থের জন্য কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা, সতীর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি মমতা ও কর্ত্তব্যবোধ, শ্রীপ্রমোদবিহারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশে পূর্বাশ্রমের জমিদারীরক্ষা, শ্রীচৈতন্য মঠে বিশেষ অতিথিদ্বয়ের প্রতি সেবা-যত্ন, সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-পত্র ও "ভাগবত প্রেস"-এর মুদ্রক-প্রকাশক, কলিকাতায় মাধুকরী ভিক্ষা ও বৈরাগ্যময় জীবন, শ্রীরামানুজ-শিষ্য ভক্ত কুরেশের ন্যায় গুরু-সেবাদর্শ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের ভূ-সম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ, জনহিতকর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্তি, পারমার্থিক দৈনিক পত্রিকার প্রতিধ্বনি, বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূমি সংগ্রহে কৃতিত্ব, 'পরমানন্দ'-স্বরূপের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অভিন্ন-হৃদয়, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য ও সচিব, শ্রীধাম প্রচারিণীসভা-প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদ-পত্র-শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদ-পত্রম্, বামনপুকুর বাজারের উপর ফৌজদারী মোকর্দ্দমা, মামলা-

অধ্যায় ও বিষয় পত্রাঙ্ক

দ্বারা হরিসেবা—শ্রীরাধারাণীর কৃপালাভ, প্রভাব প্রতিপত্তি ও বিপদভঞ্জন, পদ-মর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য ও উদারতা, আদর্শ ও নিরভিমান জীবন, ভজনপথে অবিচলিত ও কঠোর বৈরাগ্য, জমিদারী পরিচালনায় শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট-পূরণ ও বিশ্রম্ভসেবা, শ্রীল গৌরকিশোরের সমাধি স্থানান্তরীকরণে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও প্রতিভা, পুরীধামে ও কটকে প্রচার এবং বৈদান্তিক দার্শনিক বক্তৃতা, শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে পাঠ-বক্তৃতা—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম-ভজনোপদেশ, শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা হইতে 'উপদেশক' উপাধি লাভ—শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে প্রশংসা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন, ছত্রভোগে পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণ, শ্রীপুরুষোত্তম-প্রয়াগ-কাশীমঠে পাঠ ও হরিকথা-প্রচার, শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন, যোগপীঠ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ও নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, গয়া-বোম্বে-বালেশ্বর মঠ হইয়া পুরীধামে যাত্রা, শ্রীরাধাকুণ্ডে উজ্জর্ত্তকালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণ, শ্রীধামমায়াপুর-দর্শনে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার বাহাদুর, উপযুক্ত শ্রোতার নিকট শ্রীল প্রভুপাদের বেদান্তালোচনা, "মায়াবাদের জীবনী"—প্রবন্ধের ইতিহাস-ইতিবৃত্ত ও আলোচ্যবিষয়, আলালনাথ-শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীব্যাস-অঙ্গনে পাঠ-বক্তৃতা, ইং ১৯৩৬ সালের শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান-সূচী, আচার্য্য-কেশরী শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পূর্ব্বাভাস ও নিত্যলীলায় প্রবেশ।]

১৭—৫৫

৩। তৃতীয় অধ্যায়

[পূজ্যপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর বৈষ্ণবোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা, বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর ও বিশ্বকল্যাণজনক, "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ"-এর লেখক ও অপ্রাকৃত সাহিত্যিক, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা ও 'ডালহাউসী ইনষ্টিটিউট হলে' বিরহ-সভায় উপস্থিতি, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব বাসরে বিরহ-স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা, শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভুকে প্রশংসা ও তাঁহার জয়গান, জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে মিশনের কার্য্যাদি পরিদর্শন, কলিকাতা মঠে বার্ষিক-উৎসব ও ধর্ম্মসভায় উপস্থিতি, দৈনিক নদীয়া প্রকাশের জন্মাষ্টমী-সংখ্যায় "শ্রীঅদ্বৈতবাদ-নিরাস"-প্রবন্ধ,

অধ্যায় ও বিষয় পত্রাঙ্ক

গৌড়ীয় মঠ-মিশনের সাধারণ সভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব, পাশ্চাত্যের সনাতনধর্ম্ম-প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা-অভিনন্দন জ্ঞাপন, শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহোৎসবে অভিধেয়-বিষয়ক বক্তৃতায়ে, চাঁপাহাটী মঠে শ্রীরাম-নবমী উৎসবে বক্তৃতা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসবে বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহোৎসবে ভাষণ ও শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা, দার্জ্জিলিং মঠে বেদান্ত-ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও শ্রীগৌর-বিনোদ বাণী-ধারা সংরক্ষণে দৃঢ়নিষ্ঠা, ভজনানন্দী অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মঠ-মিশনে বিশৃঙ্খলা, বৃহৎমৃদঙ্গ দ্বারা প্রচার-সেবার সঙ্কল্প, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন, বৈষ্ণবানুগতো মঠ-মিশনের সেবা সংকল্প, শ্রীভগবৎ-নির্ভরতা ও সাড়ে-ছয় আনার কাহিনী, শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথিতে বক্তৃতা, যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার, বরিশাল শ্রীজীব গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসবে বক্তৃতা, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বার্ষিক অধিবেশনে বিরহপ্রকাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন, শ্রীপাদ অতুল-চন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারীর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-সম্পাদকের অভিনন্দন সভায় বক্তৃতা, চাঁপাহাটী মঠে শ্রীরামনবমী-ব্রতোৎসব পালন, বর্দ্ধমান মহারাজের দেহান্তে শোক-সভায় বক্তৃতা, সন্ন্যাস-গ্রহণে বারত্রয় বাধা-বিপত্তি, শ্রীবিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারীর কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী, অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-প্রেমধর্ম্ম প্রচার, রাণাঘাট, কাঁচড়াপাড়া ও নৈহাটীতে প্রচার, হুগলী জেলায় চুঁচুড়া-সহরে প্রবলভাবে প্রচার, শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী, শেওড়াফুলি ও শ্রীরামপুরে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার, চুঁচুড়া-সহরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা, চাঁপাহাটী মঠে ঊর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা পালন।] ৫৬—৯১

৪। চতুর্থ অধ্যায়

[শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমার দ্বিতীয় বর্ষ—শ্রীল কেশব গোস্বামীর আচার্য্য-লীলা, চুঁচুড়া মঠে শ্রীদামোদর-ব্রত পালন, সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রা, শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারীকে পত্রদ্বারা আকর্ষণ, বেলঘরিয়ায়

অধ্যায় ও বিষয় পত্রাঙ্ক

সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার, চুঁচুড়া মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা, বিভিন্ন স্থানে প্রচারক প্রেরণ ও স্বয়ং শ্রীগৌরবাণী প্রচারে যাত্রা, ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা বা বনভ্রমণ, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার-অভিযান, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমার প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণে যাত্রা, পুরী আলালনাথ-রনপুর-নয়াগড়-খণ্ডপাড়া ও কণ্টিলোয় (শ্রীনীলমাধব) প্রচার, চৌরাশীক্রোশ শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমার শুভারম্ভ, শ্রীকাশীধাম পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত-পালন, কল্যাণপুরে প্রচারকালে শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর অসুস্থতা, সেবক-বাৎসল্য—শ্রীঅনঙ্গমোহনের সিধাবাড়ীতে অবস্থান, জমিদারী রক্ষা ও শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা, দেওঘর-সহরে উর্জ্জব্রত-পালনের প্রচেষ্টা, ভারতের স্বাধীনতা-লাভে শ্রীল গুরু-মহারাজের অবদান, গোয়াড়া ও কল্যাণপুরে স্বাস্তবিধানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, বৈদ্যনাথ-দেওঘরে দামোদর-ব্রত পালন, শ্রীল-আচার্য্যদেবের ৫০ তম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাস-পূজানুষ্ঠান, শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর নির্য্যাণ, পুরীধামে মঠস্থাপন ও পারমার্থিক মাসিকপত্রিকা প্রকাশের সংকল্প, শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমার প্রস্তুতি-পর্ব, শ্রীদ্বারকাধম পরিক্রমায় শুভযাত্রা, মেদিনীপুর ও সুন্দরবনে প্রচার ও সেবানুকুল্য সংগ্রহ, শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রকাশ, কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে বার্ষিক উৎসব ও চুঁচুড়া মঠে রথোৎসব, শ্রীঅযোধ্যাধাম-নৈমিষারণ্য পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত, মেদিনীপুরের নরঘাট-শীতলপুর-হাদিয়া ও তমলুকে প্রচার, চুঁচুড়া-সহরস্থ ধরমপুর-বাজিতপুর-বসিরহাটে সনাতনধর্ম্ম প্রচার, শ্রীসেতুবন্ধ-রামেশ্বরাদি পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত, বনগাঁর নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়ায় শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব, শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের সদুত্তর।] ৯২—১৩৩

৫। পঞ্চম অধ্যায়

[পরিক্রমাকালে নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ-মহোৎসব, চুঁচুড়ায় হরিসভায় পাঠ-বক্তৃতাদি, শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী প্রভুর বেষাশ্রয়, সাঁওতাল পরগণা ও কাকদ্বীপে হরিকথা প্রচার, ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলার-চক-সরবেড়িয়া-একতারা-চাঁদনগর-ডায়মণ্ডহারবার-কাশীনগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার, চৌরাশী-ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত (দ্বিতীয়বার), "শ্রীব্যাস-পূজা-পদ্ধতিঃ"-গ্রন্থ সংগ্রহ ও শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ, অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ, আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার, শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রী-

অধ্যায় ও বিষয় পত্রাঙ্ক

জগন্নাথদেবের রথযাত্রাদি দর্শন, চুঁচুড়া মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত পালন ও শ্রীনন্দোৎসব, কেদারনাথাদি সহ শ্রীবদ্রিকাশ্রম পরিক্রমা, চুঁচুড়া সহরের চৌমাথাদিতে পাঠ-বক্তৃতা, শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতপালন, হুগলী জেলার বিভিন্ন-স্থানে সনাতনধর্ম্ম-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শ্রীঅবন্তিকা ও নাসিক পরিক্রমা, হুগলী-শ্রীরামপুরের বিভিন্নস্থানে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার, শ্রীশ্রীগীতা-জয়ন্তী উৎসব, শ্রীরামপুর টাউনহলে বক্তৃতা, ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হরিকথার বন্যা, চুঁচুড়ার সংস্কৃত মহা-সম্মেলনে বক্তৃতা মেদিনীপুরের বিষ্ণুপুর-কামারপোতায় শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, আসাম-প্রদেশে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার, মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীপত্রিকা প্রকাশ, আসামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্লাবন, মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠ-বক্তৃতা, বেগুণাবাড়ীতে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব, বর্দ্ধমান-জিলার আইয়াপুরে বিরাট্ ধর্ম্মসভা, মথুরা মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও অন্নকূট-মহোৎসব, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ, আসাম প্রদেশে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন, আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব, গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত দেওয়ানগাঁও-গ্রামে আবির্ভাব-তিরোভাবোৎসব, গোলোকগঞ্জ মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, নিখিল-বৈষ্ণব সম্মেলনে সভাপতিত্ব, ভেটুরিয়ার শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব, শ্রীরাধা-অষ্টমীতে নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে বক্তৃতা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে কলিকাতা মঠে বক্তৃতা, বর্দ্ধমানের মাসুন্দী ও কান্দরায় ভক্তিধর্ম্ম প্রচার, আসামের লেংটিসিঙ্গায় শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচার, খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, চন্দননগর হাটখোলায় পাঠ-বক্তৃতা, অক্ষয়তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, গোলকগঞ্জে শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর আবির্ভাবতিথিতে বক্তৃতা, গোলোকগঞ্জমঠের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও ধুবড়ীতে পাঠ-বক্তৃতা, শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব, খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-আশ্রমে শ্রীব্যাসপূজামুখে নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভপ্রবেশোৎসব, শ্রীযুত রাধাগোবিন্দনাথ মহাশয়-কৃত 'বৈষ্ণব-দর্শন'-গ্রন্থের প্রতিবাদে বিরাট্ সভা, আসামের গোলকগঞ্জ-ধুবড়ী ও অমায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব, পিছলদায় গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, কেশবপুরে বিচার-সভা, চুঁচুড়ায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীরথযাত্রা,

অধ্যায় ও বিষয় পত্রাংক

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস-নন্দোৎসব ও রাধাষ্টমী-ব্রত, নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে কার্ত্তিক-ব্রত পালন, চুঁচুড়া মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব, ৬৬ দিনে ৬২ বক্তৃতা (মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার ২৮টি গ্রামে প্রচার), মুর্শিদাবাদ-অঞ্চলে শ্রীল আচার্য্যদেব, সুন্দরবনাঞ্চলে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার, চুঁচুড়া মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, হুগলী-জেলার শ্রীপুর বাজার-বলাগড়ে ধর্ম্ম-সম্মেলন, আসামে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারাভিযান, সুন্দরবন আইপ্লটে প্রচার, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব, শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব, সমগ্র ভারত-তীর্থ পরিক্রমা, জয়পুরে শ্রীল আচার্য্যদেব, উড়িষ্যায় সমিতির নূতন শাখামঠ স্থাপন, রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর-সহরে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারাভিযান, শ্রীসমিতি-পরিচালিত "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী" সম্বন্ধে শ্রীল সভাপতি-মহারাজের শুভেচ্ছা, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর সভ্যবৃন্দ, নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে মাননীয় টোল পরিদর্শকের মন্তব্য, শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন।] ১৩৪—২১৬

৬। ষষ্ঠ অধ্যায়

[শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা-মধ্যে নবনির্ম্মিত বিরাট মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব, শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রথম দর্শন ও ভাবী মঠের ভবিষ্যদ্বাণী, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তাহার বিবরণ, শ্রীনরহরি তোরণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিত নবচূড়াবিশিষ্ট অভ্রভেদী শ্রীমন্দির, শিলিগুড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে "ছুঁৎমার্গ"—সংবাদের প্রতিবাদ, দুমকা জেলায় প্রচার (১) আসনবনিতে, সারসাজোলে সভা-সমিতির বিবরণ, রাজবন্দ-পলাশী ও বারমাসিয়ায় পাঠ বক্তৃতা, ধাদিকা ও কুমড়াবাদে প্রচার, দুমকা সহরের বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব ও প্রদর্শনী, ঊর্জ্জব্রতে কলিকাতা বেহালায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, মেদিনীপুর জেলার কল্যাণপুরে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, শাওড়াবেড়ে জলপাইএ ধর্ম্মসভা, খামটী গ্রামে শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ভিত্তিস্থাপন, আসামের গোলোকগঞ্জ, বঙ্গাইগাঁও ও উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙা-শীতলকুচিতে প্রচার, কলিকাতার বেহালা ও কৈলাস বসু স্ট্রীটে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ মহোৎসব, শ্রীল আচার্য্যদেবের মথুরা লক্ষ্ণৌ কাশীতে শুভবিজয়, কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য

অধ্যায় ও বিষয় পত্রাঙ্ক

গৌড়ীয় মঠে বক্তৃতা, আসামের বাসুগাঁওএ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ স্থাপন, সিউড়ী বার লাইব্রেরী ও ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে বক্তৃতা, শ্রীনবদ্বীপ মঠে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত চারুমিহির সরকার, শ্রীবিনোদ-বাণী গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নির্যাণ, নবদ্বীপ মঠে ও ২৪ পরগণার রামনগর আবাদে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরাট্‌রথযাত্রা মহোৎসব, শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের অসুস্থ-লীলা ও বিবিধ পরিক্রমা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান।]

২১৭—২৫৭

৭। **সপ্তম অধ্যায়**

[শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্যত্ব ও শ্রীগুরু-নিষ্ঠা।] ২৫৮—২৬৭

৮। **অষ্টম অধ্যায়**

[শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায় সংরক্ষণ, শ্রীল গুরুপাদপদ্মের স্বলিখিত উপদেশাবলী।] ২৬৭—২৭১

৯। **নবম অধ্যায়**

[পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ, আচার্য্যকেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব এবং বিরহ-সভার অধিবেশন।] ২৭২—২৮৩

পরিশিষ্ট

১০। শ্রীল আচার্য্যদেব-প্রদত্ত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ও বাবাজী-বেষ (ক)—(খ)

১১। শ্রীল গুরুমহারাজের সম্পাদিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী (খ)

১২। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়" প্রকাশিত বক্তৃতাবলী-প্রবন্ধাবলী (গ)—(ঙ)

১৩। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম-প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ (চ)—(ছ)

১৪। মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ভ্রম সংশোধন (জ)

প্রফুল্লানন সৌম্য-শান্তমূর্তি শ্রীল গুরু মহারাজ

হরিকথা-কীর্ত্তনরত শ্রীল আচার্য্যদেব

নবদ্বীপ মঠের স্বীয় ভজন-কুটীরে ভজনরত জীবকল্যাণ-চিন্তামগ্ন
পরদুঃখদুঃখী শ্রীল গুরুপাদপদ্ম

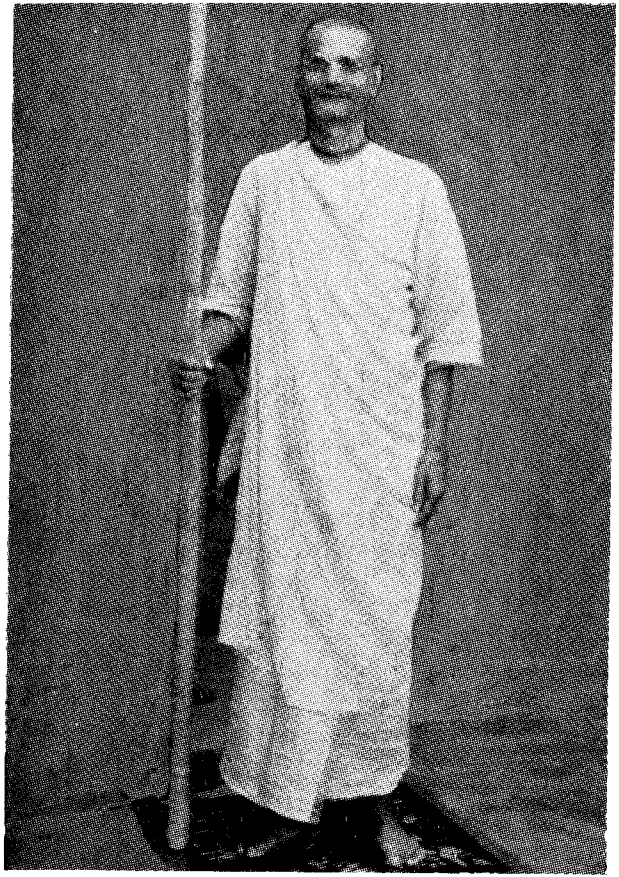

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

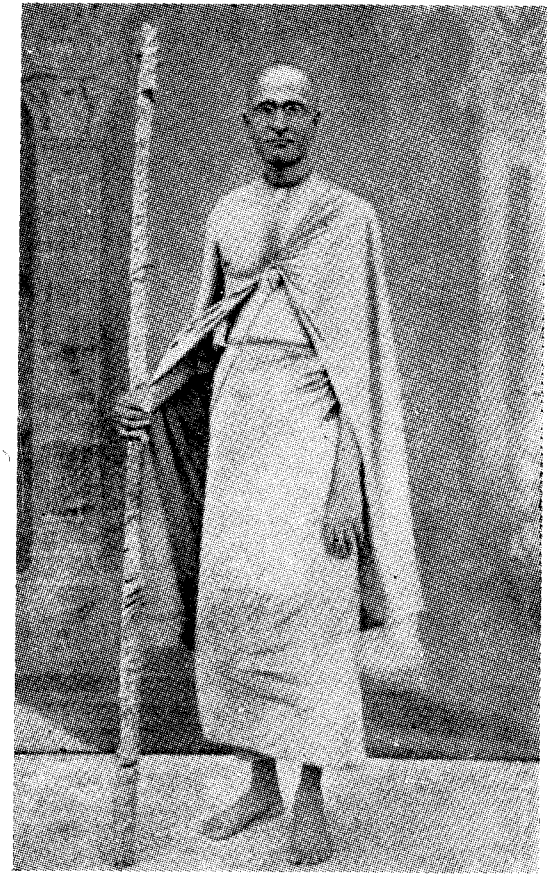

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

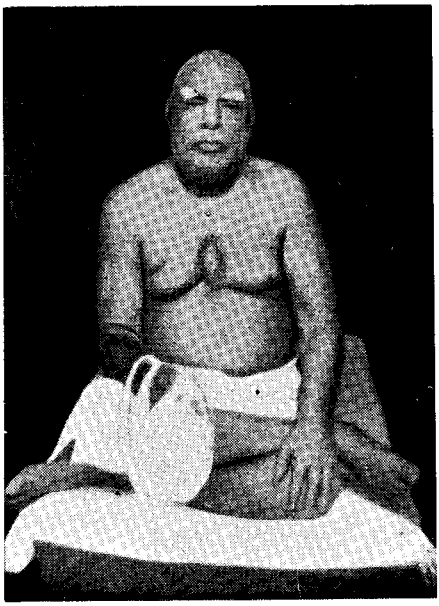

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

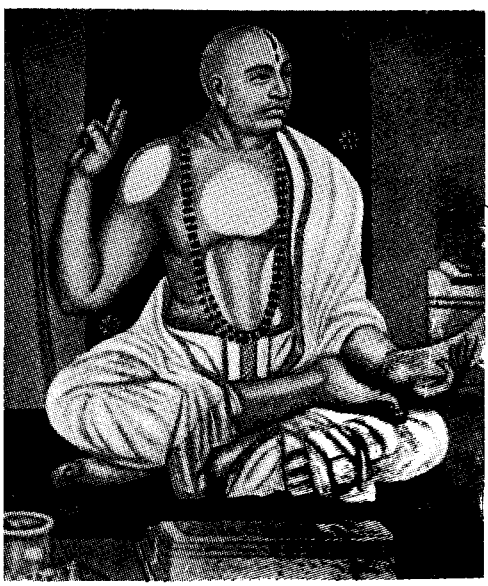

শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌর-প্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥
নমস্তে গুরুদেবায় নিত্যানন্দ-স্বরূপিণে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িণে॥
নমস্তে গুরুদেবায় আচার্য্য-ব্যাসরূপিণে।
বিশুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-মূর্ত্তবিগ্রহ-ধারিণে॥
গৌরনাম-গৌরকাম-গৌরধাম-জীবাতবে।
গৌর-প্রেমার্ণবে সদা সন্তরণ-বিলাসিনে॥
বজ্রাদপি কঠোরায় চাপসিদ্ধান্ত-নাশিনে।
নমস্তে গুরুদেবায় কৃষ্ণ-বৈভব-রূপিণে॥
প্রভুপাদ-প্রিয়ঞ্চৈব 'কৃতিরতন'-ধারিণে।
সত্যস্যার্থে নির্ভীকায় শ্রীরূপানুগ-বর্ত্তিণে॥
সরস্বতী-মনোঽভীষ্টং সর্ব্বথা সুষ্ঠু-রক্ষিণে।
শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধাম্নঃ সেবা-সমৃদ্ধি-কারিণে॥
শ্রীধাম-পরিক্রমাদি যেনৈব রক্ষিতঃ সদা।
গুরোর্নির্দ্দেশ-পালায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ স্থাপকায় চ।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ॥
রাধাবিনোদ-লীলায়াং মঞ্জরী-সখি-রূপিণে।
তমহং সততং বন্দে শ্রীল-কেশব-স্বামিনে॥
দেহি মে তব শক্তিস্তু দীনেনেয়ং সুযাচিতা।
তব পাদ-সরোজেভ্যো মতিরস্তু প্রধাবিতা॥

শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও শিষ্যত্ব

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" —শ্রুতি বলেন, প্রেমভক্তির সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি উপহার-হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। কারণ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ গুরুভক্তিমান্ ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। সংসার বহু দুঃখদায়ক, ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত উহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব ; সদ্‌গুরু পদাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদ্ অনুশীলন ব্যতীত সংসার-সাগর উত্তরণের অন্য উপায় নাই। যাঁহার শ্রীভগবানে ও শ্রীগুরুদেবে একনিষ্ঠ ভক্তি বর্তমান, সেই মহাত্মার নিকট নিখিল শাস্ত্র-মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হয়। সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিলেই জীবাত্মার নিকট তত্ত্ববস্তু স্বয়ং আবির্ভূত হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জীবের বদ্ধদশা ও গুরুকৃপা সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥"
"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥"
"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"
"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥"

যাঁহার অহৈতুকী করুণা মূককে বাচাল করিতে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, পরমানন্দস্বরূপ দীনতারণ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই বন্দনীয়। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পরম মঙ্গল-লাভের নিমিত্ত প্রাকৃত ক্ষোভ-নির্ম্মুক্ত, বেদাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, ভগবদ্-অনুভূতিসম্পন্ন সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। কৃপাময়, স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বজীবের হিত সাধনে রত, নিষ্কাম ভক্তি-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, শিষ্যের সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ, সতত হরিসেবানিষ্ঠ ব্যক্তিই 'সদ্‌গুরু' বলিয়া অভিহিত ; ষড়্‌বেগ-বিজয়ী গোস্বামীই জগদ্‌গুরু ; বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ আচারবান্ তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিই 'আচার্য্য' বা বৈষ্ণবই 'গুরু' পদবাচ্য।—"যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" পরদুঃখ-দুঃখী, দয়ার সাগর, অনিচ্ছুক অজ্ঞানান্ধের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস-বিতরণকারী, সম্বন্ধজ্ঞানদাতাই সদ্‌গুরু।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥"

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"শ্রীগুরু তিন প্রকার—শ্রবণ-গুরু, ভজন শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণ-গুরু অনেকস্থলে ভজনশিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগম-মন্ত্র-শাস্ত্রকুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে হয়। নিত্যস্বরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময়-বুদ্ধি কর্ত্তব্য।

"মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষাগুরু-করণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব; শ্রবণগুরু-সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভ ঘটে। মন্ত্র দীক্ষাই অনুগ্রহ। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। ভজনানন্দী মহান্ত-গুরু এবং ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্ত্যগুরুভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্য-সাধন ভেদে ভজন শিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণ-প্রাদাতা শ্রীগুরুদেব, শিষ্যকে সম্বন্ধ-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা।"

মনঃশিক্ষায় উক্ত হইয়াছে,—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে, গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ" অর্থাৎ শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিয়া এবং গুরুদেবকে মুকুন্দ-প্রিয়তম জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর। গুর্বষ্টকেও উক্ত হইয়াছে,—"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্"—যিনি প্রকাশস্বরূপ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম সেবাধিকারী, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগুরুদেব অভিন্ননিত্যানন্দ-স্বরূপ জানাইয়াছেন,—

"সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিলেন,—"নিতাই এর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি ॥" গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতি ও শুদ্ধ ভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে রাধাপ্রিয় সখী বা শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক হইলেও ৬টী তত্ত্বে প্রকাশমান :— (১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, (৪) স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ তত্ত্ব, (৫) গদাধরাদি নিজশক্তি-তত্ত্ব, (৬) স্বয়ং ভগবান-তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু। অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব যথাযথ স্বীকৃত হইলে এই ছয়তত্ত্বই ভগবান, কিন্তু পরস্পর পৃথক। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গুরুদেবকে ভগবদ্ বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের প্রিয়তম সেবক-ভক্ত বলিয়া জানেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ-বিগ্রহ ; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণু-তত্ত্বের মূল হইলেও দশদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রকাশ বিগ্রহই শ্রীগুরু-তত্ত্ব।

অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীগুরুতত্ত্বও—ভগবান। শ্রীগুরুদেব ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ হইলেও, তিনি তাঁহার প্রিয়তম দাস। তিনি ভগবদ্দাসরূপে ভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণাভিন্ন ভগবৎপ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে গুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয় সখারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই সদ্গুরু—জগদ্গুরু-রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবলদেব নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় তদাশ্রিত ভক্তের ভগবৎ-ভাগবত-সেবাধিকাররূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়। তিনি জগজ্জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তি ও ভগবত্তত্ত্ব বিস্তার করেন বলিয়া ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহরূপে অনন্ত বিশ্বে সম্পূজিত। ভগবানের প্রিয়-স্বরূপ গুরুদেব জগতে প্রকট থাকিয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবগণকে উদ্ধারপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে সেবা প্রদান করেন বলিয়া তিনি ভব-পারের তরণী ও কর্ণধার-স্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর বৃত্তির দ্বারা তিনি ভগবানকে জগজ্জীবের নিকট প্রকাশ করেন,

আবার শ্রীহরিও তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবকে জীব-কল্যাণের নিমিত্ত দান করেন। বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত পরস্পর মধুর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্ত্তমান; এইজন্য "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"—বাক্যের অবতারণা ও বিষয়-আশ্রয়তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিন্নাঙ্গ—শ্রীগুরুদেব। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদেবময় ও ভগবৎ প্রিয়তম। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন, কিভাবে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে, কিভাবে গুরু-পাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, তবে শিষ্যের মঙ্গললাভের উপায় কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম—বাস্তব মঙ্গলবিধাতা, আশ্রয়জাতীয় ভগবান। শ্রীনামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী, শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী প্রদান করেন। "আদৌ গুরু-পদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥" —"আশ্রয় লইয়া ভজে তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" তজ্জন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা—"চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥" (প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা) গুরুদেব সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিমগ্ন। শিষ্য সেইরূপ সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাসন বা শিক্ষা গ্রহণ করাই শিষ্যত্ব—"গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" —বাণী অবনত-মস্তকে আনন্দের সহিত গুরুদেবের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিলে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণলাভ করা যায়। গুরুদেবে সমর্পিতাত্ম-সেবকই দিব্যজ্ঞান-লাভের যোগ্যতম অধিকারী। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হইলে শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভসেবা প্রাপ্তি হয় না। গুরুদেবে অপ্রাকৃত সেবাবুদ্ধির উদয়ে কৃষ্ণদাস্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায় সেবককে শ্রীভগবানই নিজ সেবাধিকার প্রদান করেন। বিশ্রম্ভ গুরুসেবা দ্বারাই সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তন সম্ভব হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মঙ্গলবিধাতা জানিয়া সর্ব্বাবস্থায় হৃদয়ে ভগবৎকৃপা উপলব্ধিপূর্ব্বক শিষ্য জীবনধারণ করেন। সুতরাং যিনি সম্বন্ধ-জ্ঞানচক্ষু প্রদান করেন, তিনিই সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বংশ-পরিচয়

কাহারও জীবনী বা জন্ম-চরিত আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নাম, ধাম, কুল, তিনি কাহার সন্তান, কিরূপ বৃত্তি বিশিষ্ট ও উপাধিধারী

ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। ইহাই লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের রীতি।

অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টাকেই মায়া বলে। বহির্ম্মুখ জগৎ অচিন্ত্য-শক্তিকে অস্বীকার করায় পাষণ্ডতা লাভ করে। জড় সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি, স্বদেশপ্রেমিক, কর্ম্মবীর-জ্ঞানবীর-যোগবীর-দানবীর বা নিরীশ্বর-নৈতিক ব্যক্তিগণের চরিত্রালোচনা—জন্ম-কর্ম্ম-বিবরণাদি প্রদান মায়িক বিচারদ্বারা সম্ভব, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবের পরিচয় জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। ভক্ত-ভাগবত-চরিত্র যখন কোন সেবোন্মুখ জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখনই তাহা জানিবার সুযোগ-সৌভাগ্য হয়। অধোক্ষজ বস্তুর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই, জড় জনক-জননী নাই; গুরু-বৈষ্ণব অধোক্ষজ তত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু, জাতি-বর্ণের অতীত। —"আবির্ভাব-তিরোভাব—এই কহে বেদ।"

সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হন বলিয়া যেরূপ পূর্ব্বদিক সূর্য্যের জননী নহে, তদ্রূপ বৈষ্ণব যে-কোন কুল আশ্রয়পূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও, তাঁহাকে প্রাকৃত জাতি কুলের অন্তর্গত বলা চরম অপরাধজনক। অপৌরুষেয় ও ভগবৎ-নিঃশ্বসিত বাণী বেদ ও ভাগবতাদি শাব্দিক অবতারসমূহেরও কোন স্রষ্টা নাই। তথাপি গবেষণা-কৌতূহলরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় বিতাড়িত হইয়া ভোগপর বিচারকগণ বেদ-ভাগবতাদির খণ্ডকালান্তর্গত জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ জড় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্চ্চা শালগ্রাম শিলার জন্মস্থান, শ্রীবিগ্রহ কোন্ ধাতুতে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত, মহাপ্রসাদের মূল্য ও উৎপত্তি-স্থান প্রভৃতি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহারা কখনই অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যাহারা বৈষ্ণবেরও প্রাকৃত কুল, জাতি নিরূপণ করিতে অগ্রসর হন, তাহারা অর্ব্বাচীন ও পাষণ্ড।

বৈষ্ণবগণ শৌক্রকুলের অন্তর্গত নহেন, তাঁহারা অচ্যুতগোত্রীয় বলিয়া অভিমান করেন। শাস্ত্র বৈষ্ণবকে প্রাকৃত জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করেন নাই।—"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।" বৈষ্ণবগণের প্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই। "বহ্নি-সূর্য্য-ব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা"—অগ্নি, সূর্য্য, ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সদা তেজীয়ান্; তাঁহাদের নিজ কর্ম্ম-সমূহের ফল ভোগও করিতে হয় না। কোটি বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার সহস্র বিষ্ণুভক্তের মধ্যে ঐকান্তিক পরমহংস মহাভাগবত

শ্রেষ্ঠ। আম্নায় বা "ভাগবত-গুরু-পরম্পরাই" বৈষ্ণবগণের বংশ-পরিচয় এবং ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বংশ-নিরূপণের প্রথা।—

মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
রূপ-সনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামী-প্রবরৌ প্রভূ॥

* * *

তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-ভূষণম্।
বিদ্যাভূষণপাদ-শ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ॥
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথ-প্রভুস্তথা।
মায়াপুর-ধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ॥
শুদ্ধভক্তি-প্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ॥
তদভিন্ন-সুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাৎ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্॥

* * *

হরিপ্রিয়-জনৈর্গম্যঃ ওঁ বিষ্ণুপাদ-পূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-মহোদয়ঃ॥
তদন্তরঙ্গবর্য্যঃ শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবঃ।
গৌরবাণী-বিনোদে যঃ কৃতিরত্নেতি-সংজ্ঞকঃ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশাশ্চ পরমহংস-বিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহাগ্রহাঃ॥

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধকৃষ্ণ নহে অন্য, রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীগোস্বামী রূপ, সনাতন॥

* * *

বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ, তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোরবর, হরি-ভজনেতে যাঁর মোদ॥
শ্রীবার্ষভানবী বরা, সদা সেব্য-সেবাপরা, তাঁহার 'দয়িতদাস' নাম।
এইসব হরিজন, কেশবের পূজ্য হ'ন, তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে যার কাম॥"

মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই জগতে আগমন করিয়া থাকেন এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত-প্রয়োজন মিটাইয়া প্রাকৃত জগৎ হইতে

অপ্রাকৃত জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুই মহাজনগণের বিমল চরিত্র, জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপ সম্যক্ উপলব্ধির বিষয়বস্তু হইয়া থাকে এবং মনুষ্য-সমাজও তাহা অনুসরণপূর্ব্বক সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য-প্রয়োজনীয়তা, জীবের স্বরূপাদি উপলব্ধি করিয়া লাভবান হন। শ্রীভগবান্ পরম করুণাময় ; যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশের এবং সনাতন ধর্ম্ম-স্থাপনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ নিজে অবতীর্ণ হন, অথবা তাঁহার নিজজনকে এ ধরাধামে প্রেরণ করেন। স্বরূপ-বিভ্রান্ত অনাদি-বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তব কল্যাণ-সাধনের নিমিত্তই ভগবৎপ্রেরিত মহাজনগণের এ পৃথিবীতে আগমন।

প্রেমাবতারী শ্রীগৌরহরির ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্যই বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যরূপে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বাংলা ১৩০৪ সনের ১২ই মাঘ সোমবার, ইং ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৮ (শকাব্দ ১৮১৯।৯।১১। ১০।০) কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে ইহ জগতে আবির্ভূত হন। তাঁহার জ্ঞান, কর্ম্মধারা, আচার-ব্যবহার, সত্যানুরাগ, মানব-গোষ্ঠীর প্রতি প্রীতি-স্নেহ-মমতা, তাঁহাদের আচরণবিধি, শ্রেয়পথস্বরূপ, স্বরূপধর্ম্ম পালনের উপদেশ-নির্দ্দেশ, রীতি-নীতি ও ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলে উপলব্ধি হয়, তিনি একজন ঐশী শক্তিসম্পন্ন ভগবৎপ্রেরিত মহাজন।

আবির্ভাব—স্থান-কালাদি নির্ণয়

ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষগণ স্থান-কাল-পাত্রবিশিষ্ট বিশেষ পরিবেশেই আবির্ভূত হন। গুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্যতম শ্রীল কেশব মহারাজও বঙ্গদেশের বরিশাল জিলার বানারিপাড়া গ্রামে শ্রেষ্ঠ কৌলিন্য মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত গুহ-ঠাকুরতা বংশে অবতীর্ণ হন। এই বংশে বহু বিদ্বান, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বহু আত্মীয়-স্বজন-সমন্বিত এই বংশের ধার্ম্মিকপ্রবর পরমভাগবত শ্রীশরৎচন্দ্রের গৃহে তদীয় ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিণী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীর ক্রোড়ে দ্বিতীয় পুত্ররূপে শিশু প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। শিশুর চক্ষু ও তেজোদ্দীপিত বদন দর্শনে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হন। তাহার অঙ্গজ্যোতি ও মুখশ্রী জ্যোৎস্নার ন্যায় হইয়াছিল বলিয়া আত্মীয়স্বজনগণ শিশুর ডাকনাম 'জ্যোৎস্না', অপভ্রংশে সহজ সরল 'জোনা' বা 'জনার্দ্দন', ভাল নাম—'শ্রীবিনোদবিহারী' রাখিলেন।

পুত্র-কন্যাসহ স্নেহময়ী জননী, সর্ব্বদক্ষিণে শ্রীবিনোদবিহারী, সর্ব্ববামে শ্রীপ্রমোদবিহারী
—তাঁহার দক্ষিণে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীসহ অন্যান্য ভ্রাতৃগণ।

একদিন স্নেহময়ী জননীর পিত্রালয় দুধল গ্রামে শিশুর সর্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া শিশুকে গৃহপ্রাঙ্গণে রৌদ্রে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এমন সময়ে একটী বাজপাখী ছোঁ মারিয়া তাঁহাকে আকাশে লইয়া যায়। প্রতিবেশীর চীৎকারে শিশু পক্ষীচঞ্চু হইতে মুক্ত হইয়া সম্মুখস্থ সরোবরে ভাসমান নৌকার ন্যায় সুপারি-খোলের উপর পতিত হন। মাতা ও আত্মীয়গণ এইরূপে শিশুকে ফিরিয়া পাইয়া ভাবিলেন—"রাখে হরি, মারে কে?" শ্রীভগবান তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তকে সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে এইরূপ স্বয়ং রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রতিবেশীগণ ভাবিলেন,—এ শিশু সাধারণ নয় ইহার দ্বারা শ্রীভগবান কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধন করাইয়া লইবেন। মূলকথা, শ্রীভগবানের ইচ্ছাপূর্ত্তি ও উপদেশ-নির্দ্দেশ বাস্তবে রূপায়িত করাই সাধু-সজ্জনগণের জীবনের ব্রত। এই শিশুই ভবিষ্যতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন, তজ্জন্যই আসন্ন মৃত্যু হইতে ভগবানের তৎসংরক্ষণ-প্রচেষ্টা।

ধার্ম্মিক পিতামাতার সন্তান-পালনের আদর্শ

'জোনা' বা জনার্দ্দনের মাতাপিতা বঙ্গদেশীয় জমিদার-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মাতাপিতা উভয়েই তৎকালীন প্রসিদ্ধ ও সর্বজনমান্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বানারিপাড়া গ্রামে শ্রীগোস্বামিজীর একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোস্বামিজীর শিষ্যগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় শরৎচন্দ্রের সাধু চরিত্র ও ভক্তিপরায়ণতা বিষয়ে বেশ সুনাম ছিল। অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহার নীতি-আদর্শপরায়ণ সাধু চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় জজ, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন। সহ-ধর্ম্মিণী ভুবনমোহিনীর ন্যায়-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা, সত্যাশ্রয়ীত্ব, অন্যায়ের প্রতি অসহযোগিতা ও পরোপকারিতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল।

পিতা (দক্ষিণাবাবু) শরৎচন্দ্র বালক বিনোদবিহারীর আট বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই নোয়াখালির লক্ষ্মীপুরে কার্য্যব্যপদেশে ২ বৎসর কাল থাকাকালে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এই স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রিয় পুত্রের সৎশিক্ষার ও সৎসঙ্গের পরিবেশ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সদ্গ্রন্থ পাঠ, পূজা প্রভৃতি সর্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি বিনোদবিহারীকে সঙ্গে লইতেন। নোয়াখালিতে প্রত্যহ তাঁহার গৃহে ধর্ম্মালোচনাকালে রাজপুরুষগণের সহিত তিনি বালক পুত্রকেও বসাইয়া রাখিতেন। স্বামীর পরলোক গমনের পর

ভুবনমোহিনী দেবীর উপর সন্তানগণের পালন পোষণের সকল দায়িত্ব বর্ত্তাইল। কথিত আছে, দৈবজ্ঞের নির্দ্দেশে জোনার পুনর্জন্ম লাভ হয়। বালক জোনা বা জনার্দ্দন ৬ষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারিতেন না; পুত্র বোবা, তজ্জন্য মাতার দুঃখের সীমা নাই। বহু কবচ তাবিজ করাইয়াও কোন ফল হয় নাই; অবশেষে মাতার সারা দিবসব্যাপী ধর্ম্মীয় কঠোর ব্রতোদ্‌যাপনের মাধ্যমে দৈবজ্ঞের ইঙ্গিতানুযায়ী শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় মূক বালক বাচালত্ব লাভ করে অর্থাৎ কথা বলিতে শুরু করেন। মাতার আদর্শ শিক্ষা, আচরণ, চরিত্র গঠনের পদ্ধতি, পরোপকার-বৃত্তির শিক্ষা পাইয়া শ্রীবিনোদবিহারীও অসত্য, অন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিলেন; অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখনও আপোষ-মীমাংসা করেন নাই। এইরূপে তাঁহার অচিন্ত্য, অসাধারণ, অতি মানবীয় শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। আমাদের জোনা মাতৃ-চরিত্রই পাইয়াছিলেন।

সমাজ-সেবামূলক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সেবাদর্শ

শৈশবে পিতা শরৎচন্দ্রের জীবিতকাল পর্য্যন্ত শ্রীবিনোদবিহারী নোয়াখালি সহরের National School-এ বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে কারিগরি বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। সেখানে তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত টুল ও টেবিল বহু বৎসর পর্য্যন্ত নিজ গৃহে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পিতার দেহত্যাগের পর তিনি তাঁহার স্বগ্রাম বানারিপাড়ায় ফিরিয়া আসেন এবং স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই ছাত্র-জীবনই তাঁহার বহুমুখী কর্ম্ম প্রতিভা ও জ্ঞান-বিকাশের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল। তৎকালীন ছাত্র-জীবনে সমাজ সেবাই চরিত্র গঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল এবং ধর্ম্মীয় ভাব-ধারায় মানব-কল্যাণের জন্যই উহা প্রসারিত হইয়াছিল। কিশোর বিনোদ-বিহারীর অতুলনীয় সংগঠন শক্তি ছিল। ছাত্রজীবনের নৈতিক মান উন্নয়নের প্রতিটী শাখায় তিনি মহৎ আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সর্ব্ব সময়েই ধর্ম্ম, ন্যায়, নীতি, আদর্শের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজে দরিদ্র ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য কোন প্রকার সংগঠন ছিল না। বিনোদবিহারীই নিজে অগ্রণী হইয়া এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, অভাবী ও অসহায় রোগীর সেবার চিকিৎসাদি সকল দায়িত্বই গ্রহণ করায় নিজের স্নানাহারেরও অবসর মিলিত না। দীন দুঃখীর সেবা, দুঃখমোচন, বদান্যতা ও উদারতাই

ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কৈশোরে লোকসেবা, পরোপকারিতা ও দয়াধর্ম্মের তিনি আদর্শ প্রতীক ছিলেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও সুনাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। ছাত্রজীবনে দুর্নীতি বিবর্জিত সকল প্রকার সংগঠনের মধ্য দিয়াই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মধারা প্রকাশিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি নিজে আচরণ করিয়া তাঁহার সঙ্গী, বন্ধু ও সহযোগিগণকে শিক্ষা দিতেন।

খেলাধূলায় আগ্রহ ও জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ

স্কুল জীবনে শ্রীবিনোদবিহারী অংকশাস্ত্রের এবং কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। Sports (খেলাধূলা)—ফুটবল প্রভৃতি খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তৎকালীন স্থানীয় সমস্ত Team ও Club-এর তিনিই Captain ছিলেন। বরিশাল জিলার বাহিরে যশোহর ও খুলনায় তিনি খেলাধূলা করিতে যাইতেন। তাঁহার hardy halfline player বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল। বানারীপাড়া উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রতি-বৎসর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য একমাত্র বিনোদবিহারীই পুরস্কার লাভ করিতেন। তাঁহার অদ্ভুত সাংগঠনিক শক্তি, বলিষ্ঠ চরিত্র মাধুর্য্য, সমাজসেবা, মানবকল্যাণের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তাঁহার নিজগৃহে রাখিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নাদি করাইতেন। মাত্র অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মাতা বিনোদবিহারীকে তাঁহাদের জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে আইনকানুন, গাম্ভীর্য্য ও কর্ম্মকুশলতা কুত্রাপি দেখা যায় না। প্রজামহলে তাঁহার তেজস্বিতা, সততা, উদারতা, দয়া ও সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচারের জন্য সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁহার আশ্রয়ে প্রজাগণ নিশ্চিন্তে বসবাস করিতেন।

মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও ধর্ম্মসভা পরিচালনা

কতিপয় ছাত্রবন্ধু সহযোগে শ্রীবিনোদবিহারী "প্রসূন"-নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বহু কবিতা রচনা করেন, যাহা শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বরিশাল সহরের "ধর্ম্মরক্ষিণী সভার" অনুকরণে বানারিপাড়ায়ও একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিনোদ-বিহারীর অনুপ্রেরণায় উহা পুনরায় উজ্জীবিত হয়। উক্ত সভায় তিনি বহুবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। যুবক ও ছাত্রসমাজ এখান হইতেই ধর্ম্মের ভিত্তি রচনার সুযোগ পাইতেন। বানারীপাড়ার

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে নরোত্তমপুরে "নিত্যানন্দ আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভক্ত নিত্যানন্দের দেহ রক্ষার পর তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীযোগানন্দ স্বামী এই আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিশোর বিনোদবিহারী ছাত্র জীবনে তাঁহার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বহুবিধ সদুপদেশ লাভ করিয়া কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকিতেন।

রাজনীতিতে প্রবেশ ও বিপ্লবী জীবন

তৎকালীন ছাত্র ও যুবক-সমাজে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের অন্তরে লুক্কায়িত ছিল এবং সমগ্র বঙ্গ-সমাজে বহুবিধ সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিনোদবিহারী "অনুশীলন সমিতি" নামক সংগঠনে যোগদান করেন এবং পরবর্ত্তিকালে নিজেই একটী 'ইউনিট'এর পরিচালনা করেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবরূপ দিবার জন্য গুপ্তস্থান ও 'সমিতি' মারফত পাঠচক্র স্থাপনপূর্ব্বক বিপ্লবী পক্ষীয় স্বাধীনতালাভের উপায় ও কৌশল রূপায়ণে তৎপর হন। এজন্য ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের সরোষ সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তিনি কিছুকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হন।

শ্রীবিনোদবিহারীর বাল্য ও কৈশোর জীবনের ঘটনাবহুল কর্ম্ম, কীর্ত্তি ও আচরণসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া সহাধ্যায়ী ও সহকর্ম্মী সকলেই তাঁহার বিপ্লবী জীবনের প্রশংসা করিতেন। অন্যায় ও অসত্যকে অবদমিত করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রতিটি কার্য্যে ও প্রত্যেকটি আচরণের মধ্যেই dashing spirit (বিপ্লবী মনোভাব) ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় কর্ম্মময় জীবনে তিনি সকলপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইতেন।

প্রবৃত্তিমার্গীয় জড়বিদ্যা পরিত্যাগ ও আত্মকল্যাণ চিন্তা

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিনোদবিহারী উত্তরপাড়া কলেজে I.Sc. তে ভর্ত্তি হন ; এক বৎসর পড়িবার পর দৌলতপুর কলেজে transfer লইয়া পড়িতে যান এবং কলেজ হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে প্রিন্সিপাল ও প্রফেসরগণ তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এই সময় হইতেই তিনি নাস্তিক সমাজ-সেবামূলক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া ভগবৎ-ভাগবত সেবামূলক কর্ম্মে ব্রতী হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষা ও ডিগ্রীলাভের মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন আত্মকল্যাণ চিন্তায়

অতিবাহিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার ফিজ্ দাখিল করিয়াও পরীক্ষা দিলেন না।

বর্ত্তমান প্রবৃত্তিমার্গীয় শিক্ষার দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হয় না. "জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা"—এই চিন্তাধারা তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিবারস্থ লোকসকলের নিকট দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভগবচ্চিন্তা, ভগবৎ সেবাই জীবের স্বরূপ ইহা নিজে উপলব্ধিপূর্ব্বক প্রত্যেকের হৃদয়ে ঐ বীজ রোপণের চেষ্টা করিলেন। সাধারণ লোক তাঁহার এইরূপ উন্নত চিত্তবৃত্তির বিষয় উপলব্ধি করিতে না পারিলেও পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা অবশ্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। শ্রীবিনোদ-বিহারীর কর্ম্ম ও চিন্তাধারা এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল যে, তাঁহার সহকর্ম্মী ও সহযোগিগণও তাঁহার নাগাল পাইত না এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধির সময় ও সুযোগও মিলিত না। তাঁহার সহজাত উদারতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য-মূলক চিত্তবৃত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কোন কিছুর প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, ভোগবিলাসহীন জীবনেই তাঁহার আনন্দ ছিল। নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ তিনি অকাতরে বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের বন্ধু-বান্ধবগণ আজও বলিয়া থাকেন,—বিনোদ নিজের জন্য এ জগতে আসে নাই, অন্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই তাহার এ জগতে আগমন। তাহার নির্ভেজাল ও নিখুঁত ত্যাগ-বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া সহপাঠীগণ প্রাচীন কবিতা আবৃত্তি করেন—"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী 'পরে। সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥"—এই বাক্যের যথার্থ সার্থকতা তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের প্রয়োজনেই সাধুগণের সমাজে অবস্থিতি

ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শ্রীবিনোদবিহারীর এ ধরাধামে আগমন, ইহা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৈশোরকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মজীবন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। সাধারণতঃ মহাপুরুষগণ পিতৃমাতৃ গৃহে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু বিনোদবিহারী যৌবনের প্রারম্ভেই গৃহত্যাগ করেন। ভগবদিচ্ছাক্রমেই যেন তাঁহার জন্ম ও রক্ষণা-বেক্ষণ এবং ভগবদিচ্ছায়ই তাঁহার জাগতিক সমাজ ও সংসারে অবস্থান এবং

গৃহত্যাগ। ভোগের আবিলতায় পরিপূর্ণ ন্যায় নীতি-বিবর্জ্জিত পঙ্গু সমাজ-দেহের উদ্ধার সাধনের জন্যই সাধু-মহাপুরুষগণের জাগতিক সমাজে ও সংসারে অবস্থান প্রয়োজন। অনর্থযুক্ত মানবগণকে নিবৃত্তিমার্গে পরিচালিত করাই সজ্জনগণের সুদৃঢ় সংকল্প। শ্রীবিনোদবিহারী সামাজিক জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মায়াবদ্ধ জীবের এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও তাহাদের আত্মকল্যাণ পথের সন্ধান ও শিক্ষাদানই পরদুঃখদুঃখী মহাত্মগণের স্বভাব। জাগতিক বিষয় বস্তুতে আসক্ত, জড়বাদের গোলকধাঁধায় ক্লিষ্ট নিরীশ্বর নির্নৈতিক সমাজের বাস্তবকল্যাণ চিন্তাই সাধুগণের ব্রত।

শ্রীবিনোদবিহারীর পারমার্থিক জীবন লাভার্থে গৃহত্যাগ

অকাতরে দান বা বিলাইয়া দেওয়াই সাধু-সন্তগণের রীতি-নীতি। শ্রীবিনোদবিহারী স্বীয় ঐশী শক্তিবলে তাঁহার সাধনার্জ্জিত অপার্থিব বস্তুও তাঁহার প্রিয়জনকে দান করিয়াছেন। "ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যাঁর। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥" —এই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ তিনি ধর্ম্মজগতে বিচরণের ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন। বানারীপাড়ায় অবস্থানকালীন পঠদ্দশায় তাঁহার দুই পিসিমাতার ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁহাদিগকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে লইয়া আসেন এবং তথায় পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সহিত মিলিত হন। এইখানেই তাঁহার ভাবী জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়। গ্রন্থরূপী সাধু-সঙ্গ ও ভক্তিবলে তিনি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সান্নিধ্য লাভ করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনাম গ্রহণের পর বাস্তব সত্যের সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের গতিবেগ আমূল পরিবর্ত্তিত হইল। স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কয়েকবারই শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছেন। এইরূপে কয়েক বৎসর গৃহে অবস্থানের পর তিনি ভোগময় সামাজিক সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

গৃহত্যাগ সম্বন্ধে মাতার পূর্ব্ব ধারণা

শ্রীবিনোদবিহারী গৃহত্যাগ করিয়া মায়াপুরে চলিয়া গেলে তাঁহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—"জোনা বা জনার্দ্দনকে গৃহে রাখা যাইবে না, ইহা আমার মনে প্রায়ই জাগ্রত হইত। শৈশবে উহার সম্পর্কে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা মনে হইলে আজও শিহরিয়া উঠি। উহাকে বাঁচাইয়া রাখ

ও কথা বলাইবার ক্ষমতা আমার ছিল না, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করিয়াছেন।" জনার্দ্দনের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীপুলিনবিহারীকে মাতা একদিন বলেন—"জোনার দুরন্তপনা, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকারিতা চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উহার প্রতি আমার মমতা কত বেশী ছিল, তাহা অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। ও যে গৃহে থাকিবার মানুষ নয়, সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, এ ধারণা আমার বহুকালের। উহার চলাফেরা, সঙ্গী-সাথী, আচার-ব্যবহার কোন সময়েই সাধারণ মানুষের মত ছিল না, তাই সব সময় আমার ভাবনা, ভয় ও আতঙ্ক ছিল!" একদিন পুলিন বিহারী ম্যাট্রিক পাশের সুখবর লইয়া মাতাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন,"—তোকে আর আমি পড়াইব না, তুই আমার কাছে থাকিবি। জোনাকে দৌলতপুরে পড়িতে দিয়াছিলাম, সে ওখান হইতেই মায়াপুরে চলিয়া গেল। আমি জানি, ও আর ফিরিবে না। ও যে সাধারণ মানুষ নয়, উহার যে সবই ব্যতিক্রম। গৃহত্যাগ করিয়াছে ক্ষতি নাই, কিন্তু উহাকে দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।"

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গর্ব্ব ও গৌরববোধ

ভাওয়ালের রাণী বিলাসমণি দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোকগত শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য বিনোদবিহারীর ছাত্রজীবনের বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—"Morning shows the day"—এই বাক্যের সার্থকতা বাল্যজীবনে আমরা বিনোদবিহারীর মধ্যে দেখিয়াছি। মহৎজীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি বর্তমানে আমাদের গর্ব ও উদাহরণের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।" বানারীপাড়া ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবক্তা (কংগ্রেসী আন্দোলনের স্বাধীনতা সংগ্রামী (Political sufferer) স্বধামগত কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "মহৎ জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া বিনোদ-বিহারীর উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"বিনোদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য হইতে আমরা এখন বহুদূরে অবস্থিত; সে মঠাশ্রমের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী; সংসারী সাধারণ লোকের বহু ঊর্দ্ধে; সে ভগবচ্চিন্তায় কায়-মন-বাক্য সমর্পণ করিয়াছে; তাহার জগৎ ও আমাদের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। তাহার ছাত্র-জীবনের কর্ম্ম ও শিক্ষা আমাদের হৃদয় হইতে কোনকালে বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। তাহার স্মৃতি চিরকাল আমাদের হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকিবে।" বিনোদ-বিহারীর গুণমুগ্ধ সহপাঠী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষকাদি গুরুবর্গের প্রশংসাসূচক বহু পত্র, প্রশ্নোত্তর ও অভিমত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা সময়ান্তরে তাহা প্রকাশের প্রয়াস পাইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম দর্শনে শ্রীল গৌরকিশোরের আশীর্ব্বচন

স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নকালে কয়েকবারই শ্রীবিনোদবিহারী শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে গিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। ইং ১৯১৫ সালে প্রথম দর্শনের সময় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ (পূর্ব্বাশ্রমের নাম—শ্রীগিরীন সরকার) পিসিমাতা শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী ও প্রিয়তমাদেবীর সহিত সরস্বতী-অভীষ্টদেব ভজনানন্দী শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে যান। শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রভু বিষয়-বিরক্ত অনাসক্ত বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীরে গিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলে তিনি শারীরিক অসুস্থতা জ্ঞাপন করেন। "শ্রীলসরস্বতী ঠাকুরের অনুগৃহীত আমরা কয়েকজন তাঁহারই নির্দ্দেশে আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছি, আপনার দর্শন না পাইলে বড়ই মর্ম্মাহত হইব" জানাইলে সানন্দে দ্বার উন্মুক্ত করিলে সকলেই ভজনকুটীরে প্রবেশ করেন। দেখিলেন—বাবাজী মহারাজ তন্ময়ভাবে কাপড়ের পা'ড়ে নির্ম্মিত মালিকায় শ্রীনাম জপ করিতেছেন। শ্রীবিনোদবিহারীকে লক্ষ্য করিয়া বাবাজী মহারাজ পুলকিত-অন্তরে আশীর্ব্বাদ করেন—"তুমি ধরাতলে আচরণশীল শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হইয়া হরিকথা প্রচারের দ্বারা সারাদেশ ধন্য করিবে। আমি তোমার সমস্ত বিপদাপদ গ্রহণ করিলাম, তুমি সুস্থচিত্তে শ্রীহরিভজন কর।" তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া অগণিত বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীবিনোদবিহারী স্বকার্য্য সাধনে ব্রতী হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী ও প্রিয়তমা দেবী শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিলেন।

দীক্ষা ও গুরুমন্ত্র-লাভ

শ্রীবিনোদবিহারীর গৃহে ফিরিয়া বিদ্যাভ্যাসে চারি বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইবার পর ইং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মায়াপুর গমন করেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যাকালে যোগপীঠের রন্ধনগৃহের ছাদে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। প্রকাশ থাকে যে, ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রশেখর ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছিলেন। যোগপীঠে দীক্ষার আনুষ্ঠানিক সকল কার্য্য সমাপ্ত হইলে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী গুরুমন্ত্রের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। নথত শ্রীল প্রভুপাদ দৈন্যবশতঃ 'গুরুমন্ত্র' দান করিতেন না। ব্রহ্মচারীজী গুরুমন্ত্র প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ও 'গুরুমন্ত্র,গুরুসেবা শিক্ষার জন্য কি দ্বিতীয়

গুরু গ্রহণ করিতে হইবে ?" যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত মন্ত্র দান করিলেন। ঐরূপ ইং ১৯১১ সালে নবদ্বীপ সহরের বড় আখড়ায় এক সভায় শ্রীল প্রভুপাদ গৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে কেহ প্রণাম করিলে তিনি "দাসোঽস্মি" বলিয়া প্রতি-নমস্কার জানাইতেন। শ্রীগুরুদেবের কষ্ট ও মহাভাগবতোচিত শিষ্যসুলভ আচরণ দেখিয়া অন্তরালে থাকিয়াই ব্রহ্মচারীজী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেন। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ অসুস্থ লীলাভিনয় করিলে ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী তাঁহার শ্রীঅঙ্গসেবায় নিযুক্ত হন। সুস্থ হইলে সন্তুষ্টচিত্তে সরস্বতী ঠাকুর তাঁহাকে দুর্লভ "শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র" প্রদান করেন, যাহা পরবর্ত্তিকালে তাঁহার প্রিয়শিষ্য-গণের দুই-একজনই লাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বজীবনের রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ

পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীবিনোদবিহারী স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিপ্লবী স্বদেশ-কর্ম্মী ছিলেন, তজ্জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের সরোষ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়া মঠবাসী হইবার পর পুলিশ এই রাজনৈতিক বিপ্লবীর সন্ধান পাইয়া মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মঠকর্ত্তৃপক্ষকে বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মক্ষেত্রে যখন রাজনীতি প্রবেশ করিয়াছে, তখন মঠের বিশেষ ক্ষতি হইবে।" শ্রীবিনোদবিহারী পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আমি রাজনীতিরূপ ভ্রান্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মীয় জীবন যাপনোদ্দেশ্যে চলিয়া আসিয়াছি। বুঝিয়াছি, রাজনীতি মূলনীতি নয়; কৃষ্ণসেবাই জীবনের মূলমন্ত্র এবং তজ্জন্য "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" নীতিঅনুসারে বর্ত্তমানে মঠবাসী হইয়াছি।" অফিসার সকল বিষয় শুনিয়া রিপোর্ট লিখিলেন এবং সকল দায় হইতে বিপ্লবীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বজীবনের সহিংসনীতি বর্জ্জনপূর্ব্বক বিপ্লবী আজ অহিংস পারমার্থিক জীবন লাভ করিয়াছেন। এদিকে সরকার ভুল বুঝিয়া তদন্তকারী অফিসারকে বরখাস্ত করেন; দারোগাকে বিপন্ন দেখিয়া পরম দয়ালু শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী স্বয়ং কোর্টে উপস্থিত হইয়া এজাহার দিলেন,—"আমার যাহা দণ্ড হয় দিন, দারোগার যেন চাকুরী না যায়; একের দোষে অন্যে কেন শাস্তি পাইবেন? ন্যায়ের মর্য্যাদা সুরক্ষিত হউক।" সেই দারোগা কর্ম্মচ্যুত হইলেন না বটে, একধাপ নিম্নে কর্ম্মাধিকার পাইলেন।

সতীর্থের জন্য কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা

ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীর সেবায় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীর সহিত ইহাঁর বিশেষ হৃদ্যতাও সখ্যভাব ছিল। সকলেই ইহাঁকে 'ঠাকুর মহাশয়' সম্বোধন করিতেন। নিয়মিত স্নানাহার ও বিশ্রামের অভাবে ব্রহ্মচারীজী অসুস্থ হইয়া পড়েন। অসুস্থা ক্রমে ক্রমে চরম অবস্থায় পৌঁছিলে তখন জলও হজম হইত না। একদিন শ্রীবিনোদবিহারী ঠাকুর মহাশয়কে বলিলেন, প্রাণদিয়া সেবা করিতে করিতে অনেকেই অপ্রকট হইয়াছেন, তাঁহারও কি ঐরূপ ইচ্ছা ? বৈদ্য-কবিরাজ দেখাইতে আপত্তি কেন ? শ্রীনরহরি চিকিৎসায় সম্মত হইলে তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্বাশ্রম বানারীপাড়ার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীদ্বারিক সেনকে দেখাইলেন। নিয়মিত ঔষধ-পথ্য গ্রহণের পর ঠাকুর মহাশয় রোগমুক্ত হইলেন। বৈষ্ণবের সেবা করিয়া কবিরাজ ব্রহ্মচারীদ্বয়কে দর্শন করিতে করিতে ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকগমন করেন।

সতীর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি মমতা ও কর্ত্তব্যবোধ

একদিন শ্রীবিনোদবিহারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে কলিকাতা বালিগঞ্জে মাধুকরী-ভিক্ষায় বাহির হইলেন। পদব্রজে চলিতে চলিতে এল্‌গিন রোডের অন্তর্গত হেসাম্‌ রোডে তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী সরযূবালা ও ভগ্নীপতি কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের সহিত আলোচনা কালে শ্রীবিনোদবিহারী তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীপ্রমোদবিহারী রোগশয্যায় শায়িত জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,— অর্থ-ভূসম্পত্তি-আত্মীয়স্বজন থাকাসত্ত্বেও অসুস্থ হইয়া ভগ্নীবাড়ীতে থাকিবার প্রয়োজন কি ? জ্যেষ্ঠভ্রাতা উত্তর দিলেন, —চেতলা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যকালে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, শীঘ্রই সুস্থ হইয়া চলিয়া যাইবেন।

শ্রীপ্রমোদবিহারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীবিনোদবিহারী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে লইয়া গিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ওখানকার জল সহ্য না হওয়ায় তিনি ট্রেনে ভুবনেশ্বর হইতে জল আনিয়া অগ্রজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবায় শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ঐসময়ে শ্রীল প্রভুপাদ পুরীধামে শুভবিজয় করিলে উভয়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন।

সকলেই ভ্রাতৃদ্বয়কে শ্রীরূপ-সনাতন রূপে বর্ণনা করিতেন। সুস্থ হইয়া কনিষ্ঠ শ্রীবিনোদবিহারীর অনুরোধে শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী চেতলা স্কুলের কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

শ্রীপ্রমোদবিহারী ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩০২ বঙ্গাব্দ, ইং ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯৫, সোমবার, কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে আবির্ভূত হন। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে কালীঘাট সা-নগরের বাসভবনে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। দীক্ষান্তে তাঁহার নাম হয়—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী। ১৯১৯খৃষ্টাব্দে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন। কয়েক বৎসর বৈষয়িক কার্য্য করিবার পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়ীয় মঠে যোগদানপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সম্পূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ করেন। ৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মথুরাধামে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক—"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারের পর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, পরমপূজনীয় শ্রীল ঔড়ুলোমী মহারাজ রেজিষ্টার্ড্ গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি-আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশে পূর্ব্বাশ্রমের জমিদারীরক্ষা

চারি ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুইভ্রাতা ত্যক্তাশ্রমী মঠবাসী; কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীকুমুদ-বিহারী মুক্তি সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্ম্মিরূপে স্থায়িভাবে কারাবরণ করায় তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয় জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার জীবনেপ্রতিজ্ঞা ছিল, তাঁহারা কখনও সংসারে বদ্ধ হইবেন না, উভয়ে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন। মাতার পরলোক গমনেও শ্রীবিনোদবিহারী পূর্ব্বাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তাঁহাকে একবার কয়েকদিনের জন্য জমিদারী রক্ষায় যাইতে হয়। জমিদারীতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীপ্রমোদবিহারী 'যুধিষ্ঠির' নামে এবং শ্রীবিনোদবিহারী 'ভীমসেন" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করায় "ভীমসেন" বরিশাল জেলার সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত দৌলতখাঁ জমিদারীর সৈদপুর কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। দেশের সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া গেল। প্রজাগণ আসিয়া তাহাদের মনোবেদনার কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। 'মহেশ ভক্ত' নামে এক ধনী দুষ্ট প্রজার বিরুদ্ধে

সকলেই নালিশ করিল। তাহার সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা লওয়া হইলে প্রজাগণের বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—ইহাই প্রজাবৎসল শাসকগণের স্বভাব। শাসন ও স্নেহ একই তাৎপর্য্যপর। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন-নীতিদ্বারাই জগতে শান্তি স্থাপিত হয়। স্নেহ-মমতার দ্বারা সমগ্র জগৎ বশীভূত হয়। স্নেহ-বাৎসল্যে প্রজাগণের দাবী-দাওয়া মিটাইয়া শান্তিস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীবিনোদবিহারী পুনরায় মায়াপুরে শ্রীগুরুপদপ্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে বিশেষ অতিথিদ্বয়ের প্রতি সেবা-যত্ন

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয় যখন 'ম্যানেজার' পদে আসীন, তখন একদিন ধানবাদ হইতে ঊর্দ্ধতন রেলকর্ম্মী শ্রীঅতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত মহোদয় মায়াপুর দর্শনে আগমন করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় মাননীয় অতিথিদ্বয় শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিলে তাঁহাদের স্নানাদিতে প্রেরণ করিয়া শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুকে রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। 'শ্রীচৈতন্যমঠের মাতা' সেবাবিগ্রহ প্রভু অন্নের সহিত কাচকলা, আলু, বেগুন, ডাল সিদ্ধ দিলেন। ঐসকল সব্জী মিলাইয়া একটা তরকারী, ভাজা ও পৃথক্‌ভাবে ডাল রন্ধন শেষ করিয়া শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। অতিথিদ্বয় অতিতৃপ্তির সহিত ভোজনের পর ম্যানেজার বাবুকে বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এত শীঘ্র রকমারি ব্যঞ্জনাদি রন্ধন কিরূপে হইল, বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন। মঠের সেবকগণের আচার-ব্যবহার, আতিথেয়তায় তাঁহারা বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীদত্ত বাবু ২৲ এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ৫৲ মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকার করিলেন।

পরে তাঁহারা উভয়ে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক যথাক্রমে শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর, শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী নামে পরিচিত হন। শ্রীঅতীন্দ্রিয় প্রভু পরবর্ত্তিকালে বিখ্যাত 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' গ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং শ্রীঅপ্রাকৃত প্রভু গৌড়ীয় মঠের মাসিকমুখপত্র 'গৌড়ীয়ের' সঙ্ঘপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারে জীবনোৎসর্গ করেন। শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীর সহিত ইহাঁর অদ্ভুত স্নেহ-প্রীতি বর্ত্তমান ছিল; তাঁহার পরামর্শক্রমেই পরবর্ত্তিকালে তিনি রেমুণায় সন্ন্যাস গ্রহণান্তর

"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ" নামে পরিচিত হন।

এইরূপে 'ম্যানেজার বাবু' সদ্‌যুক্তি ও সুপরামর্শদানে বহু যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সাধন-ভজনপথে আকর্ষণ করেন। তাঁহার আতিথেয়তা, কর্ম্মতৎপরতা, শিষ্টাচার, পরদুঃখকাতরতা আদর্শস্থানীয় ছিল। এইসকল সদ্‌গুণাবলীদ্বারা তিনি তাঁহার পরমারাধ্যদেবকেও বশীভূত করিয়াছিলেন।

সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-পত্র ও "ভাগবত প্রেস"এর মুদ্রক-প্রকাশক

ইংরাজী ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালীঘাটের ৪নং সা-নগর লেনে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকর্ত্তৃক ভাগবত যন্ত্রালয় (প্রেস) স্থাপিত হইয়া অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ গীতাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিলে ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগবতযন্ত্র শ্রীব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে "ভাগবত প্রেস" পুনরায় স্থানান্তরিত হইয়া 'সজ্জন-তোষণী' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রাকাশিত ও প্রচারিত হয়। ইং ১৯২২ সালের ১৯শে আগষ্ট (বাং ১৩২৯ ভাদ্র, ৪৩৭ গৌরাব্দ) নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগর "ভাগবত প্রেস" হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' প্রথম প্রচারিত হয়। শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীই উক্ত প্রেস ও পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে মুদ্রক ও প্রকাশক (Printer & Publisher) এবং শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন উক্ত প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী, বি.এ. বিদ্যাভূষণ উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ এবং শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম. এ. বি.এল ইহার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা—শ্রীপত্রিকার কার্য্যালয় ছিল। তখন গৌড়ীয়-মঠরক্ষক ছিলেন শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী এবং পুরুষোত্তম মঠের রক্ষক—শ্রীমুকুন্দবিনোদ বাবাজী। বাং ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩২৯ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য মঠের বিশেষ সেবকরূপে এবং শ্রীমুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহারাজ যোগপীঠের মঠরক্ষক নিযুক্ত হন।

কলিকাতায় মাধুকরী ভিক্ষা ও বৈরাগ্যময় জীবন

ইং ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিগ্রহ প্রকাশ ও শ্রীচৈতন্য মঠ

স্থাপন করেন। এই শ্রীচৈতন্য মঠই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠাদি বিশ্বব্যাপী যাবতীয় শাখামঠসমূহের আকর মঠরাজ। কলিকাতায় প্রবলভাবে প্রচারোদ্দেশ্যে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীসরস্বতী প্রভু কর্ত্তৃক "ভক্তিবিনোদ আসন" প্রতিষ্ঠিত হয়। বাং ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, ২৪শে মে ১৯২০ শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ ফরিদপুর বরহমগঞ্জের শ্রীমদনমোহন দাস-অধিকারীর গৃহে শুভবিজয় করেন। ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ

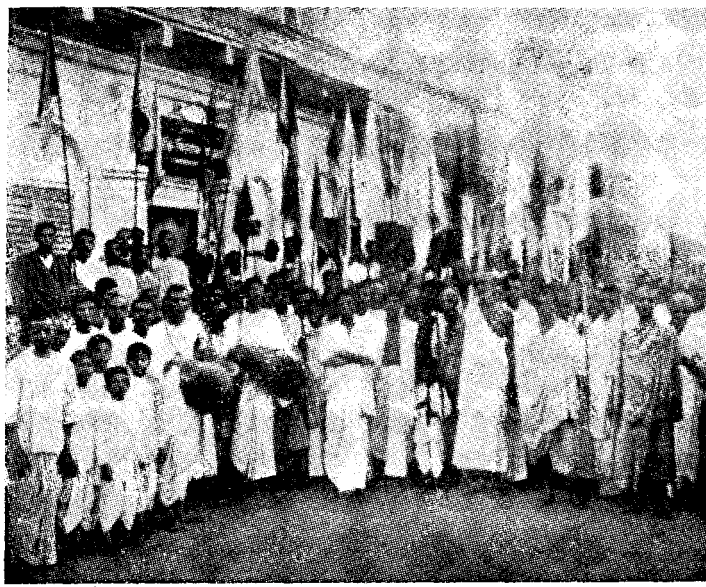

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ

প্রতিষ্ঠিত হন। ইং ১৯২১, বাং ১৩২৭ শীতকালে বৈষ্ণব-মঞ্জুষার কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়। এই সময় শ্রীবিনোদবিহারী মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীআসনে আসিয়া একান্তভাবে আচার্য্যসেবায় ব্রতী হন।

ইং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ, বাং ১৩২৯ সালের মাঘমাস হইতে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থানকালে বাক্সভিক্ষা বন্ধ হইবার পর শ্রীবিনোদবিহারী সুদক্ষ হরিকথাপ্রচারক গুরুসেবানিষ্ঠ শ্রীমুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহাশয়ের সহিত হৃষ্টচিত্তে ভিক্ষায় বাহির হইতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ

হরিকথা বলিবার পর বাবাজী মহাশয় উহার মর্ম্ম যুক্তি-তর্ক-সহকারে সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন। অল্পশিক্ষিত বাবাজী মহাশয়ের ঐরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই স্তম্ভিত হইতেন। তাঁহার সেবানিষ্ঠ নিরলস জীবন প্রত্যেক সেবকের আদর্শ ছিল। তাঁহার আনুগত্যে শ্রীবিনোদবিহারী অতি-প্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য—সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিতেন। মঠ-বাড়ীর বাহ্যাভ্যন্তর ও পয়ঃপ্রণালী সম্মার্জ্জনী দ্বারা সযত্নে সংস্কার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আলু-কাচকলা সিদ্ধসহ প্রসাদান্ন সেবা করিয়া যথাসময়ে সেবানুকূল্য সংগ্রহে গৌড়ীয়-জৈবধর্ম্মাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থধারী উক্ত বাবাজী মহাশয়ের অনুগমন করিতেন। দিবাবসানে মাধুকরী ভিক্ষাশেষে শ্রীমঠে ফিরিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নিকট যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেন। একদিন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করেন,—বিনোদ ভদ্র-সন্তান, তাহার যথেষ্ট প্রতিভা রহিয়াছে, তাহাকে দিয়া এত পরিশ্রম করাও কেন? উত্তরে বাবাজী বলেন,—সে খুব কর্ম্মঠ, আমার সঙ্গে যাইতে আগ্রহ; তাহার মত অন্য কেহ আমাকে সাহায্য করে না। বাবাজী মহাশয় শ্রীবিনোদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; শ্রীগুরুদেব প্রিয় শিষ্যের সুখ্যাতি শ্রবণে মনে মনে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীরামানুজ-শিষ্য ভক্ত কুরেশের ন্যায় গুরু-সেবাদর্শ

ইং ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ্চ, বাং ২৩শে ফাল্গুন ১৩৩১, বুধবার—শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে হস্তীপৃষ্ঠোপরিস্থিত শ্রীবিগ্রহ, তদনুগমনকারী সপার্ষদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের প্রতি মাৎসর্য্যপরায়ণ ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের কতিপয় দুর্বৃত্ত কোলদ্বীপের পোড়ামাতলায় শত শত ইষ্টকবৃষ্টি, ধূলি, কাঁকর, গোবর নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই সময়ের (২৪শে ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) "আনন্দবাজার পত্রিকায়' কুলিয়া-শহর-নবদ্বীপ-বাসী কোনও প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছিলেন,— "প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অবধূত নিত্যানন্দের প্রতি তদানীন্তন নবদ্বীপের কোতোয়াল জগাই ও মাধাই-নামক দুর্ব্বৃত্তদ্বয় যে কার্য্য করিয়াছিল, আজও সেই লীলার পুনরাভিনয় দর্শন করিলাম।" দুর্ব্বৃত্তগণ বিকট বিকট চিৎকার করিয়া ও অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া সংকীর্ত্তনে বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে। মৎসরগণ উলূকের ন্যায় কখনও নির্ম্মৎসর সাধুগণের শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনরূপ নির্ম্মল সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারে না। কিছুক্ষণের মধ্যে কলির প্রাবল্যে তীর্থস্থানও নরপিশাচের তাণ্ডব নৃত্যের রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়। ভক্তমণ্ডলীর প্রতি পশূচিত আচরণ লক্ষ্য করিয়া

যাত্রিগণ নীরবে নির্ব্বাক হইয়া ঘটনাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-স্ব-আশ্রয়ে ফিরিয়া যান। পরদিবস ২১শে ফাল্গুন যাত্রিগণ শ্রীবিগ্রহসহ ঋতু দ্বীপ (চাঁপাহাটী) যাইবার পথে শ্রীধামমাহাত্ম্য শ্রবণের নিমিত্ত পোড়ামাতলায় সমবেত হইলে পূর্ব্বদিনের ন্যায় লাঠি প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হন। নিরস্ত্র যাত্রিগণের কাহারও হাতে নিশান, কাহারও হাতে খোল-করতাল, আবার কাহারও হাতে গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীনাম-মালিকা। দুর্ব্বৃত্তগণ পূর্ব্বপরিকল্পিত ও সঞ্চিত ইষ্টকখণ্ড শিলাবৃষ্টির ন্যায় অনর্গল বর্ষণ করিতে থাকায় বহু ব্যক্তি গাত্রে ও মস্তকে আঘাত লাগায় রুধিরলিপ্তাবস্থায় প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন পূর্ব্বক নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডগণ গৃহস্থের রুদ্ধকপাটে পদাঘাত করিয়া গৃহকর্ত্তাকে উহা খুলিয়া দিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। উৎকোচ-গ্রহণকারী পুলিশের লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া তখন ঔদাসীন্যের সহিত তামাসা দেখিতেছিল।

একদিকে পাষণ্ডগণের পশুচিত বীভৎস আচরণ, অপরদিকে পরমহংস ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষমাগুণ সেদিন সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জগাই ও মাধাইএর হাতে কলসীর কানায় আহত হইয়াও তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিয়াছিলেন; শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও পাষণ্ডগণের দ্বারা বাইশ বাজারে প্রহৃত হইয়াছিলেন। সত্যধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত আচার্য্য শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনির জীবনও বহুবার সংকটাপন্ন হইয়াছিল। বাস্তবসত্য প্রচারের জন্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রাণপ্রতিম অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত, পুত্রপ্রতিম শিষ্যবর্গসঙ্গে পাষণ্ডগণের অমানুষিক অত্যাচার, অজস্র ইষ্টকখণ্ডের অবিরাম বৃষ্টিপাত সহ্য করিয়াও শ্রীনিত্যানন্দ হইতেও পরদুঃখ-দুঃখীর চরম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অন্যান্য যাত্রিগণের সহিত শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠও তখন শ্রীল প্রভুপাদের নিরাপত্তা বিস্মৃত হইয়া আপন প্রাণ, অর্থ ও পোষাকাদি বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং নিভৃতস্থানে আশ্রয় লইলেন। এমন দুঃসময়ে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীই শ্রীরামানুজ শিষ্য ভক্ত-কুরেশের আদর্শ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সন্ন্যাস-বেষ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় শুভ্রবসনাদি পোষাক-পরিচ্ছদ শ্রীগুরুদেবকে পরিধান করাইয়া, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও সকলের অলক্ষিতে তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। ব্রহ্মচারীজীর অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভ গুরু-সেবানিষ্ঠার আদর্শ সেদিন

শ্রীল প্রভুপাদ ও তদাশ্রিত জনগণকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের ভূ-সম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ

২৩শে ফাল্গুন ১৩৩৪, মার্চ্চ ১৯২৮, বুধবার—শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীবিনোদবিহারীও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিষয়সম্পত্তি সংরক্ষণ-সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রমাদি সেবাকার্য্যের জন্য প্রশংসা করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

জনহিতকর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত

শ্রীবিনোদবিহারী পারমার্থিক জীবনেও বহু জনহিতকর সামাজিক সংস্থার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইং ১৯২৭ সাল হইতে ১১ বর্ষকাল তিনি নদীয়া জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের 'এডুকেশন এ্যাণ্ড ফিনান্স সাবকমিটির' সদস্যও নির্ব্বাচিত হন। ১০ বৎসর যাবৎ তিনি কৃষ্ণনগর লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড ও বেঞ্চ কোর্টের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে স্থানীয় বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পরিদর্শনে যাইতে হইত। তিনি স্যানিটারী হেল্‌থ বোর্ডেরও সভাপতি ছিলেন 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামক উচ্চ-বিদ্যালয়ের সভাপতির পদও তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। কয়েকজন বিশিষ্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট জজের সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ ছিল। একজন ডিভিশন্যাল কমিশনারের সহিত বিশেষ আলাপ ছিল যিনি পরবর্ত্তিকালে আসামের গভর্ণর-পদে নিযুক্ত হন। ডিভিশন্যাল কমিশনার শ্রীবি. সরকার ও রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বার শ্রী এস.এন. ব্যানার্জ্জীর সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল।

পারমার্থিক দৈনিক পত্রিকার প্রতিধ্বনি

সমসাময়িক নদীয়াজেলার একমাত্র পারমার্থিক "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা প্রমাণিত হয়,—"শ্রীচৈতন্যমঠের বিশেষ সেবক বিষয়-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয় স্থানীয় শঙ্করপুর গ্রামে অধিবাসিগণের আগ্রহে তত্রত্য বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত আছেন।" অন্যত্র—"শ্রীমায়াপুর বল্লালদিঘীর পার্শ্বে কোন দুষ্টব্যক্তি এক নিরীহ

মুসলিম প্রজার বিরুদ্ধে মামলা-মোকর্দ্দমা করিয়া তাহার জমি ভোগদখল করিতে থাকিলে শ্রীবিনোদবিহারী মামলা করিয়া উক্ত শরণাগত ব্যক্তিকে জমিসহ ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দেন। লোক-হিতৈষণার জন্য স্থানীয় সেক্রেটারী বিনোদ বাবু নদীয়া জেলার বহু শিক্ষিত অধিবাসীর নিকট বিশেষ সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত। বিনোদ বাবু সম্প্রতি নবদ্বীপ-থানার স্বাস্থ্য-সমিতির সভাপতি এবং ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের মেম্বর। জনহিতকর কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে।"

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূমি-সংগ্রহে কৃতিত্ব

১০ই আশ্বিন ১৩৩৫, ইং ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮, বুধবার—শ্রীল জীবগোস্বামীর আবির্ভাব তিথিবাসরে দানবীর মহাত্মা শ্রীজগদ্বন্ধু-প্রদত্ত বাগবাজার ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীটস্থ ভূমিতে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। শ্রীজগদ্বন্ধু বরিশাল-জেলার বানারীপাড়া-নিবাসী মঙ্গলদাস দত্ত বণিক্ মহাশয়ের ৪র্থ পুত্ররূপে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি জার্ম্মান সিলভারের অলংকার, জে. বি. ডি, কালি ও সুগন্ধি তৈলাদির ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৩২০ সালে তিনি স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য বাগবাজার গঙ্গাতটে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান ও ১৩২৬ সালে তাঁহার স্বদেশ হইতে অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে একদিন শ্রীপাদ মুকুন্দ-বিনোদ বাবাজী মহারাজের সহিত বরিশাল বানারীপাড়ার ভূতপূর্ব্ব জমিদার শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী শ্রীগুরু-আজ্ঞায় জগদ্বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইয়া উভয়ে তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এইরূপে কিছুদিন যাতায়াতের পর জগদ্বন্ধু স্বদেশের জমিদার বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে কিছু সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের জন্য ভূমি-দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং পরবর্ত্তিকালে "থালা দিবে একজন, ভাত দিবে অপরে ? " বলিয়া শ্রীমঠ-মন্দির-সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ঐ কার্য্য সমাপ্ত করেন। এই সময়ে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বানারীপাড়ায় শুভবিজয় করেন ও সংকীর্ত্তন বন্যায় ঐ স্থান প্লাবিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বে, বিশেষতঃ বিশ্বমানব-মিলন-স্থান মহানগরী কলিকাতায় মহাত্মা জগদ্বন্ধুর 'দানবীর শ্রেষ্ঠ্যার্য্য' রূপে বিমল কীর্ত্তি বিঘোষিত হয়। ১৮ই আশ্বিন ১৩৩৭, ইং ৫ই অক্টোবর ১৯৩০ সালে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দ জীউ

প্রতিষ্ঠিত হন। এই গৌরবান্বিত মহাদান ও বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার পুরোধায় অবস্থিত ছিলেন—নিষ্কিঞ্চন গুরুগতপ্রাণ সমর্পিতাত্ম শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী।

'পরমানন্দ'-স্বরূপের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা

১২ই চৈত্র ১৩৩৫, ২৬শে মার্চ্চ ১৯২৯, মঙ্গলবার—৩৫তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয় পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গুণগান করিয়া বলেন,—"ইনি অতি বাল্যকালেই শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহভাজন হইয়াছেন। মঠ-গৃহাদি-নির্ম্মাণ, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য পরিচালন প্রভৃতিতে ইহাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে। ইনি চাঁপাহাটীতে শ্রীমন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামের উন্নতিকল্পে এইসকল জনহিতকর কার্য্য করায় তিনি শ্রীধাম প্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদভাজন।" প্রতি বৎসর উক্ত সভায় "শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্র" প্রদত্ত হইত এবং পরস্পরের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। একবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বেদান্ত-পারদর্শী শ্রীবিনোদবিহারীকে শ্রীপরমানন্দপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতে বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য···যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্", "প্রসীদ পরমানন্দ, প্রসীদ পরমেশ্বর" প্রভৃতি শ্লোকোচ্চারণমুখে পূর্ব্বপক্ষ-পরপক্ষাবলম্বনে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় স্থাপন করেন। তাঁহার বৈদান্তিক বিচার শ্রবণে শ্রীল প্রভুপাদ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ব্যবহৃত বেদান্ত-গ্রন্থাদি শ্রীবিনোদবিহারীকে অর্পণ করেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি বেদান্তকে ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া স্থাপন করেন।

শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অভিন্ন-হৃদয়

২১শে ফাল্গুন ১৩৩৭, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩১, বৃহস্পতিবার—শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার ৩৭তম অধিবেশনে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী মহোদয়ের গুণগান করিতে গিয়া শ্রীপাদ নেমি মহারাজ বলেন,—"শ্রীচৈতন্য মঠ আকর-মঠরাজ। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় বিশ্রম্ভতা প্রদর্শন ফলে ইনি সেই আকর মঠের রক্ষকের পদে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনলস ও অক্লান্ত হইয়া অনুক্ষণ গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন—ইনি বিনয়নম্র ব্যবহার, বৈষ্ণবোচিত ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা দ্বারা সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। ধামপ্রচারিণী সভার ইনি অশেষ ধন্যবাদার্হ।"

শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীজীর অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আলোচনা করিতে গেলে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীর জীবনেতিহাস আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ তাঁহারা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অভিন্ন-হৃদয় ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী (ঠাকুর মহাশয়) বাং ১৩২৫ সাল, ইং ১৯১৮ সালে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মায়াপুর ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য মঠে যোগদানপূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে অবস্থান করেন। আমরা পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার জীবনাদর্শ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য ও সচিব

২০শে চৈত্র ১৩৩৭, ৩রা এপ্রিল ১৯৩১, গুড্‌ফ্রাইডে দিবসে শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীধামমায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" (উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদুপলক্ষে আহূত বিরাট সভায় সভাপতি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর "অপরা ও পরা বিদ্যা" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার পর এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃন্দকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষা প্রদত্ত হউক্—এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের গঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি—শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—প্রধান শিক্ষক এবং আচার্য্যত্রিক শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুত অতুল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম.এ, বি.এল, পণ্ডিত শ্রীযুত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ১৭জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পণ্ডিত শ্রীযতীন্দ্র কুমার ঘোষ, বি.এ. মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীর সমর্থনে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত ব্রহ্মচারীজী স্কুলের নীতি-আদর্শ আলোচনামুখে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। পরবর্ত্তিকালে এই বিদ্যালয় রবিবারে বন্ধ থাকিত না, তাহার পরিবর্ত্তে শ্রীপঞ্চমী ও একাদশীতে ছুটী দেওয়া হইত। শনিবার অর্দ্ধছুটীর বদলে চতুর্থী ও দশমী-তিথি ব্যবহার করা হইত। পঞ্চমীতে বিদ্ধা ও শুদ্ধা সরস্বতীর আবির্ভাব-তিথি এবং একাদশী শুদ্ধভক্তি-জননী মাধবী তিথি। ব্যাকরণ-প্রণেতা পাণিনি অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ তিথিতে অনধ্যায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, আর খৃষ্টান-রাজত্বে গির্জ্জায় উপাসনার নিমিত্ত রবিবারে ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছিল। পঞ্চমী ও একাদশীতে মাসে ৪দিন অবকাশ থাকায় সকলেই খুশী হইলেন। শ্রীবিনোদবিহারী এতদ্ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের

আবির্ভাব-তিরোভাবেও ছুটি ঘোষণা করিলেন। সমগ্রস্কুলে ধর্ম্মবিষয়ক পাঠ্যক্রম স্থির করিলেন ; উক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্রদের প্রমোশন বন্ধ রাখিলেন। ধর্ম্ম-নীতি-আদর্শহীন নিরীশ্বর শিক্ষাদ্বারা সমাজের অকল্যাণ বিবেচনা করিয়াই ঐরূপ আইন-কানুন প্রবর্ত্তন করিলেন।

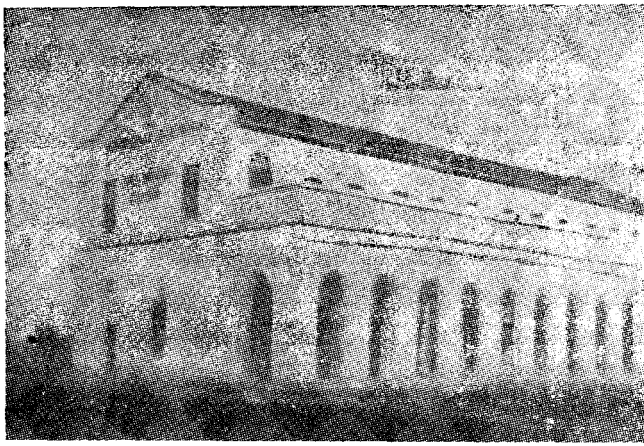

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট (উচ্চবিদ্যালয়)

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের" শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া উক্ত সভার ধন্যবাদই হইয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভা-প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবস—৮ই চৈত্র ১৩৩৮, ২১শে মার্চ্চ ১৯৩২ সালে (৪৪৬ গৌরাব্দ) উক্ত সভার সভাপতি শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ দায়িত্বশীল সেবাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীকে গৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ভক্তিসূচক যে 'কৃতিরত্ন' উপাধি প্রদান করেন, তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ——

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীমহাপ্রভু-সেবার্থং শ্রীধাম্নিভূমিরক্ষকঃ।
প্রজাপালন-দক্ষো যঃ শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতঃ ॥
শ্রীবিনোদবিহার্য্যাখ্য ব্রহ্মচারিবরায় চ।
প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্ব্বসদ্গুণশালিনে ॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎসভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"কৃতিরত্ন" ইতি খ্যাতমুপাধি-ভূষণং মুদা।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠ-মহত্তমে ॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশু-শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

—(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

[শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীবিনোদবিহারী-নামক ব্রহ্মচারীবর—যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-নিমিত্ত শ্রীমায়াপুর-ধামের ভূমি-সংরক্ষক, প্রজাপালন-নিপুণ, শ্রীল প্রভুপাদান্তরঙ্গ ও সর্ব্বসদ্গুণশালী, তাঁহাকে শ্রীধামপ্রচারিণীসংসৎ-সভ্যবৃন্দ-কর্ত্তৃক গঙ্গার পূর্ব্বতটে শ্রেষ্ঠ নবদ্বীপস্থলে শ্রীধামমায়াপুরস্থ মহত্তম যোগপীঠে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরের শুভলগ্নে সানন্দে ১৮৫৩ শকাব্দে 'কৃতিরত্ন'-উপাধি-ভূষণে বিভূষিত করা হইল।]

বামনপুকুর বাজারের উপর ফৌজদারী মোকর্দ্দমা

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের বামনপুকুরের জমিদারীর আংশিক আয়দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠাদির নিত্যসেবা-পূজা নির্ব্বাহিত হইত। শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় সুকৌশলে জমির সম্পূর্ণ অংশের মালিকানা প্রাপ্ত হন। কাজীর বাজারে যাহা তোলা উঠিত তাহা হইতে ২৫০৲ টাকা মায়াপুরের মালিকগণ পাইতেন। কিন্তু খোন্দকার সাহেব ও মোল্লা খোদাদাদ মঠকে ন্যায্য প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই দুরভিসন্ধি পোষণ করিতে লাগিলেন। মঠ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহাদের দিন দিন মতান্তর সৃষ্টি হইতে লাগিল। একদিন খোন্দকার সাহেবের জামাতা বন্দুক লইয়া মঠবাসিগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সকল বিষয় জানাইলে

তিনি প্রিয়শিষ্য শ্রীবিনোদবিহারীকে ডাকিয়া কৃষ্ণনগর কোর্টে মোকর্দ্দমা করিবার নির্দ্দেশ দেন। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় ৯জন আসামীর ৩ মাস হিসাবে কারা-দণ্ডের সংবাদ পাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ দুঃখিতান্তঃকরণে 'লঘু-পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে মনে করিলেন। বিরোধী পক্ষ আপীল করিল; তাহাদের পক্ষে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জ্জী এবং মঠের পক্ষে কলিকাতার ব্যারিষ্টার বারওয়েল (বার্বেল) সাহেব নিযুক্ত হইলেন। আপিলে আসামীদের ২০৲ জরিমানায় মঠের জয় হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ লঘুদণ্ডের জন্য সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই সাধু-সন্ন্যাসিগণের দয়া ও উদারতা।

মামলাদ্বারা হরিসেবা—শ্রীরাধারাণীর কৃপালাভ

একবার শ্রীমঠের এক মহতী সভায় উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার, অবসর-প্রাপ্ত বিচারকগণ উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। কোন ব্যবহারজীবী ভাষণদান-প্রসঙ্গে বলেন,—মামলা-মোকর্দ্দমা লইয়া বৃথা জীবন কাটাইলাম, হরিভজন না করিয়া জন্ম বিফল হইল, হরিভক্তি হইতে দূরে রহিলাম। সভাশেষে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্নকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব বর্ণনপূর্ব্বক 'মামলা করাই শ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কার্য্য, ইহা না জানিলে হরিভক্তি লাভ হইতে পারে না' বলিলেন। মামলা দ্বারা শ্রীরাধারাণীর সেবালাভ ও তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি ঘটে। আমরা সর্ব্বারাধ্যা শ্রীমতী রাধিকার অনুগত, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই আমাদের বিশেষ সেবা। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে সখিগণ শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ণ-পূর্ব্বক 'রাধাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না'—এই দাসখৎ লিখাইয়া লন। উহা উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হইলে সখিগণ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার নিকট নালিশ, পরে ডিক্রী ও 'বডি ওয়ারেণ্ট'দ্বারা তাঁহাকে শ্রীরাধার সহিত মধুর মিলন করাইলেন। শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ উকিল-মোক্তার, বিচারকগণ আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া বিচার করিলেন, তাঁহারাও দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবাধিকার-লাভে ধন্য হইতে পারেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই'-শিক্ষা অনুধাবন করিলেন।

প্রভাব, প্রতিপত্তি ও বিপদভঞ্জন

এক বৎসর শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমাকালে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে একটী দুর্ঘটনা ঘটে। মহিলা যাত্রীগণ রাধাকুণ্ডের যে ঘাটে স্নান করিতেছিলেন,

তথায় হঠাৎ জনৈক কিশোর মুসলমান আসিয়া যাত্রিগণের গায়ে জল ছিটাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দুর্ব্যবহার দেখিয়া সকলে রুষ্ট হইয়া সেই দুষ্টকে প্রথমে সাবধান, পরে প্রহার করিতে লাগিলেন। সে কোন কথা বলে না বা চীৎকার করে না দেখিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী তাহাকে শ্রীচৈতন্য মঠে লইয়া যান। কিছুক্ষণ জীবিত থাকিয়া সে প্রাণত্যাগ করিলে সংবাদ পাইয়া থানা হইতে ঘটনাস্থলে পুলিশ-কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হন। সকল বৃত্তান্ত শুনিবার পর তাঁহারা মৃতদেহ লইয়া যাইবার জন্য একখানি গরুর গাড়ী কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের কিন্তু গাড়ীর অভাব ছিল না; অবশেষে হতাশ হইয়া মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীবিনোদ বাবুর নিকট অনুরোধ জানাইলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ব্যবস্থা হইল। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অলৌকিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এদিকে মৃতদেহ লইয়া থানায় উপস্থিত হইবার পর মামলার আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রধান-আসামী এবং শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী দিং তাঁহার অনুগামীরূপে চিহ্নিত হইলেন। কৃষ্ণনগর কোর্টের রায়ে 'সন্দেহের অবকাশে' সকলেই বেকসুর খালাস পাইলেন। উকিলগণ 'মানহানির মোকর্দ্দমা' দায়েরের পরামর্শ দিলেও প্রজাবৎসল শ্রীবিনোদবিহারী উহাতে অগ্রসর হইলেন না। পূর্ব্বের ঘটনায় মোল্লা হালিমের পরামর্শে নরহত্যার মামলায়ও শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্ত-প্রহ্লাদকে রক্ষার ন্যায় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পদমর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য ও উদারতা

'ম্যানেজার' শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভুর কৃষ্ণনগরাদি স্থানে যাতায়াতের জন্য বিশ্বস্ত বাহনরূপে এক অশ্বরাজ ছিল। একবার হুলোর ঘাট হইতে শ্রীচৈতন্য মঠে যাইবার সময় পথিমধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে প্রভু পড়িয়া গিয়া আহত হইলে প্রিয়সেবক অশ্বরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ছুটিয়া গিয়া দুঃসংবাদ জানাইলে তাঁহার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। কখনও তাঁহাকে ট্যাক্সী-জীপও এককভাবে ব্যবহার করিতে হইত। এই ব্যয়-বাহুল্যের বিষয় একবার শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইলে তিনি জমিদারীর পদমর্য্যাদার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। সেক্ষেত্রে তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মলয়জ চন্দন-সংগ্রহে নিঃসঙ্গভাবে যাত্রার উদ্দেশ্য ও শিক্ষা বিবৃত করেন। একদিন খরচ বাঁচাইতে গিয়া জনসাধারণের মোটরবাসে

কৃষ্ণনগর হইতে মায়াপুর ফিরিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার মোটর যান এক বৃদ্ধ মুসলমানকে রাস্তার উপর চাপা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু আসন্ন হইলে স্থানীয় বহু লোকজন গাড়ীটীকে ঘিরিয়া ফেলিল। গাড়ীর চালককে প্রহারে উদ্যত হইলে শ্রীবিনোদবিহারী বাহিরে আসিয়া জলদগম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন—"গাড়ীর চালক ও সাহায্যকারীকে ধরিবার সময় আছে ; বৃদ্ধের চিকিৎসার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তিনি বাঁচিয়া উঠিলে সকলেরই মানসিক শান্তি।" তাঁহার নির্ভীকতা ও স্নেহ-মমতা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই হতবাক্ হইলেন, পরে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য মঠের ম্যানেজার জানিতে পারিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। হাসপাতালে বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণনগর কোর্টে মামলায় শ্রীবিনোদবিহারী শ্রীগুরুকৃপায় খালাস পাইলেন।

আদর্শ ও নিরভিমান জীবন

মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হিসাবে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুকে অধিকাংশ সময় শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করিতে হইত। জাগতিক রীতিনীতি-অনুসারে দেখা যায়, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পূর্ণরূপে ভোগ করেন, যাহার জন্য নিম্ন মহলে অসন্তুষ্টি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীবিনোদবিহারী পূর্ব্বাশ্রমে সম্ভ্রান্ত জমিদার থাকিলেও নিরভিমান ছিলেন। ভালমন্দ আহারের জন্য তাঁহার কোন প্রকার প্রয়াস দেখা যায় নাই। "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" —ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রত ছিল। 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা ও ভোগত্যাগই ছিল তাঁহার লোকশিক্ষামূলক সাধনা। মঠবাসী সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারিগণ প্রত্যহ সকালে-বৈকালে জলখাবার খাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও উহা গ্রহণ করেন নাই ; কেবল দুপুর ও রাত্রে প্রসাদান্নসহ ডাল ও সব্জী পাইতেন। মঠে প্রচুর গো-দুগ্ধ ছিল, অসুস্থ ও রোগীদিগের জন্য তাহা বরাদ্দ ছিল। তিনি কখনও অসুস্থ হইলে সামান্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রচলিত রীতি পালন করিতেন মাত্র। শ্রীমঠে কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব আগমন করিলে তিনি একত্রে সকলের সহিত একই পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া প্রসাদ পাইতেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" – তাঁহার আচরণে ও হরিভজনের রীতিনীতি দর্শনে মঠবাসী সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

ভজনপথে অবিচলিত ও কঠোর বৈরাগ্য

শ্রীচৈতন্য মঠে ম্যানেজাররূপে অবস্থানকালে প্রাথমিক অবস্থায় শ্রীমঠে অন্নাভাব, অর্থাভাবের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সেবকগণ অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতেন। একদিন ভাণ্ডারে মাত্র একপোয়া চাউল প্রসাদ পাইবেন চারিজন বৈষ্ণব। ইহা কিরূপে সম্ভব ? তাই তাঁহারা কিছু বেশী পরিমাণ সজিনা-শাক সিদ্ধ করিয়া ঠাকুরের ভোগের পর প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত কম অন্ন কেন, তোমাদের ভাণ্ডারে বোধহয় চাউল নাই ?" শ্রীগুরুদেব উদ্বিগ্ন হইবেন ভাবিয়া তাঁহারা কৌশল করিয়া বলিলেন, —"আমরা বৈরাগ্য শিক্ষা করিতেছি।" অন্তর্যামী শ্রীল প্রভুপাদ সকল বুঝিয়া নীরবে ভজন-কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। অন্য একদিন প্রসাদ প্রস্তুত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ জানিলেন, প্রসাদ পাইবার পাতা-থালা কিছুই নাই। তিনি শিষ্য সেবকগণকে সিমেণ্টের মেঝে ধুইয়া সানন্দে প্রসাদ পাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। শত অভাব-অভিযোগ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আসিলেও মনে প্রাণে কৃষ্ণ-গুণগান ও হরিভজন ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। ভজনে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা থাকিলে প্রাকৃত জগতের অভাব-অভিযোগ উৎপীড়ন করিতে পারে না, ইহাই উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীবিনোদবিহারী ভোগময় সংসার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার অভাব, উদ্বেগ, দুঃখ, কষ্ট থাকিবে কেন ?

জমিদারী পরিচালনায় শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট-পূরণ ও বিশ্রম্ভসেবা

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার ও অবিভক্ত গৌড়ীয় মঠ-মিশনের General Superintendent (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক) পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুনিপুণভাবে ও দক্ষহস্তে প্রজাগণের পালন-পোষণাদি দ্বারা বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ; প্রজাগণও স্নেহ শাসনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে ভয় ও সম্মান প্রদর্শন করিত। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন শ্রীমন্দির সমন্বিত শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-কুটীরের নিম্নবারান্দায় কাঁঠাল বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি প্রজাশাসন করিতেন। প্রজাগণ তাহাদের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের সকল বিষয়ই তাঁহার নিকট জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিচার প্রার্থনা করিত। 'বিনোদ বাবুর' এই জনপ্রিয় নামেই তাহারা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশ করিত, কারণ গরীব অভাবী

অসহায় প্রজাগণের তিনিই একান্ত বান্ধব ও সহায় ছিলেন। এইভাবে তিনি স্বীয় পরমারাধ্যদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন।

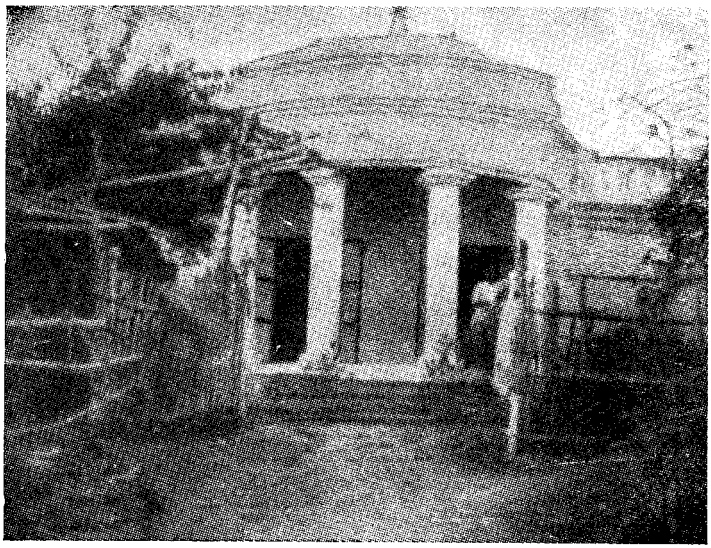

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন শ্রীমন্দিরসহ কাঁঠালবৃক্ষ

একসময়ে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারিগণ পরস্পর আলোচনা করিতেছিলেন,—বিনোদবাবুর কোন বৈষ্ণবতা-গুণ নাই, তিনি কেবল প্রজাদের শাসন ও মামলা-মোকর্দ্দমাদি বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত থাকিয়া গ্রাম্য লোক-সমাজে সুপরিচিত, ইহাঁর কিরূপে হরিভক্তি লাভ হইতে পারে? তাঁহারা শ্রীল-প্রভুপাদকে পত্র লিখিয়া এই সকল বিষয় জানাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভ প্রিয় শিষ্যকে ভালভাবে জানেন, লেখকেরা বৃথা সমালোচনায় তিনি ভুলিবেন কেন? শ্রীবিনোদবিহারীর গুরুনিষ্ঠা, বৈষ্ণবতা, হরিভক্তি, ভজনে উৎসাহ, লৌকিকতা, স্নেহ-দয়া, শাসন-ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অন্তর্যামী শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্যক্‌ভাবে অবগত ছিলেন। তিনি দিল্লী মঠের সেবকগণকে পত্রোত্তরে জানাইলেন,—"যাহারা বিনোদের বৈষ্ণবতা নাই বলিবে, তাহাদেরই বৈষ্ণবতা নাই বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবের মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা নিন্দা করে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য, তাহা কে খণ্ডন করিবে?"

শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু তখন দিল্লীতে থাকিয়া ঐসকল আলোচনা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি শ্রীল বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম প্রচারে রত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিবার আগ্রহ দেখিয়া শ্রীভক্তিকমল প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রাচীন স্মৃতি মন্থনপূর্ব্বক দৃঢ়চিত্তে স্পষ্ট ভাষায় অনুরাগভরে বলিতে থাকেন,—"আপনার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সত্যবাণী শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল। যাঁহারা আপনাকে বহির্দৃষ্টিতে মাপিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাকে কর্ম্মকাণ্ডে সুদক্ষ বিষয়ী জানিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। আপনার গুরুসেবার আদর্শ ও অন্তরের স্নিগ্ধ শীতল ভক্তি ও ভাবাবেশ আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।"

শ্রীল গৌরকিশোরের সমাধি স্থানান্তরীকরণে কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও প্রতিভা

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষাগুরু শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কুলিয়ার নূতন চড়ার সমাধি-মন্দির (যাহা বাংলা ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২২, ইং ১৯১৫ সাল উত্থান-একাদশী তিথিতে স্বয়ং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-কর্ত্তৃক ভাগীরথীর পশ্চিমতটে নবদ্বীপান্তর্গত কোলদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়) গঙ্গা-গর্ভগতপ্রায় হইতে থাকিলে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশানুসারে শ্রীবিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু, শ্রীনরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভু-সহ অন্যান্য সেবকগণের সাহায্যে ক্রমাগত কয়েক দিবস অহোরাত্র পরিশ্রমের পর সেই সমাধি খনন-পূর্ব্বক অটুটভাবে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সংকীর্ত্তনমুখে লইয়া আসেন। বাং ২রা আশ্বিন ১৩৩৯, ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২, রবিবার—শ্রীল প্রভুপাদ রাধাকুণ্ডতটে স্বয়ং সমাধিস্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক স্বহস্তে খননকার্য্য আরম্ভ করেন; পরে শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীবিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রমুখ সেবকবৃন্দ সমাধিস্থান খননকার্য্য সমাধা করেন। শ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক সমাধি-পেটিকা সমাধিস্থ হইলে তাঁহার শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-বেদনা-ব্যথিত—বিপ্রলম্ভ-ভাবাবিষ্ট শ্রীমুখমণ্ডল-দর্শনে তদ্ভাব-ভাবিত, তন্মর্ম্মজ্ঞ, তদন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক প্রথমবার তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সমাধিপ্রদানের সময় কুলিয়ার দুর্নীতি-পরায়ণ বাবাজীগণ বহু প্রকার বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। এবারও তাহারা হিংসানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কৃষ্ণনগর কোর্টে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীকে সমাধি অপসারণের প্রধান আসামীরূপে মোকর্দ্দমা

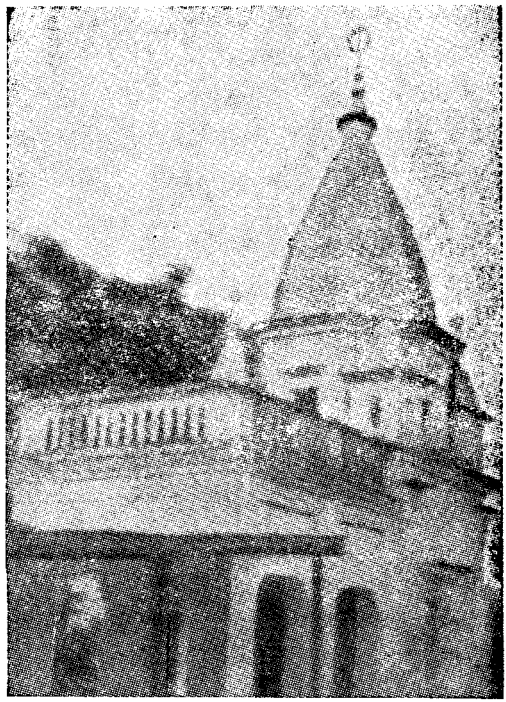

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর সমাধিমন্দির

দায়ের করিল। খৃষ্টধর্ম্মাশ্রয়ী বিচারক তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে 'সমাধি অপসারণ অপরাধজনক' বিবেচনায় জরিমানা করিতে চাহিলে ব্রহ্মচারীজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আমরা খৃষ্টমতালম্বী নহি, আমরা বৈষ্ণব ; বৈষ্ণব ধর্ম্মমতে বিশেষ কারণে সমাধি স্থানান্তরিত হইতে পারে।" এইরূপ যুক্তিতে মামলায় জয় হইলে আইনজীবিগণ অবাক্ হইলেন এবং তাঁহার আইন-বিষয়ক বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শিষ্যের কৃতিত্ব শ্রবণে পরমানন্দিত

হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ-মিশনের যাবতীয় মামলা-মোকর্দ্দমার দায়িত্বভার তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, যাহা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। শ্রীরূপানুগ সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে ঐরূপ দায়িত্ব 'শ্রীরাধারাণীর সেবা'রূপেই প্রচারিত।

পুরীধামে ও কটকে প্রচার এবং বৈদান্তিক দার্শনিক বক্তৃতা

২৭শে চৈত্র ১৩৩৯, ইং ১০ই এপ্রিল ১৯৩৩ এর "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" এর ৮ম বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, —"শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ প্রচারার্থ উৎকল-প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ও কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের অনেক সেবাকার্য্য সমাপ্ত করেন।" "২৯শে অক্টোবর ১৯৩৩, রবিবার —কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে কলিকাতা মঠের বিশিষ্ট প্রচারক বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় ওয়েষ্ট ব্লকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রফেসর শ্রীযুক্ত নারায়ণ মিশ্র, এম. এ. মহোদয়ের আহ্বানে উপস্থিত কয়েকশত ছাত্র, প্রফেসর ও বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে 'বেদান্তে শব্দবাদ' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।" তিনি বক্তৃতামুখে বলেন,— যে কোন বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রুতি বা শ্রবণের সাহায্যই আবশ্যক ; তজ্জন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রবণের গ্রাহ্যবস্তু শব্দকেই মূল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত বক্তৃতার কিয়দংশ দৈঃ নঃ প্রঃ ম বর্ষ, ২০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৩, রবিবারে পুরী রামকৃষ্ণ হলে "শ্রীচৈতন্যের দয়া" সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা "কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতা ১)" রূপে দৈনিক নদীয়া প্রকাশের ৮ম বর্ষ, ২৬৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—বাং ২৩শে মাঘ ১৩৪০, ইং ৪-২-৩৪ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীব্যাসপূজা সুসম্পন্ন হয়। অপরাহ্নে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভামণ্ডপে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত করিয়া উচ্চাসনে স্থাপন করা হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন ; শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় "শ্রীব্যাস-পূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে পাঠ বক্তৃতা; শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম-ভজনোপদেশ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে—"২৪শে জুলাই ১৯৩৩, সোমবার শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

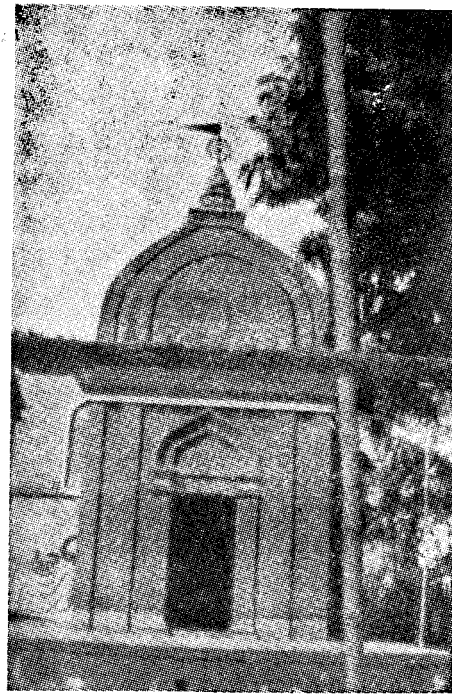

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির

বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনামুখে "শ্রীগুরুতত্ত্ব" ও "ভগবদর্চ্চনে কাহার অধিকার" বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহোদয়ের সুযোগ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত, এম. এ. মহোদয় অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্ব্বক বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করেন। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' এর সম্পাদক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন করেন।"

একবার শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে তাঁহার বিরহোৎসবে শিষ্যগণসহ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শুভবিজয় করেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয়সেবক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্নকে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত করেন। কলিকাতা রামবাগান ও উলা-ভক্তিবিনোদ দ্বাদশমন্দিরের বিশেষ অতিথিগণ (শ্রীল প্রভুপাদের ভ্রাতৃবৃন্দ) তাঁহার আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ন'দা (শ্রীল প্রভুপাদ) এতদিন পরে একটী ভদ্রলোকের ছেলেকে যোগ্যশিষ্যরূপে পাইয়াছেন।" সত্যই তাঁহার মধুর চরিত্র ও স্নিগ্ধ ব্যবহার সকলকেই আকৃষ্ট করিত। শ্রীল প্রভুপাদও তজ্জন্য উৎসবাদিতে বিভিন্ন-স্থানাগত বিশেষ ভক্তগণের আদর-যত্নের ভার তাঁহার এই প্রিয়সেবকের উপর ন্যস্ত করিতেন।

ঐদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য মাননীয় শ্রীসীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহোদয় শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীকে মহামন্ত্র কীর্ত্তন-শ্রবণ ও তাহার রসাস্বাদনে আহ্বানপূর্ব্বক গান আরম্ভ করেন। প্রথম 'হরে' হইতে শেষ 'হরে' পর্যন্ত গাহিয়া সমাপ্ত করিতে তাঁহার বহু সময় কাটিয়া গেল ; নানা রাগ-রাগিনীতে কতরঙ্গে কতঢঙ্গে গাহিতে থাকিলে ব্রহ্মচারীজী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গেলে তিনি দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কীর্ত্তন শোনা হইয়া গেল ? ওখানে এক "হরেকৃষ্ণ" নামোচ্চারণে যে সময় লাগিতেছে, তাহার মধ্যে ৫০ বার শ্রীনাম করা যায়।" তিনি উপদেশচ্ছলে বলিলেন,—যাহাদের শ্রীনামে ও ইষ্টে রুচি নাই, তাহারাই ইন্দ্রিয়সুখকর তৌর্য্যত্রিক বা সুর-তাল-লয়-মানে আসক্ত হয় ; আমি ইহাদের 'তালঠোকা সম্প্রদায়' বলি। 'হরে কৃষ্ণ,-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে জাড্য বিদূরিত হয় তাহাতে তন্ময় হইতে পারিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি। তালঠোকার মধ্যে জড় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জঞ্জাল ভৎপূর। কৃষ্ণনামের সাধনে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদি স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। সেই শুদ্ধনামেই ভগবৎপ্রেমের উদয় হয়। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যকে এইভাবে শ্রীনাম-ভজন-শিক্ষা প্রদান করিলেন।

একবার শ্রীসীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহোদয় মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে অবস্থান-কালীন উষঃকালে হারমোনিয়ামে "রাই জাগো, রাই জাগো" গান আরম্ভ করিলে শ্রীবিনোদবিহারীর সংবাদমত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ যোগপীঠে আগমন-পূর্ব্বক উক্ত গান বন্ধ করান। অযোগ্য অনধিকারীর নিকট

উন্নতোজ্জ্বল রসাশ্রিত লীলাকথা ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিতরণ করা উচিত নয়, ইহা প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার। শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতা ও হরিকথা-প্রসঙ্গে বহুস্থানে "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ", "নৈতৎ সমাচ্চরেজ্জাতু" শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যাদ্বারা এ সকল বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা হইতে 'উপদেশক' উপাধি লাভ

বাংলা ১৭ই ফাল্গুন ১৩৪০, ইং ১লা মার্চ্চ ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার—শ্রীচৈতন্য মঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার ৪০তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদ নির্ব্বাচনের পর অন্যান্য সেবকগণের সহিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়কেও 'উপদেশক' উপাধিদানে বিমণ্ডিত করেন।—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

সর্ব্বাত্মনা শ্রীগুরু-গৌরসেবা-
সম্পাদকঃ শুদ্ধমতির্নয়জ্ঞঃ।
সদাশয়ঃ সত্যপথৈকরাগী
গুরুপ্রিয়োঽয়ং কৃতিরত্নবর্য্যঃ॥
শ্রীবিনোদবিহার্য্যাখ্যো ব্রহ্মচারিবরো মুদা।
উপদেশক ইত্যেতদুপনাম্না বিমণ্ডিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে-যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেন্দুবসুশুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

—(স্বাঃ) শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

[সর্ব্বাত্মকভাবে শ্রীগুরুসেবা-সম্পাদনকারী, শুদ্ধধী নীতিপরায়ণ, সদাশয়, সত্যপথানুরাগী, গুরুপ্রিয় কৃতিরত্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবিনোদবিহারী-নামক ব্রহ্মচারীবরকে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সংসৎ-সভ্যকর্ত্তৃক গঙ্গার পূর্ব্বতটে শ্রীনবদ্বীপোত্তমস্থানে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রেষ্ঠ মঙ্গলালয়ে যোগপীঠাশ্রয়ে ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-

বাসরে ১৮৫৩ শকাব্দে সানন্দে 'উপদেশক' —এই উপনামে পরিশোভিত করা হইল।]

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে প্রশংসা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

শ্রীসভার ২য় দিবসের ৩য় অধিবেশনে (১৮ই ফাল্গুন ১৩৪০, ২রা মার্চ্চ ১৯৩৪) পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সেবা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন ঃ—

"উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়-রক্ষণকার্য্যে এবং শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুবর্ত্তী যাবতীয় মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধাম-পরিক্রমা-পরিচালনা-কার্য্যে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইঁহার দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতাও অতীব প্রশংসার্হ।"

ছত্রভোগে পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণ

দুই সপ্তাহকাল শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানের পর ১৯শে চৈত্র ১৩৪০, ২রা এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার —শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে ছত্রভোগে শুভ-বিজয় করিয়া তথায় নব-নির্ম্মিত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সখিচরণ রায়, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, অনেকেই শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করেন। কাশীনগর হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে অর্পণ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম, প্রয়াগ, কাশীমঠে পাঠ ও হরিকথা-প্রচার

বৈশাখ ১৩৪১, ইং ২০।৪।৩৪, শুক্রবার শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ পুরুষোত্তম ধামে শুভ-বিজয় করেন এবং ১৬।৪।৩৪ তাং-এ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সঙ্গে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর প্রভু প্রভৃতি ছিলেন। শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভু এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে ২রা হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৩৪) পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহার ব্যাখ্যায় স্থানীয় জিজ্ঞাসু শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষতঃ শ্রীপাদ গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত প্রীত হন। শ্রীপাদ কৃতিরত্ন মহোদয় শেষশায়ী হইতে এলাহাবাদ ও কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ হইয়া ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

১লা মাঘ ১৩৩১, ইং ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৫, মঙ্গলবার—বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন্ মহোদয় তাঁহার পারিষদ-বর্গসহ সুপ্রাচীন

শ্রীমায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যর জন্ এণ্ডারসনসহ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ শুভাগমন করেন। সপার্ষদ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইলে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। পূর্ব্বদিবস ১৪ই জানুয়ারী প্রাতঃ ৭-৩০টায় কৃষ্ণনগরের দরবারে শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে যথাক্রমে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় নিমন্ত্রিত হইয়া গভর্ণর বাহাদুরের সাক্ষাৎলাভ করেন। ১৫ই জানুয়ারী কৃষ্ণনগর হইতে শহর-নবদ্বীপ হইয়া মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের প্রবেশ-দ্বারে উপনীত হইলে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল বিদ্যাভূষণ এম. এ. ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা জানাইবার পর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদসহ তাঁহাকে সভা-মণ্ডপে লইয়া যান। অভিভাষণের পর সমাগত পাত্রমিত্রগণকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। বিদায়কালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে গভর্ণর বাহাদুর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানে মোটরযানে তুলিয়া দেন।

যোগপীঠ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ও নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীধাম মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু জমিদারী দেখাশুনার সময় অনেক দলিলপত্র তাঁহার হস্তগত হয়। ঐগুলি আলোচনা করিয়া তিনি অনেক বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটন করেন। শ্রীগৌর-জন্মভিটায় যে গৃহ ছিল, উহা ৩৯৯ তৌজির অন্তর্গত এবং অন্য রাস্তা-বাড়ীঘর ২৬৫ তৌজীর অধীন ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রীবিনোদবিহারী যখন প্রথম মায়াপুর আসেন তখন এইস্থান তুলসী-কাননময় ছিল। স্থানীয় মুসলিমগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলেন, এখানে যাহাই চাষ করিনা কেন, ফসলরূপে আমরা কেবল তুলসীই দেখিতে পাই। তখন ম্যানেজার মহোদয় চিন্তা করিলেন—যেখানে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী তুলসীরই আবির্ভাব, তথায় সর্ব্বদা শ্রীভগবানের অবস্থিতি। বিশ্বের যাবতীয় পুষ্পরাশি কখনই শ্রীতুলসীর সমতুল নহে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তুলসী-মঞ্জরীতেই বিলাস করেন এবং ভক্তবৎসল শ্রীহরি সামান্য জল ও তুলসীদলে ভক্তের নিকট আত্মবিক্রীত হন।

এই জন্মভিটায় আসিয়া সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন ; শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও কুলিয়ার চড়া হইতে কোন কোন দিন গোপ-বালক-কর্ত্তৃক নীত হইয়া রাত্র দ্বি-প্রহরে এখানে উপস্থিত হইতেন ও অনিকেতভাবে অবস্থান করিতেন ; শ্রীল

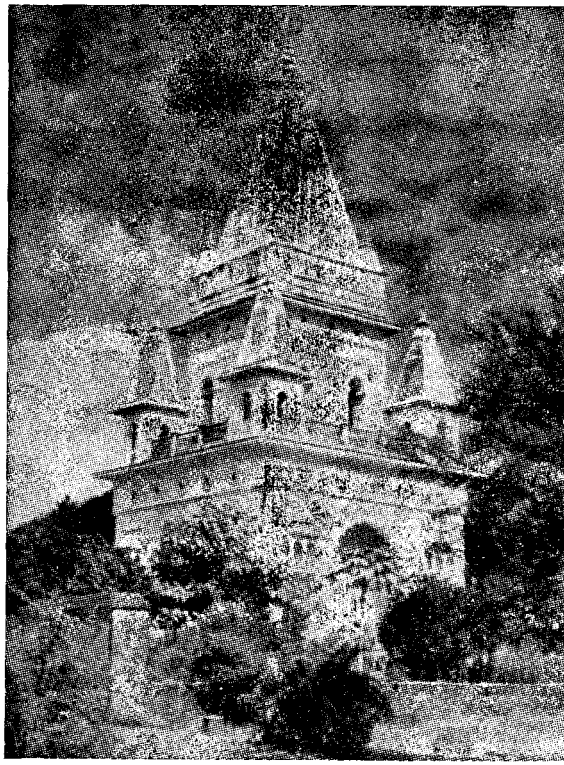

শ্রীগৌরজন্ম ভিটায় বঙ্গের সর্বোচ্চ শ্রীমন্দির

সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের ভজন-কুটীর হইতে তালবৃক্ষদ্বয় ও কদম্ববৃক্ষের মধ্যে প্রায়ই দিব্যজ্যোতি দর্শন করিতেন। গৌড়ীয়-মহাজনগণেরও এই স্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী—"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।"

১৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৪ শ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক যোগপীঠ শ্রীমন্দিরের ভিত্তি

স্থাপিত হয়। ১৩ই জুন, ১৯৩৪ বেলা ১০টায় শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননকালে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত গৃহদেবতা অধোক্ষজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া রূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করেন। ঐ সময় গ্যামিনি নামে প্রধান রাজমিস্ত্রি শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হইয়া বলিল—"ম্যানেজারবাবু, মন্দিরের ভিত খুঁড়িতে গিয়া এক অদ্ভুত মূর্ত্তি পাইয়াছি, আসিয়া দেখুন।" শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুসহ শ্রীবিনোদবিহারী যোগপীঠে গমন-পূর্ব্বক সেই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, যাহা অদ্যাপি শ্রীমন্দিরে সেবিত হইতেছেন। আজ সহর নবদ্বীপের শেষাংশে গৌরাঙ্গের গৃহ বলিয়া প্রাচীন মায়াপুর নামে যাহা প্রচারিত, তাহা 'কাঁকড়ার মাঠ' ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং সুপ্রাচীন মায়াপুর যোগপীঠ এইস্থানে অবস্থিত, নবদ্বীপের উত্তরদিকে তাহা কখনই হইতে পারে না। গৌরজন্মস্থানে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের দায়িত্ব শ্রীবিনোদবিহারীর উপরই ন্যস্ত হয়। শ্রীল প্রভুপাদাশ্রিত শ্রীসখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভুর অর্থানুকূল্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমানী, বি, ই মহোদয়ের পরিকল্পনায় গগনচুম্বী শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়। ২০শে মার্চ্চ, ১৯৩৫ সালের শ্রীগৌরজন্মোৎসব-দিবসে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমদ্ বীর-বিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য-বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনপূর্ব্বক শ্রীগৌরজন্ম-ভিটায় শত শত বৈদ্যুতিক আলোক-শোভিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ৭ই চৈত্র ১৩৪১, ২১শে মার্চ্চ ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠের "অবিদ্যা-হরণ নাট্যমন্দিরে" শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪১তম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পঠিত হয়। পরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু-শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ত্রিদণ্ডি-পাদগণের শ্রীগুরু-গৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচার ও সেবাচেষ্টা সংক্ষেপে উল্লেখপূর্ব্বক সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভু ও শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারীর কার্য্য-পরিচালনা ও কঠোর পরিশ্রমে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণাদি গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।

গয়া, বোম্বে, বালেশ্বর মঠ হইয়া পুরীধামে যাত্রা

১৯৩৫ সালের ১৯শে এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদ অন্যান্য পারিষদগণসহ শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে গয়ায় উপস্থিত

হন। ২২শে এপ্রিল শ্রীগয়া গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠার পর ঐ অঞ্চলে স্থায়ি-ভাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদ সগোষ্ঠী ৮ই মে কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন।

৯ই বৈশাখ ১৩৪২, ইং ২২শে এপ্রিল ১৯৩৫ হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ পর্য্যন্ত উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্নপ্রভু উড়িষ্যার শ্রীবালেশ্বর গৌড়ীয় মঠের রক্ষকরূপে উক্ত মঠ পরিচালনা করেন। বালেশ্বর অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ২১শ বার্ষিক বিরহ-তিথি উপলক্ষে তিনি "শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ" নামে যে চরিতাবলী প্রবন্ধাকারে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের" ১০ম বর্ষ, ১০১ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া অচৈতন্য বিশ্বে সচ্চিদানন্দানুভূতি প্রদান করিয়াছিল।

১লা জুলাই শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীজী শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বোম্বে পৌঁছেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বালেশ্বর হইয়া পুরীধামে উপস্থিত হন। ২৮শে জুলাই শ্রীল প্রভুপাদ সগোষ্ঠী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবার প্রাক্কালে হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীকৃতিরত্ন প্রভু প্রমুখ মঠসেবকগণ দণ্ডবৎ প্রণাম ও পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জব্রতকালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণ

১ই অক্টোবর, ১৯৩৫ শ্রীরাধাকুণ্ডে সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তনমুখে ঊর্জ্জব্রতের মঙ্গলাচরণ করেন। তাঁহার অভিলাষ ও আদেশানুসারে কার্ত্তিক ব্রতপালনের দৈনন্দিন সেবানিয়ম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভক্তবৃন্দ-কর্ত্তৃক একমাসব্যাপী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া রূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুদেবের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাকীর্ত্তন, শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা ও কুণ্ডমাহাত্ম্য, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশ ও মঠ হইতে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিমধ্যে যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীধামমায়াপুর-দর্শনে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর

১লা পৌষ ১৩৪২, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৫, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় প্রেসিডেন্সি বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ এ. জে, ড্যাশ. আই-সি-এস্ বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ গমন করেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন মহোদয় কমিশনার বাহাদুরকে ভাগীরথীর পারঘাট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-শ্রবণ-সদনের দ্বারদেশে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া আসেন এবং শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রমুখ সজ্জনগণের পরিচয় প্রদান করেন। কমিশনার বাহাদুর সকলের প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর উত্তমরূপে সজ্জিত সভাস্থলে যথাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ, কমিশনার সাহেব ও নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উপবেশন করেন। মাল্যদানের পর সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও প্রত্যভিভাষণ প্রদত্ত হইলে সভাভঙ্গ হয়। পরিশেষে শ্রীকৃতিরত্ন প্রভু মাননীয় অতিথিবর্গকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদসহ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

উপযুক্ত শ্রোতার নিকট শ্রীল প্রভুপাদের বেদান্তালোচনা

৬ই পৌষ ১৩৪১, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫—শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। ঐদিন তাঁহাদের নিকট শ্রীবেদান্ত-দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সূত্র-সংক্ষেপরূপ অনুভাষ্য, সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যারূপ অনুব্যাখ্যান এবং সূত্রভাষ্য, শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধা, তত্ত্বপ্রকাশিকা এবং শ্রীব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের পক্ষে প্রবল সুদর্শনচক্র। 'পঞ্চভঙ্গী' একত্র আলোচনা করিলে অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের সুদার্শনিক বিচারপ্রণালী ও পরপক্ষ-মতবাদ নিরাকরণে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের অদ্বিতীয় ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়।" পাশ্চাত্ত্যে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে থাকেন,—"আধ্যক্ষিক বিচার-বিমূঢ় সম্প্রদায় পরমেশ্বরের বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের বিচার সীমাবদ্ধ; সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিচার-প্রসঙ্গে তাঁহাদের ধারণা—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর। পালক বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে যে কিছু ঈশ্বরত্বের স্বীকার আছে, তাহাও ভ্রমাত্মক ও আংশিক দর্শন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব—প্রেমে সমগ্র জগৎকে আকৃষ্ট করার কথা তাঁহারা ধরিয়া উঠিতে পারেন না।"

"মায়াবাদের জীবনী"-প্রবন্ধের ইতিহাস, ইতিবৃত্ত ও আলোচ্যবিষয়

শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থানকালীন শ্রীলপ্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে উক্ত মঠের পরিচালক সেবকগণের প্রধানরূপে (Manager) অবস্থানকালে ১৯৩৪-১৯৩৫ সালে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-পত্রের একটী বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রীবিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিদ্যাবিনোদ মহোদয়দ্বয় বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুকে উক্ত সংখ্যায় 'মায়াবাদ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দিতে অনুরোধ করেন। শ্রীকৃতিরত্ন প্রভু তৎক্ষণাৎ উহাতে রাজী হইয়া "মায়াবাদের জীবনী" প্রবন্ধ রচনা করেন। কয়েক মাস পরে শ্রীবিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রবন্ধটী লইয়া যান। বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হইলে তাহাতে উক্ত প্রবন্ধ দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারা যায়, প্রবন্ধটী দীর্ঘ হওয়ায়, স্থানাভাব ঘটিয়াছে;

উহা গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ প্রবন্ধ দেখিয়াছেন কিনা, তদুত্তরে শ্রীবিদ্যাবিনোদ বলেন,—তিনি নিজেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ উহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটী শ্রীবিদ্যাবিনোদের নিকটই থাকিয়া গেল।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মিশনে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে মিশনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দলিল-প্রবন্ধাদি তছনছ হইয়া যায়; বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু "মায়াবাদের জীবনী" প্রবন্ধের জন্য খুব চিন্তা-ভাবনা করিতে লাগিলেন। পরে ১৯৪২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপ-মণ্ডলের নৈঋত-সীমায় চাঁপাহাটী-সমুদ্রগড়-গ্রামে "শ্রীগৌর-গদাধর মঠে" কার্ত্তিকব্রত পালনকালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীতা শ্রীযুক্তা ঊষালতা দেবীর গৃহে অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত সৌভাগ্যক্রমে হারানিধি "মায়াবাদের জীবনী"-প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিখানি (Manuscript) পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত ও উল্লসিত হইলেন।

হুগলী-জেলার মহকুমা শ্রীরামপুর-সহরে প্রচারে থাকাকালে ১৯৪২ সালে মাননীয় শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী, এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সংস্কৃত টোলে শ্রীল মহারাজ ৭ দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যা করেন। শাস্ত্রী মহোদয়ের বিরাট্ লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি অনুসন্ধানকালে "লঙ্কা-বতার-সূত্রম্" গ্রন্থখানি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীল স্বামীজী কর্ত্তৃক তাঁহার "মায়াবাদের জীবনী"র মধ্যে উহা হইতে ত্রেতাযুগের অদ্বৈতবাদি-গণের ইতিহাস ও প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। পরে বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত "ললিতবিস্তার" গ্রন্থ হইতেও আচার্য্য শ্রীশঙ্করের বৌদ্ধবাদ স্বীকার সম্বন্ধে বহুকথা উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৯৫৩ সালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার" ৫ম বর্ষ ১ম হইতে ১১টী সংখ্যা ও ৬ষ্ঠ বর্ষের ৯টী সংখ্যায় ধারা-বাহিকভাবে "মায়াবাদের জীবনী" * প্রকাশিত হয়। শ্রীপত্রিকার সম্পাদক পূজ্যপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের উৎসাহে উহার প্রকাশ সম্ভব হয়। ইহাই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ।

---

* ১৯৬৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ইহা গ্রন্থকারে দ্বিতীয় সংস্করণরূপে শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। —সম্পাদক

শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-প্রসঙ্গে বলিতেন—"যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর-দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধা ভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে।" তিনি তাঁহার পত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুভাষ্য, বিবৃতি প্রভৃতির দ্বারা আচার্য্য শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু বেদান্ত-দর্শনের ১০।১২ খানি ভাষ্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক ঐগুলি রীতিমত আলোচনা করেন ও ভারতের বিভিন্নস্থানে বিদ্বৎসমাজে শঙ্কর-দর্শনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি মূলতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামভজন-শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বলিতেন—আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং 'ব্রহ্ম' বলিতে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ-স্বরূপ নহেন; উক্ত শব্দত্রয় ব্রহ্মসূত্রের ৫৫০ সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন, তবে ব্রহ্মে দয়াগুণ কখনই থাকিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের ব্রহ্ম প্রকৃত ব্রহ্ম নহে, উহা শূন্যেরই ন্যায় মিথ্যা কল্পনা।

মানুষ আচার-বিচার ও শিক্ষায় কত নীচে নামিতে পারে তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজসেবক শ্রীশিব বা শম্ভুকে ব্রাহ্মণগৃহে প্রেরণ করিয়া জগতে মায়াবাদ প্রচার করাইলেন। নাস্তিকগণের মস্তিষ্কের আহার প্রয়োজন, তজ্জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে বৈদিক শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া আসুরিক ধর্ম্ম ও নাস্তিক্যবাদ স্থাপন করেন। সংহারকর্ত্তা শিব রুদ্রমূর্ত্তিতে কলির প্রাবল্য বৃদ্ধিকল্পে 'জগৎ মিথ্যা' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে জগদ্ধ্বংসমূলক শিক্ষাই দিয়াছেন,—অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচার করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করের জ্ঞানবাদ মৌলিক তত্ত্বহিসাবে গৃহীত হইলেও এই 'জ্ঞান'-শব্দটী ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। তজ্জন্য 'ব্রহ্মবাদ' কখনও 'জ্ঞানবাদ' বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। শাণ্ডিল্য-ঋষি তাঁহার শাণ্ডিল্য-সূত্রে "ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তির নিমিত্তই হইয়াছে, জ্ঞানের জন্য নহে জানাইয়াছেন। শ্রীনারদ-ঋষিও "নারদীয় ভক্তিসূত্রে" ব্রহ্মসূত্র-লেখক শ্রীবেদব্যাস ও শাণ্ডিল্য-ঋষিকে ভক্তিশাস্ত্র-প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্যাসসূত্রকে ভক্তিগ্রন্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস। মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥" ও "মায়াবাদসম ভক্তি-প্রতিকূল নাই। অতএব

মায়াবাদী-সঙ্গ নাহি চাই ॥" —বাক্যে পরমমুক্ত-পুরুষগণের শিক্ষা ও উপদেশে মায়াবাদ আলোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ-সাধন-দোষযুক্ত ও বাধিতানুবৃত্তি-দোষদুষ্ট।

জীবনী আলোচনার ধারা, বৈদিকযুগ ও মায়াবাদ, মায়াবাদ সম্বন্ধে ব্যাসোক্তি, বুদ্ধ সম্বন্ধে মতভেদ, আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধত্ব, অদ্বয়বাদী ও অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদ প্রচারের কারণ, যুগত্রয়ে অদ্বৈতবাদের পরিণাম, মায়াবাদের প্রকৃত স্বরূপ, মায়াবাদের প্রেতাত্মা, বৈষ্ণবাচার্য্য ব্যতীত অন্যান্য মনীষিগণের মায়াবাদ খণ্ডন, আধুনিক যুগের অবস্থা, উপসংহার—মায়াবাদের নাস্তিক আসুরিক বিচার, অদ্বৈতবাদ-দূষণম্, সাংখ্যমত-দূষণম্, ন্যায়মত-দূষণম্ প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে 'মায়াবাদের জীবনী'-গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তির প্রতিকূল-বর্জ্জন অনুকূল-অনুশীলনেরই বিশেষ অঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে আলোচনাই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আলালনাথ, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীবাস-অঙ্গনে পাঠ ও বক্তৃতা

আলালনাথ শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠে শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সহিত ৪ঠা মে হইতে দিবসত্রয় মহোৎসবে অবস্থানকালে ৪ঠা মে, ১৯৩৬ সন্ধ্যারতির পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথা হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, ইং ৪ঠা জুন ১৯৩৬, বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠের "স্বাস্থ্য নিবাস-এর দ্বারোদ্ঘাটন" অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সম্বল ভাগবত মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-বিগ্রহ অগ্রণী করিয়া শ্রীমঠসেবকগণ-কর্ত্তৃক উচ্চ-সংকীর্ত্তনমুখে উক্ত স্বাস্থ্যনিবাসের দ্বার উদঘাটন করেন। স্বাস্থ্যনিবাসের অলিন্দে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমী মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়াদি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ই কার্ত্তিক ১৩৪৩, সোমবার, ইং অক্টোবর ১৯৩৬—শ্রীল শ্রীরূপ পুরী মহারাজের অপ্রকটকালে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের মধ্যে মঠরক্ষক শ্রীপাদনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু, শ্রীস্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সেবকবৃন্দসহ সংকীর্ত্তনযোগে শ্রীবাসাঙ্গনে উপনীত হন। শ্রীমৎ পুরীমহারাজ সংকীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীচরণামৃত

পান ও শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সজ্ঞানে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। সংক্রিয়া-সারদীপিকার বিধানানুসারে তাঁহার সমাধি প্রদত্ত হয়। ইহার পূর্বে তাঁহার নিকট শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ হয় এবং পরে শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীল মহারাজের বিবিধ গুণাবলী আলোচনামুখে তাঁহার শ্রীগুরুসেবার অলৌকিক জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ইং ১৯৩৬ সালের শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান-সূচী

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও অভিভাষণ প্রদান করেন। ১১ই জানুয়ারী হইতে ২ মাস-কাল শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান-পূর্বক শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট ও দৈববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন ও শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাস-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহগণের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ, ১লা মার্চ্চ শ্রীসুবর্ণ-বিহারী মঠ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ৫ই মার্চ্চ শ্রীসার্বভৌম গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রকাশ ও ৭ই মার্চ্চ শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ১৫ই মার্চ্চ আসামে শ্রীসরভোগ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৭শে মার্চ্চ কটকের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৯শে মার্চ্চ পুরীতে সাধু-নিবাস ও শ্রীমন্দিরাদি প্রকাশিত হয়। ৪ঠা মে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত উদযাপন করেন। ১০ই জুন বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠের শ্রীমন্দির দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯শে জুন গোদ্রুম-স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২২তম বিরহ-তিথিতে "দুঃসঙ্গ বর্জ্জন" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদত্ত হয়। ২৭শে জুন দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয় মঠালয়ে স্বয়ং ও প্রচারকগণের দ্বারা হরিকথা কীর্ত্তন করান এবং ১৯শে জুলাই উক্ত মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন। ২৪শে জুলাই বগুড়ার 'হিন্দু-সভা'য় প্রত্যাভিভাষণ প্রদানমুখে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃপাবর্ষিত উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী পুনঃপ্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীকে অবহিত করেন। ১২ই আগষ্ট পুরুষোত্তমব্রত পালনের পর শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উপরিউক্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ও অনুষ্ঠানে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন।

আচার্য্য-কেশরী শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বাভাস ও নিত্যলীলায় প্রবেশ

১৪শে অক্টোবর ১৯৩৬—শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শুভবিজয় করেন। গিরি-গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক পর্ব্বতে শ্রীমধ্বাচার্য্য-জন্মোৎসব, শ্রীরূপ-রঘুনাথের মন্ত্রদ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধন পূজোৎসব ও নিজপ্রভু শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন করেন। পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই সকলকে সাবধান করিয়া বলিতেন,—"আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন নাই।" ৭ই ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তমধাম হইতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সমবেত ভক্তগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অপ্রকটলীলা-আবিষ্কার-দিবসে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" পদাবলী কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ দেন এবং শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর প্রশংসাপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে হরিভজনের উপদেশ করেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপ-রঘুনাথের আনুগত্যে হরিকথা কীর্ত্তন-প্রচারের নির্দ্দেশ দেন। বৈকালে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে 'মিশন' দেখিতে উপদেশ দিয়া Love (প্রেম) ও Rupture (বিরোধ) একতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে ভাগবত-ভগবৎ-সেবা-প্রচারই একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম্ম বলিয়া জানান। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ১০।১২ জন ভক্তকে লইয়া একটা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠনপূর্ব্বক যাবজ্জীবন মঠসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন বলিয়া নির্দ্দেশ দান করেন এবং শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুকে তাঁহার সহায়তা করিতে বলেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর নিষ্কপট সেবার প্রশংসাপূর্ব্বক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর অপরাপর সতীর্থগণের সহিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু বর্দ্ধমান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন।

১৬ই পৌষ ১৩৪৩, বৃহস্পতিবার (ইং ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ শেষরাত্রি) কৃষ্ণা চতুর্থীর শেষভাগে ভোর ৫-৩০টায় স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীরাধার নয়নমণি বার্ষভানবী-দয়িতদাস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পূজ্যপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর বৈষ্ণবোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে তদনুকম্পিত আশ্রিত শিষ্যবর্গ গভীর বিরহানলে হাহাকার করিতে লাগিলেন। লোকজন, পত্র-টেলিগ্রাম, সংবাদপত্র ও আকাশবাণী মারফত চতুর্দ্দিকে দুঃসংবাদ প্রচারিত হইল, গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর অপসিদ্ধান্ত-নাশিনী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী আর ইহজগতে নাই। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্যাভিমানিগণের কেহ কেহ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর নিমতলা শ্মশানে দাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু 'সন্ন্যাসীর দেহ দাহযোগ্য নহে' বলিয়া কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—"আমার প্রভুকে শ্মশানে দাহ করিবার শক্তি কাহার আছে? শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রিয়ধাম শ্রীমায়াপুর অভিন্ন-গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্যমঠেই সমাধিস্থ হইবেন এবং সমাধিস্থান সম্পর্কে আমাকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিলেন, কি-প্রকারে তাঁহাকে মায়াপুরে লওয়া যাইবে? শ্রীবিনোদবিহারী উত্তর দিলেন,—"কোন চিন্তার কারণ নাই, শ্রীল প্রভুপাদকে স্পেশাল ট্রেনে লইয়া যাইব।" কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী M/S O.N. Mukherjee & Sons কোম্পনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা Special Train এর ব্যবস্থা হইল। শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপ-ঘাট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত কলেবর মায়াপুরে নীত হন। ১৭ই পৌষ ১৩৪৩, ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭, শুক্রবার—অভিন্ন-গোবর্দ্ধন শ্রীব্রজপত্তনে ভক্তিবিজয়-ভবন ও বৃহৎ শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীল প্রভুপাদ সমাধিস্থ হইবার পর অন্যান্য সতীর্থগণের সহিত শ্রীবিনোদবিহারী তাঁহার বিরহে আকুলভাবে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'হা প্রভুপাদ! আমাদের ছাড়িয়া কেন চলিয়া গেলেন? আমাকে 'ডোকলা', 'বোকার জাহাজ' বলিয়া গালি দিতে এ পৃথিবীতে আর কেহ রহিলেন না।" ক্রন্দন করিতে করিতে অচেতন হইলে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ হরিকথাদ্বারা তাঁহার বিরহ-বেদনায় সান্ত্বনা দান করেন। সমাধির পর কেহ স্মার্ত্তমতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রাদ্ধের কথা উত্থাপন

করিলে শ্রীবিনোদবিহারী ক্রোধ প্রকাশ-পূর্ব্বক নিষ্ঠুর-বচনে বলিতে লাগিলেন,—"দেখি, কাহার ঘাড়ে কয়টা মাথা থাকে ; অবশেষে প্রভুপাদের স্মার্ত্তমতে

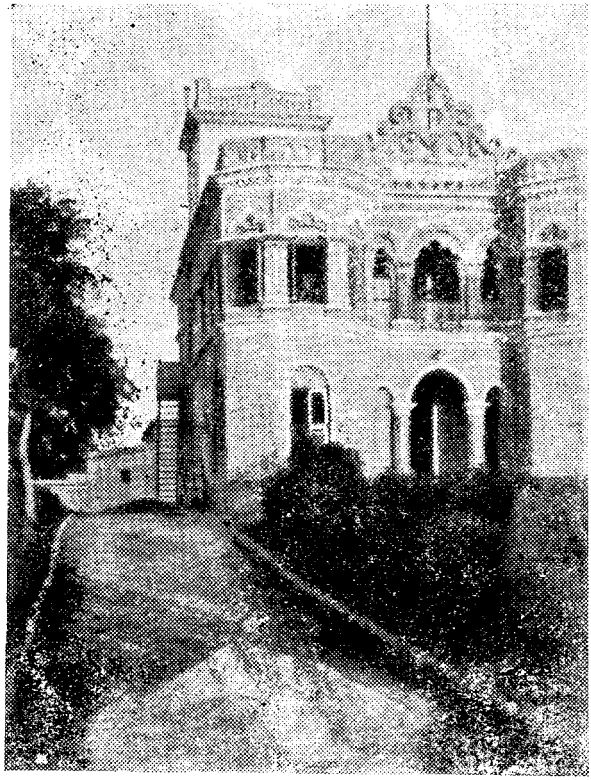

শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন

রাক্ষস-শ্রাদ্ধ হইবে ! তিনি কি জগতে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন ? গুরুর আজ্ঞা যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তাঁহারাই শিষ্য ; যাহারা তাহা অস্বীকার করেন, তাহারা গুরুপরম্পরা-বিরোধী, পথভ্রষ্ট এবং গুরুদ্রুহ।" সেইদিন স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধের (প্রেতশ্রাদ্ধ ও সাত্বত-শ্রাদ্ধ) তাৎপর্য্য ও পার্থক্য বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি সতীর্থগণকে সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশিত পন্থায় চলিতে দৃঢ় নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর ও বিশ্বকল্যাণজনক

মহাপুরুষগণ চিরদিনই জীব-কল্যাণের নিমিত্ত জীবনধারণ করেন। তাঁহাদের শরীর-ধারণ ও দেহরক্ষা—দুই-ই জগতের মঙ্গলজনক। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের পর যাহারা মনে করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ মনোমালিন্য লইয়াই কাল কাটাইলেন, তাঁহারা মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে পারিলেন না, তাহারা নিজেরাই ঝগড়াটে। তাহারা মিলনের সুখে আগ্রহী, কিন্তু বিরহে যে সুখ, তাহা তাহাদের উপলব্ধির বিষয় নহে। একদিন জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীব্যাসপূজাকালে সমাধিক্ষেত্রে আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান দেখিয়া পূজ্যপাদ শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুর নিকট স্বীয় মত ব্যক্ত করিলেন,—"সমাধিক্ষেত্রে কিজন্য জন্মোৎসব হইতেছে, আপনি ইহার প্রতিবাদ করুন না কেন?" উত্তরে শ্রীকৃতিরত্নপ্রভু বলিলেন,—" যে-কোন স্থানে লীলাস্মরণ হইতে পারে; শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকট-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর; সুতরাং আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।

"শ্রীল প্রভুপাদ আমার দৈহিক ও দেহেতে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্য নির্যাণলীলা প্রদর্শন করিলেন। বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্য-পীঠকের প্রথমপাদের শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্যাণ-প্রসঙ্গ বিচার কালে "সাম্পরায়বিধিরপি" বাক্যের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন,—শ্রীঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস্য-ধর্ম্মানুসরণ করেন। তাহাতে তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

"প্রকটকালে তিনি সর্ব্বধর্ম্মসার শুদ্ধভক্তিকথা জগতে বিতরণ করিয়াছেন, অপ্রকট-লীলায়ও শিষ্যবর্গের দ্বারা বিশ্বব্যাপী ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করাইতেছেন। পঞ্চোপাসকী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের ক্ষেত্রে নির্গুণভক্ত-বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব-তিরোভাবকেও তাঁহারা জননাশৌচ-মরণাশৌচের প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া মনে করেন; কিন্তু শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণব প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মবন্ধনের অতীত। আবির্ভাবে আনন্দ বোধগম্য হয়, কিন্তু তিরোভাবে আনন্দ ও উৎসব কিরূপে সম্ভব? যাহাতে সকল দুঃখ বিদূরিত হয়, তাহাই উৎসব বা 'আনন্দ'-নামে অভিহিত। জগতের মায়াবদ্ধ মনুষ্য কাহারও বিয়োগে শোক-মোহে মুহ্যমান ও ব্যাকুল

হয়, কিন্তু ধীর শান্ত বৈষ্ণব-মহাজনগণ প্রাকৃত শোকে বিমোহিত হন না ; জীব ও ঈশ্বরকে নিত্যতত্ত্বরূপে অবগত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তাঁহারা মায়াধীশ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের—আনন্দময়ের নিত্যসেবানুরক্ত। সুতরাং প্রাকৃত শোক ও অপ্রাকৃত বিরহে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কর্ম্মজড়গণ কর্ম্মফলে জন্ম-মৃত্যুর পর পক্ষী-পশু-নররূপে দেবীধামে পরিভ্রামিত হন, আর বৈষ্ণবগণ দেহান্তে নির্গুণ বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভ করেন।"

"দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"-এর লেখক অপ্রাকৃত সাহিত্যিক

১৫ই ফাল্গুন ১৩৪৩, ইং ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭, শনিবারের "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" পত্রিকায় প্রচারিত হয়—"শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আজ ১১শ বর্ষের শেষ বাসরে উপস্থিত হইয়াছেন। নদীয়ায় প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরহরি "নদীয়া-প্রকাশ-" সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীপত্রের বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশে যে-সকল অপ্রাকৃত সাহিত্যিক আমাদিগকে প্রবন্ধদ্বারা উৎসাহিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ প্রমুখ সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা ও 'ডালহাউসী ইনষ্টিটিউট হলে' বিরহ-সভায় উপস্থিতি

১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৩, ২রা মার্চ্চ ১৯৩৭—ঢাকা-শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদকান্তজীউর নবমন্দির-প্রবেশোৎসব ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা—শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠানুগ বিভিন্ন মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমঠে সমবেত হন। ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের সেবোৎসাহে শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট ও অধিষ্ঠিত হন এবং উপস্থিত

সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত মহতী সভায় পুষ্পাঞ্জলি পাঠের পর ত্রিদণ্ডিপাদগণ ভাষণ দান করেন।

১৩শে ফাল্গুন ১৩৪৩, ৭ই মার্চ্চ ১৯৩৭, রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকটে কলিকাতা ডালহাউসী ইনষ্টিটিউট হলে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ-কর্ত্তৃক একটী মহতী সভা আহূত হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বাংলা ও ইংরাজী ভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রমুখ বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীলপ্রভুপাদের আবির্ভাববাসরে বিরহস্মৃতিমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা

১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৩, ২রা মার্চ্চ ১৯৩৭, মঙ্গলবার "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"এর শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যায় (১২শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা) উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুর লিখিত "আমার প্রতি আচার্য্যের নির্য্যাণ লীলা"-নামক প্রবন্ধ * প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে 'গুরুদেবের স্বরূপ', 'বাণী-কীর্ত্তনই প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট', 'বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন', 'শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ', 'আচার্য্যের নির্য্যাণের হেতু', 'নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য', 'আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য', 'আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন' প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি 'গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া', "পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন ; কিন্তু better class—higher class যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠ-নামের সর্ব্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট", "আগে কাণ তৈয়ারী হউক, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-

* পরবর্ত্তীকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৩য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৯ পৃষ্ঠায় "শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ স্মৃতি" নামে প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক

শ্রবণের যোগ্যতা হইবে", 'শ্রীগুরুদেবের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য বিগ্রহরূপে দর্শনের যোগ্যতা প্রয়োজন', "আমার কথা আর কেহ বুঝিতেছে না, গ্রহণ করিতেছে না ; সুতরাং এ জগতে থাকা আর প্রয়োজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল", 'শ্রীআচার্য্যদেবের 'নিত্যবিগ্রহ নটপুরুষের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন', 'মিলন না হইলে বিচ্ছেদের তীব্রযাতনার অবসান হয় না ; তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-কাতরতায় সান্ত্বনা দিবার জন্যই অপ্রকট লীলার অনতিকাল পরেই প্রকটলীলা প্রদর্শন করিলেন', 'শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে সেবাকুঞ্জে বিবিধ পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি উপায়ন-সমভিব্যাহারে লাবণ্যযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনের প্রেষ্ঠরূপে সমাধিস্থ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার আনুগত্যে যুগলসেবা শিক্ষা দিবার জন্য নিত্য-কাল অবস্থান করিতে লাগিলেন' প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যাদ্বারা প্রবন্ধের গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন। উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার লিখিত "শ্রীব্যাসপূজায় গুরুদাস-বন্দনা" নামক কবিতাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভুকে প্রশংসা ও তাঁহার জয়গান

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রাচারিণীসভার ৪৩তম বার্ষিক অধিবেশনে ১২ই চৈত্র ১৩৪৩, ২৬শে মার্চ্চ ১৯৩৭, শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌর-জয়ন্তী-বাসরে সারস্বত-গৌড়ীয়-ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ও শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সমর্থনে শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আচার্য্যাভিষেক-কার্য্য সমাপ্ত হয়। শ্রীসভার সভাপতি ও সভ্য নির্ব্বাচনের পর ত্রিদণ্ডগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভার পক্ষ হইতে বলেন,—"যে মহাত্মা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার যাত্রিগণের আহার-বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে শ্রীধামবিরোধী বিপক্ষ দলের শত্রুতা সত্ত্বেও কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপে কীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য বিঘ্ন প্রদান করিলে যিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাশক্তির বলে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীগৌর-বিনোদ-বাণী-কীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনকারী আচার্য্যের জয়গানে শতসহস্রমুখ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভুর জয় হউক।"

শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুও উক্ত সভায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে

ধন্যবাদ প্রদান করেন ঃ— বালেশ্বর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দে ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা যামিনীসুন্দরী দেবী (সমাধি সেবার জন্য মাসিক ৫৫৲), শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ও ভূদেব ব্রহ্ম, শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমযূখ, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে।

জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে মিশনের কার্য্যাদি পরিদর্শন

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪, ৩রা জুন ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার—শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের কার্য্য-পরিচালক সমিতি (Governing Body) মঠ-মন্দির-মিশনাদি পরিচালন-জন্য মন্তব্য গ্রহণ করেন ঃ—"ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারীস্থলে বর্ত্তমানে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন গৌড়ীয় মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (General Superintendent) পদে নিযুক্ত হইলেন।" উক্ত বিষয়ে শ্রীপত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

২৪শে আষাঢ় ১৩৪৪, ৮ই জুলাই ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার—"শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জ-কুটীর, গোদ্রুম ও শ্রীধামমায়াপুরে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য মঠসমূহের কার্য্যাদি পরিদর্শন ও পরিচালনাদির ব্যবস্থা করিয়া ৯ই জুলাই শুক্রবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর এখানকার সেবা-কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনের সুব্যবস্থা করিয়া কৃতিরত্ন প্রভু শীঘ্রই ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যাদি পরিদর্শন ও পরিচালনাদির সুব্যবস্থা করিবার জন্য ঢাকা যাত্রা করিতেছেন।" এই দিবসে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২০শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবেও শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করেন।

কলিকাতা মঠে বার্ষিক-উৎসব ও ধর্ম্মসভায় উপস্থিতি

১লা ভাদ্র ১৩৪৪, ১৭ই আগষ্ট ১৯৩৭, মঙ্গলবার, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুসহ গভর্নিং বডির জেনারেল্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বেদান্ত-পণ্ডিত শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুও যোগদানপূর্ব্বক 'কলির ব্রহ্মাণ্ডে' গৌরবাণী-গঙ্গার সেবা করিয়াছেন। ১৫ই আগষ্ট রবিবার বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ৫ই ভাদ্র ১৩৪৪, ২১শে আগষ্ট ১৯৩৭, শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ধর্ম্ম-প্রাণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহোদয়ের সভাপতিত্বে অশেষশাস্ত্র-পারদর্শী সুপণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "ভোগ ও সেবা" সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু গৌড়ীয়মঠের বিশেষ বান্ধব সভাপতি-মহোদয়ের সৌজন্য, অমায়িকতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী বর্ণনমুখে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং সভায় উপস্থিত কৃতবিদ্য সজ্জনগণকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের জন্মাষ্টমী-সংখ্যায় "অদ্বৈতবাদ-নিরাস"-প্রবন্ধ*

১৩ই ভাদ্র ১৩৪৪, ২৯শে আগষ্ট ১৯৩৭, রবিবার তারিখের দৈনিক নদীয়া প্রকাশের শ্রীজন্মাষ্টমী সংখ্যায় "অদ্বৈতবাদ-নিরাস"-নামক দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহার আলোচনামুখে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু 'দোষ অন্বেষণে সেবা ?' 'প্রাতিকূল্যে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা,' 'অনন্তবাসুদেব-দাস্যই জন্মাষ্টমী-সেবা', 'দেবতা ও অসুরের পার্থক্য', 'কেবলাদ্বৈতবাদিমতে ব্যাস ভ্রান্ত ?', 'কেবলাদ্বৈতবাদী শাস্ত্র-সম্মানের হানিকারক বলিয়া নাস্তিক'; 'আচার্য্য শঙ্করের গুরুত্ব-বিচার', 'গুরুত্বে ভ্রান্তিই মহাদোষ', 'কেবলাদ্বৈতবাদীর ঈশ্বরতত্ত্ব জীবতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত', 'শাস্ত্র, গুরু ও ভগবান্ না মানিয়া মায়াবাদী নাস্তিক', 'নির্ব্বিশেষবাদীর বাসুদেবদাস্য ব্যতীত গতি নাই', 'প্রতিবিম্ববাদের হেয়তা', 'জীবত্বে জড়ত্বহেতু

* প্রবন্ধটি ১০ বর্ষ, ১৪৬-১৪৭ সংখ্যা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশে" মুদ্রিত হয়; পরবর্ত্তি-কালে উক্ত প্রবন্ধ শ্রীসমিতির পারমার্থিক মাসিক 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র ২য় বর্ষ, ৯ম হইতে ১২শ সংখ্যায় "শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা" নামক প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

— সম্পাদক

ভোক্তৃত্ব কোথায় ?', 'পারমার্থিকও মিথ্যা', 'জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য—ঐক্য নহে,' 'ব্রহ্মের ব্যবহারিকতায় বাক্য-ব্যাঘাত'; 'অজ্ঞান বা অবিদ্যা', 'অবিদ্যার পারমার্থিক সত্যতা', অবিদ্যার অসঙ্গত অভিধান-হেতু মিথ্যাত্বের হানি', 'সৎভিন্নে ও অসৎভিন্নে অনির্বচনীয়ত্বে গৌরব', 'জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব নহে,' 'নির্ধর্ম্মকত্বে বাক্য-ব্যাঘাত', 'নির্ধর্ম্মকহেতু ব্রহ্মের সদ্রূপতার হানি'; 'প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্য ?', 'কেবলাদ্বৈতবাদের সহস্র গুহ্যত্ব', 'ঘটাকাশত্ব জীবত্ব নহে', 'ব্রহ্ম সধর্ম্মক', 'ভগবান্ ও ব্রহ্ম', 'স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের বিরোধেই কেবলাদ্বৈতবাদ' প্রভৃতি বিষয় খুব বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ-নিরাসপর গভীর দার্শনিক ও বৈদান্তিক মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

গৌড়ীয় মঠ-মিশনের সাধারণ-সভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

২৭শে ভাদ্র ১৩৪৪, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনের অন্তর্ভুক্ত ৬০টী মঠের প্রতিনিধিগণ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহু সংখ্যক গৃহস্থ শিষ্যগণের এক সাধারণ-সভার অধিবেশনে শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন,—"গভর্ণিং বডিকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত পাঁচজনের পরিবর্ত্তে চারিজনমাত্র সদস্য গভর্ণিং বডি ইচ্ছানুরূপে গ্রহণ করিবেন। তাহাতে গভর্ণিং বডির মোট সদস্য-সংখ্যা তের হইতে কমিয়া বারজন মাত্র হইবে এবং ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সিত ঊর্দ্ধতম সদস্য-সংখ্যা।" পরবর্ত্তিকালে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ম্যানেজিং কমিটিতেও দ্বাদশজন সদস্যই গ্রহণ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যের সনাতনধর্ম্ম-প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা-অভিনন্দন জ্ঞাপন

২০শে আশ্বিন ১৩৪৪, ৬ই অক্টোবর ১৯৩৭, বুধবার প্রাতে মাদ্রাজ মেল হইতে হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডনে স্বয়ংপ্রকটিত শ্রীবাসুদেব-বিগ্রহের সহিত অবতরণ করেন। ঐ সময়ে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক, গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ও জেনারেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্নপ্রভু, সভ্যগণ ও জনসাধারণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া তিনি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহোদয়ের

সভাপতিত্বে গোস্বামীজীর গুণমুগ্ধ কলিকাতাবাসী জনসাধারণ ও শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন। তিনি "World Congress of Faiths" বা নিখিল-ধর্ম্ম-বিশ্ব-মহাসভায় সনাতন-ধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধি-রূপে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড টাউনহলে লর্ড শ্যামুয়েলের সভাপতিত্বে "World's Need of Religion" বা "বিশ্বে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা", লণ্ডনে "World Fellowship of Faith" নামক মহাসভায় সনাতন ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে, Caxton Hall এ স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে "Divine Love" ও ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে "Devotion to God" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা ইংলণ্ডের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেন। তিনি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সম্রাটদম্পতি ও সম্রাটজননী মহামান্যা মেরী মহোদয়ার নিকটও শ্রীচৈতন্য-বাণীর অসমোর্দ্ধত্ব কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম-বার্ষিক বিরহোৎসবে অভিধেয়-বিষয়ক বক্তৃতাত্রয়

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রথম-বার্ষিক বিরহোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত সমাধি-প্রাঙ্গণে, ৫ই পৌষ ১৩৪৪, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৭, সোমবার হইতে ১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে অষ্টোত্তরশত (০৮) পারমার্থিক বিষয় অবলম্বনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সুযোগ্য প্রচারক ও সেবকগণের বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বতোমুখী আলোচনা, পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচন, তাঁহার সঙ্কল্পিত অসম্পূর্ণ মনোঽভীষ্টসমূহ পরিপূরণের উপায় আলোচনা, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু-সজ্জন-মনীষিবৃন্দকে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ দান, তাঁহাদিগকে সমাধিস্থানে আহ্বান ও বিরাট্ ভাগবত-সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীল প্রভু-

পাদের করুণা, দান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত আলোচ্য ১০৮টী বিষয়ের তালিকা মধ্যে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু ২২।১২।৩৭ রাত্রিকালে এবং ২৬।১২।৩৭ পূর্ব্বাহ্নে যথাক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদ ও সগুণ-নির্গুণ-বিচার" এবং "শ্রীল প্রভুপাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ" ও "শ্রীল প্রভুপাদ ও সপ্তোপাসনা" সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

চাঁপাহাটী মঠে শ্রীরামনবমী উৎসবে বক্তৃতা

১লা চৈত্র ১৩৪৪, ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩৮, মঙ্গলবার শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভার অন্যতম সম্পাদক ও মিশনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে বিগত বর্ষের বিবরণী পাঠের পর সন্ন্যাসিগণের সহিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ

চাঁপাহাটীতে শ্রীদ্বিজবাণীনাথ-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর গদাধর

বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল প্রভৃতিকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

২৫শে চৈত্র ১৩৪৪, ৮ই এপ্রিল ১৯৩৮ শুক্রবার—"চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধর মঠে শ্রীরামনবমী-ব্রতোৎসব ও শ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রার অধিবাস-দিবসে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ভক্তিকুশল প্রমুখ ভক্তবৃন্দ যাত্রা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব, নাস্তিক্যবাদের প্রতিমূর্ত্তি ভক্ত-ভগবদ্-বিদ্বেষী রাবণের স্বরূপ ও তাহার আচরণ, দাস্যরসে বজ্রঙ্গজীর শ্রীরামপ্রীতি, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবীর শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রেম-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়। পরদিবস শ্রীচরিতামৃত হইতে বজ্রঙ্গজীর অবতার শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরাম-নিষ্ঠা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রশংসা বিষয় কীর্ত্তিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে সজ্জন ও ভক্তগণমণ্ডিত সভায় বহু উপদেশ প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি শ্রীভগবান্ ও তাঁহার বিভিন্ন অবতারাবলীর প্রতি আসক্ত বিভিন্ন অধিকারী ভক্তগণের উপাস্য-প্রীতি-বৈশিষ্ট্য, শ্রীভগবান ও ভগবৎ্ভক্তের কৃপা ও তাঁহার বঞ্চনালীলা, আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর বাহ্যপ্রীতি প্রদর্শনমুখে স্বামী ও আত্মীয়কে বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, বার্ষভানবী-দয়িতদাস শ্রীল প্রভুপাদের সেবকগণের প্রতি কৃপা ও বঞ্চনা-লীলার কারণ ও তৎপাত্র সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনা করেন। মহাজন-পদা-বলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসবে বক্তৃতা

১২ই আষাঢ় ১৩৪৫, ২৭শে জুন ১৯৩৮, সোমবার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২৪তম বার্ষিক বিরহোৎসব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিভিন্ন মঠ হইতে ভক্তবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটি-উটের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১লা শ্রাবণ ১৩৪৫, ১৭ই জুলাই ১৯৩৮, রবিবার—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শোভাযাত্রায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসি-সজ্জনবৃন্দসহ শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রভৃতি যোগদানপূর্ব্বক ইহার গৌরববৃদ্ধি করেন। "১৭ই ভাদ্র ১৩৪৫, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, শনিবার সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বেদান্ত-সাহিত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্', 'অরূপবদেব হি প্রধানত্বাৎ,' 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ', 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' ইত্যাদি সূত্র-তাৎপর্য্য-অবলম্বনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিষয়ে অনেক কথা বলেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়-বার্ষিক বিরহোৎসবে ভাষণ ও শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা

২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৮, শনিবার শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহোৎসবে তদীয় সমাধি

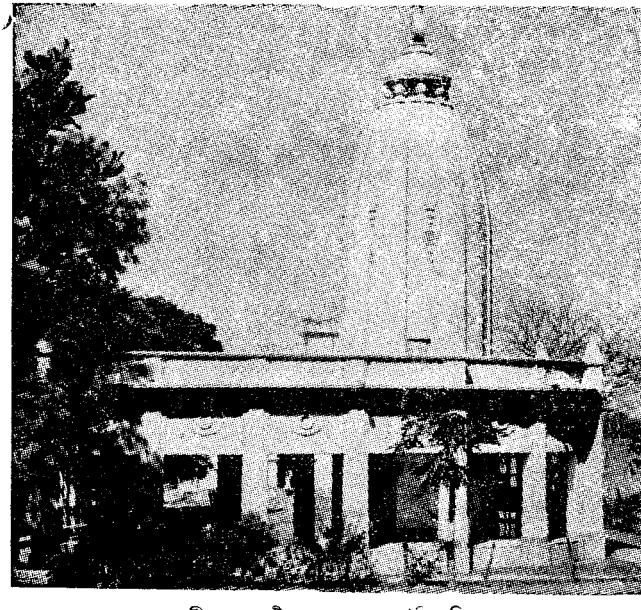

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির

প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ বৈষ্ণব-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের

আনুগত্যে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা ও শিক্ষা-বিষয়ে ভাষণদান করেন।

২১শে ফাল্গুন ১৩৪৫, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩৯, রবিবার শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার ৪৫তম বার্ষিক অধিবেশনে সন্ন্যাসিগণসহ মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল প্রভৃতির শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবার জন্য উক্ত সভার পক্ষ হইতে অশেষ গুণানুবাদ কীর্ত্তন করেন।

দার্জ্জিলিং মঠে বেদান্ত-ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা

৩০শে বৈশাখ ১৩৪৬, ১৪ই মে ১৯৩৯, রবিবার সন্ধ্যায় দার্জ্জিলিংএর নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাব্লিক হলে মিঃ বি. সি. সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল সাব্জজ মহোদয়ের সভাপতিত্বে "আত্মানাত্মবিবেক" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, ২০শে মে ১৯৩৯, শনিবার "গৌড়ীয়" পত্রে 'প্রচার-প্রসঙ্গে' উল্লিখিত হইয়াছে,—"ভক্ত-সমাজে সুপরিচিত বৈদান্তিক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া বেদান্তের অনুশীলন ও সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদকেই শিক্ষিত-সম্প্রদায় 'বেদান্ত' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। আশা করা যায়, শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর বেদান্তের অনুশীলন ও প্রচারের দ্বারা সেই ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইতে পারিবে।"

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও শ্রীগৌর-বিনোদ-বাণী-ধারা সংরক্ষণে দৃঢ়নিষ্ঠা

শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য 'পরবিদ্যাভূষণ' শ্রীরূপানুগ আচার-বিচার পরিত্যাগ করিলে তাঁহার ভক্তিপ্রতিকূল-আচরণে ক্ষুব্ধ গৌড়ীয়-মঠবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। সকলের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া 'বজ্রাদপি-কঠোর' শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি নানাস্থানে পত্রাদি লিখিয়া মিশনবাসীদের 'উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ'-শ্লোকাবলম্বনে অভয় ও আশ্বাসদান করিয়াছিলেন। বিরোধিদল গুপ্তভাবে সেই সকল পত্রাদি হস্তগত করিয়া সগোষ্ঠী

তাঁহাকে বিপাকে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ও ছলে-বলে-কলে-কৌশলে কৃতিরত্ন প্রভু ও তাঁহার দলকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইল। একদিন শ্রীচৈতন্যমঠে দুইদলে সংঘর্ষ হয়; অপরপক্ষের এক রাখাল শিষ্য খেজুরগাছ কাটিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া মারা যায়। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ও অপর ১৯ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করিয়া অবৈধভাবে শ্রীচৈতন্যমঠের স্থায়ী দখল হইতে উৎখাতের জন্য গ্রেপ্তার করাইল। ইহার পূর্বেও বিরুদ্ধ পক্ষ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সরাইবার জন্য শ্রীল কুঞ্জবিহারী অধিকারী ভাগবতরত্নসহ শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সর্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৩৭ জনের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছিল। ভাঃ ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে কয়েকজনের হাজত বাস হইলে একদিন শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুকে দর্শনদান করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,— 'তুমি এখনও সন্ন্যাস লইলে না? তুমি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক সর্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা প্রচার কর। আমি তোমার সমস্ত বাধা-বিঘ্নের দায়িত্ব লইলাম।' সকালে উঠিয়া তিনি তাঁহার সতীর্থ অন্তরঙ্গ শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রভৃতিকে ঐ ঘটনা জানাইলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আশীর্বাদে তাঁহারা সকলেই খালাস পাইলেন। যাহারা ঐ মোকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই দৈবশাস্তি হইয়াছিল,— কাহারও পুত্র ২।৪ দিনের মধ্যে মারা গেল, কাহারও গৃহ আগুনে পুড়িল, এবং কেহ চক্ষুদ্বয় হারাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

১৯৪০ সালে মায়াপুর হইতে চলিয়া আসিয়া শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ ও অন্যান্য সতীর্থগণের সহিত নবদ্বীপ-সহরস্থ তেঘরিপাড়ার ভাড়াবাড়ীতে "শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপনপূর্বক বসবাস করিতে থাকেন এবং প্রচার আরম্ভ করেন।

ভজনানন্দী অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

কোলদ্বীপান্তর্গত সহর-নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে পরম-পুরুষ বিবিক্তানন্দী শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন ও ভাবসেবায় রত

ছিলেন। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা মহাত্মা বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচিত হন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের

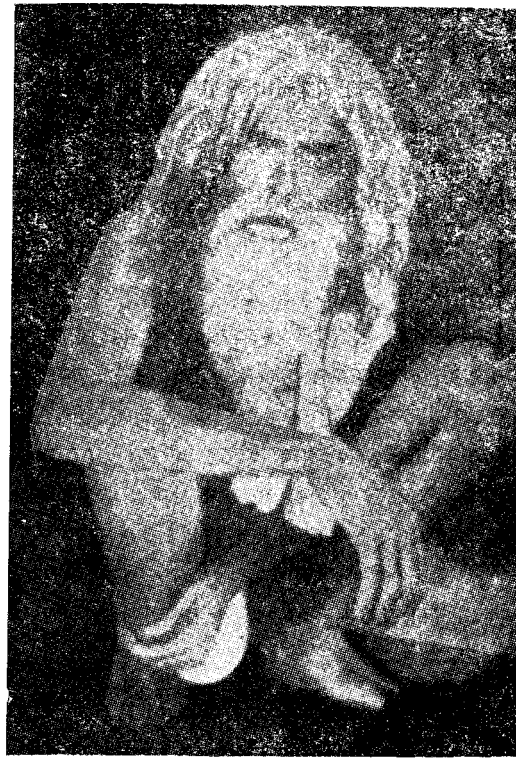

মহাপুরুষ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

বিজাতীয় লোক-সংঘট্ট পরিহার নিমিত্ত তাঁহার দর্শনার্থী বহু ব্যক্তিকে গালা-গালি করিতেন, ফলে ভণ্ড-পাষণ্ডিগণ তাঁহার বাস্তব দর্শনে বঞ্চিত হইতেন; কিন্তু বিষয়-বিরাগী ভজনশীল শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া চলিতেন। একদিন শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীরে দর্শনে গমন করিলে তিনি সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তাঁহার অভিন্ন-সুহৃদ সতীর্থপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আশ্রিতজনের প্রতি শ্রীল বাবাজী মহারাজ বিশেষ সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। শ্রীপাদ কৃতিরত্নপ্রভু দেখিলেন, শ্রীল বংশীদাস বেগুন ভাজিতে গিয়া হাতা খুন্তীর বদলে স্বীয় হস্তই ব্যবহার করিতেছেন।

খুন্তী ব্যবহারের অনুরোধ জানাইলে তিনি উত্তর দেন,—'দেখি, নিতাই গৌর কি করে!' যিনি গৌরগতপ্রাণ, তাঁহার পক্ষে এ জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি'—তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ও বৈরাগ্যে সকলেই বিমুগ্ধ হইতেন।

লোক-বঞ্চনার নিমিত্ত তিনি তামাক খাইবার ভাণ করিতেন; কখনও তামাক নাই, আবার কখনও আগুন নাই, তথাপি উহা প্রসাদী করিয়া দিবার জন্য গড়গড়ার নলটী নিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহের দিকে আগাইয়া ধরিতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর পাইয়া বলিতেন—'আমার নিতাই গৌর উহা খায় না।' অতিমর্ত্ত্য মহাজনগণের কখন কি ভাবের উদয় হয়, তাহা সাধারণ মানবের বোধগম্য নহে।

একদিন শ্রীব্রহ্মচারীজী তাঁহার অভিন্নসুহৃদ শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহারাজের দর্শনে গিয়া দেখিলেন—প্রসাদী কফি বিতরণ চলিতেছে। তখন সেবাবিগ্রহ প্রভুকে শ্রীল কৃতিরত্নপ্রভু বলিলেন,—'ঐ প্রসাদ পাইলে আমাদের নরকগামী হইতে হইবে। নীলকণ্ঠ-সদৃশ বাবাজী মহারাজ যাহা হজম করিতে পারেন, সাধারণ আমরা উহা গ্রহণ করিলে প্রাণ হারাইব।' শ্রীব্রহ্মচারীজী যুক্তি ও সিদ্ধান্তের দ্বারা শিক্ষা দিলেন—'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা'—লোকাত্তর মহাজনগণের নিজস্ব আচরণ সাধারণের অনুকরণ করা উচিত নয়, পরন্তু জীবকল্যাণজনক শিক্ষাই অনুসরণ বা অনুশীলন কর্ত্তব্য।

একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎকালে শ্রীল কৃতিরত্নপ্রভু দেখিলেন,—বহুভক্ত আসিয়া প্রণামী দিলেন; এক ভক্তনামধারী ব্যক্তি ঐগুলি কুড়াইয়া রাখিতে গেলে শ্রীল বংশীদাস সক্রোধে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'থো, পয়সা থো, যেখানকার পয়সা সেখানে থো; উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যায়।' অতিমর্ত্ত্য মানবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বুঝিয়া উঠা ভার। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনই ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্র নাই—'সজাতীয়-আশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে'—একই অন্তঃকরণবিশিষ্ট নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গে ক্রমশঃ ভজনে উন্নতি, জীবন আনন্দময় ও সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়।

কোন একদিন ভক্তগণসহ জনৈক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে গেলে শ্রীল বংশীদাস সন্ন্যাসীর দণ্ড লক্ষ্য করিয়া বলিতে

লাগিলেন,—ত্যানার দ্বারা কণ্ঠি জড়াইলে দণ্ড হয় না এবং উহা লইলেই ত্রিদণ্ডী হওয়া যায় না। কায়-মন-বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী হওয়ার সার্থকতা। শ্রীল বাবাজী মহারাজের এইরূপ সমালোচনার বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে, ত্রিদণ্ডি-যতি তাহা অনুধাবন করিলেন। সকলেরই সংশয় কাটিলে সন্ন্যাসী বলিলেন,—'কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম—প্রয়োজন। দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥'

একদিন কয়েকজন ভক্ত শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর"—বিরহ কীর্ত্তনের শেষে "পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥" গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি ত শুধু গাইয়াই গেলা, যাঁর ফাট্‌ল, তার ফাট্‌ল" অর্থাৎ পদকর্ত্তা যে গভীর বিরহ বেদনা লইয়া উহা লিখিয়াছেন, তুমি কি উহা উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছ? মিলন না হইলে বিরহ বা বিপ্রলম্ভের সম্ভাবনা কোথায়? তোমার কি সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে?

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মঠ-মিশনে বিশৃঙ্খলা

জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রকটকালীন সময়কে "রেনেসাঁ" (Renaissance) যুগ অর্থাৎ একাধারে পরমার্থ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, জ্যোতিষাদি ষড়ঙ্গবেদের পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থা বলা যাইতে পারে; আর তাঁহার অপ্রকটকালীন সময়কে এক ভয়ঙ্কর প্রাণান্তকারী বিভীষিকাময় ঘনান্ধকার যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর সারস্বত-গৌড়ীয়-গগনে গাঢ় প্রভঞ্জন উত্থিত হয়। আচার্য্য-নির্ব্বাচন ও পরিহারকালে কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সিংহনাদে জেহাদ ঘোষণার কথা স্মৃতি-পটে জাগরূক হয়। এমতাবস্থায় শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুকে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়; এঅবস্থায়ও পূজ্যপাদ শ্রীবিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভুর মধ্যে আচার্য্য পদাসীন হইবার লোলুপতা লক্ষ্য করা যায় নাই। মঠ-মিশনের বিবাদ-বিসম্বাদ চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিলে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে 'Devide & Rule Policy'তে

অভিজ্ঞ প্রফেসর বাবু-কর্ত্তৃক কৌশলে শ্রীমৎ কৃতিরত্ন প্রভু দার্জ্জিলিং মঠের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহাকে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে বসাইবার জন্য জীবন বিপন্ন করিয়াও সেবকগণের সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া শ্রীমঠে অবস্থান ও কষ্টস্বীকার, তিনি নিশ্চিন্তে জে.বি.দত্তের গৃহে থাকিয়া পোষ্ট অফিসে চাকুরী করিতেন। তিনি পরে দক্ষিণ কলিকাতায় নফরকুণ্ডু লেনের ৮বি, হাজরা রোডের ভাড়া বাড়ীতে চলিয়া যান।

বৃহৎমৃদঙ্গ দ্বারা প্রচার-সেবার সঙ্কল্প

অনুগত দলের প্রতি শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভুও উক্ত মঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক একটী ছোট প্রেস খরিদ করিয়া ৩৩।২ বোসপাড়া লেনের ত্রিতল বাড়ী ভাড়া লইলেন এবং পরে শ্রীযুত ত্রিগুণনাথ মুখার্জ্জির নিকট হইতে "The Gouranga Printing Works" নামে প্রেস সংগ্রহ করিলেন। উক্ত ছাপাখানা দেখাশুনার আংশিক দায়িত্ব শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। জগদ্-গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ প্রেস বা ছাপাখানাকে "বৃহৎ মৃদঙ্গ" নামে অভিহিত করিতেন এবং ধর্ম্ম-প্রচারক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণকে 'জীবন্ত মৃদঙ্গ" রূপে চিহ্নিত করিয়া গৌরববোধ করিতেন। শ্রীল বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভুও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা সমগ্র বিশ্বের আপামর জনগণকে বিতরণের উদ্দেশ্যেই এই বৃহৎ মৃদঙ্গের আশ্রয় লইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেরণাক্রমে "শিক্ষাদশমূলম্" (আম্নায় দশমূলাদি সহ) গ্রন্থখানি প্রকাশে অগ্রসর হইলেন; দুঃখের বিষয়, উহার ৩২ পৃষ্ঠা কম্পোজ ও অন্তিম সংশোধনের পর কম্পোজড্-ম্যাটার সহ ২খানি চেজ-চুরি হওয়ায় উহা তখন প্রকাশিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতেও শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু কোনরূপ নিরুৎসাহিত ও হতোদ্যম হইলেন না; তিনি শ্রীগুরুবর্গের বাণী প্রচারে অধিকতর ধৈর্য্য ও উৎসাহ লাভ করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া (এপ্রিল ১৯৪০) দিবসে উক্ত ভাড়াবাড়ীতে তাঁহার মঠ ও মিশনের "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি"

নামকরণ করেন। উক্ত নামের প্লাকার্ড ছাপাইবার পর উহা শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবৃতি মারফত শ্রীমৎ আচার্য্যত্রিক ভাগবতরত্ন প্রভুর নিকট প্রেরিত হইলে তিনি পৃথক প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থান অনুমান করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। পরবর্ত্তিকালে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার অনুরোধ ও ইচ্ছানুসারে "শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করিলেন"— এইরূপ সর্ত্তে রাজী হইয়া শ্রীমৎ কৃতিরত্ন প্রভু 'হাজরা রোডে সেবকগণ সহ উপস্থিত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে সেবকগণের অসংযত দুর্ব্যবহারের বিষয় জ্ঞাপন করাসত্ত্বেও কোনরূপ প্রতিকার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শ্রীমৎ বিনোদবিহারী সদলবলে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া রিক্ত-হস্তেই বোস-পাড়ালেনস্থ স্বীয় কলিকাতা মঠে ফিরিয়া আসেন।

বৈষ্ণবানুগত্যে মঠ-মিশনের সেবা-সঙ্কল্প

নূতন প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মঠে তখন ভিক্ষুক-সেবকের অভাব, কোন-প্রকারে সেবানুকূল্য সংগ্রহের দ্বারা উহার কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে লাগিল। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া ভাবী উন্নতিকল্পে শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু গঠনমূলক কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন; তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল। প্রথমে কিছু সংকোচ বোধ করিলেও পরে উৎসাহের সহিত আনুকূল্য সংগ্রহে অভ্যস্ত হন। এইভাবেই তিনি তাঁহার সাধের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে রক্ষা ও পালন-পোষণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভীষ্টদেব জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়াই কপর্দ্দক-হীন অবস্থায় মঠ ও মিশন হইতে দূরে অবস্থানপূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পরমারাধ্যদেবের মনোঽভীষ্টপূরণে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ঐক্যবদ্ধভাবে পারমার্থিক, সাংগঠনিক কার্য্যে সুস্পষ্ট ভাবে অগ্রসর হইতেছিল। দৈনন্দিন পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান ও মঠসেবক-গণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্রীল বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রতি-ষ্ঠানের সুদৃঢ় ভিত্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি পরমপূজনীয় শ্রীল শ্রীধর মহা-রাজের আনুগত্যে তাঁহারই প্রাধান্য স্বীকারপূর্ব্বক নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে লইয়া পূর্ণোদ্যমে প্রচার-কার্য্যাদির সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের অনেকেই তাঁহাকে স্বয়ং আচার্য্যরূপে শ্রীমঠের কার্য্য পরিচালনার অনুরোধসত্ত্বেও

তিনি উহাতে রাজী হন নাই, ইহা তাঁহার বৈষ্ণব-আনুগত্য ও উদারতার পরিচায়ক।

শ্রীভগবন্নির্ভরতা ও সাড়ে-ছয়আনার কাহিনী

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কলিকাতা বোসপাড়া লেনের নূতন মঠে শোচনীয় অর্থাভাব চলিতেছিল। একদিন একাদশী-দিবসে শ্রীমঠের দ্বোতলায় পূজনীয় শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু বসিয়া শ্রীনাম জপ করিতেছেন, এমন সময়ে সেবক আসিয়া তাঁহার নিকট অনুকল্পের বাজার-খরচ প্রার্থনা করিল। তিনি আজ কপর্দকশূন্য, ইহা শিষ্যগণ জানিলে তাহারা শ্রীগুরুর প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি হারাইবে ভাবিয়া তিনি কোন উত্তর দিলেন না। অপর শিষ্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"একজন বিশিষ্ট অতিথি আসিয়াছেন।" 'আদর-যত্ন করিয়া তাঁহাকে ঘরে বসিতে দাও" বলিলেন। অতিথি-অভ্যাগত, বিশেষতঃ তাঁহার সতীর্থগণ আসিলে তাঁহাদের বিচিত্র মহাপ্রসাদ ও ফল-মূল-মিষ্টাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করাই তাঁহার স্বভাব ও অভ্যাস ছিল। আজ তিনি রিক্তহস্ত, কি দিয়া অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবেন, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে যোগ-ক্ষেম-বহনকারী শ্রীভগবান্ নিত্যাভিযুক্ত অনন্যচেতা ভক্তের ব্যবস্থা লইলেন। একটী চড়ুই পাখী ইতস্ততঃ ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতেছিল, আবার কখনও কড়ির ফাঁকে বারবার প্রবেশ করিতেছিল। হঠাৎ তাহার পায়ের ধাক্কায় ছোট একটী কাপড়ের পুটলী মেঝের উপর পড়িয়া গেলে উহা খুলিয়া সাড়ে ছয় আনা পয়সা পাওয়া গেল। তাহাদ্বারা একাদশীর ফল-মিষ্টি আনিয়া ভোগের পর সতীর্থ শ্রীনারায়ণ মুখার্জ্জিকে জলখাবার দেওয়া হইল। বৈষ্ণব-অতিথি পরিতৃপ্ত হইলে শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু তাঁহার সহিত হরিকথা আলোচনা করিতে লাগিলেন—"যাঁহার কৃপায় ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেই গুরুরূপী শ্রীহরিই পরমারাধ্য, তিনিই অনন্ত বিশ্বে মাতা, পিতা, বন্ধু এবং পরিত্রাতা। সেই পরম বন্ধুকে ভুলিয়া মায়াবদ্ধ জীব সংসারে নানা-দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিতেছে। শ্রীগুরুকৃপাবলে অনায়াসে জীবের মায়াবন্ধন ছিন্ন হয় এবং হরিভজনে তাহার রুচির উদয় হয়।"

এইরূপভাবে হরিকথা কীর্ত্তনকালে হঠাৎ পোষ্টম্যান আসিয়া একশত টাকা মনিঅর্ডার বিলি করিয়া গেল। দেখা গেল, শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সেবার জন্য কাণপুর হইতে উক্ত সেবানুকূল্য প্রেরণ করিয়াছেন। উহাদ্বারা একাদশীর

বাজার করা হইল ও সাময়িকভাবে সেবা চলিতে লাগিল। যিনি অভাবেও স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, যিনি চিরদিনই অতিথি-বৎসল, আশ্রিত-পালক, যিনি দীনবন্ধু জগৎপতি শ্রীহরির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, শ্রীগুরুর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিমান্, তাঁহার সর্ব্বাঞ্ছা শ্রীহরি অবশ্যই পূরণ করেন; তজ্জন্যই তিনি চড়ুই পাখীর দ্বারা অর্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহার ভক্ত-বাৎসল্য প্রদর্শন করিলেন।

এস্থানে পূজ্যপাদ শ্রীল গিরি মহারাজের সহিত শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভুর সৌহৃদ্যভাব আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী মঠবাসী ও গৃহস্থ সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার-৪১তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন মহোদয় গৌর-প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের বিভিন্ন সেবা এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌর মনোঽভীষ্ট-প্রচার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শ্রীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ সম্বন্ধে বলেন—"ইনি ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা-ভাষায় অপূর্ব্ব বক্তা। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্য বাণীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করাইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসা উৎপাদন করিয়াছেন। লোকের অন্তরে প্রবেশ-ক্ষমতা গিরি মহারাজের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। বোম্বে, পুণা, কোলাপুর, দক্ষিণ ভারত ও উত্তরভারতের বহু স্থানে এবং চট্টগ্রামে ও ব্রহ্মদেশে হরিকথা-প্রচারদ্বারা তত্তদ্দেশবাসীর মঙ্গলবিধানে স্বামীজীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবিধ বৈষ্ণবোচিত সদ্গুণ মণ্ডিত হইয়া স্বামীজী নানাভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতিবিধান করায় শ্রীসভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথিতে বক্তৃতা

১০ই ভাদ্র ১৩৪৭, ২৬শে আগষ্ট ১৯৪০, সোমবার—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথিতে মেদিনীপুর সহরের মাণিকপুর পল্লীতে শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী উদ্বোধন-সভায় আবেগময়ী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসর হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথি পর্য্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেষদিন "মহতী সভায়

শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ—ত্রিদণ্ডিপাদত্রয় এবং শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন।"

যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার

৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৪৭, ২১শে অক্টোবর ১৯৪০, সোমবারের মাসিক "সারস্বত গৌড়ীয়"-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়,—"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ যুক্তপ্রদেশের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।"

বরিশাল শ্রীজীব গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে বক্তৃতা

৪ঠা ফাল্গুন ১৩৪৭, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১, রবিবার—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ৬৮তম আবির্ভাব-তিথি মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে বরিশাল-সহরের শ্রীজীব গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ ও শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, আচার্য্যাদিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভৃতি শ্রীমঠে শুভাগমনপূর্ব্বক পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিদ্বারা মহোৎসব বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন।"

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বার্ষিক অধিবেশনে বিরহপ্রকাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

২৯শে ফাল্গুন ১৩৪৭, ১৩ই মার্চ্চ ১৯৪১, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-বাসরে মেদিনীপুর সহরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার (৪৫৪ গৌরাব্দ) বার্ষিক অধিবেশনে "শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন

মহোদয়ের অনুমোদনে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ ভাগবতরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীসভার বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় ৪৫৪ গৌরাব্দে যে-সকল সভ্য স্বধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের জন্য বিরহ প্রকাশ করেন ঃ—যশোহর জেলার শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ, ঢাকা-কাউরাইত-নিবাসী শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীপাদ ফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী ও ময়ূরভঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ঃ—শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ; শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চ্যাটার্জ্জী, জমিদার বামুনপুকুর ; শ্রীবৈজ্‌নাথ চৌধুরী, এলাহাবাদ ; শ্রীব্রজবিহারী বাবাজী ; মহাত্মা শ্রীনগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, জমিদার ; প্রফেসর মন্মথ নাথ বোস, এম-এ, অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট ; শ্রীহীরালাল দাস য়্যাটর্ণি, কলিকাতা হাইকোর্ট।"

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

"শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয় মঠের ইউরোপ ও আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত প্রচারক 'গৌড়ীয়'-সঙ্ঘপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ই চৈত্র ১৩৪৭, ২০শে মার্চ্চ ১৯৪১, বৃহস্পতিবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ রেমুণার শ্রীক্ষীরচোরা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বহু ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বাণপ্রস্থ ভক্তগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ সংস্কার-কার্য্য করেন, বৈখানস মহারাজ শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রে যজ্ঞাগ্নি সংস্থাপন করেন, যাযাবর মহারাজ হোম করেন এবং শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ সন্ন্যাস-মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ

ত্রিদণ্ড প্রদান করেন। সন্ন্যাসের পর তিনি "পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ" নামে পরিচিত হন। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় স্বেচ্ছায় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।"

শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারীর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ

"বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল মহোদয় গত ২৭শে বৈশাখ ১৩৪৮, ১০ই মে ১৯৪১, শনিবার—শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী-বাসরে নবদ্বীপের অন্তর্গত অপরাধ-ভঞ্জনের পাট শ্রীকোলদ্বীপে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকটে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ। 'নারসিংহ' বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের একশত আট নামের অন্যতম।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-সম্পাদকের অভিনন্দন-সভায় বক্তৃতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয় মঠের ইউরোপ ও আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সন্ন্যাস গ্রহণান্তে কলিকাতা শুভাগমনোপলক্ষে ১৬ই চৈত্র ১৩৪৭, ৩০শে মার্চ্চ ১৯৪১, রবিবার—হাজরা রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আহূত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের প্রস্তাবে এবং শ্রীমৎ কুঞ্জ-বিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সমর্থনে প্রাচীন ও প্রধান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমৎ গোস্বামী মহারাজের উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ ভাগবতরত্ন প্রভু অভিনন্দন পাঠমুখে বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ত্রিদণ্ডধারণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করিবার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ,

বি-এল, বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃগণ গোস্বামী মহারাজের গুণাবলী বর্ণন করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত অভয় চরণ দে, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ত-বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদাস গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।"

চাঁপাহাটী মঠে শ্রীরামনবমী-ব্রতোৎসব পালন

৩রা বৈশাখ ১৩৪৮, ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১, বুধবার "সারস্বত গৌড়ীয়" পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে,—"আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের সুব্যবস্থায় চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধর মঠে শ্রীরামনবমী উপলক্ষে ৬ই, ৭ই এপ্রিল মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই এইস্থানে দোলযাত্রা হইয়া থাকে। সহর নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর ও কৃষ্ণনগর হইতে উৎসব উপলক্ষে সজ্জনগণ আগমন করিয়াছেন। সংকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উভয় দিবসই পৌরাণিক যাত্রাভিনয় দ্বারা যাত্রিগণকে আপ্যায়িত করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রভৃতি পাঠ-বক্তৃতা করেন।"

বর্দ্ধমান-মহারাজের দেহান্তে শোক-সভায় বক্তৃতা

লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটীর চেয়ারম্যান বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস-আই মহোদয় ১২ই ভাদ্র ১৩৪৮, ২৯শে আগষ্ট ১৯৪১, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায় তাঁহার বর্দ্ধমান-স্থিত রাজপ্রাসাদে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হাজরা রোডস্থ শ্রীমঠে অহূত সভায় আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্বত মহারাজের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ সত্যবাস্তব্য ব্রজবাসী এম-এ, বি-এল, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের পাণ্ডিত্য, সুসাহিত্যিকতা, প্রজাপুঞ্জের প্রতি দয়ার্দ্রতা, সর্ব্বো-

পরি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় আন্তরিক সাহায্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী বর্ণন করিয়া বক্তৃতা করেন। মহারাজাধিরাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহুসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন ; তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্যপ্রদেশে, বিশেষতঃ লণ্ডনে ও অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষিত সমাজে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ কৃতকার্য্যতার সহিত শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাবে ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে আহূত বিরহ-সভায় সভাপতিরূপে বৃত হইয়া তিনি তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণে বারত্রয় বাধা-বিপত্তি

শ্রীরামানুজ-শিষ্য ভক্ত-কুরেশের ন্যায় গুরুসেবায় সন্তুষ্ট হইয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয়সেবক শ্রীবিনোদবিহারীকে সন্ন্যাস-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন,— "বিনোদ কায়-মন-বাক্যে সন্ন্যাসী, তাহার কেবল বাহ্যবেশ পরিবর্ত্তন বাকী।" মায়াপুরে সন্ন্যাসের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে মিশনের সেক্রেটারী শ্রীমৎ আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে বিনয়বচনে বলিলেন,— "শ্রীবিনোদকে এখন সন্ন্যাস দিলে মঠ-মিশন রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, সুতরাং বর্ত্তমানে তাহার সন্ন্যাস স্থগিত থাকুক।" দ্বিতীয়বারেও বাগবাজার মঠে সন্ন্যাস-প্রদানে ইচ্ছুক হইলে শ্রীমৎ ভাগবতরত্ন প্রভু মঠের বিষয়-সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে—যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু একদিন শ্রীবিনোদবিহারী এক স্বপ্ন দেখিলেন,—"শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার দক্ষিণস্কন্ধে শ্রীহস্ত স্থাপনপূর্ব্বক করুণস্বরে বলিতেছেন, "তুমি সন্ন্যাস লইলে ভাল হইত," কিন্তু বিবিধ কারণে তাহা সফল হইল না। তৃতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর যখন তিনি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিরহ-সাগরে নিমগ্ন, পুনরায় একদিন স্বপ্ন দেখিলেন,—"শ্রীল প্রভুপাদ 'বিনোদ, সন্ন্যাস গ্রহণ কর' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল আয়োজন ও সন্ন্যাস-গ্রহণ-পর্ব্ব সমাপ্ত হইল ; শ্রীমৎ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ 'কেশব' মহারাজের জয়ধ্বনি দিবার পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।" পরে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রীমৎ বাসুদেব প্রভুকে জানাইলে তিনি অষ্টোত্তরশত-সন্ন্যাসনামের মধ্যে 'কেশব' নাম পাইলেন ; কিন্তু পূর্ব্বকারণেই এবারও স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইল না।

শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীর কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীমৎ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভুকে সন্ন্যাসের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,— "আপনি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, আপনি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

'আচার্য্য' হইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করিলে জগতের অধিক কল্যাণ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের কুলিয়া-সহর-নবদ্বীপে মঠস্থাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, আপনি মঠস্থাপনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি-প্রচাররূপ মনোঽভীষ্ট সংরক্ষণ করুন্ এবং সকল অপসিদ্ধান্ত বিদূরিত করিয়া বিশ্ববাসীকে শুদ্ধভক্তিপথে আকর্ষণ করুন্।"

অবশেষে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে ভাদ্র, শুক্রবার, পূর্ণিমা-তিথিতে (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-ক্ষেত্র কাটোয়ায় শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অনুকম্পিত প্রিয়জন অপ্রাকৃত সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিক পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'ত্রিদন্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ' নামে পরিচিত হন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ তাঁহাকে কৌপীন-বহির্বাস পরিধানের রীতি প্রদর্শন এবং শ্রীল শ্রীধর মহারাজ সন্ন্যাস-মন্ত্র পাঠ করান্। স্বপ্নে তিনি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যে নির্দ্দেশ ও স্বীয় সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আজ তাহা সফল হইল। সন্ন্যাস-গ্রহণ-দিবসে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থাদি ৪০।৫০ মূর্ত্তি উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার "Thacker Spink" ব্যবসায়ি-প্রতিষ্ঠানের হেড্‌ক্লার্ক শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ ব্যানার্জ্জি ভক্তিকেতন মহোদয় ঐদিনের মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে বিবিধ সেবাকার্য্যে সিংহাসন-প্রস্তুত ও শ্রীযোগপীঠের শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সেবোপকরণ সংগ্রহে এবং শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় ইহার অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহ আদর্শস্থানীয়। ইনি শ্রীমৎ কেশব মহারাজ ও শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। প্রতি শনিবারে অফিস ছুটির পর শ্রীচৈতন্যমঠে গিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম বন্দনা ও সোমবার তথা হইতে সোজা কলিকাতা অফিসে যোগদান তাঁহার রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। এরূপ সেবাপ্রাণ সজ্জন খুব অল্পই পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকট-কাল হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সময়ের পরমপূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—"১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর গৌড়ীয় মিশনে নানাপ্রকার গোলমাল উপস্থিত হয়।

তাহাতে ৩।৪ বৎসর কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে মিশনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দলিল-প্রবন্ধাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কে কোথায় লইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। আমি এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৯৩৯ সালের জুন মাসে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে চলিয়া আসি। ১৯৪০ সালে বাগবাজার কলিকাতায় ৫৩/১. বোসপাড়া লেনস্থ ভাড়া বাড়ীতে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া-দিবসে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" স্থাপন করি। তৎপরে ১৯৪১ সালে ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় (অনুমান সেপ্টেম্বর মাসে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডি-যতি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ নিজমঠে ফিরিয়া আসিয়া বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতে থাকি।"

অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনামপ্রেমধর্ম্ম প্রচার

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ১৯৪১ সালের শেষের দিক হইতে রাণাঘাট' কাঁচড়াপাড়া নৈহাটী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবলোদ্যমে প্রচার আরম্ভ করেন। সর্ব্বত্র তিনি, মায়াবাদ নিরসন করিয়া শ্রীনামতত্ত্বের ব্যাখ্যা দ্বারা সুধী সজ্জনমণ্ডলীকে অবহিত করিতেন। তিনি সর্ব্বত্র বক্তৃতামুখে বলিতেন,—পারমার্থিক জীবন প্রস্তুত করিতে হইলে মহাজনগণের নির্দ্দোষ শিক্ষাই অবলম্বনীয়। বেদব্যাস জীবের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম মঙ্গল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম—ভক্তিসূত্র। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের ভক্তি বা নাম-ভজনের প্রসঙ্গ আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা বা শিক্ষা মহাজনগণের অনুমোদিত নহে। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ সকলেই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং উহা পরামুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি 'ব্রহ্ম' অর্থে শব্দব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেন। শব্দব্রহ্মই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনামব্রহ্ম। তিনি বলিতেন—যাহারা এই নামব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না বা জানেন না, তাহাদের বিশুদ্ধভাবে শ্রীনামভজন হইতে পারে না। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্ম্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়' ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রচার্য্য বিষয় ছিল। কয়েকস্থানেই তিনি বেদান্তের শব্দবাদ-তত্ত্বমূলক নামপর ভাষ্য প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

রাণাঘাট, কাঁচড়াপাড়া ও নৈহাটিতে প্রচার

রাণাঘাট, কাঁচড়াপাড়া এবং নৈহাটীতে প্রচারকালে শ্রীল কেশব মহারাজের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাহায্যকারীরূপে ছিলেন। রাণাঘাটে প্রচারকালে মাননীয় শ্রীবটকৃষ্ণ দাস, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের আশ্রয়ে তাঁহার গৃহে ও চূর্ণীনদীর তীরবর্ত্তী বাগানবাড়ীর শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। রাণাঘাটের জমিদার শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর গৃহ-প্রাঙ্গণে, বটু বাবুর গৃহে ও অন্যান্য স্থানে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কাঁচড়াপাড়ায় প্রচারকালে স্থানীয় হরিসভায় অবস্থানপূর্ব্বক রেলওয়ে ওয়ার্ক-সপের অধীন কলোনী ও বিভিন্ন গৃহস্থগৃহে পূজ্যপাদ স্বামীজী পাঠ-বক্তৃতাদি করেন। নোয়াখালির শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ওয়ার্কসপের কর্ম্মী হইয়াও ফোরম্যান ইত্যাদিকে সঙ্গে লইয়া প্রায় প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তনে যোগদানপূর্ব্বক প্রচারপার্টীকে আর্থিক-সেবানুকূল্যদ্বারা সাহায্য করিতেন। নৈহাটীতে প্রচারে থাকাকালে ফেরীঘাট রোডের "বসন্ত আশ্রম" নামক গৃহে অবস্থান করিয়া, পরে "প্রেমসুখ মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালা" কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে তথায় থাকিয়া 'নৈহাটী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট'এ দার্শনিক তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা শ্রীল স্বামীজী মহারাজ সজ্জন সুধীসমাজকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। মিত্রপাড়াস্থ শ্রীযুক্তসিদ্ধেশ্বর মজুমদার মহাশয়ের (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৌহিত্র) গৃহে কয়েকদিন পাঠকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রেলওয়ে কর্ম্মী খুলনানিবাসী শ্রীযুত নীরদবিহারী ঘোষ মহাশয় প্রচারপার্টীকে বিশেষ সহায়তা ও পরে স্থায়িভাবে চুঁচুড়া মঠের আর্থিক সেবানুকূল্য করিতেন। লাহোর ডি.এ.ভি কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসর মহেন্দ্র কুমার সরকার, ইছাপুর মেটাল এ্যাণ্ড ষ্টীল ফ্যাক্টরীর এ্যাকাউণ্ট ডিপার্ট-মেণ্টের কর্ম্মী নৈহাটী কাঁঠালপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাননতলা-নিবাসী শ্রীল শিবানন্দ সেনের বংশধর শ্রীযুক্ত হিমাংশু ভূষণ রায়, শাস্ত্রীরোডস্থ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র পাল, বি-এল মহোদয়, রেলওয়ে ও মিলের লেবার কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চৌধুরী, নৈহাটী-সহরে প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন।

হুগলী-জেলার চুঁচুড়া-সহরে প্রবলভাবে প্রচার

নৈহাটী-সহরে প্রচারে থাকাকালে যাতায়াতের পথে চুঁচুড়াবাসী বহু সজ্জন ব্যক্তির সহিত আলাপ-আলোচনা হইত। তাঁহারা সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া খুশী হইতেন। একদিন আখনবাজার "শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরের" মালিক জমিদার শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাসের সহিত শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন। তিনিও স্বামীজী মহারাজসহ প্রচার পার্টীকে তাঁহার নিজস্ব মন্দিরে আমন্ত্রণ জানাইলে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহারা ১৯৪১ সালের প্রথম চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীশ্যামসুন্দরমন্দিরে পৌঁছিলেন। এখানে অবস্থান করিয়াই প্রচারাদি চলিতে লাগিল। প্রথমে ২দিন পাঠ-কীর্ত্তনের পর হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও কলিকাতা হাই-কোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডলের গৃহে চুঁচুড়া কলেজ রোডস্থ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মাননীয় রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের বিশেষ আহবানে তাঁহার গৃহে প্রথমে ৩দিন একাধিক্রমে শ্রীল স্বামীজীমহারাজ শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা পাঠ-ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় চৌমাথায় শ্রীনিমাই চরণ সাধুর গৃহেও তিনি ৭দিন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। হুগলী কোর্টের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সাধু মহাশয়ের গৃহে, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসি-প্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ও দেওয়ানী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের গৃহেও পাঠ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। টাউন গার্ড রোডের মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস মল্লিক চৌমাথার শ্রীপবিত্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে, শীলগলীস্থ "ত্রিতাপশান্তি-নিকেতন হরিসভায়", ও কামারপাড়ার শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দে মহোদয়ের গৃহেও শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ভাগবত ব্যাখ্যামুখে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। চুঁচুড়ায় প্রচারকালে রায় সাহেব শ্রীমুনীন্দ্রনাথ সাধু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাধু, মাধবীতলা-নিবাসী শ্রীনৃত্যগোপাল রায় প্রভৃতির বিশেষ অনুরোধে তথায় একটী শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র—মঠস্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে ১৪ই ফাল্গুন ১৩৪৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২, বৃহস্পতিবার হইতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীধাম পরিক্রমাকালে শ্রীভূদেব ব্রহ্ম ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মের বল্লালদিঘীর

গৃহে মহোৎসব হয়। পরিক্রমা অনুষ্ঠানে এ বৎসর বহু সজ্জন,ত্যক্তগৃহ ও সুবৃত্তি-বান গৃহস্থ যোগদানপূর্ব্বক শ্রীসমিতির সদস্যবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছেন। উৎসবাদির প্রধান উদ্দেশ্য-বিশ্ববাসীকে সৎসঙ্গলাভের সুযোগ দান করা। ইহাতে সৎসঙ্গে শুদ্ধহরিকথা-শ্রবণ, অমেধ্যাদি ভক্ষণ হইতে বিরতি এবং শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি ও লীলাস্থলীসমূহের দর্শন, তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য-শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সুবর্ণ-সুযোগ মিলিয়া থাকে এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা লাভ হয়। শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নবধা ভক্তির পীঠস্থান ৯টী দ্বীপ (১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, (২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ, (৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, (৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ, (৫) শ্রীকোলদ্বীপ, (৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ, (৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও (৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ সংকীর্ত্তনমুখে ষোলক্রোশ পরিক্রমার বিশেষ মহিমা-মাহাত্ম্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—"পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন। নবদ্বীপ-মায়াপুর করেন দর্শন ॥ নিতাই-গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া। ভক্তি-অধিকারী করে পদছায়া দিয়া ॥" শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সরস্বতী প্রভু-পাদের নিকট তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন—(১) মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, (২) শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন, (৩) ভক্তিগ্রন্থপ্রচার, (৪) ভক্তি-সদাচার সংরক্ষণ, (৫) লুপ্ততীর্থ উদ্ধারাদি। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বতোভাবে উহা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রিয়শিষ্য শ্রীল কেশব গোস্বামীও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা তাঁহার গুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন।

চন্দননগর, বৈদ্যবাটী, শেওড়াফুলি ও শ্রীরামপুরে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পর শ্রীল স্বামীজী-মাহারাজ পূর্ব্বোক্ত সাহায্যকারী ব্যতীত শ্রীভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সহ চন্দননগরে উপস্থিত হন। তাঁহারা লালদিঘীর পশ্চিমে অবস্থিত "শম্ভুনাথ ধর্ম্মশালায়" অবস্থানপূর্ব্বক চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন। হাটখোলার শ্রীযুত হরিচরণ সেন বি-এল, অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ দামোদর শাস্ত্রী সংস্করণ গীতা স্বামীজীকে দান করেন। চন্দন-নগরের মেয়র মাননীয় শ্রীযুত দাশরথি কুণ্ডু মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী মহারাজ ৩ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রে গৌর-কৃষ্ণলীলাদি প্রদর্শন মুখে বক্তৃতা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, ইঞ্জিনিয়ার বাবুর চন্দননগরের গৃহে পাঠকীর্ত্তন হয়। "নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির"-নামক হলে পাঁচশতাধিক শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট ওজস্বিনী ভাষায় তিনি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন।

বৈদ্যবাটী-সহরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন ও বিশ্রামস্থানে থাকিয়া শ্রীল স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শরৎচন্দ্র স্মৃতি-মন্দির" নামক হলে বিদ্বজ্জনগণের সমক্ষে মায়াবাদ-নিরাসপর ভাষণ দান করেন। বৈদ্যবাটী হইতে স্বামীজী পার্টীসহ শেওড়াফুলি, কামারকুণ্ডু হইয়া সিঙ্গুর প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

শেওড়াফুলী-সহরে প্রচারকালে ছাতুগঞ্জে অবস্থিত শ্রীযুক্ত রামকিষণ সুরেকা মহোদয়ের বাসভবনে অবস্থানপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্ম্মপ্রচার-মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-রামলীলাদি প্রদর্শিত হয়। রামকিষণ বাবু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া "কল্যাণ" নামক হিন্দি মাসিক পত্রিকার কয়েকটী খণ্ড ও ছায়াচিত্রের স্লাইডের জন্য শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলার ২০০ শত রঙ্গীন আলেখ্য দান করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় স্বামীজী মহারাজ অতঃপর হুগলীজেলার মহকুমা শ্রীরামপুরে শুভবিজয় করেন। নেতাজী সুভাষ রোডস্থ বিশিষ্ট উকিল শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার "টোলবাড়ীতে" অবস্থানপূর্ব্বক সহরের বিভিন্নস্থানে পাঠ-বক্তৃতা-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। টীনবাজারস্থ শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সা, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ঘোষ, শ্রীশশধর কুমার প্রভৃতি পার্টীকে প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

চুঁচুড়া-সহরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের ২য় বর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পর পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিসহ পুনরায় চুঁচুড়া-সহরে প্রচারে শুভযাত্রা করেন। এইবারও সহরের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিতভাবে পাঠ-বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার-উদ্দেশ্যে পাঠ-

কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। চুঁচুড়া-সহরের ধর্ম্মপিপাসু শিক্ষিত নাগরিকগণ ইহার উচ্চ-প্রশংসা করিতে থাকেন ও নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়ক হন। এইরূপে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুতর ব্যক্তি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ব-পরিকল্পিত প্রচারকেন্দ্র—মঠস্থাপনের সহায়তাকল্পে অগ্রসর হন। তাঁহারা সহরের চৌমাথা মহল্লাস্থিত "শ্রীবাস মহাপ্রভুর বাড়ী" নামক দেবালয় পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শ্রীল স্বামীজী মহারাজকে অনুরোধ করেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল, রায়সাহেব শ্রীমুনীন্দ্র নাথ সাধু, শ্রীনগেন্দ্র নাথ সাধু, বিশেষতঃ শ্রীনৃত্যগোপাল রায় মহোদয় উক্ত ঠাকুর বাড়ীর শ্রীবিগ্রহগণের সেবাইতরূপে সেবাপূজার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রীল স্বামীজী মহারাজকে সমর্পণ করেন এবং এক বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের

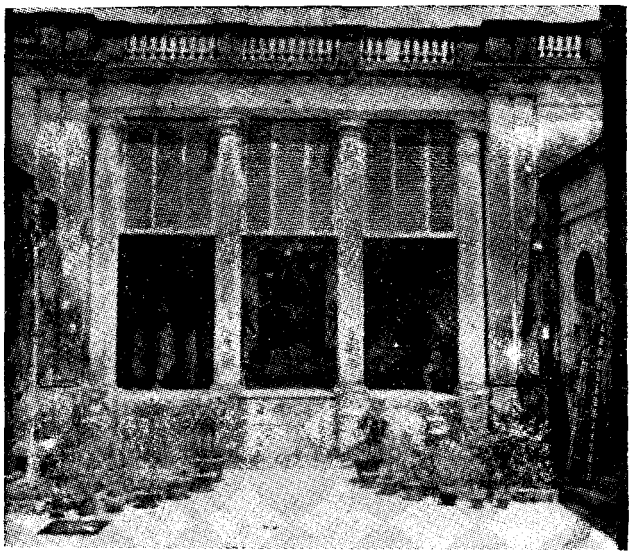

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিনিধি আদর্শ সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে সর্ব্বস্বত্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ২৯শে চৈত্র ১৩৪৯, ১২ই এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বহুতর সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবগণসহ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভা-যাত্রাযোগে তিনি উক্ত দেবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক উহার সেবাপূজাদি পরি-

চালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তদবধি উহা "শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ" নামে প্রচারিত হয় এবং শ্রীমঠে দৈনন্দিন ত্রিসন্ধ্যা আরতি, কীর্ত্তন, শাস্ত্রপাঠ, পূজার্চ্চন, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ সেবাপূজা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। উক্ত প্রচারকেন্দ্র হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, বিভিন্ন তীর্থাদিতে শ্রীদামোদরব্রত ও পরিক্রমাদি পরিচালিত হইয়া বিশ্ববাসীকে সাধুসঙ্গে শ্রীহরি-কথাশ্রবণ-কীর্ত্তন, শ্রীভগবানের অর্চ্চা-মূর্ত্তি ও লীলাস্থলীসমূহের দর্শনাদি-জনিত ভক্ত্যঙ্গযাজনের সুযোগ প্রদত্ত হইয়া শ্রদ্ধালু জনসাধারণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করিতেছেন।

চাঁপাহাটী মঠে উর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা পালন

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় শ্রীল স্বামীজী মহারাজ

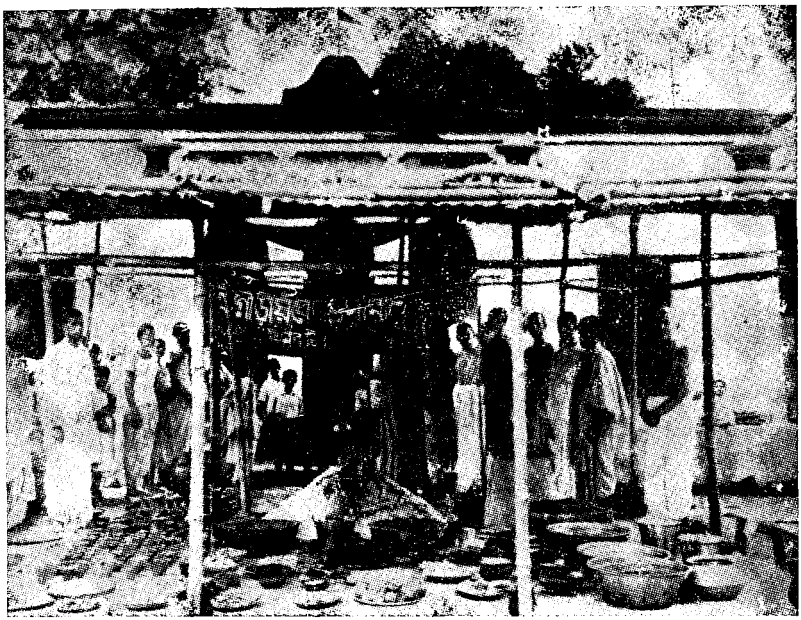

শ্রীগৌর-গদাধর মঠে অন্নকূট মহোৎসব

তাঁহার সতীর্থগণের সহিত মিলিত হইয়া ৭ই কার্ত্তিক ১৩৪৯, ইং ২৪শে অক্টোবর ১৯৪২, শনিবার হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত একমাস যাবৎ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধর মঠে শ্রীউর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা (শ্রীদামোদর ব্রত) পালন করেন। ব্রত পালনকালে উক্তস্থানে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমার দ্বিতীয় বর্ষ—
শ্রীল কেশব গোস্বামীর আচার্য্য-লীলা

২রা চৈত্র ১৩৪৯, ১৬ই মার্চ্চ ১৯৪৩, মঙ্গলবার হইতে ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ, সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২১শে মার্চ্চ শ্রীগৌর-জন্ম-তিথিতে পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট হইতে

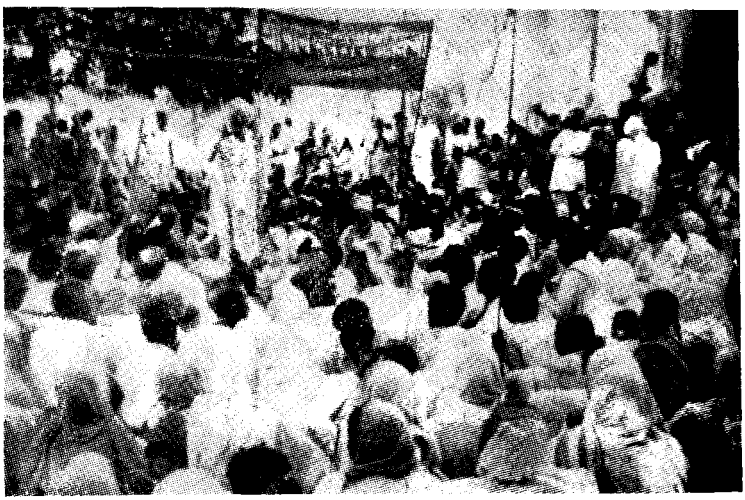

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে ভাষণরত শ্রীল আচার্য্যদেব

সর্ব্বপ্রথম শ্রীনাম গ্রহণ করেন— বরিশাল জেলার গাবখান পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত সাচিলাপুর গ্রাম-নিবাসিনী শ্রীমতী মানদা সুন্দরী বসু, C/O শ্রীললিত কুমার বসু ও দ্বিতীয় শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দে, C/O শ্রীপ্রমথ নাথ দে। বর্দ্ধমান জেলার বহরকুলি পোষ্টঅফিসের অন্তর্গত নোয়ারা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুমার মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধানাথ কুমার মহোদয় তৃতীয় শিষ্যরূপে ৭।৫।৪৩ তাংএ শ্রীনাম (ও ২৬।২।২৫ তাংএ দীক্ষা) প্রাপ্ত হন।

চুঁচুড়া মঠে শ্রীদামোদর-ব্রত পালন

২৬শে আশ্বিন ১৩৫০, ১৬ই অক্টোবর ১৯৪৩ বুধবার হইতে ২৫শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত ১ মাস যাবৎ হুগলী-জেলার চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণের বিশেষ আগ্রহ ও ইচ্ছানুসারে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজজী ঊর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদর ব্রত

চুঁচুড়া মঠে সেবিত শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণ

পালন করেন। স্বামীজী মহারাজ উক্ত ব্রতকালে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও প্রচুর পরিমাণে হরিকথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক শুশ্রূষু জনসাধারণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রা

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩— শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া পরম পূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী, ডঃ কৃষ্ণপদ ব্রজবাসী ও শ্রীসজ্জন সেবক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া 'Barisal Express' যোগে খুলনা রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছেন। তথা হইতে বরিশাল এক্সপ্রেস ষ্টীমারে ১লা জানুয়ারী, ১৯৪৪ ঝালকাঠী বন্দরে উপস্থিত হন। ঐ দিবস ৩ মাইল দূরবর্ত্তী বিষখালি

নদীর পশ্চিমে ধান্যসিদ্ধ-নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত সাচিলাপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার দত্ত মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। ২রা জানুয়ারী শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৯শ অধ্যায় পাঠ ও পরে ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১২ই জানুয়ারী, বুধবার— শ্রীল স্বামীজী মহারাজ তাঁহার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার গুহঠাকুরতা (Comilla Banking corporation এর ম্যানেজার) মহাশয়ের বাসায় পৌঁছেন। সুদীর্ঘকাল পরে সহপাঠী বন্ধুকে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবেষে পাইয়া প্রবোধ বাবু পরমানন্দে তাঁহাকে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁহার হৃদয়ের স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভাবোচ্ছ্বাসে তিনি সন্ন্যাসি-বন্ধুকে আদর, পরিচর্য্যা ও সেবাযত্ন করিলেন। ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীচণ্ডীচরণ কুণ্ডু ও শ্রীপ্রবোধ বাবুর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কালীবাড়ী ও ফড়িয়াপট্টীর হরিসভায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন। ২৬শে জানুয়ারী Barisal Express Steamerএ খুলনা হইয়া কলিকাতাস্থ ৩৩।২, বোসপাড়া লেনস্থ প্রচার-কেন্দ্রে পৌঁছেন।

শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারীকে পত্রদ্বারা আকর্ষণ

২৯শে জানুয়ারী ১৯৪৪, শনিবার— পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীঅভয় চরণ দে মহাশয়কে বিশেষ ব্যাপারে একখানি পত্র লিখেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে বহুপূর্ব্ব হইতেই পত্রাদির আদান-প্রদান ছিল। ইঁনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠাদিসহ বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট ইনি শ্রীহরিনাম ও দীক্ষামন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্রে অবস্থানপূর্ব্বক সমিতির মুখপত্র পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"য় ধারাবাহিকভাবে বহু প্রবন্ধ-কবিতাদি লিখিয়া অপ্রাকৃত সাহিত্যিকতা ও কবিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ" নামে পরিচিত হন।

শ্রীল গুরু-মহারাজের প্রতিষ্ঠিত মথুরা-ধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে ৭০ বৎসর বয়সে শ্রীমৎ স্বামী মহারাজ "জলদূত" নামক জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন। ফিলাডেলফিয়ার 'বাটলার' নামক

সন্ন্যাসগুরু-সহ ISKCON এর আচার্য্য – ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

সহরে এক ভারতীয় পরিবারে এক মাসের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরে নিউইয়র্কে আসিয়া নানাবিধ বাধা-বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীভগবানের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অগণিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট শ্রীনাম-দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের জীবন সফল করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে গমনাগমন ও বহু মঠ-মন্দির স্থাপনপূর্ব্বক "ইণ্টার ন্যাসনাল সোসাইটী ফর কৃষ্ণ

কন্‌সাস্‌নেস (International Society for Krishna Consciousness) বা আন্তর্জাতিক শ্রীকৃষ্ণচেতনা ভাবনামৃত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "চন্দ্রোদয় মন্দিরে" একটী পারমার্থিক নগরী গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "Back to Godhead" নামক একটী পারমার্থিক মাসিক পত্রিকারও প্রবর্ত্তন করেন। তিনি উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদির সহজ সরল ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্যে সনাতন ধর্ম্ম বা গৌরবাণী প্রচারদ্বারা জীবের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

বেলঘরিয়ায় সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ২০শে ফাল্গুন ১৩৫০, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৪৪, শনিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। অন্য বর্ষে শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ শ্রীধামদর্শনাদি করিয়াছেন। এবার নব-নির্ম্মিত শিবিকায় আরূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে সমিতির সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-গৃহস্থাদি ভক্তবৃন্দ পরিক্রমা ও দর্শনাদির সুযোগ পাইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষেই শ্রীসমিতির মূল বা আকর মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রচিহ্নিত বৃহৎ Sign Board লিখিত ও অট্টালিকা গাত্রে স্থিত হইয়া যাত্রিসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৫ই এপ্রিল, বুধবার— দ্বিপ্রহরে চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমুকুন্দ গোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জন সেবক ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীঅনিলকে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ার দক্ষিণপাড়াস্থ শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "Snuff House" নামক বাসভবনে শুভবিজয় করেন। প্রথমে দক্ষিণ পাড়ার পূজামণ্ডপে, পরে ষষ্ঠীতলায় শ্রীল স্বামীজী মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৯শ অধ্যায় ও ১১শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৫ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ শনিবার হইতে ১ মাস যাবৎ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জী মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এখানকার ভাগবত পাঠের বৈশিষ্ট্য ছিল, শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায় হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ একটী অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করিতেন। ২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি শাস্ত্রের সুসূক্ষ্ম

তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়া সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতেন। কলিকাতায় চাকুরীজীবী অফিসফেরত সুশিক্ষিত ভক্ত ও ভদ্র মহোদয়গণ স্বামীজী মহারাজের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে অবাক্ হইতেন। কতক্ষণে তাঁহারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইবেন, ইহাই তাঁহাদের যেন ধ্যান-জ্ঞান ছিল। শ্রীবৈদ্যনাথ বাবুর পুত্র শ্রীপ্রমথ নাথ মুখার্জী ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখার্জীও নিয়মিতভাবে এই শাস্ত্রালোচনায় উপস্থিত থাকিতেন। বেলঘরিয়াবাসী পুরুষ মহিলাবৃন্দের ধর্ম্মকর্ম্মে এইরূপ যত্ন-আগ্রহ সত্যই সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ১ মাস যাবৎ পাঠ-কীর্ত্তন অনুষ্ঠানের শেষে মাননীয় বৈদ্যনাথ বাবু মহোৎসবের আয়োজন দ্বারা বিচিত্র প্রসাদ দিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন ও সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বস্ত্রাদি দানপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহাদের বিদায়কালীন আকুলতা-ব্যাকুলতা আকাশ-বাতাসকেও যেন অভিভূত করিয়াছিল। বেলঘরিয়া প্রচারকালীন শ্রীযুক্তা প্রিয়তমা বসু (ভবানী বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী) সমিতিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

চুঁচুড়া মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা

৬ই জুন ১৯৪৪, মঙ্গলবার—চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা শ্রীল গুরু-মহারাজের স্বয়ং উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীল স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা মুখে স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য ও মহিমা ব্যাখ্যা করেন। ২০শে জুন, মঙ্গলবার—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব উপলক্ষে খুলনা, মেদিনীপুর, বৈঁচি, বেলঘরিয়া হইতে বহু গৃহস্থভক্ত আগমন করিয়াছিলেন। ২১শে জুন বুধবার— শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-দিবসে নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমঠ হইতে ভক্তগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে আখন বাজারস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচামার্জ্জন প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। আমাদের হৃদয়-গুণ্ডিচা পরিমার্জ্জিত হইলেই উহা শ্রীভগবানের উপযুক্ত সিংহাসন বা উপবেশন-স্থানরূপে প্রকাশিত হয়, ইহাই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা-রহস্য।

২২শে জুন, বৃহস্পতিবার— শ্রীমঠ হইতে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার প্রিয়তম জনের সেবাধ্যক্ষতায় নগর সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে চুঁচুড়া-সহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে উপনীত হন। অদ্য হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত প্রভু শ্রীজগবন্ধু এখানেই অবস্থানপূর্ব্বক সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

রাত্রে শ্রীমঠে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। আজ হইতে নবদিনাত্মিকা রথযাত্রা উৎসবে ইহার ইতিহাস-ঐতিহ্য লইয়া আলোচনা হইবে।

২৫শে জুন, রবিবার— শ্রীহেরাপঞ্চমী দিবসে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনমুখে আখনবাজার উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমুখ হইতে হেরা-পঞ্চমীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। পঞ্চমী তিথিতে না হইয়া, রথযাত্রা হইতে পঞ্চম দিবসেই শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়-উৎসব হইয়া থাকে বলিয়া সকলকে জানাইয়াছেন।

১লা জুলাই, শনিবার — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আখন বাজার শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির হইতে অর্থাৎ সুন্দরাচল হইতে শ্রীজগন্নাথ-দেব নীলাচলরূপ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুনর্যাত্রা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও তিনি শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে 'কৃষ্ণে লইয়া ব্রজে যাই— গোপীর এই ভাব' ইহাই বুঝাইতে চাহেন। এইদিন রাত্রে মহোৎসবে স্থানীয় ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

বিভিন্ন স্থানে প্রচারক প্রেরণ ও স্বয়ং শ্রীগৌরবাণী প্রচারে যাত্রা

১০ই জুলাই, ১৯৪৪, সোমবার— পরম পূজনীয় শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীরাধানাথ ও বিষ্ণুপদকে ভাগলপুরে প্রচারে প্রেরণ করেন। শ্রীল স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং ঐ দিন শ্রীমুকুন্দ গোপাল ব্রজবাসী ভক্তিমধুর, ডঃ কৃষ্ণপদ ব্রজবাসী, শ্রীসজ্জন সেবক ব্রহ্মচারী ও ভক্ত অনিলকে সঙ্গে লইয়া জয়নগর-মজিলপুরে প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। এতদঞ্চলে কয়েকদিন যাবৎ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতাদি হওয়ায় স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ধর্ম্মালোচনায় একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়।

১৪ই জুলাই, শুক্রবার— জয়নগর হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজী মহারাজ সদলবলে বিষ্ণুপুর হইয়া ভীষণ কর্দ্দমাক্ত পথে বেলা দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের শ্রীযুক্তঅম্বিকা হালদার মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। বর্ষাকালে পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হইল। হরিকথা প্রচারোদ্যমে শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমুখে পরিশ্রম বা ক্লান্তির আদৌ চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় নাই।

স্থানীয় জনগণের বিশেষ আগ্রহে সন্ধ্যায় প্রাইমারী স্কুল-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যামুখে তিনি সেশ্বর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

১৫ই জুলাই, শনিবার— সকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সেবকগণসহ ছত্রভোগে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শন করিতে যান। শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও কীর্ত্তনাদি শেষে পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শ্রীআনন্দ মোহন দাসাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী ১৭ই জুলাই, সোমবার শ্রীআনন্দ প্রভুর গৃহে উপস্থিত হইয়া একাদশীর পারণ সমাপন করেন। ১৮ই জুলাই, মঙ্গলবার শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করেন। উভয় গৃহেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ১৯শে জুলাই, বুধবার— শ্রীল স্বামীজী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রপুর হইতে ২॥ মাইল দূরবর্ত্তী অম্বুলিঙ্গ ও চক্রতীর্থ দর্শন করিতে যান। দশহরার সময় এই স্থানে প্রতি বৎসর বিরাট মেলা হয়। স্থানটী প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য-বিমণ্ডিত। পুরাণাদিতে ইহার স্থান-মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা বা বনভ্রমণ

৩১শে জুলাই ১৯৪৪, সোমবার— শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউর ঝুলনযাত্রা দিবস হইতে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সাহায্যের জন্য বৃন্দাবনে ৩২নং মদনমোহন কাটরা, কালীদহের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজকে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পত্র লিখেন। পরিক্রমার মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। যাত্রিগণের মধ্যে উৎসাহ ও বেশ সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই পরিক্রমায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। নবদ্বীপ মঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহসহ শ্রীল নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার— বেলা ২-৩২ মিঃএ শ্রীব্রজ-মণ্ডল দর্শনার্থী যাত্রিগণকে লইয়া রিজার্ভড্ ট্রেণ কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। ১২৫ জন যাত্রী রীতিমত পূর্ণ বিশ্রামের সহিত ১৬ই আশ্বিন ১৩৫১, ২রা অক্টোবর ১৯৪৪, সোমবার সকাল ৭-৩০ টায় Hatras jn এ পৌঁছেন। পরিক্রমা সঙ্ঘের নির্দ্দেশানুসারে বেলা ২॥ টায় মথুরাসহরস্থ "আভাগড়

রাজার ধর্ম্মশালায় পৌছিয়া যাত্রিগণ স্নানাদির পর মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করেন। পূজ্যপাদ গিরি মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুব্যবস্থায় যাত্রিগণের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই।

৩রা অক্টোবর, মঙ্গলবার সকাল ৭॥ টায় ব্যাণ্ডপার্টী-সহকারে গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে মথুরা পরিক্রমা আরম্ভ হয়। শ্রীআদিকেশব (শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি), ভূতেশ্বর মহাদেব, কংসটীলা, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়। শ্রীল গুরু-মহারাজের সহিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-

মথুরা-সহরস্থ শ্রীবিশ্রামঘাট

প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া পাঠ-বক্তৃতাদি হরিকথাদ্বারা যাত্রিগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত দশাশ্বমেধ ঘাট, দীর্ঘবাহু বিষ্ণু, লৌহবন, গোকুল মহাবন, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, রাভেল (শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবস্থলী) প্রভৃতি দর্শনের পর ৯ই অক্টোবর হইতে মধুবন, গোবর্দ্ধনাদি পরিক্রমাকালে শিবিরাদিতে অবস্থান করিতে হয়। ১ মাস যাবৎ দর্শন ও পরিক্রমা শেষে যাত্রিগণ শ্রীধামের লীলাস্থলী মাহাত্ম্যাদি শ্রবণে পরিতুষ্ট হন এবং ৩১শে অক্টোবর নির্বিঘ্নে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার অভিযান

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৪, রবিবার— পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমুকুন্দ গোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, ও শ্রীঅনঙ্গ মোহন ব্রহ্মচারী সহ তমলুক-মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর নিবাসী শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন মহাশয়ের গৃহে শুভ-বিজয় করেন। এস্থানে শ্রীল গুরু-মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি করেন। ২৯।১২।৪৪ তাংএ পরলোকগত বঙ্কিম বিহারী ভুঞ্যার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা উষারাণী শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন। ৩১শে ডিসেম্বর, রবিবার— স্বামীজী মহারাজ হরিখালি বাজারে ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

:লা জানুয়ারী ১৯৪৫, সোমবার হইতে ৯ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরু-মহারাজ কড়ক, দক্ষিণ কাশিমনগর, ইটামগরা, টাঠারীবাড় প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরলীলাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কল্যাণপুরে প্রচারকালে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অনুগৃহীত শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোক্ষণ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীবিনোদ বিহারী ভুঞা, শ্রীগৌরহরি দাস, শ্রীরাধানাথ মান্না প্রভৃতি প্রচার-পার্টিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

১০ই জানুয়ারী ১৯৪৫, বুধবার— শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে কল্যাণপুর হইতে হরিখালি, নরঘাট, পাঁশকুড়া হইয়া বালিচকে পৌঁছেন। তথায় পাঠ-বক্তৃতা করিয়া ১২ই জানুয়ারী, শুক্রবার— খর্পরা গ্রামের শ্রীপাদ পুলিন বিহারী দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হন। ১৪ই জানুয়ারী, রবিবার শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী, রাগভূষণ মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। এখানে কয়েকদিন যাবৎ পাঠ-বক্তৃতাদির পর ১৭ই জানুয়ারী বুধবার— শ্রীল স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসবের সেবানুকূল্য (চাউলাদি) সংগ্রহে রাগভূষণ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত হন। মণিরামপুরের জমিদার শ্রীরামচরণ চৌধুরী মহোদয় সাধ্যানুসারে সেবা-সাহায্য করায় সমিতির ধন্যবাদার্হ হন। ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার— বড়কোলঙ্কাই গ্রামনিবাসী শ্রীযুত দীনবন্ধু নন্দী মহাশয়ের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীল গুরু মহারাজ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন।

৯ই ফাল্গুন ১৩৫১, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫, বুধবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পর পরমপূজনীয় শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে কোশিয়াড়ী গ্রামের শ্রীশ্যামসুন্দর মহাপাত্র ও শ্রীভাগবত চন্দ্র মহাপাত্রের গৃহে শুভবিজয়ান্তে তথা হইতে কুলসেনী গ্রামনিবাসী শ্রীদ্বারকেশ দাসাধিকারী, ফান্দারগ্রামনিবাসী শ্রীরমানাথ দাসের গৃহে যাত্রা করেন। তথা হইতে ২৮।৪।১৯৪৫ তাংএ বাখরাবাদের শ্রীকৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে পৌঁছেন। উক্ত স্থানগুলিতে প্রচারকালে পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজও প্রচার-পার্টীতে থাকিয়া সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমার প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণে যাত্রা

৯ই ফাল্গুন ১৩৫১, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫, বুধবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাদি সমাপ্তির পর শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজনের প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণে উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীকে লইয়া শুভযাত্রা করেন। ২৭।৫।৪৫ তাংএ তিনি বালেশ্বর-সহরের শ্রীবিজয় গোপাল দের (ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার) গৃহে পৌঁছেন। বালেশ্বরে কয়েকদিন অবস্থিতিকালে স্বামীজী মহারাজ আকৎপুরনিবাসী শ্রীদামোদর মহাপাত্র মহাশয়ের গৃহে, শ্রীরাধাবল্লভজীউ মন্দিরের নিকটস্থ হরিসভায়, কালীবাড়ী প্রভৃতিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্র প্রদর্শনযোগে বক্তৃতা করেন। সামন্ত এষ্টেটের জমিদার, উড়িষ্যা বিধানসভার স্পীকার শ্রীমুকুন্দ বাবু, স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার, মতিলাল রামেশ্বর মাড়োয়ারী প্রভৃতি স্বামীজীর গম্ভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ দার্শনিক বিচারে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

পুরী, আলালনাথ, রণপুর, নয়াগড়, খণ্ডপাড়া, কন্টিলোয় (শ্রীনীলমাধব) প্রচার

২৮শে মে, ১৯৪৫— স্বামীজী মহারাজ পার্টীসহ বালেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া পরদিবস পুরী-সহরস্থ মাননীয় শ্রীহনূমান্ খুঁটিয়া— জমিদার পাণ্ডাজীর আশ্রয়ে তৎনির্দ্দিষ্ট গৃহে উপস্থিত হন। পুরীধামে অবস্থানপূর্ব্বক স্বামীজী মাননীয় পাণ্ডাজীর সহায়তায় পুরীরাজার দেওয়ান শ্রীবৈদ্যনাথ মিশ্র, শ্রীমন্মথ নাথ বসু— অবসরপ্রাপ্ত জেলাশাসক, শ্রীসোমনাথ মিশ্র এস্ ডি ও, শ্রীবিশ্বেশ্বর পট্টনায়েক সদর কালেক্টর, এমার মঠের মোহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ গদাধর রামানুজ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা সকলেই ৮৪ ক্রোশ শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল পরিক্রমার একটী পূর্ণাঙ্গ রুট (Route) প্রস্তুত করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে বাংলা, বালেশ্বর, কটক, উড়িষ্যা, বিহার, ভারতবর্ষ প্রভৃতির ম্যাপ সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষভাবে আলোচনাদ্বারা উক্ত ভ্রমণসূচী প্রস্তুত হয় এবং এ ব্যাপারে সকলেই সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ম্যাপ সংগ্রহ-ব্যাপারে মাননীয় শ্রীযুত নীললোহিত ভট্টাচার্য্য— ডেপুটি ডিরেক্টর অফ্ সার্ভে, বিহার বিশেষ সাহায্য করেন। পুরীর মাননীয় কালেক্টর ও রাজ-দেওয়ানের নিকট হইতে গড়জাত রাজ্যের রাজন্যবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত স্বামীজী মহারাজ পরিচিতিপত্র সংগ্রহ করেন।

৫ই জুন, ১৯৪৫— শ্রীল গুরু-মহারাজ প্রচারপার্টীসহ পুরী বাঁসুলীসাহী "কামিনী কুঠীর" হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী আলালনাথ যাত্রা করেন। শ্রীমন্দিরে প্রসাদ পাইবার পর ৭ মাইল দূরবর্ত্তী বোরকুদি-নামক স্থানে (চিল্কা-হ্রদের এক প্রান্ত) পৌঁছেন। পরদিবস সকালে নৌকাযোগে কালু-পাড়া ঘাট, তথা হইতে মোটরযোগে রণপুরগড় ষ্টেটের দেওয়ান শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরে অবস্থান ও রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় অধিবাসিগণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়া স্বামীজী মহারাজ ৮ মাইল দূরবর্ত্তী সোনাখালি পৌঁছেন। কথিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে যাত্রাকালে রণপুর, সোণাখালি প্রভৃতি হইয়া গিয়াছিলেন ; তজ্জন্য আজও এ সকল স্থানে তাঁহার শ্রীপাদপীঠ বর্ত্তমান। স্বামীজী অতঃপর সদলবলে নয়াগড় ষ্টেটে উপস্থিত হন। স্থানীয় সেসন্‌জজ শ্রীগণেশ মহাপাত্রের ব্যবস্থাপনায় ষ্টেটের দেবোত্তর ম্যানেজার পণ্ডিত শ্রীহরিহর মিশ্র পার্টীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পরের দিন

চীফ্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট লিখিত পরিচিতি পত্র লইয়া শরণকুল, তথা হইতে ওড়গাঁয় শ্রীরঘুনাথজীউর মন্দির দর্শন করেন। পরদিবস শরণকুল হইয়া নয়াগড়ে শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক রাজাবাহাদুরের সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লালা ও ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীক্ষেত্রমোহন পট্টনায়ক মহাশয়ের প্রচেষ্টায় রাজা বাহাদুর আগামী কার্ত্তিক মাসে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ২১।৬।৪৫ তাংএ স্বামীজী খণ্ডপাড়া পৌঁছেন, তথা হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী কণ্টিলো (নীলমাধব) শুভবিজয় করেন এবং শ্রীনীলমাধবজীউ দর্শন করেন। তথা হইতে স্বামীজী নরসিংপুর ষ্টেটের অন্তর্গত কানপুর, পাটনা প্রভৃতি দর্শন শেষে কলাপাথর হইয়া খুরদা রোড, পরে পুরীধামে পৌঁছেন। শ্রীরথযাত্রা-উৎসব নিকটবর্ত্তী হওয়ায় স্বামীজী সেবকগণসহ চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চৌরাশীক্রোশ শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমার শুভারম্ভ

শ্রীরথযাত্রার সময় হইতেই শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমার মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রাদি বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয় ও বহু ধর্ম্মপিপাসু ত্যাগী-গৃহী ভক্তবৃন্দ ইহাতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হন। ১৬।১০।৪৫ মঙ্গলবার— পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিসহ চুঁচুড়া হইতে হাওড়া ষ্টেশনে শুভবিজয় করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত যাত্রিগণ গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে Visag Town passengerএ যাত্রা করিয়া পর দিবস দ্বিপ্রহরে পুরী "Debi Dutt DoodwalaDharamsala"য় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩০শে আশ্বিন ১৩৫২, ১৭।১০।৪৫, বুধবার হইতে চৌরাশী-ক্রোশ শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয়। শিবিকাবাহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের আনুগত্যে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলী, ভক্তিকুটীর, শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের সমাধি, পুরুষোত্তম মঠ, টোটা-গোপীনাথ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ, শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা প্রভৃতি দর্শন ও শ্রীমন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করা হয়। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ-কীর্ত্তনাদি ও বাংলা-হিন্দী-উৎকল ভাষায় বক্তৃতা-আলোচনাদি হইত। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমা-কালে পুরীসহরের সদর রাস্তায় বহু শিবির স্থাপিত হয়। পরিক্রমার সময় বিভিন্নস্থানে ঐগুলি ব্যবহৃত হয়।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-মহারাজ বলেন, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে দশ যোজন পরিমিত স্থান ; ইহার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। দেবগণও পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রনিবাসী সকলেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাক্যে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র পরিক্রমা করা কর্ত্তব্য। এই ক্ষেত্র কেবল পুরীই নহে বা পাঁচ ক্রোশও নহে ; উক্ত জগন্নাথ-ক্ষেত্র দশযোজন অর্থাৎ ৮৪ ক্রোশ এবং ইহারই পরিক্রমা বুঝাইবে।

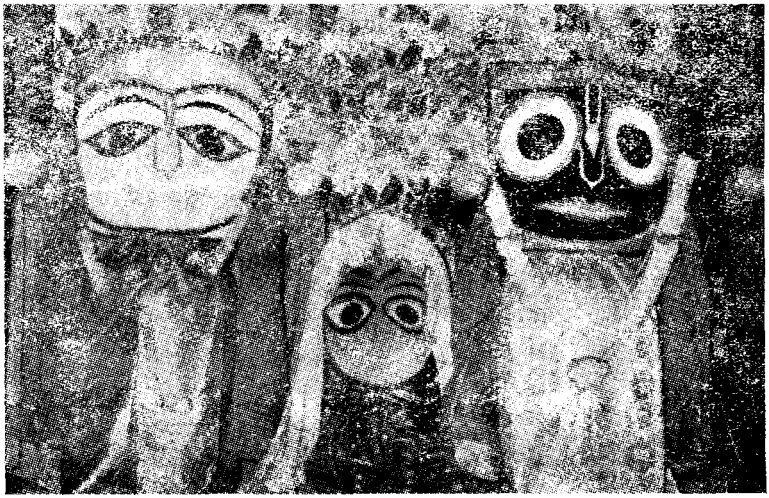

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-বলদেব-সুভদ্রাজীউ

২৫।১০।৪৫, বৃহস্পতিবার— পরিক্রমা-সঙ্ঘ পুরীসহর হইতে যাত্রা করিয়া আলালনাথ পৌঁছেন। ব্রহ্মগিরি ডাকবাংলো ও স্কুলে যাত্রিগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলোয়ারনাথ, শ্রীগৌরশীলা প্রভৃতি দর্শন করেন। পরদিবস যাত্রিগণ চিল্কা হ্রদের একপ্রান্ত বোরকুদি পৌঁছেন। তথা হইতে বহুসংখ্যক নৌকায় Chilka Lake অতিক্রমপূর্ব্বক কালুপাড়াঘাটে উপস্থিত হন। ২৮।১০।৪৫ তাংএ যাত্রিগণ রণপুরগড়ে পৌঁছিয়া স্থানীয় স্কুলগৃহে অবস্থান করেন। রাত্রে শ্রীগদাধর ব্রজবাসী ওড়িয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন এবং শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত আলোচনামুখে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বেদান্ত-

সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন,— 'এক' বলিতে 'one' বা figureএ '1' বুঝাইবে না। সেই ব্রহ্মবস্তু— He is second to none। উক্ত সূত্রে যে 'এক'এর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 'এক' All inclusive one। "Unity in diversity"— সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও নিত্য-চিল্লীলা-বৈশিষ্ট্য লইয়াই তিনি 'এক'। এখানে human body in mile-postএর উদাহরণ দেওয়া যাইতে

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমাকালে সদস্যবৃন্দসহ শ্রীল গুরু-মহারাজ

পারে। যেরূপ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়াই মনুষ্য শরীর, কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দিলে 'শরীর' স্বীকৃত হয় না, তাহার মধ্যে আবার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ— চক্ষুর মধ্যে আবার বৈশিষ্ট্য, দক্ষিণ দিকের চক্ষুর দ্বারা বামদিকের চক্ষুর কার্য্য হয় না, আবার বাম চক্ষুদ্বারা দক্ষিণ চক্ষুর কার্য্য সাধিত হয় না। দুই দিকের দুইটি চক্ষুর বিশেষ সার্থকতা আছে। সুতরাং "শরীর" স্বীকার করিতে হইলে চক্ষু-কর্ণাদি স্বীকার করিতে হইবে, আর

তাহার বৈশিষ্ট্যও মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। Mile-postএ—৮ ফার্লং এ এক মাইল হয়। রাস্তায় দেখা যায়, ১ ফার্লং, ২ ফার্লং— এইরূপ ৭ ফার্লং পর্য্যন্ত থাকিয়া পরে ১ মাইল হয়। ১ মাইলের পর ৬, ৭ ফার্লং অতিক্রম করিলে পুনরায় ২ মাইলের post দেখা যায়। এখানে বিচার্য্য এই যে, ৬, ৭ ফার্লংএর পর ১ মাইল হইতেছে, অথচ ৮ ফার্লংএ ১ মাইল। তাহা হইলে ৮ ফার্লং বলিয়া কি কোন জিনিষ নাই ? ৮ ফার্লং বলিয়া হিসাবটী মাইলের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে। সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ তাঁহার সমস্ত চিল্লীলা-বৈচিত্র্য লইয়াই তিনি 'এক'। এই চিল্লীলা-বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে তাঁহার ন্যায় হিতকারী বান্ধব আর কেহ নাই। এইসকল বিচার বুঝাইবার জন্যই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"— সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

৫ই নভেম্বর ১৯৪২, সোমবার— রণপুরগড় হইতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ নয়াগড় ষ্টেটে পৌঁছেন। এখানে তাঁহাদিগকে রাজকীয় সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। রাজ্যের স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আজ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবে শ্রীশ্রীগিরিরাজজীকে শতাধিক প্রকারের ভোগ-সামগ্রী নিবেদিত হয়। রাজা বাহাদুর আত্মীয়স্বজনসহ অন্নকূট উৎসব-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ৫০১.০০ টাকা সেবানুকূল্য প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল গুরু-মহারাজ পূর্ব্ববৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব আলোচনামুখে ভাষণদানপূর্ব্বক সমাগত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৬ই নভেম্বর, মঙ্গলবার— যাত্রিগণ খণ্ডপাড়াগড়ে পৌঁছেন। ষ্টেটের দেওয়ান বাহাদুর শ্রীএস. হোতা মহাশয়ের সহিত শ্রীল স্বামীজী মহারাজের ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ে বহু আলোচনা হয়। এখান হইতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ অপরাহ্নে কণ্টিলো (লীলমাধব) পৌঁছেন। স্থানীয় ডাক-বাংলোয় যাত্রিগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। রাত্রে শ্রীল গুরু-মহারাজ বহু শিক্ষিত শ্রদ্ধালু ব্যক্তির উপস্থিতিতে সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত লইয়া ভাষণ দান করেন। পরদিবস ষ্টেটের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণের ব্যবস্থাপনায় ২০ খানি বড় নৌকায় যাত্রিগণ মহানদী অতিক্রমপূর্ব্বক কটকে পৌঁছেন ; পরে তথা হইতে শ্রীপুরীধামে উপস্থিত হন। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর, সোমবার হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া স্ব-স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীকাশীধাম পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত-পালন

২৮শে ফাল্গুন ১৩৫২, ১২ই মার্চ্চ ১৯৪৬, মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ, সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসবের পর, শ্রীল গুরু-মহারাজ চুঁচুড়া মঠে শুভবিজয় করেন। ২৭শে এপ্রিল, শনিবার— শ্রীমঠের বাসনমাজা ঝি পরলোকগমন করিলে পরদুঃখ কাতর শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য তৎপুত্রকে শ্মশানঘাটের যাবতীয় খরচ প্রদান করেন। অসুস্থাবস্থায় তাঁহার চিকিৎসা, পথ্যাদিরও সর্ব্ব-প্রকার ব্যবস্থা করাইয়া দেন। শ্রীরথোৎসব, শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমীর পর কাশীধামে একমাসকাল উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমার আয়োজন চলিতে থাকে।

২৩শে আশ্বিন ১৩৫৩, ১০ই অক্টোবর ১৯৪৬, বৃহস্পতিবার হইতে ৯ই নভেম্বর, ২৩শে কার্ত্তিক, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীকাশীধামে উর্জ্জব্রত পালন ও পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষোত্তম ভগবান্ ধর্ম্মশালায় অবস্থানপূর্ব্বক ১ মাস যাবৎ কাশীধামের বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন-পরিক্রমা করা হয়। শ্রীকাশীধাম— বিষ্ণুক্ষেত্র এবং ইহা অষ্টাদশ-সহস্র বিষ্ণুমন্দির সমন্বিত স্থান; এখানে শ্রীবিশ্বনাথজীউ দ্বারপালরূপে অসুর-দৈত্য-দানব-নাস্তিকগণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাপূর্ব্বক এই ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন, স্কন্দপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীধামে শ্রীদামোদর ব্রত-পালনসময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য দুষ্প্রাপ্য হইলেও, স্থানীয় মাননীয় জেলাধীশের নির্দ্দেশে জেলা রেশনিং অফিস হইতে নিয়মিতভাবে ব্রতপালনকারী যাত্রিগণের নিমিত্ত চাল, ডাল, আটা, চিনি প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছিল। ২৩শে কার্ত্তিক ১৩৫৩, ৯ই নভেম্বর ১৯৪৬, শনিবার যাত্রা করিয়া যাত্রিগণ হাওড়া ষ্টেশন হইতে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কল্যাণপুরে প্রচারকালে শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর অসুস্থতা

১৬ই পৌষ ১৩৫৩, ১লা জানুয়ারী ১৯৪৭, বুধবার— পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নবদ্বীপ মঠ হইতে যাত্রাপূর্ব্বক সেবকগণসহ মেদিনীপুরের ঝিনুকখালিনিবাসী শ্রীক্ষেত্রমোহন মাল মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। পূর্ব্ব হইতেই এখানে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার সেবানুকূল্য সংগৃহীত হইতেছিল। স্থানীয় ইউ. পি. স্কুলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে স্বামীজী বক্তৃতা করেন। ১৮ই পৌষ পূর্ব্বচক-গ্রামনিবাসী শ্রীগিরীশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে

অবস্থানপূর্ব্বক রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং বেগুনাবাড়ী ইউ. পি. স্কুল প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রে ভাষণ দান করেন। ১৯শে পৌষ নরঘাট হইয়া কল্যাণপুরের শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, ভিষগ্‌রত্নের গৃহে পৌঁছেন। ২৪শে পৌষ শ্রীগজেন্দ্র মোক্ষণ দাসাধিকারীর গৃহে উৎসবের আয়োজন হয় এবং রাত্রে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ হয়। এইদিন শ্রীঅনঙ্গ মোহন ব্রহ্মচারী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া রক্ত বমন করিতে থাকেন। পরদিবস তাহাকে লইয়া শ্রীল গুরু-মহারাজ কলিকাতা মঠে পৌঁছেন।

সেবক-বাৎসল্য— শ্রীঅনঙ্গমোহনের সিধাবাড়ীতে অবস্থান

কলিকাতার বিখ্যাত C. Ringer & co.র চিকিৎসক Captain Dr. D. L. Sarker, (Homeopath) অনঙ্গমোহনের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে শ্রীঅনঙ্গমোহনকে মিহিজামের সন্নিকটস্থ

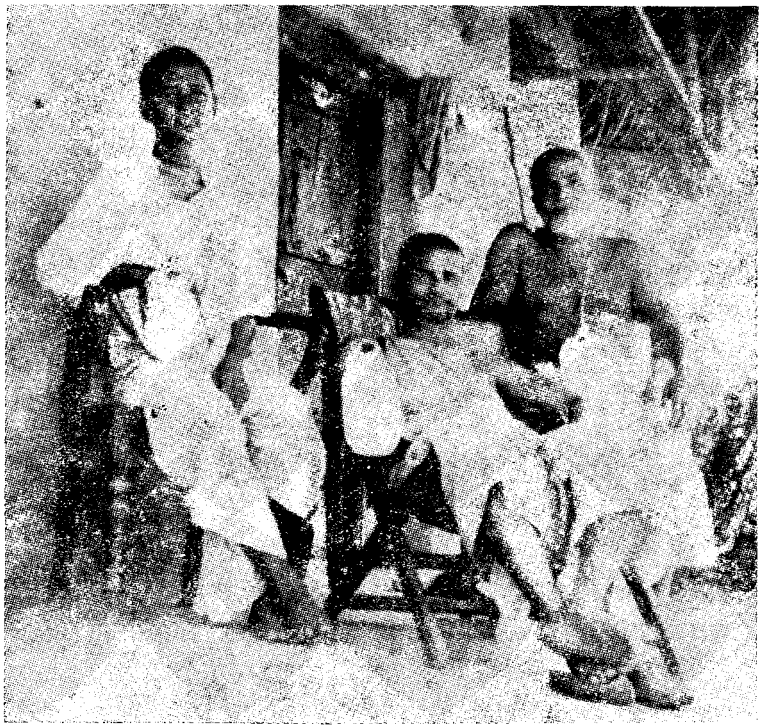

শ্রীল গুরু-মহারাজ, শ্রীত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারীসহ শ্রীঅনঙ্গমোহন

সিধাবাড়ীতে রাখা স্থির হয়। ২৭শে মাঘ, শনিবার— শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জন সেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী সহ রূপনারায়ণপুর ষ্টেশন হইয়া সন্ধ্যা-কালে চুঁচুড়ার জমিদার শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস মহাশয়ের কাছারী বাড়ীতে পৌঁছেন। রোগীর জন্য পৃথক্ গৃহ নির্ব্বাচিত হয়। সিধাবাড়ী স্থানটী নির্জ্জন, মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। ৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার নবদ্বীপ মঠ হইতে শ্রীগৌর-নারায়ণ দাসাধিকারী পৌঁছেন। ১৫ই চৈত্র, শনিবার—শ্রীঅনঙ্গমোহন চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী ৭৯ দিন পরে অন্নপথ্য করিলেন। অসুখ হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় মিহিজামের বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডঃ পরেশ ব্যানার্জীর নিকট হইতে ঔষধ আনানো হয়।

১৮ই শ্রাবণ ১৩৫৭, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৪৭, সোমবার— শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীত্রিগুণাতীত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীনিরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া অনঙ্গমোহনের জলবায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া পরদিবস বৈদ্যনাথ দেওঘরস্থ কালিরেখা-জুনবাঁধস্থ শ্রীগোবিন্দ পণ্ডিত ও শ্রীরামপুরের উকিল শ্রীহরিসাধন চ্যাটার্জীর গৃহে পৌঁছেন। রোগীকে এখানে রাখিয়াই মিহিজামের চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা হইল।

দেওঘরে রোগীর চিকিৎসা ও জলবায়ুপরিবর্ত্তনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়ায় পুনরায় অনঙ্গমোহনকে সিধাবাড়ী কাছারীতে লইয়া যাওয়া হয়। এখান হইতে চরম চিকিৎসার জন্য রোগীকে অবশেষে মাদ্রাজে লইয়া যাওয়া সাব্যস্ত হয় এবং ১৭ই ভাদ্র ১৩৫৬, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, শনিবার— শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরনারায়ণ দাসাধিকারীসহ শ্রীঅনঙ্গ-মোহন ব্রহ্মচারীকে লইয়া Madras Mailএ যাত্রা করেন। মাদ্রাজ-সহর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী Tambaram T. B. Sanatoriumএ ভর্ত্তি করিয়া তাহার থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সকল ব্যবস্থান্তে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বহু অর্থব্যয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা লওয়া সত্ত্বেও, ব্রহ্মচারীজী অনুরাগভরে শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে স্মরণ করিতে করিতে ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৬, ২রা মার্চ্চ ১৯৫০, বৃহস্পতিবার বেলা ২-৩০টায় ফাল্গুনী শুক্ল-ত্রয়োদশী-তিথিতে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পুণ্য-বিরহ-তিথিকে স্মরণ করিয়া ১৭ই বৈশাখ ১৩৫৭,

৫০শে এপ্রিল ১৯৭০, রবিবার, শুক্ল-ত্রয়োদশী তিথিতে সিধাবাড়ী মঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামবাসী সকলেই শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর গুরু-সেবৈকনিষ্ঠা, বহুবিধ ভজনানুকূল গুণাবলী, সরল-অমায়িক ব্যবহারের কথা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

জমিদারী রক্ষা ও শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

প্রিয়সেবক শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর সিধাবাড়ী গ্রামের কাছারীতে চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্ত্তনে তাঁহার সহিত অবস্থানকালে জমিদার বিনয়কৃষ্ণ দাসের স্ত্রী শ্রীল গুরু-মহারাজকে পূর্ব্বাশ্রমে ও মঠ জীবনে জমিদারী রক্ষায় পারদর্শী জানিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার

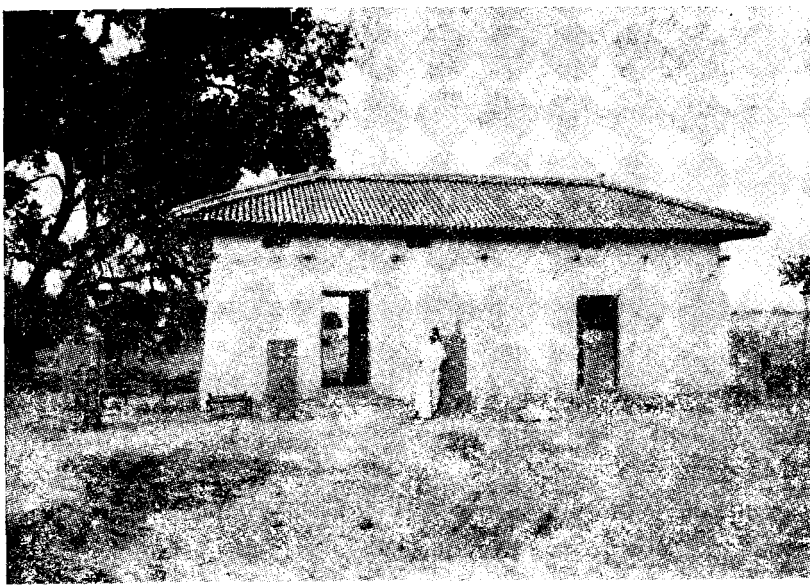

প্রাথমিক অবস্থায় শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ

প্রিয়শিষ্যের উপকারীর প্রত্যুপকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত জমিদারীর আদায়-উশুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কার্য্যের জন্য পূর্ব্বকর্ম্মচারিগণের শাস্তিবিধানপূর্ব্বক নূতন গোমস্তা-পেয়াদা প্রভৃতি নিয়োগ করেন; এজন্য

তাঁহাকে দুষ্ট প্রজার বিরুদ্ধে মামলাদি রুজু ও তাহার তদ্বিরের জন্য আসানসোল ও বর্দ্ধমান কোর্টে যাতায়াতরূপ পরিশ্রমও স্বীকার করিতে হয়। তিনি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের জমিদারী অধিগ্রহণের পূর্ব্বে উক্ত জমিদারীর বিভিন্ন মৌজা হইতে গরীব প্রজাবর্গের খাজনা মুকুব করিয়াও, লক্ষাধিক টাকা আদায়পূর্ব্বক শ্রীযুক্তা নলিনী বালা দেবীর হস্তে প্রদান করেন। তিনিও ঐস্থানে একটী স্থায়ী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র মঠ স্থাপনের নিমিত্ত তাঁহার জমিদারী হইতে কয়েক বিঘা জমি দান করেন। অবশ্য ইহার কিছুদিন পরে সিধাবাড়ী-গ্রামনিবাসী কয়েকজন বৃদ্ধ-প্রবীণ ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের অব্যবহৃত ডাঙ্গা জমির ৪।৫ বিঘা মঠস্থাপনের নিমিত্ত দান করেন এবং তথায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিজব্যয়ে মঠের গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া "শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ" প্রতিষ্ঠিত হয়।

তদবধি শ্রীঅর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির নিত্যসেবাপূজাদি চলিয়া আসিতেছে। বর্ষের বিভিন্ন উৎসবাদির অনুষ্ঠান, শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তন, নিকটবর্ত্তী জিমাহারী, রূপ-নারায়ণপুর, কুশিয়াড়া প্রভৃতি স্থানে ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে বক্তৃতাদি চলিতে থাকে।

দেওঘর-সহরে উর্জ্জব্রত-পালনের প্রচেষ্টা

চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীরথযাত্রা মহোৎসবের পর শ্রীল গুরু-মহারাজ বেগমপুরের শ্রীসনাতন দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে শুভপদার্পণ করেন। তথায় কয়েকদিন পাঠ-কীর্ত্তন-প্রচারাদির পর শ্রীল স্বামীজী-মহারাজ সেবকগণসহ বৈদ্যনাথ-দেওঘর পৌঁছেন। ৮ই আগষ্ট ১৯৪৭, শুক্রবার— তিনি স্থানীয় William Townএর Retired Judge ও দেওঘরের Hony. Magistrate শ্রীসতাশরণ গুহ মহাশয়ের সহিত বৈদ্যনাথধামে উর্জ্জব্রত পালন ও যাত্রিগণের বাসস্থান ও রেশনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এবিষয়ে Savoy Hotelএর Managing Proprietor শ্রীরঞ্জন ঘোষ, ৩নং ওয়ার্ডের Ration Distributor শ্রীপৃথ্বিরাজ চৌধুরী, শ্রীসতুবাবু উকিল, কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীনাথুরাম সিংহানিয়া, Bombay Variety Storesএর সত্বাধিকারী শ্রীমোহন বাবু, স্মিথ্‌রোডস্থ ডঃ এন্‌ এন্‌ দে মহাশয় প্রভৃতি আগামী উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমায় সাধ্যানুসারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

ভারতের স্বাধীনতা-লাভে শ্রীল গুরু-মহারাজের অবদান

২৯শে শ্রাবণ ১৩৫৪, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭, শুক্রবার— শ্রীল গুরু-মহারাজ বৈদ্যনাথ-দেওঘরে অবস্থানকালে বৃটিশ-শাসিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ও Dominion Status প্রাপ্ত হয়। রাজধানী দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মহাসমারোহের সহিত স্বাধীনতা-দিবস পালিত হয়। আজ পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-মহারাজ ভারতের চক্রচিহ্নিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরূপানুগ সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্মত একটী দার্শনিক কবিতা রচনা করেন।—

প্রাণের প্রতীক "সবুজ" বরণ নয়নের মণি তাই।
"প্রাণ আছে তার সেহেতু প্রচার"— এইমাত্র সদা গাই ॥
'সন্ন্যাসকৃৎ" ঈশ্বর-সাধিত ভারত-কথিত ত্যাগের বেষ।
সর্ব্বউর্দ্ধে রহে "গৈরিক" বরণ ভারত শিখাবে সকল দেশ ॥
অজ্ঞান-তমের বিনাশ যেরূপ রবির "শুভ্র" কিরণ ছটায়।
সনাতন ধর্ম্ম কুদর্শন নাশে 'অশোক চক্র' সুদর্শন তায় ॥

গোয়াড়া ও কল্যাণপুরে সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

১৭ই ভাদ্র ১৩৫৪, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, বুধবার হইতে বিভিন্ন দিবসে বৈদ্যনাথ দেওঘরের শ্রীঅম্বিকা চরণ ফলাহারী পাণ্ডাজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল গুরু-মহারাজজী সেবকগণসহ নন্দন পাহাড় (নন্দন কানন), হরলাজুড়ী (হরিহরক্ষেত্র), ত্রিকূটাচল, তপোবন পাহাড় (শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর যোগাসন) দর্শন করেন। পদ্মপুরাণাদি আলোচনাপূর্ব্বক বৈদ্যনাথ ধামের মাহাত্ম্য বর্ণনামুখে উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র বুকপোষ্টে প্রেরিত হয়। ২৩শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চুঁচুড়া মঠ হইতে শ্রীপাদ নরহরি প্রভু, মহানন্দ প্রভু, নরোত্তমানন্দ প্রভু, মুকুন্দ প্রভু, পরমেশ্বরী প্রভু, সজ্জনসেবকসহ বৈঁচি, তথা হইতে বৈদ্যপুর, সিঙ্গারকোণ হইয়া গোয়াড়ার শ্রীশ্যামসুন্দর কুমারের গৃহে শুভবিজয় করেন। তাঁহার মাতার বৈষ্ণব স্মৃতি-অনুসারে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামীজী-মহারাজ বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতির তুলনামূলক আলোচনাদ্বারা সাত্বত-বিচারের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন।

কল্যাণপুরনিবাসী শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী ভিষগ রত্ন মহাশয়ের মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তথায় শুভবিজয় করেন। ২৩শে

কার্ত্তিক ১৩৫৪, ১০ই নভেম্বর ১৯৪৭, সোমবার উক্ত শ্রাদ্ধবাসরে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ উপস্থিত থাকিয়া উহাতে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের সহিত অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের বিশেষ সখ্য ও সৌহৃদ্য ছিল। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে একবার তিনি শ্রীল শ্রৌতী মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদানমুখে বলেন— "কাশী, প্রয়াগ ও পাটনা মঠের বিবিধ সেবা, শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ, হিন্দীভাষার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া হিন্দী "ভাগবত" পত্র পরিচালন, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্মিতাদ্বারা বিরুদ্ধপার্টীর যুক্তি খণ্ডনপূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন-বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজের বিস্ময়োৎপাদন প্রভৃতি দ্বারা গুরু-গৌরাঙ্গ-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।' এতাদৃশ সম্প্রীতি ও সখ্যভাব থাকিলেও তত্ত্ব সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তথায় অপ্রিয় সত্যও সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়া পড়ে। এস্থলেও ঐরূপ কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা পাঠকবর্গকে সংশয়-সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারে। অনুষ্ঠানশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ-পদ্ধতিতে কয়েকস্থানে আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত স্বাক্ষর-যুক্ত নোটবুক হইতে আপত্তিগুলি উদ্ধৃত হইল ঃ—

১। (শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ) উপাস্য বরণে আপত্তি করেন এবং বলেন, বৈখানস মহারাজ মতেও ব্রহ্মা বরণ হইবে, উপাস্য বরণ হইবে না।

২। ঘৃতাক্ত আতপতণ্ডুল মন্ত্রপূত করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণকে (শ্রীরাসবিহারীর কুলগুরু) দান, পরে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণকে দান।

৩। ব্রহ্মস্থাপনে আপত্তি করেন, কারণ সৎক্রিয়াসারে অভাবপক্ষে কুশময় ব্রহ্মস্থাপনের বিষয় লিখা আছে, সুতরাং উহা কর্ত্তব্য নহে (উহা বৈকুণ্ঠ বাচস্পতির লিখা, গোপাল ভট্টের নহে, ইহাও বলেন)। ব্রহ্মস্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করান হয়।

৪। অধিবাস সৎক্রিয়াসার মতে করেন নাই। কতকগুলি স্মার্ত্তমন্ত্র উচ্চারিত হয়।

৫। দানকার্য্য সর্ব্বাগ্রে করা হয়। সৎক্রিয়াসার মতে ইহা বৈষ্ণবহোমের পরে হইবে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ ভ্রান্তি এই যে, শ্রৌতী মহারাজ উক্ত স্মার্ত্তগুরু ব্রাহ্মণকে স্থণ্ডিলের মধ্যে ডাকিয়া আনেন এবং তাঁহাকে পানপাত্র,

ভোজনপাত্র, পাদুকা, ছত্র, শয্যাদ্রব্যাদি দান করা হয়। ইহা সর্ব্বৈব হরিভক্তি-বিলাসের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাস ৯।১০৩ শ্লোক :—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্য-সম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥

—অর্থাৎ (স্বভাবস্থ স্বাভাবিকভাবে অনিবেদিত অবস্থায় যাহা থাকে তাহা) অনিবেদিতবস্তু অথবা ধনাদিদ্বারা কর্ম্মজড় অর্থাৎ অবৈষ্ণবদিগকে বঞ্চনা করিয়া হরিনৈবেদ্যসকল বৈষ্ণবগণকে সমর্পণ করিবে।

৬। প্রায়শ্চিত্ত হোম, বৈগুণ্য অছিদ্র বাচন করান হয় নাই (উদীচ্য কর্ম্ম বাদ দেন)।

৭। বৈষ্ণব হোমে গুরুপরম্পরা হোম করান হয় নাই।

৮। বৈষ্ণব হোমের ঘৃত প্রত্যেক নামে কিয়দংশ অগ্নিতে ও কিয়দংশ পৃথক পাত্রে রাখিয়া পিণ্ডদান কালে মহাপ্রসাদের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডদান করা হয়।

৯। পৃথকভাবে কাচা চাউল, ডাল, লবণ, আলু, কাচকলা প্রভৃতি দ্বারা দুইটী ভোগ প্রস্তুত করিয়া, রাসবিহারীর মাতার নাম উল্লেখ করিয়া নিবেদন করা হয়। এবং ঐ দুইটী সিধার একটী স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ কুলগুরুব্রুবকেই দেওয়া হয়। স্থণ্ডিলের মধ্যে পৃথক আসনে বসিয়া উহা উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন।

১০। বাসুদেব-অর্চ্চনের সৎক্রিয়াসারের ১২১ পৃষ্ঠা হইতে ১২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত করান হয় নাই।

১১। শান্তিহোম, প্রদক্ষিণাদি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

১২। পিণ্ড নিবেদন ও ভোগ নিবেদনও রীতিমত হয় নাই।

১৩। মন্ত্রাদিও কিছু পার্থক্য মনে হইল।

১৪। আচমনাদিও করান হয় নাই।

১৫। দক্ষিণমুখো হইয়া প্রসাদ দান (See Page 131—সৎক্রিয়াসার দীপিকা)।

Sd/—B. P. Keshab
10.11.47

বৈদ্যনাথ-দেওঘরে দামোদর-ব্রত পালন

৯ই কার্ত্তিক ১৩৫৪, ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৭, সোমবার—পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীবৈদ্যনাথ ধামে ঊর্জ্জব্রত পালনের নিমিত্ত যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রের রিজার্ভড্ ট্রেণে যাত্রা করেন এবং পরদিবস গন্তব্যস্থলে পৌঁছেন। ১১ই কার্ত্তিক ১৩৫৪, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৭, বুধবার হইতে বৈদ্যনাথ-ধামস্থ "হরির বাঙ্গালী ধর্ম্মশালায়" অবস্থানপূর্বক শ্রীদামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল প্রভু প্রত্যহ ২ বেলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। ২৬শে কার্ত্তিক ১৩৫৪, ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৭, বৃহস্পতিবার বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবে স্থানীয় রেলকর্ম্মী, পোষ্ট অফিস কর্ম্মী ও পুলিশ কর্ম্মচারীবৃন্দ উৎসবের বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হন। পরদিবস হইতে বিভিন্ন স্থান দর্শন ও পরিক্রমা আরম্ভ হয়। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব এবং ব্রতভঙ্গোৎসবে কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্তা প্রভাবতী সিংহ, কলিকাতার শ্রীযুক্তা দয়াময়ী দেবী, বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্তা পান্নাময়ী দেবী বিভিন্ন উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন। একমাস যাবৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও পরিক্রমাদির স্মৃতি লইয়া যাত্রিগণ ব্রতশেষে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল-আচার্য্যদেবের ৫০তম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাস-পূজানুষ্ঠান

১৬ই পৌষ ১৩৫৪, ১লা জানুয়ারী ১৯৪৮, বৃহস্পতিবার—১৬শ বর্ষ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' হইতে "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংগৃহীত ও সংশোধিত) এবার শ্রীব্যাসপূজায় পুস্তিকাকারে প্রকাশের জন্য নকল করা হয়। ১৪ই ফাল্গুন ১৩৫৪, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮, শুক্রবার—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করা হয়। এতদুপলক্ষে প্রথম দিবস শ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, পুষ্পাঞ্জলি ও হোম বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাসের সমাধি-অবস্থায় তত্ত্বদর্শন-প্রসঙ্গ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। ২য় ও ৩য় দিবসে অর্থাৎ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে ভক্তগণ তাঁহার সুসজ্জিত অর্চ্চালেখ্য মূর্ত্তিতে

চুঁচুড়া মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের স্বরচিত "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি" কীর্ত্তনমুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। রাত্রে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে তুলনামূলক দার্শনিক ভাষণ দান করেন।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর নির্যাণ

১৬ই মাঘ ১৩৫৪, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮, শুক্রবার—দিল্লী-সহরে অপরাহ্নের প্রার্থনা-সভায় নাথুরাম গড্‌সের গুলিতে মহাত্মা গান্ধীজীর মৃত্যু হয়। ঐদিন ভোর রাত্রে অজাতশত্রু পূজ্যপাদ শ্রীল নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুও নির্যাণ লাভ করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ১লা ফেব্রুয়ারী চুঁচুড়া মঠে যাত্রা করেন। শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর শারীরিক অসুস্থতা ও দেহরক্ষার সংবাদ পরে পূজ্যপাদ শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রেরিত টেলিগ্রাম ও শ্রীযদুনাথ আদিত্যের

পত্র হইতে জানিয়া সমিতির সদস্যবৃন্দ, বিশেষতঃ মেদিনীপুরে প্রচারে নিযুক্ত সেবকগণ মর্ম্মাহত হন।

অজাতশত্রু শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহে শ্রীল গুরু-মহারাজ নির্ব্বাক্ পাষাণবৎ প্রতীয়মান হন। আমরা পূর্ব্বেই ইহাঁদের পরস্পরের হৃদ্যতা ও সখ্যভাব সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়াছি। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুকে হারাইয়া খুব মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেন। সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "বিরহ-মাঙ্গল্য" প্রবন্ধে শ্রীল গুরু-মহারাজ লিখিয়াছেন—"বিরহ-বেদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে মনে করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ঠাকুর শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর অদর্শনজনিত ক্লেশলাঞ্ছিত লেখনী আজ কম্পিতপদে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

তিনি (শ্রীল প্রভুপাদ) তাঁহার অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভসেবক পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় সেবাভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে ও মহানন্দে দূরাতিদূরদেশে অবস্থান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। * * হে নরহরি দা! আপনার সুমঙ্গল শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্রই আপনার সেবার নৈরন্তর্য্যের কথা সকলেরই স্মরণপথে আসিয়া পড়ে। আপনি স্বয়ংই শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম শ্রীচৈতন্য মঠ-স্বরূপ। আপনার নিকট থাকিলে সর্ব্বদা মনে হইত, আমরা শ্রীচৈতন্যমঠেই অবস্থান করিতেছি। আপনি অক্রোধ পরমানন্দ-স্বরূপে যে সেবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একমাত্র লক্ষ্য।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে তল্লিখিত প্রবন্ধাবলীর ভূমিকায় শ্রীল স্বামীজী মহারাজ পরমসুহৃদ্ শ্রীল নরহরি ঠাকুরকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় নিত্যস্নাত, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বর্ণনপূর্ব্বক গৌরববোধ করিয়াছেন।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু যশোহর-জেলার অন্তর্গত দেয়াড়া-গ্রামে প্রসিদ্ধ বসু-বংশে আবির্ভূত হন। প্রথম জীবনে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনিরাপদ, তৎপত্নী শ্রীমতী সুশীলা বালা ও ভগ্নী সুবাসিনীর সহিত শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণবসঙ্গ-প্রভাবে তিনি ও তাঁহার অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনভজন করিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরলোকগমনের পর তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আশ্রয়ে নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করিয়া মঠরক্ষকরূপে বৃত হন।

পুরীধামে মঠস্থাপন ও পারমার্থিক মাসিকপত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প

২৫শে ফাল্গুন ১৩৫৪, ৯ই মার্চ্চ ১৯৪৮, মঙ্গলবার—শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কলিকাতা মঠে অপরাহ্নে শ্রীপাদ সখিচরণ রায়, ভক্তিবিজয় প্রভুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবেদান্ত সমিতির পুরীধামে একটী প্রচারকেন্দ্র শাখামঠ স্থাপনের সঙ্কল্প জানাইলে তিনি এ বিষয়ে খুব উৎসাহ প্রদান করেন। ৭ই চৈত্র ১৩৫৪, ২০শে মার্চ্চ ১৯৪৮, শনিবার হইতে ১৩ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব সমাপ্ত হয়। উৎসবান্তে কলিকাতা মঠে শ্রীসমিতির বিশিষ্ট সভ্যগণকে লইয়া একটী ঘরোয়া সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে আগামী গৌর পূর্ণিমায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তরফ হইতে তাহার মুখপত্ররূপে একখানি পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই Beadon Streetস্থ Bhar Das & Coতে "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার" Title Pageএর Electro Block ও "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়" নামে একটী Rubber Stampএর Oder দেওয়া হয়। 72/1, College Streetস্থ Bharat Phototype Studioতে শ্রীল-প্রভুপাদের শ্রীহস্তলিখিত পত্র, স্বাক্ষর ও তাঁহার Tri-Colour Block প্রভৃতির Order দেওয়া হয়। শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহ হইতে লাগিল। শ্রীপত্রিকা-প্রকাশের প্রয়োজনীয় Declaration প্রভৃতি লওয়া হইল।

শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমার প্রস্তুতি-পর্ব্ব

৯ই ভাদ্র ১৩৫৫, ২৫শে আগষ্ট ১৯৪৮, বুধবার—চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রার পর পরমপূজনীয় শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ও শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমার প্রাথমিক বন্দোবস্তের জন্য 7 up Toofan Expressএ মথুরা যাত্রা করেন। পরদিবস Hatras Jn., Mathura Cantt হইয়া বৃন্দাবনস্থ শ্রীমদনমোহন কটরার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আশ্রমে পৌঁছেন। এখানে শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী, শ্রীনগেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রজবাসী, শ্রীপরমেশ্বরী বাবাজী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমদনমোহন মন্দিরের গোঁসাইজী পরিক্রমাকালে বৃন্দাবনে যাত্রীসহ অবস্থান ও বাসনপত্রাদি ব্যবস্থার

প্রতিশ্রুতি দিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত পাণ্ডাজীর সহিতও ঐ সময়ে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তথা হইতে স্বামীজী মহারাজ মথুরা হইয়া জয়পুর পৌঁছেন। শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুমার গোস্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার লাইব্রেরী হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গোবিন্দভাষ্য ও হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করেন। গোঁসাইজীর পরামর্শমত স্থানীয় ডি. আই, জি, ডিষ্ট্রিকট্ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কমিশনার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করা হয়।

শ্রীল গুরু-মহারাজ আজমীর হইয়া পুষ্কর পৌঁছেন। আজমীর হইতে মাড়োয়ার জং, ফুপুন্দ জং হইয়া নাথদ্বার উপস্থিত হন। তথা হইতে মেশানা জং, বিরামগাঁও, সুরেন্দ্রনগর, রাজকোট, জামনগর হইয়া স্বামীজী-মহারাজ দ্বারকা পৌঁছেন। স্থানীয় তোতাদ্রী মঠের মোহন্ত মহারাজ কার্ত্তিকমাসে পরিক্রমাকালে যাত্রিগণের বিশ্রামস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখান হইতে ওখাপোর্ট হইয়া বেট দ্বারকা এবং তথা হইতে গোপীতালাও দর্শনশেষে দ্বারকা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কাচ্চী ধর্ম্মশালায় পৌঁছেন। পরের দিন দ্বারকা হইতে ভাটিয়া, বিয়ানী হইয়া পোরবন্দরের ষ্টেশন ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন। পোরবন্দর হইতে পরিক্রমার সময় যাত্রীসহ জাহাজে ওখাপোর্টে যাইবার ব্যবস্থা আছে কিনা, জানিবার জন্য স্থানীয় Bombay Steam Navigation Co র Officerএর সহিত আলোচনা হয়। তিনি Co র Agentএর নিকট আমাদের দরখাস্ত পাঠাইয়া দেন। তথা হইতে সাব্‌ডেপুটী কালেক্টর শ্রীপ্রেমচাঁদ সা ও Supdt. of policeএর সহিত দেখা করিয়া দুইশত যাত্রীর থাকিবার স্থান ও রেশনের ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করা হয়। মেশানা, ফুলেরা, আগ্রা ফোর্ট, টুণ্ডলা জংসন হইয়া এলাহাবাদে শ্রীযুত রাখাল চন্দ্র দাসাধিকারীর গৃহে পৌঁছেন। তথা হইতে ৮ ডাউন তুফান এক্সপ্রেসে স্বামীজী মহারাজ হাওড়া হইয়া চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমায় শুভযাত্রা

শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র বহু পূর্ব্ব হইতেই মুদ্রিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশে ডাকযোগে প্রেরিত হয়। ১লা কার্ত্তিক ১৩৫৫, ১৮ই অক্টোবর ১৯৪৮ সোমবার হইতে ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীদ্বারকা-ধাম পরিক্রমা ও ঊর্জ্জব্রত অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়শতাধিক যাত্রী শ্রীগুরু-

বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে হাওড়া হইতে বেলা ৯-৫৫ মিনিটের 7 up Toofan Expressএর রিজার্ভড্ বগীতে যাত্রা করেন। পরদিবস যাত্রিগণ শ্রীল গুরু-মহারাজের আনুগত্যে হাতারস জং, মথুরা জং হইয়া বৃন্দাবনের মীর্জ্জাপুর ধর্ম্মশালায় পৌঁছেন। পরদিবস বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমামুখে শ্রীমদন-মোহনজীউ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি ও ভজনকুটীর, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আশ্রম, ইমলিতলা, নিকুঞ্জবন, বংশীবট দর্শন করেন। মথুরায় পৌঁছিয়া

দ্বারকা পরিক্রমাকালে জয়পুর ষ্টেশন হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

ধ্রুবটীলা, বিশ্রামঘাট, কংসটীলা প্রভৃতি দর্শন করা হয়। মথুরা ক্যাণ্ট, ষ্টেশন হইয়া যাত্রিগণ আগ্রা, তথা হইতে ২৫।১০।৪৮ তাংএ জয়পুর জংএ পৌঁছেন। M/s Shankarlal Rupnarain এর শেঠজী ও অপরাপর শ্রদ্ধালু নাগরিকগণের সম্বর্দ্ধনাক্রমে পরিক্রমাপার্টী নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে স্থানীয় ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন। পরদিবস কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত প্রাণধন শ্রীরাধামাধবজীউ, শ্রীমদনমোহনজীউ, শ্রীগোকুলানন্দজীউ দর্শন করা হয়। পরের দিন গল্‌তা পাহাড় দর্শনে যাত্রা করা হয়। জনৈক শেঠজী এখানে ১৫০ জন যাত্রীর প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। এই স্থানেই বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণকে মহতী বিচারসভায় পরাজিত করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন।

২৮।১০।৪৮ যাত্রিগণ আজমীর হইয়া পুষ্করতীর্থে পৌছিয়া পরদিবস স্নানান্তে ব্রহ্মা-সাবিত্রী মন্দির, রঙ্গনাথজী, বরাহদেব দর্শনান্তে আজমীর পৌঁছিয়া লোডা ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন। ১।১১।৪৮ তাংএ যাত্রা করিয়া মেশানা, ভিরামগাঁও, সুরেন্দ্রনগর, ঢোলা হইয়া ৩।১১।৪৮ তাংএ পোরবন্দর ষ্টেশন ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন। পরের দিন শ্রীসুদামা বিপ্রের মন্দির দর্শন করা হয়। শ্রীমন্দিরে ও ডঃ ননীলাল যতি মহাশয়ের গৃহে শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু হিন্দীতে ভাগবত পাঠ করেন। পরিক্রমা পার্টীর ওখাপোর্টে যাইবার জাহাজ পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় যাত্রিগণকে এখানে কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে হয়।

৯।১১।৪৮ দ্বিপ্রহরে যাত্রিগণ প্রসাদসেবান্তে "Sonavati" নামক জাহাজে যাত্রা করিয়া পরদিবস বেলা ২ টায় ওখা হইয়া বেটদ্বারকায় পৌঁছিয়া Kanhaiya Bhawan Dharamsalaয় অবস্থান করেন এবং এখানে তাঁহারা শ্রীদ্বারকেশজী, দাউজী, রুক্মিণীদেবী, শঙ্খনারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করেন। পরেরদিন মোটর লঞ্চে গোপীতালাও, নাগেশ্বর শিব প্রভৃতি দর্শনান্তে গোমতী দ্বারকার ষ্টেশন ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন। ১২।১১।৪৮ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব উপলক্ষে শ্রীল গুরু-মহারাজ বক্তৃতাদি করেন এবং পরের দিন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকদিন দ্বারকা অবস্থান-সময়ে যাত্রিগণ শ্রীদ্বারকাধীশ, তোতাদ্রি মঠ, গোমতী গঙ্গা প্রভৃতি দর্শনে পরিতৃপ্ত হন। ১৫।১১।৪৮ যাত্রিগণ দ্বারকা হইতে যাত্রা করিয়া পরের দিন মেশানায় পৌঁছেন। ঐ দিন পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে শ্রীউর্জ্জব্রতের সমাপ্তি দিবস থাকায় ব্রতভঙ্গ-মহোৎসবে যাত্রিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। মেশানা জং হইতে ট্রেণ ধরিয়া ১৮।১১।৪৮ তাংএ আগ্রা ফোর্টের ষ্টেশন ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন। ২০।১১।৪৮ রিজার্ভড্ বগীতে (12 Dn Delhi Expressএ) যাত্রা করিয়া ২২।১১।৪৮ যাত্রিগণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মেদিনীপুর ও সুন্দরবনে প্রচার এবং সেবানুকূল্য সংগ্রহ

২৭শে পৌষ ১৩৫৫, ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৯, মঙ্গলবার— শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জন সেবক ব্রহ্মচারীসহ মেদিনীপুরের অন্তর্গত হেড়্যা হইয়া জুখিয়ানিবাসী শ্রীহরি-চরণ দাসাধিকারীর গৃহে শুভবিজয় করেন। তথা হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে শ্রীল স্বামীজী মহারাজকে খাড়গ্রামের শিবমন্দির প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া

হয়। তথায় ধর্ম্মসভায় তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হইলে তিনি "জীবের স্বরূপ" সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। মোহাটী ইক্ষুপত্রিকা গ্রামনিবাসী শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র ভূঞা মহাশয়ের সহিত শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ক্ষীরোদ বাবুর প্রাকৃত-সহজিয়াগিরি ও গোস্বামী-গ্রন্থের প্রতি অনাদর ও তাহাদের বিচারে সন্দিগ্ধভাব দেখিয়া স্বামীজী-মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হন।

১৬।১।৪৯ শ্রীল স্বামীজী মহারাজ সেবকগণসহ কুলবাড়ী-গ্রামস্থ শ্রীবিহারী লাল দাস মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। বিহারী বাবুর ঠাকুর বাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তি তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে দান করিতে চাহিলে স্বামীজী যুক্তি দেখাইয়া উহা লইতে অস্বীকার করেন। হাঁসচড়া হাইস্কুলে দ্বিপ্রহরে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হয়। তথা হইতে প্রচার পার্টী পিছনদা যাত্রা করেন এবং শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ মাইতির গৃহে অবস্থান করা হয় ও স্থানীয় হরিসভায় ২ দিন ছায়াচিত্রে বক্তৃতা হয়।

হোড়িয়া হইয়া পূর্ব্বচক, ঝিনুকখালি, তথা হইতে নরঘাট, সেখান হইতে শ্রীগণেশ দাস ও গোবর্দ্ধন প্রভুসহ তেরপেখ্যা হইয়া বোটে কাকদ্বীপ, তথা হইতে পরদিবস প্রচার পার্টী গদামথুরা ৭ম খণ্ডে শ্রীগিরীশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের কাছারী বাড়ীতে পৌঁছেন। ওখান হইতে গদামথুরা ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম খণ্ডে সেবানুকূল্য সংগ্রহ করেন। তথা হইতে আই প্লট, ১ম খণ্ডে শ্রীশশী মোহন মাল মহাশয়ের গৃহে পৌঁছেন। তথা হইতে কেদারপুর গ্রামনিবাসী শ্রীশুকচাঁদ বেরা ও শ্রীমুরারিমোহন সামন্ত মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। আইপ্লট ২য় খণ্ডে শ্রীঈশান চন্দ্র সামন্ত ও শ্রীগজেন্দ্র নাথ মান্না মহাশয়ের গৃহ হইতে সূর্য্যপুর ৫ম খণ্ডে নায়েবের কাছারীতে যাত্রা করা হয়। শ্রীকাঙ্গাল চরণ মাইতির গৃহে শ্রীভৈমী একাদশী ও শ্রীবরাহ দ্বাদশীর পারণশেষে পরদিবস প্রচার-পার্টী কাকদ্বীপ হইয়া ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছেন এবং ট্রেণে শিয়ালদহ, নৈহাটী হইয়া চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রকাশ

নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ৯ই মার্চ্চ ১৯৪৯, ২৫শে ফাল্গুন ১৩৫৫, বুধবার হইতে ১৫ই মার্চ্চ, ১লা চৈত্র, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ১৪ই মার্চ্চ, ৩০শে ফাল্গুন সোমবার দিবস— শ্রীগৌর-জন্মোৎসবদিবসে শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র

পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" আত্মপ্রকাশ করেন। ইহার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যার প্রচ্ছদপটের উপরিভাগে পদ্ম-গদা শঙ্খ-চক্র-বেষ্টিত করতাল ও মৃদঙ্গযুগ্মে শ্রীপত্রিকার নাম এবং ইহার নিম্নদেশে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের আলেখ্য-মূর্ত্তি প্রকাশিত। প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক— পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। সম্পাদক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক; প্রচার-সম্পাদকদ্বয়— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথ বল্লভ বাবাজী মহারাজ; সহকারী সম্পাদক— মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, পণ্ডিত শ্রীযুত নামবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি; কার্য্যাধ্যক্ষ— পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ। শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ, চোমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী) হইতে প্রকাশিত ও চুঁচুড়া-সহরস্থ শান্তি প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৪'০০ টাকা। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব বন্দনামুখে শ্রীপত্রিকার মঙ্গলাচরণ বা শুভারম্ভ হইয়াছে। "বিরহ-মাঙ্গলা" প্রবন্ধ বিপ্রলম্ভ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভাবাবিভাবিত মহামহাবদান্য নিত্য মুক্ত পরমহংসগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর সারসিকী সেবার আকাঙ্ক্ষাই সূচিত করে। এতদ্ব্যতীত জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দার্শনিক প্রবন্ধ ও শ্রীল গুরুপাদপদ্মের "গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব", "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য" প্রভৃতি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীপত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা শ্রীগ্রামপরিক্রমার ১ম দিবসেই দেবপাড়াস্থিত সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহ-দেবের শ্রীচরণকমলে সমর্পিত হয়।

কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে বার্ষিক উৎসব ও চুঁচুড়া মঠে রথোৎসব

৮ই বৈশাখ ১৩৫৬, ২১শে এপ্রিল ১৯৪৯, বৃহস্পতিবার— মেদিনীপুর-জেলার কেশিয়াড়ী-গ্রামস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তথায় শুভবিজয় করেন। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণে

শোভাযাত্রা-সহযোগে নগর-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যায় শ্রীল কেশব মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমৎ গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ বৈখানস মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় নিত্যমঙ্গল বিধানে কর্ম্মের অসামর্থ্য, উপাসকের ভূমিকার পার্থক্যহেতু ফললাভেরও পার্থক্য ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদি হইতে ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে সুদীর্ঘ ভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়। ১২ই আষাঢ় ১৩৫৬, ২৬শে জুন, ১৯৪৯ রবিবার হইতে ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশদিবসব্যাপী পাঠ কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিমুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামীজী মহারাজ 'বিরহ' ও 'উৎসব'- শব্দের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীঅযোধ্যাধাম, নৈমিষারণ্য পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত

১৮ই আশ্বিন ১৩৫৬, ৫ই অক্টোবর ১৯৪৯, বুধবার হইতে ২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর, সোমবার পর্য্যন্ত অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, বুধবার শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত পালনকারী যাত্রিগণ রিজার্ভড্ বগীতে অযোধ্যা যাত্রা করেন। অযোধ্যার লছমনকিলায় পরিক্রমা-সঙ্ঘের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। ষ্টেশন হইতে শোভাযাত্রাযোগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলে অযোধ্যার লছমনকিলার মোহন্ত-মহারাজ স্বয়ং তাঁহার সেবকগণসহ পরমানন্দে শ্রীপরিক্রমা-সঙ্ঘের নিয়ামক শ্রীল স্বামীজী মহারাজকে বিশেষ সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীবিজয়-বিগ্রহ ও স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ দর্শন করিয়া তদ্দেশবাসি-ভক্তবৃন্দ বিশেষ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন। শ্রীরাম-সীতা-মন্দিরে পৌঁছিলে পূজারীজী বিজয়-বিগ্রহের অর্চ্চন ও ধূপদীপাদিদ্বারা আরতি করেন। শ্রীমন্দির-সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে বিরাজিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের নিত্য সেবাপূজা গ্রহণ করিতে থাকেন। লছমন্-কিলা অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামচন্দ্র-পাদস্পর্শপ্রাপ্ত সরযূর তীরে অবস্থিত এবং উক্ত নদীগর্ভ হইতেই ঐ বিরাট্ কিলা নির্ম্মিত হইয়া আজও প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই স্থানের দৃশ্য অতীব মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

২৮শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, শুক্রবার হইতে কার্ত্তিক ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হয়। নিয়ামক-মহারাজ দামোদর-ব্রত পালনের আবশ্যকতা ও ধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। "এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে ভগবান দামোদর শ্রীহরি তাঁহার প্রিয়া শ্রীরাধারাণীর সহিত পরম প্রীত হন। দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে স্ব-স্ব গৃহ হইতে কোন তীর্থস্থানে গিয়া করা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। এবিষয়ে বৈষ্ণবস্মৃতি 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস' আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রতি বৎসর উর্জ্জব্রত উপলক্ষে ভক্তগণকে নিত্য-নূতন তীর্থস্থানে ব্রত পালনের জন্য আহ্বান করা হয়" প্রভৃতি বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীবেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিকমল প্রভু উর্জ্জব্রত পালনকালে প্রায় প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দী ভাষায় ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। পরিক্রমাকালে অধিকাংশ দিনে নগর-সঙ্কীর্ত্তনযোগে বিভিন্ন লীলাস্থলী, শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুবর্ণ সুযোগ প্রদত্ত হয়। অযোধ্যাধামে যাত্রিগণ বিভিন্ন দিবসে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি, শ্রীরাম-দরবার (রাজসভা), কনক ভবন, হনুমান-গড়ী, দ্বাদশ মন্দির, দর্শনেশ্বরনাথ শিব, পাপমোচনঘাট, স্বর্গদ্বার, নাগেশ্বর মহাদেব, ব্রহ্মঘাট, শ্রীসূর্য্যকুণ্ড, গোপ্তার ঘাট প্রভৃতি দর্শন করা হয়। পরিক্রমা সঙ্ঘ অযোধ্যায় বিংশতি দিবস অবস্থান করেন।

৮ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার— যাত্রিগণ বালামৌ জংশন হইয়া ট্রেণে নৈমিষারণ্য পৌঁছেন। তথা হইতে পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে "পরমহংস মঠ" দর্শনান্তে স্থানীয় "বড় ধর্ম্মশালায়" আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীল সভাপতি মহারাজ সনাতন শিক্ষা আলোচনামুখে "অনধিকারীর পক্ষে নির্জ্জন ভজনের অপকারিতা ও সাধুসঙ্গে অবস্থানই নির্জ্জন ভজন। বদ্ধজীবের কোন শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্ঘের আনুগত্যে থাকিয়াই ভজনের প্রয়োজন। গোষ্ঠানন্দী ও বিবিক্তানন্দী কেহই নির্জ্জন ভজন করেন না। বিবিক্তানন্দী গোষ্ঠানন্দীর শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারের সহায়করূপে অনুকূলভাব পোষণ ও তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও নির্দ্দেশ— লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন ও শ্রীনামপ্রেম-প্রচারোদ্দেশ্যে তাঁহারা পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠীতে মিলিত হইয়াছেন" প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

যাত্রিগণ সূতগাদি দর্শন করেন। শ্রীব্যাসগাদিতে সভাপতি স্বামীজী-মহারাজ গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি "ভাগবত-গুরু-পরম্পরা" ব্যাখ্যামুখে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে ভগবত্তত্ত্ব-আলোচনার বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাসের মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে যাত্রিগণ ব্রহ্মকুণ্ড, গঙ্গোত্তরী, দশাশ্বমেধঘাট, গোমতী গঙ্গা, যজ্ঞবরাহ কূপ, শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব, চক্রতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করেন। মিশ্রীক তীর্থে গিয়া যাত্রিগণ সীতাকুণ্ড, বাল্মীকি আশ্রম, সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশস্থান, দধীচি-মুনির তপস্যাস্থান প্রভৃতি দর্শন করেন। নৈমিষারণ্য হইতে বালামৌ হইয়া ২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর, সোমবার যাত্রিগণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মেদিনীপুরের নরঘাট, শীতলপুর, হাদিয়া ও তমলুকে প্রচার

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির পদাঙ্কপূত তাম্রলিপ্তের (তমলুক) অন্তর্গত নরঘাট-নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পুণ্যস্মৃতি-রক্ষার্থে ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী মহোদয়ের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী মেলার অনুষ্ঠান হয়। তাঁহাদের সাদর আহ্বানে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ১৯শে চৈত্র, ১৩৫৬ তাংএ ঐ স্থানে শুভবিজয়পূর্ব্বক ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকৃত শিক্ষা ও আচরণ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করেন। ২০শে চৈত্র স্বামীজী-মহারাজ শীতলপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীবিপিন বিহারী মণ্ডল মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ২০শে চৈত্র ১৩৫৬ শুভ পদার্পণ করেন। এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণই একমাত্র পবিত্রতা লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়,' শ্রোতৃমণ্ডলী ইহা বিশেষ অনুভব করেন। হাদিয়া শ্রীবাস-আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুত মন্মথ নাথ দাস মহাশয়ের আহ্বানে ২১শে হইতে ২৩শে চৈত্র দিবসত্রয় ঐখানে অবস্থান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজও উপস্থিত হন। উভয়েই বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে শ্রীল গুরু-মহারাজ 'দীক্ষায় উপনয়নের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন। তমলুক-হরিসভায় স্বামীজীদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যামুখে "শাক্ত ও বৈষ্ণবের মতভেদ" সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। উকিল শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, উকিল শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র নায়েক, শ্রীআতঙ্ক ভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক— জি. টি. স্কুল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চুঁচুড়া-সহরস্থ ধরমপুর, বাজিতপুর, বসিরহাটে সনাতনধর্ম্ম প্রচার

২৯শে বৈশাখ ১৩৫৭, ১২ই মে ১৯৫০— চুঁচুড়া-সহরস্থ ক্রুকেড্ লেনের শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে শ্রীল গুরু-মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার দার্শনিক বিচার ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ আকৃষ্ট হন। অধ্যাপক শ্রীগোপাল চন্দ্র চৌধুরী, এম. এস-সি, মহোদয় স্বামীজীর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বসিরহাটের অন্তর্গত বাজিতপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাসাধিকারীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-মহারাজ শ্রীপত্রিকার প্রচার সম্পাদক শ্রীমন্ নারসিংহ মহারাজ ও দশমূর্ত্তি ব্রহ্মচারি-মঠবাসীসহ ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, ১৫ই মে ১৯৫০— বাজিতপুর গ্রামস্থ শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গাইন মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা হাজারী বাবুর গৃহে উপস্থিত

বাজিতপুরে প্রচারকালে গৃহস্থগণসহ শ্রীল আচার্য্যদেব

হন। ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৮ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত উক্ত অঞ্চলে নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরু-মহারাজের ভাষণ "সভাপতি-মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম" নামে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ দাসাধিকারীর পাঠ বক্তৃতা ব্যতীত শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গনে সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ও শ্রীপত্রিকার সহ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী প্রভু বৈদিক সনাতন-ধর্ম্ম, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির তারতম্যমূলক বিচার ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ভাষণ দান করেন। শ্রীবলহরি মণ্ডল, শ্রীশিবনাথ মণ্ডল, শ্রীশিবনাথ গাইন এবং শ্রীযতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহেও পাঠ-বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

বসিরহাট-বাজিতপুরে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণসহ শ্রীল আচার্য্যদেব

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩শে মে হইতে ১০ই জ্যৈষ্ঠ ২৪শে মে পর্য্যন্ত ২ দিন প্রচার-পার্টী বসিরহাট-সহরস্থ ঈশান বোর্ডিং-এ অবস্থানপূর্ব্বক পাঠ-বক্তৃতাদি করেন। মাননীয় কবি শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও শ্রীচারুচন্দ্র দালাল মহোদয়ের যত্ন ও আগ্রহে এতদ্দেশে প্রবলভাবে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। স্থানীয় তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত জগদীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম. এ, বি. এল, সেরেস্তাদার ও বিশিষ্ট উকিলবৃন্দের নিকট শাঙ্কর বেদান্তের অসারতা সম্বন্ধে স্বামীজী-মহারাজ এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতা শ্রবণে শিক্ষিত সহরবাসী চমৎকৃত হন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় চুঁচুড়াসহর-সংলগ্ন ধরমপুরস্থ কালীমাতা মন্দিরের সেবাইত শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবী ও শ্রীকৃষ্ণলাল সাহা মহাশয়ের আগ্রহ ও যত্নে মন্দির-প্রাঙ্গনে শ্রীল সভাপতি-মহারাজ গভীর গবেষণামূলক দার্শনিক বক্তৃতা করেন।—"জীবের পারমার্থিক পরিচয় জাগতিক পরিচয় অপেক্ষা উন্নত। মায়ার রাজ্য অভাব দিয়াই প্রস্তুত, অভাবই মায়া। সমাজের মূল উদ্দেশ্য— হরিভজন। পরমার্থ জগতের প্রধান সম্বল— কর্ণ। "আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ"— ইহাই বেদান্তের বিশেষ উপদেশ। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, একদণ্ড-সন্ন্যাস অযৌক্তিক ও অসম্ভব। ষোলনাম বত্রিশঅক্ষর মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় ও জপ্য প্রভৃতি।" ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীলালমোহন ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রচার-সাফল্য কামনা করেন।

শ্রীসেতুবন্ধ-রামেশ্বরাদি পরিক্রমা ও ঊর্জ্জব্রত

৯ই কার্ত্তিক ১৩৫৭, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৫০— বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহারাজের আনুগত্যে প্রায় ১০০ শত শ্রদ্ধালু ভক্ত শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থস্থানাদি পরিক্রমামুখে দর্শন ও শ্রীঊর্জ্জব্রত-পালনে পারমার্থিক সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯ই কার্ত্তিক, ২৬শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার— শ্রীল গুরু-পাদপদ্ম সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারী-গৃহস্থভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভড বগীতে দাক্ষিণাত্য পরিক্রমায় বহির্গত হইয়া পরদিবস অপরাহ্নে পুরী পৌঁছেন। তথা হইতে ক্রমশঃ "সিংহাচলম্", মঙ্গলগিরি, মাদ্রাজ, চিঙ্গলিপুট্, কাঞ্জিভেরাম্, চিদম্বরম্, শিয়ালী, মায়াভরম্, তিরুভেডামারুডুর, কুম্ভকোণম্, পাপনাশম্, তাঞ্জোর, "রামেশ্বরম্", ধনুষ্কোডী, শ্রীবৈকুণ্ঠম্, তিরুচণ্ডুর, "কন্যাকুমারী", শুচীন্দ্রম্, তিরুবত্তর, ট্রীভেণ্ড্রাম্, ভার্কালা, শঙ্করনারায়ণকৈল, শ্রীভিল্লিপুত্তুর, মাদুরা, পাল্নী, "শ্রীরঙ্গম্", বৃদ্ধাচলম্, তিরুভেন্নামালাই, "তিরুপতি, তিরুমালাই", তিরুচাণুর, কালহস্তী প্রভৃতি দর্শন-পরিক্রমান্তে গুডুর জংসন হইয়া ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর, বুধবার যাত্রিগণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। মাসাধিককাল সাধুসঙ্গে হরিকথা ও স্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে কার্ত্তিকব্রত পালন ও বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শনের অপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ ও পরম পূজনীয় শ্রীল গুরু-মহারাজের অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণপূর্ব্বক পরিক্রমাকারী

ভক্তবৃন্দ অশ্রুবিগলিতনেত্রে বিদায়গ্রহণকালে "পরিক্রমার পুণ্য-স্মৃতিই যেন ভবিষ্যতে তাঁহাদের যাবতীয় গৃহকর্ম্মের মধ্যেও একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয় ও তাহাদ্বারাই তাঁহারা যেন ভক্তিপথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করেন"— এইরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বনগাঁর নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়ায় শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব

১০ই পৌষ ১৩৫৭, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫০, মঙ্গলবার— শ্রীল গুরু-মহারাজ ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট উদ্বাস্তুপল্লী "আনন্দপাড়া" গ্রামে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি পালনোপলক্ষে শুভ-বিজয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন; শ্রীপত্রিকার প্রচার-সম্পাদক শ্রীমন্ নারসিংহ মহারাজ, শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী, শ্রীমোহিনী মোহন রাগভূষণ প্রভৃতি দ্বাদশ-মূর্ত্তি তাঁহার অনুগমন করেন। পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে আগত শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীগৌরেন্দু দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার নব-নির্ম্মিত বাসস্থানে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি উদ্‌যাপনের নিমিত্ত ১২ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর বিশেষ উৎসবের আয়োজনপূর্ব্বক হরিকথাশ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবার ব্যবস্থা করেন। সপ্তাহব্যাপী সংকীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, শ্রীল স্বামীজী-মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে দেশবাসী প্রচুর সুকৃতি অর্জ্জন করেন। স্বামীজী প্রাণবন্ত ভাষণে সকলকে জানান,— "ভগবানের শাসন জীবের পক্ষে সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক। কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যবন বা বিধর্ম্মীর আচার-বিচার, বেশ-ভূষা, ভাব-ভঙ্গী এবং চিন্তাধারা অঙ্গীকার করিয়া মুখে 'আমি হিন্দু' বলিলেই হিন্দু হওয়া যায় না। নিজধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাবই আজিকার হিন্দু-সমাজের দুর্দ্দশার কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে ব্যক্তিত্ব হারাইতেছেন বলিয়াই আজ তাঁহাদের দুর্দ্দিন সমাগত। আমরা হিন্দু— আমরা আমাদের ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার কারণ, আমরা আমাদের ধর্ম্মটীকে কেবল মুখেই মানি, কিন্তু কার্য্যতঃ বিপরীত। আমাদের সম্মুখে যেরূপ দুর্দ্দিন আসিতেছে, তাহাতে যদি আমরা ধর্ম্ম-বিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকি, তবে তাহার ফলভোগী আমরাই হইব। প্রত্যেকের গৃহ এক একটী আশ্রম। তথায় ভগবদনুশীলনের জন্য আমরা অবস্থান করিব। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদির জন্য যে গৃহে বাস করা

হয়, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ। তামসিক দ্রব্যাদি আহারের দ্বারা জীবের চিত্ত অধিকতরভাবে ভগবদ্বৈমুখ্য লাভ করে; সুতরাং তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়। নূতন পল্লী ধর্ম্মের ভিত্তিতেই গঠিত হওয়া উচিত। ধর্ম্মই যেন আপনাদের নূতন পল্লীর মেরুদণ্ড-স্বরূপ হয়।"

শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের সদুত্তর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২য় বর্ষ (১৩৫৭), ৭ম সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীল গুরু-মহারাজের "বসিরহাটের বক্তৃতার সারাংশ"— "শ্রীশঙ্করের বিচার অত্যন্ত মোটাবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের পক্ষেই আদরণীয়; শঙ্কর-দর্শন অসার ও অযৌক্তিক, তাহা আমরা বেদান্ত সমিতিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকি"— বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া নিউযুগসেলাই, পোঃ টাটানগর (সিংভূম) এর শ্রীসত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চুঁচুড়া মঠ হইতে ১০ই মাঘ ১৩৫৭, বুধবার (২৪।১।১৯৫১) তাংএ শাস্ত্রযুক্তি-সিদ্ধান্তমূলে পত্রের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন— "বিশ্ববাসী সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে তত্ত্ব-দর্শনের সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান" করায় কোনরূপ challenge জানানো হয় নাই; ইহাতে আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ বিচার অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনাই করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের বিচারের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা রাখেন না। মিশ্র-বৈষ্ণব অভিমানী কাহারও কাহারও মধ্যে মায়াবাদের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। আমরা সন্ন্যাসী— সমাজ-সংস্কার ধর্ম্ম-সংস্কারের আনুসঙ্গিক মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শিক্ষিত সমাজকে তাঁহাদের অনধিগত ব্যাপারগুলি নিবেদন করিবার অধিকার আমাদের আছে। সত্যের প্রচার করিতে গেলে কাহারও কাহারও অন্তরে আঘাত লাগিতে পারে। আমরা কাহাকেও কোনও প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছুক নহি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচার-বিচার সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা আচার্য্য শ্রীশঙ্করের নিন্দুক নহি, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত বিচার-যুক্তির (মতবাদের) সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি।"

পঞ্চম অধ্যায়

পরিক্রমাকালে নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ-মহোৎসব

৪ঠা চৈত্র ১৩৫৭, ১৮ই মার্চ্চ ১৯৫১, রবিবার হইতে ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ, শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহ ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে কেবল বঙ্গদেশ নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভগবদ্ভক্ত ও সজ্জন-মহোদয়গণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সুব্যবস্থায় যাত্রিগণ আহার, বাসস্থানাদির চিন্তা-রহিত হইয়া অনায়াসে ও সুষ্ঠুভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দর্শন ও পরিক্রমাদির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

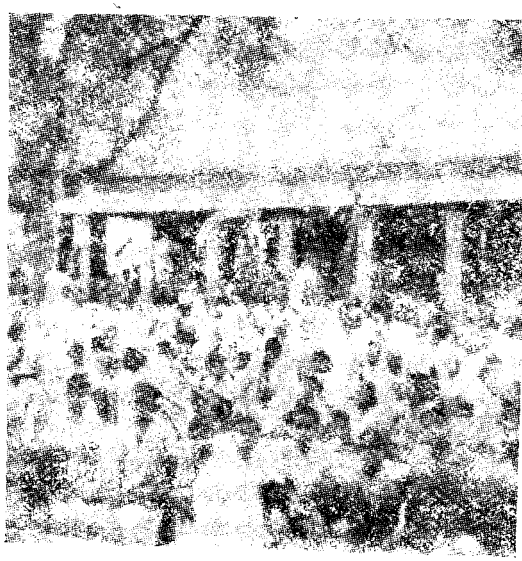

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশ-মহোৎসব

বর্ত্তমান বর্ষের পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার সমিতির সংগৃহীত বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত ভূখণ্ডের একদিকে শ্রীমন্দির, সেবকখণ্ড ও ভোগশালা নির্ম্মিত হইয়াছে ও তথায় উৎসবাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ ও শ্রীপত্রিকার সম্পাদক-মহারাজের স্কন্ধে সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া পুষ্পমাল্যাদি বিভূষিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ নবনির্ম্মিত মন্দিরে শুভবিজয় করেন। ভক্তগণ প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের ভোগারতি দর্শন করেন। নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হুগলী-জেলার শ্রীরামপুর-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরী দেবী নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের বিশাল ভূখণ্ডের সুদীর্ঘ প্রাচীর ও শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে বহু সহস্র মুদ্রা সেবানুকূল্য করিয়া শ্রীল নিয়ামক-মহারাজের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। ইঁহাদের আদর্শ সেবা-প্রচেষ্টা সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণকে সেবায় উদ্বুদ্ধ করে।

চুঁচুড়ার হরিসভায় পাঠ-বক্তৃতাদি

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকর্ত্তৃক চুঁচুড়া-সহরস্থ দেপাড়ার "ত্রিতাপশান্তি নিকেতন" হরিসভায় ১২ই চৈত্র ১৩৫৭, ২৬শে মার্চ্চ ১৯৫১, সোমবার হইতে ১৬ই চৈত্র, ৩০শে মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি-স্বামীজী-মহারাজ ভাগবত-ব্যাখ্যাকালে বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজের ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মহীন নিরীশ্বর শিক্ষাপ্রণালী ও তজ্জন্যই দেশের তথা জাতির পতনোন্মুখতার কারণ বিশ্লেষণপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রকৃত পিতামাতা হইবার জন্য অনুরোধ জানান। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী ও দর্শকবৃন্দ সভাপতি-স্বামীজী-মহারাজের সুসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তি-পূর্ণ পাঠ-বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন ও সমিতির প্রচারকার্য্যের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য কামনা করেন।

শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী প্রভুর বেষাশ্রয়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল-প্রচারকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী প্রভু বর্দ্ধমান-জেলার রূপনারায়ণপুরের নিকটবর্ত্তী সিধাবাড়ী-গ্রামস্থ শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্য পরিচালনা উপলক্ষে তথায় অবস্থিতিকালে ২৭শে বৈশাখ ১৩৫৮, ১১ই মে ১৯৫১, শুক্রবার উক্তমঠের গৃহপ্রবেশ-দিবসে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে ভেকাশ্রয় (বাবাজী বেষগ্রহণ) করেন। তিনি পূর্ব্বে হুগলী-জেলার অন্তর্গত জিরাট-বলাগড় গ্রামের বিখ্যাত মুখার্জ্জি পরিবারভুক্ত (স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি) "শ্রীত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়" নামে পরিচিত ছিলেন। বেষাশ্রয়ের পর তিনি "শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজ" নামে পরিচিত হন। ইনি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের দীক্ষিত একনিষ্ঠ সেবকগণের অন্যতম। আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া নিষ্কপটে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের ও পূর্ব্বকার "শ্রীগৌড়ীয় মঠ-মিশনের" যে-সমস্ত সেবাদি করিয়াছেন, তাহা সকলেরই আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সেবা বিশেষ অনুসরণীয়। একনিষ্ঠ গুরুসেবক শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারীর অসুস্থাবস্থায় তিনি যেরূপ যত্ন-শুশ্রূষাদির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-জগতে অতীব বিরল। আমরা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই সমিতিকে তাঁহার মুদ্রণ-যন্ত্রাদি দান-সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছি।

সাওতাল-পরগণা ও কাকদ্বীপে হরিকথা প্রচার

'পাঞ্জনীয়া'-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত ভাগবতপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনায় সমিতির পরমপূজনীয় শ্রীল সভাপতি-মহারাজ, শ্রীপত্রিকার সম্পাদক পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজ প্রমুখ অষ্টমূর্ত্তিসহ উক্ত গ্রামে শুভবিজয় করেন। ৩০শে বৈশাখ, ১৪ই মে হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে পর্য্যন্ত দিবসত্রয় পাঠ-কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রে বক্তৃতা ও পরিপ্রশ্নোত্তরমুখে প্রচুর হরিকথা আলোচিত হয়। শ্রীল নিয়ামক-মহারাজ গ্রামবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে বহুবিধ উপদেশমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ-সম্পাদক শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয়ও ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীযুত ভাগবত প্রসাদ সস্ত্রীক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত ও অনুগত। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রচারকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানিসমূহ বিদূরিত হউক, ইহাই তাঁহার একান্ত প্রচেষ্টা।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, ২১শে মে, সোমবার হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কাকদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় মঙ্গল মহারাজ ও সম্পাদক শ্রীধরণীধর পড়ুয়া মহোদয় সমাগত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য আদরযত্ন করেন। সেবাশ্রমের যুগ্ম-সম্পাদক ও সেবাইত স্বামীজী-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ও ব্রহ্মচারি-সেবকগণসহ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সভাপতি মহারাজ সভায় আসন অলংকৃত করেন এবং মাননীয় সার্কেল অফিসার শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ, এম. এ, বি. সি. এস মহোদয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সিভিল-সাপ্লাই ইন্‌স্পেক্টর শ্রীসুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঈশান চন্দ্র জানা, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র শাসমল, ডঃ শ্রীভবরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীধরণীধর পড়ুয়া প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ বক্তারূপে শ্রীপাদ রাধানাথ দাসাধিকারী বলেন,— প্রকৃত সৎ-সঙ্গের অভাবই ভগবদ্ভজনে বিমুখতার কারণ। পরিশেষে সভাপতি-মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সকলকে বিশেষভাবে অবহিত করেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত কলারচক, সরবেড়িয়া, একতারা, চাঁদনগর, ডায়মণ্ডহারবার, কাশীনগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল স্বামীজী-মহারাজ পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজ ও কতিপয় সেবকসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলারচক্, সরবেড়িয়া, একতারা, ডায়মণ্ড-হারবার, চাঁদনগর, মথুরাপুর, কাশীনগর প্রভৃতি অঞ্চলে শুভবিজয় করেন। প্রত্যেক স্থলেই ভক্তবৃন্দ সভাপতি-মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনের নিমিত্ত আগমন করেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গভীর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও সুযুক্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করেন। কয়েকটি অঞ্চলে গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে স্বামীজী মহারাজকে অভিনন্দন পত্রাদি প্রদত্ত হয়। ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি অঞ্চলে আইনজীবী ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ সভাপতি-মহারাজের বাগ্মিতাপূর্ণ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচার সম্বলিত বক্তৃতাদি শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীপ্রভাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীহৃষীকেশ

মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল, শ্রীসুশীল কুমার সর্দ্দার বি. এল, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনুকূল দাস বি. এল, প্রফেসর শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চৌরাশী-ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত
(দ্বিতীয় বার)

৩০শে আশ্বিন ১৩৫৮. ১৭ই অক্টোবর ১৯৫১. বুধবার হইতে একমাস কাল যাবৎ দ্বিতীয়বার শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন শ্রীসমিতি ২০০ শ্রদ্ধালু যাত্রিগণকে লইয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভড্ বগীতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে গয়া. কাশী, প্রয়াগতীর্থও দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। গয়াতীর্থে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম, গয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী বারাণসীধামে শ্রীবেণীমাধব, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীঅন্নপূর্ণা, দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকার ঘাট এবং প্রয়াগতীর্থে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, ত্রিবেণী সঙ্গম, শ্রীবিন্দুমাধব, শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী দশাশ্বমেধ ঘাট দর্শনপূর্ব্বক শ্রীমথুরাধামে উপস্থিত হন।

তাঁহারা মথুরাস্থ হেলনগঞ্জ বড় ধর্মশালা হইতে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে দ্বাদশ-বনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার শুভারম্ভ করেন। যমুনার পূর্ব্বতীরস্থ (১) বৃন্দাবন (২) মধুবন. (৩) তালবন, (৪) কুমুদবন. (৫) বহুলাবন. (৬) কাম্যবন, (৭ খদিরবন. ও পশ্চিম তীরস্থ (৮) ভদ্রবন, (৯) ভাণ্ডীরবন. (১০) বেলবন. (১১) লৌহবন ও (১২) মহাবন দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়। শ্রীবেদান্ত সমিতি পরিচালিত ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার ৮ প্রকার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন। পরিক্রমা-কালে যাত্রিগণকে আহার-বাসস্থানাদি-চিন্তায় যাহাতে বিব্রত হইতে না হয় তজ্জন্য সমিতি ঐরূপ বিবিধ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনে অন্নকূট মহোৎসব বিরাট্ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীগিরিরাজ. শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ডাদি পরিক্রমা করা হয়। যাত্রিগণ মাসাধিককাল পরিক্রমায় বন ভ্রমণকালে শিবিরাদিতে অবস্থানপূর্ব্বক নিয়মিতভাবে শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ও হরিকথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন এবং শ্রীদামোদর ব্রত সমাপনান্তে স্ব-স্ব দেশে ফিরিয়া যান।

"শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ"-গ্রন্থ সংগ্রহ ও শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ

১লা ফাল্গুন ১৩৫৮, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২, বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীব্যাসপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রকট-বাসরে তাঁহার সম্বন্ধে যে-সকল বক্তৃতা-অভিনন্দনাদি পঠিত হয় তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।—"যাহারা ত্রিদণ্ডিস্বামী, তাঁহারা নিজ-নিজ জন্ম-দিবসে শ্রীগুরু-পূজা করিবেন। ঐ পূজার প্রথমদিবসে পূজাপঞ্চক "শ্রীব্যাস-পূজা-পদ্ধতিঃ" অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে। ব্যাসপূজা, গুরুপূজা, আচার্য্য পূজা প্রভৃতি এক তত্ত্বেরই পূজা 'কৃষ্ণপঞ্চক' শব্দের অর্থ পাঁচ প্রকার কৃষ্ণের পূজা বুঝায় না; তাঁহার পঞ্চ প্রকার প্রকাশ বা বিলাসকেই লক্ষ্য করে।

আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের ব্যাসপূজা প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে, উহা পূজার ভাণ মাত্র। ভারতে বৈয়াসকি সম্প্রদায়ই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীব্যাসের প্রতি বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের অনাদর লক্ষ্য করা যাইতেছে, ইহা খুব দুঃখের বিষয়। তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিশেষ আগ্রহ সহকারে চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীমঠে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন করিয়াছেন।"

শ্রীল সরস্বতীপ্রভুপাদ পুরীর 'গোবর্দ্ধন মঠ' হইতে "ব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। শ্রীল গুরু মহারাজও পুষ্করের 'ব্রহ্ম মঠে' ও গোমতি-দ্বারকার 'সারদা মঠে' উক্ত পদ্ধতি-গ্রন্থের সন্ধান লইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংশোধিত-পরিবর্দ্ধিত "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" শ্রীপত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ

২২শে ফাল্গুন ১৩৫৮, ৬ই মার্চ্চ, ১৯৫২, বৃহস্পতিবার হইতে ২৮শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলপ্রচার-কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজক-আচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীপত্রিকার প্রচার সম্পাদক শ্রীগৌরনারায়ণ

বামাদক হইতে :—শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমহারাজাধিরাজ রামন মহারাজ ও শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ ত্রিবিক্রম মহারাজ

ভক্তবান্ধব ত্রিদণ্ডি যতিবেশ গ্রহণ করেন। তাঁহারা যথাক্রমে——ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ নামে সর্ব্বজন সমক্ষে অভিহিত হন।

"এইরূপ সন্ন্যাসের নামকরণ অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বিশেষণ 'ভক্তিবেদান্ত' অভূতপূর্ব্ব। উক্ত সমিতির সভাপতি-মহারাজ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যকার-শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের অভিন্ন-স্বরূপে গৌড়ীয়-বেদান্ত-ধারা পৃথিবীতে প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। "গৌড়ীয়-বেদান্তই ভক্তি-বেদান্ত"; ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেই ইহার তাৎপর্য্য প্রতিষ্ঠিত। নির্ম্মৎসর সারগ্রাহী অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ইহাতে পরম গম্ভীর রহস্যই অবগত হইয়া থাকেন।"

ফাল্গুনী-পূর্ণিমাদিবসে ভক্তগণ প্রাতঃকাল হইতেই উপবাসমুখে সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীগৌরজয়ন্তী-তিথিবরার আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। অপরাহ্নে সন্ন্যাস--গ্রহণোপলক্ষে বৈষ্ণব-স্মৃতি সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে যজ্ঞ-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সঙ্কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইলে সর্ব্বজনসমক্ষে উক্ত সেবকত্রয় ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল কেশব মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্র ও অষ্টোত্তরশত-নামের অন্তর্গত ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডি-যতিবেশ ধারণ করেন। পরে তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুমোদনক্রমে সন্ন্যাস-আশ্রমোচিত ভিক্ষাবিধানে বহির্গত হইয়া উক্ত আশ্রমের মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। সন্ধ্যায় উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদত্রয় ধর্ম্মসভায় অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ বক্তৃতাদ্বারা গভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

আসাম-প্রদেশের বিভিন্নস্থানে প্রচার

১৩ই বৈশাখ ১৩৫৯, ২০।৪।৫২, রবিবার—শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহারাজ আসাম-প্রদেশের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ৭।৬।৫২, শনিবার নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত সমিতির প্রসিদ্ধ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজ (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক), শ্রীমদ্দামোদর মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ (কার্য্যাধ্যক্ষ), শ্রীমদ্ বামন মহারাজ (প্রকাশক), শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ (প্রচার-সম্পাদক), শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীসুদামসখ ব্রহ্মচারী, শ্রীধীরকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করেন।

সর্ব্বপ্রথমে ৯ই বৈশাখ গোলকগঞ্জে শ্রীমতী সুচিত্রাবালা দেবীর গৃহে, পরে ধুবুড়ী-সহরস্থ স্বধামগত পূজ্যপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর ভজনকুটীরে (বাস-ভবনে) অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীল গুরুমহারাজ প্রবলভাবে প্রচার করেন। ডঃ শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীফণীন্দ্রনাথ সান্যালের বাস-ভবনে, পরে দেওয়ান বাহাদুর মাননীয় শ্রীজে. এন নিয়োগী মহাশয়ের আগ্রহে অভয়-পুরীর বিজনী-রাজভবনে হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরলোকগত শ্রীল-নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে 'আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী'র পক্ষে শ্রীযুত কালাচাঁদ দাস প্রভৃতি সভ্যগণের আগ্রহে প্রচারকগণ ভাটীপাড়া-গ্রামে উপস্থিত হন। বঙ্গাইগাঁও হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীবিনন্দচন্দ্র পাঠক মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানীয় গান্ধী-ময়দানে বিরাট্ সভায় বক্তৃতাদি হয়। তথা হইতে শ্রীযাদবেন্দ্র দাস ও শ্রীপ্রেমানন্দ দাসের আহ্বানে শ্রীচৈতন্যমত-বিরোধী সম্প্রদায়ের হিতসাধনের নিমিত্ত মলিগাঁও-গ্রামে বিশেষভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার ৪০।৪০টী শাস্ত্রীয় শ্লোক শ্রীমদ্ বামন মহারাজের নোট্‌বুক হইতে সভায় পড়িয়া শুনানো হয়। শ্রীধরণীকান্ত নাথ ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস মহোদয়ের বিশেষ যত্নাগ্রহে বাঁশবাড়ী-গ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য অপসম্প্রদায়ের পার্থক্য লইয়া শ্রীল গুরুমহারাজ দার্শনিক বক্তৃতা করেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রচারকগণ আসামের প্রধানসহর গৌহাটীতে পদার্পণ করেন। সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। গৌহাটী-প্রচার প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীগৌরী-শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (আসাম রেলওয়ের ডিভিসানাল মেডিক্যাল অফিসার), শ্রীএম. সলই (গৌহাটী কলেজের অধ্যাপক), ডঃ জি. কে. ঘোষ মহোদয়-গণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাদি দর্শন

৩রা আষাঢ় ১৩৫৯, ১৭।৩।৫২, মঙ্গলবার—শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে হাওড়া হইতে রিজার্ভড্ বগীতে যাত্রা করিয়া যাত্রিগণ পরদিবস বালেশ্বর ষ্টেশন হইয়া রেমুণা উপস্থিত হন। ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথ দর্শন শেষে ট্রেনে ভুবনেশ্বরে পৌঁছিয়া দর্শনাদি সমাপন করেন। ২০।৩।৫২ তাং এ তাঁহারা পুরীধামে পৌঁছিয়া ৪।৭।৫২ পর্য্যন্ত অবস্থানপূর্ব্বক আলালনাথ, সাক্ষীগোপালাদি দর্শন-পরিক্রমা করেন। পুরীধামে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসবে এবৎসর সভাপতি মহারাজ স্থানীয় শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে আহূত বিরাট্ সভায় এক মনোজ্ঞ দার্শনিক বক্তৃতা করেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণে সকলেই পরমকল্যাণ লাভ করেন। শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন, শ্রীরথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী ও পুনর্যাত্রাদি অনুষ্ঠান—কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতা-সহযোগে পালিত হয়। যাত্রিগণ প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথাদি দর্শন ও শ্রবণ কীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া পরমানন্দিত হন। যাত্রিগণ ৫।৭।৫২ তাংএ হাওড়ায় পৌঁছিয়া স্ব-স্ব-দেশে ফিরিয়া যান।

চুঁচুড়া মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত-পালন ও শ্রীনন্দোৎসব

২৮শে শ্রাবণ ১৩৫৯, ১৩ই আগষ্ট ১৯৫২, বুধবার সমিতির প্রচার-কেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত পালিত হয়। মঠাশ্রিত ত্যাগী ও গৃহীভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময় রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে ব্রত উদ্‌যাপন করেন। ঊষঃকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে পারায়ণ আরম্ভ হইয়া পরদিবস সূর্য্যোদয়কালে সমাপ্ত হয়। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বিশেষভাবে পঠিত হয় ও ভোগরাগ অর্চ্চন-পূজাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির আচার্য্য-সভাপতি মহারাজ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন।—

"'জন্ম' ও 'আবির্ভাব'— দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'আবির্ভাব'-শব্দটি গৌরবময়; 'জন্ম' শব্দটি—মাধুর্য্যপূর্ণ। আমাদের সহিত কৃষ্ণেরই সম্বন্ধ। 'বাসুদেব' বলিলে আমরা 'নন্দতনুজ' শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝি, বসুদেবের তনুজ নহেন। তজ্জন্য বাসুদেবের আবির্ভাব, জন্ম নহে। বাসুদেবের নাড়ীচ্ছেদাদি জাতকর্ম্ম হয় নাই, কিন্তু কৃষ্ণ যশোমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণের এই জন্মলীলারই উপাসক— 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।' জন্ম ও আবির্ভাবের মাধুর্য্যময় পার্থক্য কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণই অনুধাবন করিতে সমর্থ; কার্ষ্ণগণের নিকট আমাদের শ্রীরূপানুগত্যই প্রার্থনীয়।"

কেদারনাথাদিসহ শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল গুরু-মহারাজের আনুগত্যে ১৯শে ভাদ্র ১৩৫৯, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫২, বৃহস্পতিবার— একশত যাত্রি শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমামুখে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, শ্রীনগর, কেদারনাথ,

তুঙ্গনাথ প্রভৃতি ৬৭টী তীর্থস্থান দর্শনমানসে হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮॥টায় ডুন এক্সপ্রেসে সমিতির Reserved Bogie তে যাত্রা করেন। তাঁহারা মাসাধিককাল যাবৎ হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, ব্যাসঘাট, দেবপ্রয়াগ, কীর্ত্তিনগর, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, চন্দ্রপুরী, গুপ্তকাশী, উখীমঠ, মৈখণ্ডা, রামপুর, ত্রিযোগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাট গণেশ, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, গরুড়গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, যোশীমঠ, পঞ্চবদ্রী, পঞ্চশিলা, বিষ্ণু-প্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী, শ্রীবদ্রীনারায়ণ, তপ্তকুণ্ড, বসুধারা, চামেলী, নন্দপ্রয়াগ, আদিবদ্রী প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন করেন।

হিমালয়-পর্ব্বতের দুর্গম পথে শিবিকা-বাহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া নগরসঙ্কীর্ত্তনযোগে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ অগ্রসর হইতেন। এতদ্দেশে এত বড় পরিক্রমা পার্টী কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। সকলেই পরিক্রমা-সঙ্ঘের সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেখিয়া একবাক্যে তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। পরিক্রমায় ইচ্ছুক যাত্রিগণকে পূর্ব্বেই জানানো হইয়াছিল, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়মাসে হিমালয়-পর্বতের তীর্থস্থান-সমূহ ভ্রমণে অত্যধিক কষ্টভোগ করিতে হয়; কিন্তু ভাদ্রমাসে অর্থাৎ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই শ্রীবদ্রীনাথ, তুঙ্গনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি দর্শনের সর্ব্বোত্তম সময় ও নিরাপদ যাত্রা। শ্রীবদ্রীনারায়ণের পাণ্ডাজী শ্রীধীরেন ভট্ট মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারেই পরিক্রমার সময় ও Route নির্ব্বাচিত হয়।

শ্রীবদ্রীনারায়ণ পরিক্রমাকালে অধিকাংশ স্থানে "বাবা কালীকমলীওয়ালা ধর্ম্মশালায়" অবস্থান ও বিশ্রাম করা হয়। অধিকাংশ দর্শনীয় স্থানই অলকনন্দা-তটে অবস্থিত। পরিক্রমাকালে Bombay Film Co পরিক্রমা সঙ্ঘের শোভাযাত্রার বহু আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীত্রিপুরারি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ৮ জন কেদার-বদ্রীর পথ ভ্রমণ করিতেছিলেন। মণ্ডল চটীতে তাঁহারা এবং সৌরাষ্ট্র সরকারের ফিনান্স্ মিনিষ্টার শ্রীজি. বি. কোটাক্ও পরিক্রমা-সঙ্ঘের সুব্যবস্থায় বিশেষ প্রীত হন ও বহু আলোকচিত্র লইয়াছেন। হরিদ্বারের সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা ধর্ম্মশালায় অবস্থানকালে চুঁচুড়ার দেওয়ানী আদালতের উকিল শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিতও সাক্ষাৎ হয়। তিনিও পরিক্রমা-সঙ্ঘের সুবন্দোবস্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিক্রমাকালে শ্রীমন্ নারসিংহ মহারাজ যাত্রিগণের

তীর্থদর্শনাদি ব্যাপারে, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু তহবিল-সংরক্ষণে, শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ নিত্য সেবাপূজার দ্রব্যাদি-সংগ্রহে, প্রমদ্ বামন মহারাজ আলোক-সজ্জায় এবং শ্রীসুদামসখ ব্রহ্মচারী যাত্রিগণের প্রসাদাদির ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

সুদীর্ঘ দেড়মাসকাল যাত্রিগণ হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীবদ্রীনারায়ণ প্রভৃতির মহিমা-মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শেষে ৮।১০।৫২ তাংএ হাওড়া হইতে স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হিমালয়ের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্য্যের কথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।

চুঁচুড়া-সহরের চৌমাথাদিতে পাঠ-বক্তৃতা

চুঁচুড়া মঠের শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবান্তে ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৫৯, ১৬।১১।৫২ তাংএ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চৌমাথাস্থ নগেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহামায়া সাধু ও জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহাদের গৃহে পদার্পণপূর্ব্বক হরিকথা আলোচনামুখে বহু উপদেশ প্রদান করেন। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর, বুধবার—শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সাধু এম. এস-সি মহোদয়ের চৌমাথাস্থ বাসভবনে পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩, বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় চুঁচুড়া শীলগলিস্থ "আদি হরিসভার" বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতার দ্বারা তত্ত্ববিষয়ক বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেন। শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পর ২৬শে ফাল্গুন ১৩৫৯, ১০ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীল আচার্য্যপাদ দেপাড়াস্থ "ত্রিতাপ শান্তি নিকেতন" হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য আলোচনা করেন। দেবতা হইতে বৈষ্ণবগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণু হইতেও বৈষ্ণবের আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালন

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য ও শ্রীপুরুষোত্তম-মাসকৃত্য সম্বন্ধে দুইটী পৃথক্ প্রবন্ধ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠা এবং উক্ত বর্ষের ৫ম সংখ্যা, ১৬৯ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই এই পুরুষোত্তম-ব্রত কার্ত্তিক-ব্রতের ন্যায়

পালনের উপদেশ দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, স্মার্ত্ত পঞ্জিকাকারগণ এবিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন।

উক্ত প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয়ে "স্মার্ত্ত ও পরমার্থভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ, স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিধি-বিধান—কর্ম্মপর, অধিবাস সৎকর্ম্মহীন—ইহার নামান্তর মলমাস, পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরিভজনোপযোগী, অধিমাসের ইতিহাস-মাহাত্ম্য ও ইহার 'পুরুষোত্তম' আখ্যাপ্রাপ্তি, মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ইতিহাস বর্ণন, ব্রত-সম্বন্ধে বাল্মীকি-কথিত দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত, শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নানবিধি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসকৃত্য, ব্রতকালে অকরণীয় ও করণীয়, স্বনিষ্ঠ-পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থীর কৃত্য, একান্তিদিগের স্বাভাবিক রুচি ও করণীয়, কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয়; হবিষ্যান্ন কাহাকে বলে, পরিত্যাজ্য বস্তু ও আচরণ, আমিষ কাহাকে বলে, বর্জ্জনীয় বিশেষ দ্রব্যাদি, পুরুষোত্তম-কার্ত্তিকাদিমাসে একই কৃত্য ও ত্রিবিধ ব্রত, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও ব্রত-পালনের ফল, দীপদান ও তাহার ফল, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী-অষ্টমী-নবমী-তিথিতে বিশেষ ক্রিয়া-প্রকরণ, অর্ঘ্য-মন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্র, নীরাজন-ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি-মন্ত্র, ব্রতের শেষকৃত্য ও নিয়ম-ভঙ্গের বিধি" প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত 'শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা'র (শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা) অনুসরণ পূর্ব্বক অনেকেই ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে বৈশাখ, ১৩৬০ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম-ব্রত যথাশাস্ত্র পালন করিয়াছেন। শ্রীবেদান্ত সমিতি-প্রতিষ্ঠিত রূপনারায়ণপুর ষ্টেশনের নিকটস্থ সিধাবাড়ী গ্রামে শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে এবার শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত যথাশাস্ত্র কীর্ত্তনমুখে পালিত হয়। ব্রত-পালনকালে সমিতির আশ্রিত বিহার-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের গৃহস্থ-ভক্ত-গণ সপরিবারে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

হুগলী-জেলার বিভিন্নস্থানে সনাতনধর্ম্ম-প্রচার

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, ২রা জুন ১৯৫৩—শ্রীল গুরুপাদপদ্ম হুগলী-জেলার অন্তর্গত বৈঁচিগ্রাম-নিবাসী শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমন্ নারসিংহ মহারাজ, প্রচার-সম্পাদক শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমৎ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ আরও কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীসহ তথায় গিয়াছিলেন।

সভাপতি-মহারাজ তথায় ৫ দিন অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদিদ্বারা শ্রদ্ধালু গ্রামবাসিগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

"বিশ্বভারতীর" ভাইস-প্রিন্সিপাল ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম. এ. (Ex-Lecturer, School of Oriental Studies, London) মহোদয় আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক ২ঘণ্টাকাল শঙ্কর-বেদান্ত বা মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীল গুরু-মহারাজ মায়াবাদের অসারতা প্রদর্শনমুখে শঙ্করাচার্য্য-প্রতিপাদিত মুক্তির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক 'আচার্য্য শঙ্কর নিজেও তাঁহার কথিত মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই' প্রমাণিত হইলে মাননীয় অধ্যক্ষ-মহাশয় বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ৭ই জুন, ১৯৫৩—শ্রীল আচার্য্যদেব পাণ্ডুয়া-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মটুকপুর গ্রাম—নিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের গৃহে পৌঁছেন। এখানে ৬ দিন যাবৎ পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ও পাণ্ডুয়ার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রীল গুরু-মহারাজের বিচার-গাম্ভীর্য্য ও সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিশেষ আকৃষ্ট হন। শ্রীশিবসুন্দরপাল ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের উদ্যোগে ক্ষীরকুণ্ডী গ্রামের বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ২ দিন পাঠ-বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাশেষে অপর স্বামীজীদ্বয় প্রত্যহ ছায়াচিত্র প্রদর্শনমুখে ভাষণদান করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বর্ত্তমান-যুগে সংস্কৃত-শিক্ষার দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি একটী সংস্কৃত টোল পরিচালার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা মহানগরীর উত্তরাঞ্চলে শ্রীবেদান্ত সমিতির আদিপীঠস্থান—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, বাগবাজারে উক্ত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল। তথা হইতে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ ও কাব্যের ২।৩ জন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিপুল উৎসাহের সহিত ৪ঠা আশ্বিন ১৩৬০, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩, সোমবার দিন কীর্ত্তনমুখে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অসংস্কৃত মনুষ্যের যে প্রকার বৈদিক জ্ঞানের অধিকার নাই, অসংস্কৃত ভাষারও সেইপ্রকার কোন অধিকার নাই। ভগবদুপাসনার ভাষা—

দীক্ষা, মন্ত্র, মহামন্ত্র প্রভৃতির ভাষা সংস্কৃতি লাভ করিয়া 'সংস্কৃত ভাষার' সঙ্গ লাভ করিয়াছে। বদ্ধজীবের নিত্য মুক্তির জন্য, অপ্রাকৃত ভাবের অভিব্যক্তির যানবাহন-স্বরূপ পরিভাষাকে সংস্কৃত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সর্ব্বজীবের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল গুরু মহারাজ বলেন— "জগদ্গুরু শ্রীল জীব গোস্বামী ভূপ্র বালশিক্ষার উন্মেষণার্থ যে অপ্রাকৃত ব্যাকরণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার নাম শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ। শ্রীল গোস্বামিপাদের স্মৃতি সর্ব্বজীব-হৃদয়ে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত ব্যাকরণ বলেন— "নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ" অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই সকল বর্ণক্রমের উৎপত্তি। শব্দের বর্ণ ও জীবের বর্ণে কোন পার্থক্য নাই। এইজন্য নামবাদী বা স্ফোটবাদী শব্দ হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি নিরূপণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ সারস্বত ধারা অস্পৃশ্য নিম্নকুলোদ্ভূত যে কোন ব্যক্তিকে সংস্কৃত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত সেবার অধিকার দান করিয়াছেন।

"প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় শ্রীল জীব গোস্বামীর চরণে অপরাধী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘোর শত্রু। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী"র প্রচার-প্রসারের দ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়া কুলোদ্ভূত বর্ণ-বহির্ভূত দানবীয় বিচার বিদূরিত করিবেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই উক্ত চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থীরূপে নবরত্নের সমাবেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে; ইহারাই ভবিষ্যতে নবধা ভক্তির প্রকৃত প্রচারকরূপে প্রকাশিত হইবেন।"

শ্রীঅবন্তিকা ও নাসিক পরিক্রমা

শ্রীবেদান্ত সমিতির সভাপতি-মহারাজ কার্ত্তিক-ব্রতোপলক্ষে ৩রা কার্ত্তিক ১৩৬০, ২০শে অক্টোবর ১৯৫৩, মঙ্গলবার— হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীঅবন্তিকা (উজ্জয়িনী) ও নাসিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ পরিক্রমা ও দর্শনোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহারা শ্রীকুর্ম্মম্, কভূর (বিদ্যানগর), পাণ্ডারপুর, কোলাপুর, মুম্বাদেবী, নাসিকরোড্, উজ্জয়িন্ (অবন্তিকা), ডাকোর, নাথদ্বার, পুষ্কর, করৌলী, বৃন্দাবন, চিত্রকূট, এলাহাবাদ (প্রয়াগ) হইয়া ৩৮ দিনের পর ২৬শে নভেম্বর হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী হইতে যাত্রা করিয়া যে-সকল স্থান দর্শন করিয়াছেন, সেইসকল স্থানের অধিকাংশই যাত্রিগণ এবার পরিক্রমা ও দর্শনের সুযোগ

পাইয়াছেন। কূর্ম্মক্ষেত্র, কভুর, পাণ্ডারপুর, কোলাপুর, নাসিক, মুম্বাই, ত্র্যম্বক প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জেজুরী, পুণা, আলন্দি প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শুভবিজয় করেন নাই, কিন্তু পরলোকগত দীনেশ সেন-প্রকাশিত "গোবিন্দ দাসের কড়চায়" ঐগুলির উল্লেখ থাকিলেও শ্রীসমিতি উহার প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই।

হুগলী-শ্রীরামপুরের বিভিন্নস্থানে সনাতনধর্ম্ম প্রচার :—

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৬০, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৩, মঙ্গলবার— সমিতির সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার কৃপাপাত্র শ্রীরামপুর—নিবাসী শ্রীহরিপদদাস অধিকারী মহাশয়ের সকাতর প্রার্থনায় তাঁহার নিজস্ব বাসভবনে শুভবিজয় করেন। শ্রীপত্রিকার সম্পাদক, প্রচার-সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি চারমূর্ত্তি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও চারজন ব্রহ্মচারীও তাঁহার অনুগমন করেন। শ্রীল গুরুমহারাজ পক্ষাধিককাল উক্ত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সহরের বিভিন্নকেন্দ্রে শ্রীমদ্ভাগবত—পাঠমুখে প্রচুরভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় সজ্জন-বৃন্দ একবাক্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিনব দার্শনিক বিচার ও অকাট্যযুক্তি শ্রবণ করিয়া ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হন। তাঁহার অতিমর্ত্ত্য বাণীর স্পন্দন লাভ করিয়া শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হন। প্রচারকালে শ্রীরামপুর 'ধর্ম্মসভার' সুযোগ্য সম্পাদক মাননীয় শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন ও সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

২৯শে অগ্রহায়ণ ও ১লা পৌষ মঙ্গল-বুধবার—শ্রীহরিপদ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে; ২রা ও ৩রা পৌষ, বৃহস্পতি-শুক্রবার শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের আগ্রহে শ্রীপাঁচুবাবুর গোলায়; ৪ঠা ও ৫ই পৌষ, শনি-রবিবার 'ধর্ম্মসভা' ও 'টাউনহলে'; ৬ই ও ৭ই পৌষ, সোম-মঙ্গলবার শ্রীরামপুর আদালতের প্রবীণ উকিল শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে এবং ৮ই ও ৯ই পৌষ, বুধ-বৃহস্পতিবার চাতরা শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে (জোড়ামন্দির) ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীগীতা-জয়ন্তী উৎসব

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ "ধর্ম্মসভার" উদ্যোগে ৪ঠা পৌষ ১৩৬০, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৩, শনিবার—বল্লভপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে বার্ষিক শ্রীগীতা-জয়ন্তী উৎসবের বিরাট্ অনুষ্ঠান হয়। সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থা-আহ্বান-অনুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহোদয় প্রধান-অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরু-মহারাজ সভায় শ্রীগীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অভিনব বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "গীতার শিক্ষাগুলি প্রকৃত-প্রস্তাবে অর্জ্জুনের জন্য উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু ইহা মুক্তিকামী সমস্ত জীবগণকেই উদ্দেশ করে।"

শ্রীরামপুর টাউন হলে বক্তৃতা

৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর রবিবার—অপরাহ্নে "রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হলে" এক বিরাট্ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব "বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান" সম্বন্ধে ১॥ ঘণ্টাকাল যাবৎ সুদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী বিচারমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন—"রাজনৈতিক সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ঋষিনীতি অবলম্বিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। হুসেন শাহ বাদশাহের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হইয়া মনুষ্যগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রশ্ন করিয়া উত্তর লাভ করিয়াছিলেন, উক্ত শিক্ষাই বাংলার বুদ্ধিমান্ জাতির সকল সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। ঋষিনীতি অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ঔদাসীন্য পরিহার করা প্রয়োজন।"

২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর-জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হরিকথার বন্যা

২০শে পৌষ ১৩৬০, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৪ হইতে ২৪শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়ার অশোক-নগর কলোনীর ওয়েলফেয়ার অফিসের সম্মুখে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠমুখে "বৈষ্ণবদর্শন" ও অন্যান্য দর্শন-পঞ্চকের তুলনামূলক এবং চার্ব্বাক্-নীতি ও রাশিয়ার বলশেভিক্-নীতির বিশদ আলোচনা করেন। ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর-জেলার মহিষাদল রাজ কলেজে শ্রীল আচার্য্যদেব "ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা", ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী—মহিষাদল রথতলায় "সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের অর্থ—সকল ধর্ম্মই এক নহে", ২৬শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী—গেঁওখালির নিকটবর্ত্তী নাটশাল—গ্রামনিবাসী শ্রীঅনন্ত কুমার দাসের দেবালয়ের নাট্যমন্দিরে "সনাতন ধর্ম্ম", ২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী—মহিষাদলের অন্তর্গত দক্ষিণ কাশীনগর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে "ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা", ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী—কল্যাণ-পুর-গ্রামনিবাসী শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী ও শ্রীবিনোদবিহারী ভূঞা মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, ৩০শে মাঘ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—এড়াশাল-গ্রামস্থ শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং ২রা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা করেন। ৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—মঙ্গলামাড়োর নিকটবর্ত্তী গোলআড়া গ্রামে এবং তৎপরদিবস স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে "শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। সভাপতি শ্রীযোগেশচন্দ্র মহাপাত্র বি. এ. বি. এল. বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বক্তৃতা শ্রবণে অতীব আনন্দিত হন।

প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলেন—"কলিজীব—পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট পথে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গলকর ব্যবস্থা; মৎস্য-মাংসভোজী অপ-সম্প্রদায়-প্রচারিত নানামত কখনই সনাতন ধর্ম্ম নহে। বৈষ্ণবগণই চারি-বর্ণের গুরু; বৈষ্ণব জাতি-সূচক অভিমানে কেহ কখনই সেই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন না। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বতোভাবে সদাচার-পালন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি সংরক্ষণে অবশ্যই যত্নবান্ হইবেন।" সরবেড়িয়া, ঢেঁড়া, একতারা, নাইকুণ্ডী, মলুবসান, পিছলদা, গোলআড়া, মঙ্গলামাড়ো প্রভৃতি স্থানে সুদীর্ঘ প্রচার-

সময়ের মাঝে মাঝে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজদ্বয় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-রামলীলা প্রদর্শনমুখে ভাষণাদি দান করেন।

চুঁচুড়ার সংস্কৃত মহাসম্মেলনে বক্তৃতা

২৩শে মাঘ ১৩৬০, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪, শনিবার— চুঁচুড়া-সহরস্থ সংস্কৃত মহাসম্মেলনের বিশেষ আহ্বানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে দ্বিতীয়-বার্ষিক অধিবেশনের তৃতীয় সভায় উপস্থিত হন। হুগলী-চুঁচুড়া-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীঅবনী নাথ নন্দী মহোদয় ঐ সভার উদ্বোধন করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সংস্কৃত পরিষদের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীসতীনাথ বিদ্যাভূষণ পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের মঙ্গলাচরণের পর পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাব ও পূর্ব্ব-ব্যবস্থানুসারে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহারাজ "হিন্দুধর্ম্ম ও বৈষ্ণবদর্শন" সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত-শিক্ষার বহুল প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সংস্কৃত মহাসম্মেলনের ন্যায় শিক্ষা-প্রচার-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বত্রই গড়িয়া উঠার আবশ্যকতায় নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন,— বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি কোনশাস্ত্রে 'হিন্দু' শব্দটীর উল্লেখ দেখা যায় না; ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও কিছু উপলব্ধ হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে 'হিন্দু' শব্দের প্রচুর প্রচলন-দ্বারা সনাতন ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিলে সনাতন ধর্ম্মকেই বুঝায় এবং বৈষ্ণবধর্ম্মই এই সনাতন ধর্ম্ম ইত্যাদি।

স্বামীজী-মহারাজের বক্তৃতার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ ও ডক্টর শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ, পি-এইচ. ডি বক্তৃতা করেন। সভার কার্য্য সমাপনান্তে হুগলী-কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী এম. এ, কাব্যতীর্থ-বিরচিত "সম্ভবামি যুগে যুগে" সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইবার আয়োজন হইলে স্বামীজী-মহারাজ ভক্তগণসহ চুঁচুড়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মেদিনীপুরের বিষ্ণুপুর-কামারপোতায় শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

৮ই ফাল্গুন ১৩৬০, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪, শনিবার—কামারপোতা বিষ্ণুপুর-নিবাসী শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল আচার্য্যদেব স্বীয় জন্মদিবসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদ-সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংশোধিত "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" গ্রন্থানুসারে পূজা-পঞ্চক-সহ মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করেন। তাঁহার অনুগত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণও তৎপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার— ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সমিতির সেবকবৃন্দ ও সমবেত ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির শ্রীচরণকমলে শ্রদ্ধা-পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। অদ্যকার সভায় সন্ন্যাসি-গণের বক্তৃতান্তে শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী ও অপ্রাকৃত শিক্ষা আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়ভার উক্ত দাসাধিকারী প্রভু বহন করিয়া সমিতির বিশেষ স্নেহভাজন হন।

আসাম প্রদেশে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার

শ্রীবেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব ৩১শে বৈশাখ ১৩৬১, ১৪ই মে ১৯৫৪, শুক্রবার—শ্রীমন্নারসিংহ মহারাজাদি ১০ মূর্ত্তি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীসহ চুঁচুড়া মঠ হইতে আসাম অভিমুখে শুভবিজয় করেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে, রবিবার সভাপতি-মহারাজ গোলকগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীসনৎকুমার ভক্তি-শাস্ত্রী ভাগবতভূষণ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীদিব্যজ্ঞান দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনে লইয়া যান। ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানকালে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তি, রেল ও সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার নিকট বিবিধ পরিপ্রশ্নদ্বারা সংশয় ছেদন করিতেন। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ—জগমোহন বিদ্যাপীঠে (উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়) ও ৫ই জ্যৈষ্ঠ টোকরনিবাসী শ্রীচিন্তা-হরণ রায় মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতা করেন। ৭ই জ্যৈষ্ঠ তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দাসের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ৮ই জ্যৈষ্ঠ ধুবড়ী-সহরস্থ সতীর্থ গোলোকগত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর প্রপন্নাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক ৯ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ দিন যাবৎ ধারাবাহিক-

ভাবে স্থানীয় হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং একমাত্র ভক্তিই বেদান্ত-সূত্রকারের হার্দ্দিক অভিপ্রায়, ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ-যুক্তিমূলে স্থাপিত হয়।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার— স্বামীজী মহারাজ কাছারীর হাটে ৩ দিবস, খ্যাকশিয়ালীতে ১ দিন পাঠ-বক্তৃতার পর, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ গৌরীপুরের রাজকুমার শ্রীপ্রকৃতীশ চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের সেবাযত্ন-আতিথ্যে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক প্রতাপ চন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় "তারিণীপ্রিয়া চতুষ্পাঠী" নামক সংস্কৃত টোলে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। টোলের প্রধান অধ্যাপক শ্রীষড়ানন তর্কতীর্থ ও অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীপতি তর্কশাস্ত্রীসহ বহু বিদ্যার্থী, প্রধান শিক্ষক, দেওয়ান বাহাদুর ও কর্ম্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১লা আষাঢ়, ১৬ই জুন, বুধবার হইতে ২ দিন স্বামীজী-মহারাজ শালকোচার অন্তর্গত কুমীরীগাঁও-নিবাসী শ্রীসহর সিং বর্ম্মণ মহাশয়ের বাসভবনে গমনপূর্ব্বক চাঁদডিঙ্গী-গ্রামস্থ উচ্চ-পাহাড়ের উপর আহূত সভায় "বৈষ্ণব-সদাচার ও সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৩রা আষাঢ়, ১৮ই জুন, শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে চাপরে উপস্থিত হন। স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক ও শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সুর প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় ৪ঠা আষাঢ় "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ৫ই আষাঢ় জনৈক গুরুব্রুব শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তীকে প্রকাশ্য বিচার-সভায় হাজির করানো হয় এবং তাঁহার মতবাদ অশাস্ত্রীয় ও অসাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

৬ই আষাঢ়, ২১শে জুলাই, সোমবার— স্বামীজী অভয়াপুরী রাজ ষ্টেটের মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের ব্যবস্থানুসারে তথায় উপস্থিত হন ও দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়-হলে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক বক্তৃতা করেন। মাননীয় মহারাজা বাহাদুর শ্রীল আচার্য্যপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন; তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার, আড়ম্বরহীন জীবন, সত্যপ্রিয়তা, দান-শীলতা, সরল ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরবিশ্বাস বিশেষ প্রশংসনীয়। ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুলাই, বৃহস্পতিবার— চকাপাড়ানিবাসী শ্রীবসন্ত কুমার রায় মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন; ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুলাই, শুক্রবার— বঙ্গাইগাঁওনিবাসী শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করিয়া প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীপত্রিকা প্রকাশ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৬১, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৫৪, সোমবার,— জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-দিবসে মথুরা সহরের অন্তর্গত ড্যাম্পিয়ার পার্ক ও বড় হাসপাতালের সম্মুখে প্রসিদ্ধ কংসটীলার দক্ষিণ পার্শ্বে হোলি গেট ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, বড় পোষ্ট অফিস, ষ্টেটবাস ষ্ট্যাণ্ড ও বাজার প্রভৃতির সন্নিকটে এবং মথুরা ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনের অনতিদূরে দোতলা ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত একখানি বৃহৎ হল-সমেত ৩৬টী কক্ষসম্বলিত একটী বিরাট্ অট্টালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবসে "শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন।

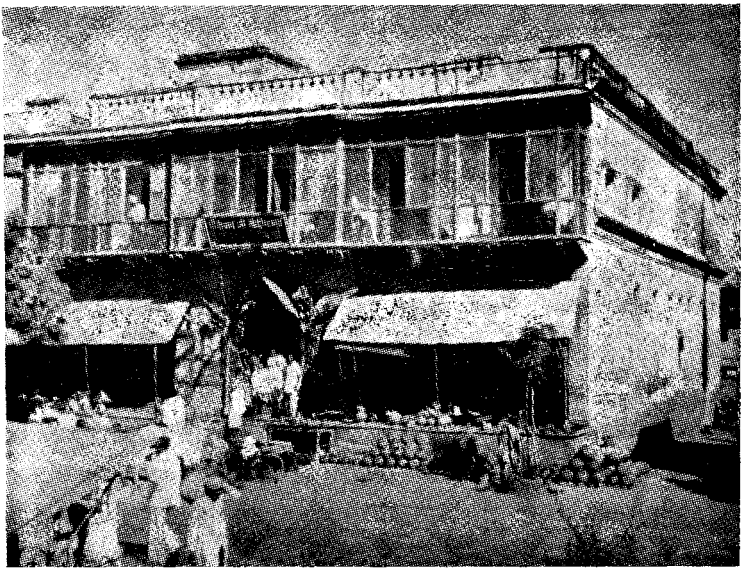

মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

এই স্থান হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সমগ্র পশ্চিম প্রদেশে ধর্ম্মের অসদাচার নিরোধ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং এখান হইতেই সমিতির পারমার্থিক

হিন্দী মাসিক মুখপত্র "শ্রীভাগবত-পত্রিকা" প্রকাশিত হন। শ্রীপত্রিকাখানির ভাব-ভাষা ও সুসিদ্ধান্তপর বিচারধারা অল্পদিন মধ্যেই তত্রস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয় হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভক্তিধর্ম্মের দার্শনিক বিচার-ধারার সর্ব্বোত্তমতা শ্রীপত্রিকা হইতে পরিজ্ঞাত হইয়া অনেকেই ইহার ভূয়সী প্রশংসায় মুখর। শ্রীসমিতি উক্ত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা পরিচালনা করিয়া এ বৎসর দেশবাসীকে পরমার্থ অনুশীলনের সুযোগ দান করেন।

পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ হাওড়া হইতে ২৯।১০।৫৫ তাংএ রিজার্ভড্ গাড়ীতে গয়া, কাশী, প্রয়াগতীর্থ দর্শনান্তে ২।১১।৫৫ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন এবং তথা হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে পাঠ-বক্তৃতাদি করিতেন। শ্রীমঠের সেবকগণ যাত্রিগণের যান-বাহন, বাসস্থান ও প্রসাদাদির সুব্যবস্থা করিতেন। এ বিষয়ে শ্রীভাগবত-পত্রিকার প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী, শ্রীসুদামসখ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৮শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর, মঙ্গলবার— শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের বিরাট্ আয়োজন হয়। শ্রীমঠের বিরাট হলটী ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ অন্নকূটের বিরাট্ আয়োজন মথুরাবাসী ইতঃ-পূর্ব্বে কখনও দর্শন করেন নাই। সমাগত ৩ সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। পরিক্রমাকালে উৎসবাদিতে বৈষ্ণবসেবায় যাঁহারা সেবানুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। ২৯।১০।১৯৫৫ হইতে ৩০।১১।১৯৫৫ পর্য্যন্ত শ্রীধাম পরিক্রমা ও দর্শনাদি শেষে যাত্রিগণ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া পুনরায় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলিত হন।

আসামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্লাবন

৩রা পৌষ ১৩৬২, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৫ হইতে ১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মাসাধিক কালের জন্য আচার্য্যদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ তদাশ্রিত ৪ মূর্ত্তি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীসহ আসামের বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন।

তিনি পূজ্যপাদ শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর প্রচারক্ষেত্রের অধিকাংশস্থানে এবার শুভবিজয় করেন।

৩রা পৌষ হইতে ১৮ই পৌষ পর্য্যন্ত গোলকগঞ্জ, বিছনদই, খানুয়ী, রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাঠ-বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে হইতে ২৯শে পৌষ ধুবড়ী, হরিসভা, শান্তিনগর, কিসমৎ হাসদহে বক্তৃতা হয়। ১লা হইতে ৬ই মাঘ পর্য্যন্ত বঙ্গাইগাঁও, ছকাপাড়া, খগরপুর, শাকোমুড়া, চলন্তা-পাড়া, অভয়পুরী প্রভৃতিস্থানে শ্রীল গুরুমহারাজ পাঠ-বক্তৃতা করেন। সাকোমুড়া গ্রামে শ্রীবীরভদ্র দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' বেদান্তসূত্রাবলম্বনে বক্তৃতা এবং পরদিবস বারোয়ারী তলার বিরাট্ সভায় "ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব শুভ পদার্পণ করেন। চলন্তাপাড়ায় শ্রীমহামহেশ্বর দাসাধিকারী প্রভুর গৃহেও পাঠ কীর্ত্তন হয়। খগরপুরে শ্রীরমাপতি দাসাধিকারীর ভবনেও "ভাগবত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই মাঘ শ্রীল সভাপতি-মহারাজ চলন্তাপাড়া হইতে যাত্রা করিয়া অভয়পুরী, বঙ্গাইগাঁও, ভাগলপুর হইয়া চুঁচুড়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠ-বক্তৃতা

২৩শে মাঘ ১৩৬২, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ হইতে ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ মাস কাল শ্রীল আচার্য্যদেব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। পাঠ-বক্তৃতার শেষে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন। ২৪শে মাঘ নাইকুণ্ডি, ২৫শে হাদিয়া, ২৭শে কল্যাণপুর, ২৯শে হরিখালি, ৩০শে মাঘ হইতে ৪ঠা ফাল্গুন নাজিরবাজার ও পূর্ব্বচক, ৫ই ঘোলপুকুর, ৬ই রেয়াপাড়া হইয়া ভেটুরিয়া, ৮ই ও ৯ই পিছলদা, ১০ই ফাল্গুন কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামে ভাগবত পাঠ, সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদ্বারা তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

বেগুণবাড়ীতে শ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কয়েকবর্ষ যাবৎ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ-সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংশোধিত "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" অনুসারে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া আসিতেছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীবাসগৃহে অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজাকালে শ্রীবাস-পণ্ডিত "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতির" উল্লেখ করিয়াছেন। তজ্জন্যই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই প্রাচীন পদ্ধতি-গ্রন্থখানি অতি যত্নের সহিত পুরী গোবর্দ্ধন মঠ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহা নিজ সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিয়া দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত পদ্ধতি গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে পূজাপঞ্চক-সমন্বিত ব্যাস-পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ও তাহার প্রচারকল্পে প্রতিবৎসর বিভিন্নস্থানে মহাসমারোহে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

মেদিনীপুর-জেলার তমলুক-কাঁথি রাস্তার নাজিরবাজারের সন্নিকটস্থ বেগুণাবাড়ী গ্রামের স্কুল-প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ সবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য দেবদেবীর পূজা অপেক্ষা শ্রীব্যাস-দেবের পূজায় জীবগণের পরম মঙ্গল লাভ হয় জানিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা প্রদর্শন করেন। মহোৎসবে প্রত্যহ ন্যূনপক্ষে ১০ সহস্র ব্যক্তি যোগদানপূর্ব্বক নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন এবং সমাপ্তিদিবসে অজস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূর্ব্বচক-নিবাসী সস্ত্রীক শ্রীগিরীশচন্দ্র দাসাধিকারী ও তাঁহার পুত্রগণের অর্থানুকূল্য ও স্থানীয় শ্রীঅতুলচন্দ্র মাইতি ও যুবক-সঙ্ঘের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় গিরীশবাবু উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হন।

দিবসত্রয় অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে শ্রীল আচার্য্যপাদের পূজা ও তচ্চরণে অঞ্জলি প্রদান, শ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ব্যাসপূজা সম্বন্ধে শ্রীল গুরুমহারাজের ভাষণ ও অপরাহ্নে তৎকর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাস-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ; ২য় দিনে বিভিন্ন ভাষায় অভিনন্দনাদি পাঠ ও শ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক বক্তৃতা; ৩য় দিনে শ্রীল আচার্য্যপাদের নির্দ্দেশে শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী-কর্ত্তৃক পূজাপঞ্চকসহ শ্রীব্যাসপূজা ও ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়।

বর্দ্ধমান-জিলার আইয়াপুরে বিরাট্ ধর্ম্মসভা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব ২৫শে ভাদ্র ১৩৬৩, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, সোমবার হইতে ২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী মহোৎসবে বর্দ্ধমান-জিলার আইয়া-

পুর-গ্রামস্থ 'শ্রীগৌরগোপাল আশ্রমে' শুভবিজয় করেন। গৌরগোপাল মন্দিরের সেবাইত শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী শ্রীললিতা সপ্তমী ও শ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে একটী ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন।

কাটোয়া হইতে আমেদপুর ছোট লাইনে রামজীবনপুর ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী আইয়াপুর গ্রাম। সভাপতি-মহারাজকে সঙ্কীর্ত্তনযোগে আশ্রমে লইয়া গেলে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তির তথায় সমাগম হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেব ম দিন "ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা", ২য় দিন "সনাতনধর্ম্ম" ও ৩য় দিবস "বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ দান করেন। শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ ভাষণের পর ২য় দিন ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন। বহুদূর হইতে নর-নারী শ্রোতৃবৃন্দ আসিয়া সভায় যোগদান করেন।

মথুরা মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পশ্চিম-ভারতীয় প্রচার-কেন্দ্র মথুরা-ধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৬২, ৩রা নভেম্বর ১৯৫৬, শনিবার—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব-দিবসে পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব তদীয় আরাধ্য শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর অর্চ্চা-বিগ্রহের সেবা-প্রকাশপূর্ব্বক তদনুগজন ও জগদ্বাসীকে সেবাসুযোগ দান করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন এতই মধুর ও কমনীয়, তাহাতে মনে হইতেছিল—আশ্রয়-বিগ্রহের অনুপম প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই যেন তাঁহারা প্রেমময় তনু প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীরস-রাস ব্রজবাসী প্রভুর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক অভিষেক ও অর্চ্চনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজাদি সন্ন্যাসী-বর্গ আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাধা করেন। শ্রীবিগ্রহ গর্ভমন্দিরে নীত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন ও একটী শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীবিনোদবিহারীজীউর শ্বেত-শৈলীমূর্ত্তির তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। শ্রীমোহিনীমোহন রাগভূষণ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন শুভানুষ্ঠানের সজীবতা রক্ষা করেন।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ হল্ ঘরটীতে শ্রীগিরিরাজের সম্মুখে লাড্ডু, কচুরী, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, খেচরান্নাদি স্তূপীকৃত করিয়া শ্রীবিগ্রহগণকে নিবেদন করা হয়। মথুরাধামস্থ কলেজের প্রফেসর, স্কুল-শিক্ষক, আইনজীবিগণ, উচ্চ-শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী এই অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে ধর্ম্মালোচনা ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে আনন্দ প্রকাশ করেন। সর্ব্বমোট তিন সহস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

স্থানীয় শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাস (ম্যানেজার), রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন পরাচাঁদ, শ্রীমলকরাজ বর্ম্মা (S.D. O., M. E. S.), পণ্ডিত শ্রীবংশীধর চতুর্ব্বেদী (সাহিত্যাচার্য্য) প্রভৃতির কায়িক বাচিক সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্হ। মেদিনীপুর-জেলার পূর্ব্বচকনিবাসী শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস অর্থানুকূল্য, কল্যাণপুর গ্রামনিবাসী শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্তা কমলা বালা দেবী শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার সেবাপূজা, বস্ত্রাভরণ, অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক দানের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। বেগমপুরের শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী প্রভুও শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি ও বৃহৎ ঘণ্টা দান করায় সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ

"ভারতীয় লোকসভায় সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ২৭শে জুলাই, ১৯৫৬ তারিখে একটী বিল (Bill) বা বিধান উপস্থিত করা হইয়াছিল। এই বিধানের উদ্দেশ্য—"সাধু সন্ন্যাসিগণের পাপাচার, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা, সমাজবিরোধী আচার ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার দ্বারা খাঁটী সাধুগণের বদনাম দূর হইবে ইত্যাদি।" সাধুগণের বিরুদ্ধে কোনও আইন পাশ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ঐ বিধান বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অবগত করান প্রয়োজন। তাহা না করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বিধান প্রস্তুত হওয়া সঙ্গত হইবে না।

"ভারতের যাবতীয় আইন, বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত কোন বিধি ভারতে চলিবে না। সাধু-সন্ন্যাসিগণকে শাস্ত্রই নিয়ন্ত্রণ করেন, কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। সমস্ত পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই বাক্যের পোষকতায় প্রমাণ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ (ভাঃ ৪।২১।১১) অর্থাৎ মহারাজ পৃথু সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। ঋষিকুল, ব্রাহ্মণ এবং অচ্যুত-গোত্রীয় বিষ্ণুভক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলের উপর তাঁহার দণ্ড ও বিধি অস্খলিত ছিল অর্থাৎ উক্ত ঋষি ও সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য সকলের উপরেই তাঁহার আইন প্রযুক্ত হইত। সাধুগণই ভারতের গৌরব ও শোভা। সমগ্র পৃথিবী ভারতের এই গৌরব ও শোভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের পারমার্থিক ও সামাজিক জীবন গঠন করিতে প্রস্তুত। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসিগণ শান্তিপ্রিয়, তজ্জন্য সমগ্র পৃথিবী শান্তির জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী। রাজনীতির দ্বারা ধর্ম্মনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত অবিধি।

"ভারতীয় সংবিধান তন্ত্র হইতে সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত হইয়াছিল,—ভারত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সুতরাং ভারতীয় লোকসভা কোনও ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী (against the Constitutional Law) হইবে। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন (Penal Code) ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন (Criminal Procedure Code) প্রভৃতিরও অনেকক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে হইবে। দুর্নীতি

দমনের জন্য পৃথক্ কোনও আইন প্রস্তুতের আবশ্যকতা নাই। যদি সাধুদের দুর্নৈতিকতার জন্য পৃথক্ আইন প্রস্তুতের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসাদি অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাপাচার, সমাজ-বিরোধী কার্য্য ও দুর্নৈতিকতার জন্যও পৃথক্ আইন আবশ্যক। সাধু-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান বা আচার্য্যের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে প্রথমে রাজনৈতিক পাণ্ডাগণের নিয়ন্ত্রণ হওয়া আবশ্যক। চোরাবাজারী (Black Marketing) নিয়ন্ত্রণাদি আইন আজও প্রস্তুত হয় নাই।

"সাধু ও সন্ন্যাসীর বিচার— সাধু-সন্ন্যাসীরাই করিয়া থাকেন। অসাধুগণ কিরূপে সাধু চিনিয়া লইতে পারিবেন ? যাহারা কোনদিনই সাধুর কাছে যান নাই, তাহারা সাধুদের বিচার কেমন করিয়া করিবেন ? 'সাধু কাহাকে বলে' ও 'অসাধু কাহাকে বলে' এবং এই দুয়ের বাহিরে যাহারা, সকলের জন্যই আইন-সঙ্গত Schedule অর্থাৎ তপশীল প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অসাধু নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নাই— সাধু-নিয়ন্ত্রণের জন্য অসাধুগণ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান সময় ভোটের যুগ, সুতরাং অসাধুর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সাধুগণের উপর অত্যাচার চালাইবার আইন প্রস্তুত হইতেছে। আজ-কাল সংখ্যাগরিষ্ঠগণ সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর অত্যাচার-অবিচার চালাইতেছেন, ইহাকে আমরা সুশাসন বলিতে পারি না।

"সাধুগণের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাইতেছে ; অসাধুগণ নিজ নিজ দুষ্কৃতি ও দুর্নীতির জন্য সাধুগণের দ্বারা সমাজে হেয়-ঘৃণিত-অপমানিত-লজ্জিত হওয়ায় প্রতিহিংসা-স্বরূপ এই প্রকার কলি-কালোচিত সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ভারতের যাবতীয় অসাধু সাধু-খাতায় নাম লিখাইয়া তাহাদের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইবে। সাধুগণ নিজদিগকে লোকসমাজে 'সাধু' বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। আমি একজন 'Registered বা Licensed সাধু', এইরূপ পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। কোন সাধুই সরকারী সেরেস্তায় নাম Registry করাইতে যাইবেন না, বিশেষতঃ License officer যদি হিন্দু-বিরোধী ব্যক্তি হন, তাঁহার নিকট হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত সাধুতার নিরপেক্ষ বিচার কিরূপে আশা করিতে পারেন ?

"'সাধু' বলিতে গৃহস্থ-ব্যক্তিকে বুঝাইবে কিনা ? যদি গৃহস্থগণকে সাধুশ্রেণী

হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং তাঁহারা উন্নতস্তরের লোককে 'অসাধু' বলিয়া সম্বোধন করিলে দণ্ডবিধি আইনে ৩৫২ ধারার অপরাধ বা ঐ আইনে ৫০০ ধারানুসারে সম্মানের হানি করা হইবে না ত ? পক্ষান্তরে কোন গৃহস্থ সৎ বা সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিলে তাঁহাকেও লাইসেন্স্ লইতে হইবে ও নাম রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। অনেক উচ্চাধিকারী ধর্ম্মীয় জীবন যাপনকারী কর্ম্মচারীর আদালত বা অফিসাদিতে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় কি কোন দুর্নৈতিক জেলাধীশের নিকট তাঁহার সাধুত্বের পরিচয় দিতে হইবে বা উক্ত জেলাধীশ লাইসেন্স্ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দণ্ড দিতে পারেন কি ?

"মাননীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইন ও সর্দ্দা বা বাল্য-বিবাহ আইন সংবিধানে পাশ হইলেও ভারতীয় জনতা তাহা গ্রহণ না করায় উহা যেরূপ সংবিধানের গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত আছে, বর্ত্তমান আইনটীও জন-সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে চাপাইতে গেলে একইরূপ দুর্দ্দশা হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা এইরূপ আইনের সর্ব্বতোভাবে বিরোধী। লোকসভার সভ্যগণের প্রতি সকাতর নিবেদন, তাঁহারা যেন এই আইন কখনও পাশ না করেন। ভারতের সমগ্র সংবাদপত্র-সেবিগণকে অনুরোধ জানাই, তাঁহারা যেন সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ভারতের সমগ্র জাতীয় সমাজকে, বিশেষতঃ সকল সাধু-সন্ন্যাসিগণকে নিবেদন জানাই,— তাঁহারা এই আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাদ করুন প্রভৃতি।"

ভারতবিখ্যাত নিরপেক্ষ পারমার্থিক সঙ্ঘ নবদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট—পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ উক্ত প্রতিবাদ বাংলা, ইংরাজী, হিন্দীভাষায় লক্ষ লক্ষ প্রাচীরপত্র মুদ্রিত করিয়া সকল রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রধান-গণের নিকট প্রেরণপূর্ব্বক প্রবল আন্দোলন ও আলোড়ন সৃষ্টি করিলে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুজীর নির্দ্দেশে ভারতীয় লোকসভা উক্ত বিল বাতিল করিতে বাধ্য হন। প্রতিবাদের পূর্ণ বয়ান শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫—৪৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

আসাম প্রদেশে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ স্থাপন

আসামদেশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গোলোকগত পূজ্যপাদ শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর অনুগৃহীতা শ্রীমতী সুচিত্রা বালা দেবী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও ভক্তিধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারসম্পন্না মহিলা। শ্রীল সেবাতীর্থ প্রভু দেহরক্ষার

সময় তাঁহার অনুগত জনগণকে শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরম-পূজনীয় শ্রীমৎ কেশব মহারাজের আনুগত্যে থাকিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক জীবন অতিবাহিত করিতে আদেশ দেন। সুচিত্রা দেবী "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া" বিচারানুসারে উক্ত সভাপতি স্বামীজী মহারাজের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও সেবা-সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিক্ষানুগত্যে পারমার্থিক জীবন যাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

এই ভক্তিমতী মহিলা "শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপনের জন্য তাঁহার জমি ও নবনির্ম্মিত গৃহাদি নির্ব্যূঢ়সত্বে দান করেন। ১রা মাঘ ১৩৬৩, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৭, বুধবার— গোয়ালপাড়া জেলার সদর ধুবড়ী সহরস্থ জেলা-সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে উক্ত দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রী হয়। সুচিত্রাবালার স্বামী শ্রীযুত দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস, ওরফে শ্রীদিব্যজ্ঞান দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর এই পারমার্থিক সেবাধর্ম্মের জন্য বিশেষ সহায়তা করেন।

আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব

৬ই মাঘ ১৩৬৩, ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৭, রবিবার— সেবাবিগ্রহ শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সেবকগণের নিকট এই মহাজন 'অজাতশত্রু' বলিয়া পরিচিত। ইনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্তম্ভস্বরূপ এবং উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজের সহিত একান্ত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া একযোগে সেবা পরিচালনাদি করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের সেবানুগত্য সাধক মাত্রেরই আদর্শ। শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে, এই মহাপুরুষের জীবনীতে তাহাই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল।

শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যদেব উক্ত দিবসের পূর্ব্বদিন সেবকগণসহ আনন্দপাড়ায় শুভবিজয় করেন। তিনি বিরহ-দিবসে আহূত ধর্ম্মসভায় "ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥"— শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া বেলা ১টা হইতে ২॥টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর একান্ত অনুগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয় মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণও সর্ব্বতোভাবে ইহাতে সহায়তা করেন।

গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত দেওয়ানগাঁও-গ্রামে আবির্ভাব তিরোভাবোৎসব

২৮শে ও ২৯শে মাঘ, ১৩৬৩ (১১-১২।২।১৯৫৭) তারিখে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও আসাম-দেশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীমন্নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে বিরাট্ জন-সমাগমে শ্রীবেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন। নারায়ণ মহারাজ ছায়াচিত্রে গৌরলীলা ব্যাখ্যা করেন। সভায় পণ্ডিত শ্রীসনৎ কুমার দাসাধিকারী ও পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী মহোদয়ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীসুরেনদাস মহাশয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।

গোলোকগঞ্জ মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

৫ই ফাল্গুন হইতে ৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩, (১৭-১৯।২।১৯৫৭) দিবসত্রয় গোলকগঞ্জ-নিবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে শ্রীব্যাসপূজা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি-গ্রন্থানুসারে বিরাট্ ও অভিনব আকারে সুসম্পন্ন হয়। ২২ঘণ্টা যাবৎ অবিশ্রান্তভাবে সমাগত বিপুল জনসাধারণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আসাম-প্রদেশে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নব প্রতিষ্ঠিত গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব প্রাঙ্গণে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। অপরাহ্নে আহূত সভায় শ্রীল সভাপতি মহারাজ গভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণ দান করেন। শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী ও শ্রীধন্যাতিধন্য ব্রহ্মচারীদ্বয়ের সেবাচেষ্টা এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিখিল বঙ্গ-বৈষ্ণব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট মাহেশ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই ঠাকুরের স্থান। তাঁহার তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে সিংথি বৈষ্ণব-সম্মেলন ও শ্রীরামপুর ধর্ম্মসভার উদ্যোগে ২৯শে চৈত্র ১৩৬৩, শুক্রবার হইতে ১লা বৈশাখ ১৩৬৪, রবিবার (১২-১৪।৪।১৯৫৭)

পর্য্যন্ত দিবসত্রয় নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল, রবিবার—সাধারণ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পঞ্চতীর্থ, অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীফনীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম. এ, বি. এল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি আহূত হন।

শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী পুরাণতীর্থ মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন ও শ্রীপতিতপাবন চট্টোপাধ্যায় এ্যাড্‌ভোকেট প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীপাট মাহেশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে মুদ্রিত ভাষণ প্রদান করিলে পণ্ডিত শ্রীফনীন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়ও শ্রীপাটের ইতিহাস-লিপি পাঠ করেন; পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় বক্তৃতা করেন।

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রধান-অতিথি মহোদয়ের বক্তৃতা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি শ্রীল কেশব মহারাজ শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতাকালে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থাদির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীল পিপ্পলাইর জীবন-বৃত্তান্তে যে-সমস্ত কপটতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার তাঁহার চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে, তাহার কঠোর প্রতিবাদ করেন।

ভেটুরিয়ায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, ১০ই জুন ১৯৫৭, বুধবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবসে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত ভেটুরিয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীননীগোপাল দাসাধিকারীর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহার ভবনে শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীল স্বামীজী-মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ননীবাবু যথেষ্ট অর্থব্যয়-পূর্ব্বক বিশেষ সমারোহের সহিত এই উৎসব সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে অভিষেক, পূজা, হোমাদি কার্য্য, প্রস্থানত্রয় পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণাদি যথারীতি সম্পাদিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৩রা আষাঢ়, ১৮ই জুন, মঙ্গলবার—ভেটুরিয়া হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বচক্, পিছলদা, কল্যাণপুরে ২।১ দিন হিসাবে অবস্থানপূর্ব্বক চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীরাধাষ্টমীতে নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে বক্তৃতা

"শ্রীরাধাষ্টমী-তিথি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদরণীয়া। রাধারাণী স্বয়ং ঈশ্বরী বিধায় কেহ কেহ রাধাষ্টমীকে 'জয়ন্তী' বলিতে চাহেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে রাধাষ্টমী তিথিকে 'ব্রত' বলিয়া উল্লেখ করিলেও ইহাতে উপবাসের বিধি হরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয় না। সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীরাধারাণীর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক উপবাসও করিয়া থাকেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র স্মৃতি হরিভক্তিবিলাসেই উপবাসাদির ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর "সৎক্রিয়াসার-দীপিকাই" আদর্শ গ্রন্থ। ইহা অতিক্রম করিয়া ব্রতাদির নিয়ম-পালন শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের কার্য্য নহে।

"বর্ত্তমান কংগ্রেস কোম্পানীর পরিচালিত "রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশন" শুদ্ধ-বৈষ্ণবধারা পরিবর্ত্তন করিয়া সহজিয়াগণের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রতোপবাসের রীতি বদল করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিধি-অনুসারে ১৬ই ভাদ্র ১৩৬৪, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, রবিবার— শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত রাধা-তত্ত্ব আলোচনা, পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে উদযাপিত হয়।"

শ্রীবেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ রাধাষ্টমী দিবসে নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলেরগঞ্জস্থ পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে" রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। অন্যান্য সকলের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে কলিকাতা মঠে বক্তৃতা

২১শে ভাদ্র ১৩৬৪, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, শনিবার— শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহার পূত-চরিত্র সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিপাদগণ বক্তৃতা করেন।

শ্রীল ঠাকুরের রচিত সংস্কৃত গীতি "শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ" বিশেষভাবে সভায় কীর্ত্তিত হয়।

গুরুপাদপদ্ম শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ এই দিবস সেবকসহ শ্রীমন্ মাধব মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বিশিষ্ট গণ্যমান্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বামীজীর তত্ত্ব সিদ্ধান্ত-পূর্ণ ভাষণ শ্রবণে বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হন।

বর্দ্ধমানের মাসুন্দী ও কান্দরায় ভক্তিধর্ম্ম প্রচার

৪ঠা পৌষ ১৩৬৪, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৭, বৃহস্পতিবার— মাসুন্দী-গ্রামের ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল আচার্য্য-দেব কয়েকমূর্ত্তি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিসহ কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী মাসুন্দী-গ্রামে উপনীত হন। গ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দ স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ের আবেগ অভিব্যক্ত করেন। এতদঞ্চলে কয়েকদিন যাবৎ ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতাদির অনুষ্ঠান হয়।

স্বামীজী বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কান্দরা (রামজীবনপুর) নামক স্থানে শুভবিজয় করেন। এখানেও বিশেষ সাফল্যের সহিত ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নামে নাস্তিকতার বহুমুখী বিষ-বাষ্পে ধর্ম্মভীরু সাধারণ জনসমাজের যেরূপ কণ্ঠাবরোধ হইতে চলিয়াছে, সেই সময়ে এতদঞ্চলের অধিবাসী সজ্জনগণের বিশুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও তাহার প্রচার-কল্পে আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি সত্যই বিশেষ প্রশংসার্হ।

আসামের লেংটীসিঙ্গায় শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচার

১৫ই পৌষ ১৩৬৪, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৭, সোমবার—শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া-জেলার অন্তর্গত গোলকগঞ্জে শুভবিজয় করেন। আসামবাসী বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় এখানে "শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ" নামে সমিতির একটী নিজস্ব প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজী মহারাজ এতদঞ্চলের বিভিন্নস্থানে প্রচারাদিদ্বারা ধর্ম্ম-জগতের সাধারণ ভ্রমগুলি নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে নিরন্তকুহক বাস্তব ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে আহ্বান জানান।

শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীল গুরুমহারাজ লেংটীসিঙ্গায় উপনীত হন এবং বিপুল সমারোহে সনাতনধর্ম্ম প্রচার করেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তখন মনে হইয়াছিল, উপযুক্ত সময়ে সৎসঙ্গলাভে মানুষ শতবাধা-বিপত্তিসত্ত্বেও তাহার অন্তর্নিহিত আত্মভাব জাগ্রত করিতে উৎসুক। তত্ত্বানুভবী সাধু-মহাজনের শক্তিশালী বাণীই সুপ্তজীবের চৈতন্য উৎপাদনে একমাত্র সমর্থ এবং তজ্জন্যই শুদ্ধভক্তির আচরণকারী প্রাণবন্ত প্রচারক আবশ্যক।

খড়গপুরস্থ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত বৎসর আসাম শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে এবং তৎপূর্ব্ববৎসর মেদিনীপুরের অন্তর্গত পূর্ব্বচক-বেগুণাবাড়ী-গ্রামে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত ধারায় বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে মাঘ ১৩৬৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, শনিবার—জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের অদম্য উৎসাহে তাঁহার আশ্রমে বিরাট্‌ভাবে ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ সগোষ্ঠী উপস্থিত থাকিয়া ব্যাসপূজায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রীব্যাস-পূজার পরদিবস পাঁচ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অকাতরে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বক্তৃতামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন—"পূজ্যপাদ জনার্দ্দন মহারাজের অনুষ্ঠিত ব্যাসপূজার আদর্শ প্রত্যেক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীরই গ্রহণীয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র নিজ নিজ চরণযুগলে যাহারা পুষ্পাঞ্জলি ও অর্থাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াই ব্যাসপূজা সম্পন্ন করিতেছেন, তাহারা ব্যাসপূজার আনুসরণিক না হইয়া আনুকরণিক হইয়া পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রচলনের উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট প্রচারে পরাঙ্মুখ হইতেছেন।"

চন্দননগর হাটখোলায় পাঠ-বক্তৃতা

চন্দননগর হাটখোলাস্থিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মিলন-মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণ-দাস বাবাজী মহাশয়ের আহ্বানে ৫ই বৈশাখ ১৩৬৫, ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৮, শুক্রবার হইতে ৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়

শ্রীসমিতির আচার্য্যদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদ্বারা বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ উক্ত অনুষ্ঠানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মিলন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বিস্তৃত ময়দানে সভার আয়োজন হওয়ায় বহু লোক হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। মন্দিরের সেবাইত মহোদয়ের অমায়িক ব্যবহারে সমিতির সভ্যগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

৯ই বৈশাখ ১৩৬৫, ২২শে এপ্রিল ১৯৫৮, মঙ্গলবার—অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি, ইহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস। এইদিন চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ঊষঃকাল, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নে পাঠকীর্ত্তনাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে মহোৎসবে সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। সন্ধ্যার পর পরমপূজনীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অক্ষয়-তৃতীয়ার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে গৌড়ীয়-বেদান্তের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন। "ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্" শ্লোকাবলম্বনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকেই গৌড়ীয়-বেদান্ত বলিয়া স্থাপন করেন এবং ইঁহাকে অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর "গোবিন্দভাষ্য" প্রণয়ন, তাহাও উল্লেখ করেন। তুলনামূলক-বিচারে "গোবিন্দ-ভাষ্য" ব্যতীত অপরাপর বেদান্ত-ভাষ্যকার-গণের মধ্যে শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যের ঔৎকর্ষ প্রদর্শনমুখে শাঙ্কর-বেদান্তের অনুপাদেয়ত্ব ও অসারত্ব প্রতিপাদন করেন।

গোলকগঞ্জে শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে বক্তৃতা

২৩শে বৈশাখ ১৩৬৫, ৬ই মে ১৯৫৮, মঙ্গলবার—আসাম-দেশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীমন্ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমতী সুচিত্রাবালা দেবী গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিজব্যয়ে এই উৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী মহাশয়ের আসামী-ভাষায় কীর্ত্তনের পর বাসগৃহের সুরম্য সুসজ্জিত বারান্দায় শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল নিমানন্দ প্রভু ও শ্রীল কেশব মহারাজের আলেখ্য কাষ্ঠাসনে সুসজ্জিত হয়। শ্রীল গুরু-মহারাজ

স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে, পরে শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর আলেখ্যে অঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর অনুগৃহীত জন ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃকশাস্ত্রবিধানানুসারে গুরুদেব, পরমগুরুদেব ও বৈষ্ণব-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। মধ্যাহ্নে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারতি ও কীর্ত্তনের পর শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী প্রভু গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব নিমানন্দ প্রভুর শিক্ষা ও গৃহস্থ-জীবনে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা আলোচনাপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন; মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

গোলোকগঞ্জ মঠের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও ধুবড়ীতে পাঠ বক্তৃতা

১৮ই বৈশাখ ১৩৬৫, ১লা মে ১৯৫৮, বৃহস্পতিবার—পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ হইতে প্রচারপার্টীসহ শুভযাত্রা করিয়া পরদিবস আসাম প্রদেশস্থ সমিতির শাখামঠ শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। শ্রীমঠের মন্দিরাদির নির্ম্মাণ-কার্য্যাদি পরিদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুদিন তথায় অবস্থান করিতে হয়।

কতিপয় ব্রহ্মচারীসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ ২৭শে বৈশাখ প্রচারার্থ বাসুগাঁও যাত্রা করেন। ২৮শে বৈশাখ হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তত্রস্থ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৩ দিবস ও শ্রীমাখনলাল দে মহাশয়ের গৃহে ২ দিন ভাগবতপাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী সেবকগণসহ ধুবড়ী-সহরের শান্তিনগর পল্লীতে সমিতির বিশিষ্ট সেবক শ্রীঅদ্বৈতচরণ দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। পরদিবস শ্রীল গুরু-মহারাজ ধুবড়ী সহরের কালীবাড়ীতে ও শান্তিনগরে বক্তৃতা ও ভাগবত-পাঠ করেন। স্থানীয় হরিসভা-মণ্ডপে মহারাজ ৩ দিন যথাক্রমে (১) বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান, (২) ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা শেষে কয়েকটী স্থানে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে গৌর-কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। সহরের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, আইনজীবিগণ ও ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় সমিতির প্রচারকার্য্যে বাক্য, মন ও অর্থদ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

পিছলদায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাবিস্তার-প্রণালী

পিছলদা পাদপীঠের পুরাতন গৃহখানি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে School Board-এর নামে রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মথুরা মঠে ২৩।১২।৫৮ তাংএ শ্রীল গুরু-মহারাজকে একখানি দরখাস্ত পাঠাইলে, তিনি উত্তরে তাঁহার বিশেষ বক্তব্য জানাইয়াছিলেন,—

(১) বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কোন শ্রদ্ধা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী শিক্ষাকে আমি শিক্ষা বলিয়া মনে করি না।

(২) সামান্য কয়েকটী টাকা সাহায্যের অজুহাতে ধর্ম্মশিক্ষাকে আমি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত নহি।

(৩) পিছল্‌দা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। সুতরাং পিছল্‌দাবাসী সকলেরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবানুগত্যে যাহাতে জীবন অতিবাহিত হয় তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষাই দিতে হইবে।

(৪) পিছলদার পাদপীঠ নিরীশ্বর পাদপীঠ নহে। নাস্তিকতা শিক্ষা দিবার জন্য বেদান্ত সমিতির কোন অনুমোদন নাই।

(৫) School Board বেদান্ত সমিতির শিক্ষা ষোলআনা রূপে ছাত্রগণকে দিতে স্বীকৃত হইলে আমার দানপত্র করিয়া দিতে কোনও আপত্তি নাই।

(৬) বর্ত্তমান দশম বর্ষের দশম সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় "অচিন্ত্যভেদাভেদ" প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত আছে। ইহা গ্রামবাসিগণের স্মরণ রাখিতে হইবে।

(৭) শ্রীধাম মায়াপুরে High School করিয়াছিলাম। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করিয়াই ধর্ম্মশিক্ষা প্রবল রাখা হইয়াছিল। * উহার পূর্ব্বতন আদর্শই গ্রহণীয়।

(৮) দুর্নৈতিক ছাত্রগণের দ্বারা দেশের কোন মঙ্গল নাই। ধর্ম্মনীতিই প্রধান নীতি।

(৯) আমাদের দেশে Christian Missionary School অনেক রহিয়াছে। তাহা যদি সরকারী অনুমোদিত হইতে পারে, তাহা হইলে পিছলদার পাঠশালাও ধর্ম্মশিক্ষা প্রবল রাখিয়া অনুমোদন লাভ করিবে। *

(১০) * * * শ্রীবেদান্ত সমিতির ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(১১) * বেদান্ত সমিতি শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল বা পাঠশালা অথবা সংস্কৃত টোল স্থাপন করিবার অনুমোদন করেন। ঐশ্রেণীর স্কুল বেদান্ত সমিতির দ্বারা অনুমোদিত কমিটি-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কোন শিক্ষা-বিভাগের নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত উহাতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(১২) হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে পাঠশালায় ষণ্ডামর্কের নিকট শিক্ষালাভ করিতে দিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষা শুক্রাচার্য্যের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা সম্রাটের আজ্ঞা এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়াই বিষ্ণুভক্তি শিক্ষার প্রাধান্য দিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের শিক্ষাবিস্তারের আদর্শ।

(১৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে "রায় রামানন্দ-সংবাদ" প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহা-প্রভু শিক্ষা সম্বন্ধে জগজ্জীবগণকে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। অন্য কোন আসুরিক আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব না।

(১৪) শ্রীধামমায়াপুর স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুসারে শনি-রবিবার সাপ্তাহিক ছুটীর পরিবর্ত্তে একাদশী ও পঞ্চমীতে ছুটী দেওয়া হইত। তাহাতে Christian এবং মুসলমানগণ আমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় পরিদর্শক আসিয়া আমার উপর হুকুম জারী করিয়াছিলেন। * * বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্য বন্ধ হইয়া গেলেও আজও শ্রীধামমায়াপুরের "Thakur Bhakti Vinode Institute" সরকারী অনুমোদনে চলিতেছে।

(১৫) আমার এই পত্র (বক্তব্য) গ্রামবাসিগণকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। আমার দ্বারা আরও স্কুল, টোল এবং বিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। * * আমরা সরকারের বেআইনী আইন মানিয়া চলিতে আদৌ বাধ্য নহি। স্বাধীন দেশের লোক পরাধীন নহে। ঐ স্থানের পাঠশালাটি ভাল করিয়া করিতে হইবে। উহা মেদিনীপুর জেলার আদর্শ বিদ্যালয়রূপে স্থাপন করিতে হইবে, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিবেন।"

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

১৫ই মাঘ ১৩৬৫, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার— আসাম-প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ শ্রীবিগ্রহগণের নিত্যসেবা সুপ্রকাশিত হইয়াছেন। সমিতির সভাপতি আচার্য্য-প্রবর শ্রীমৎ কেশব গোস্বামী স্বয়ং শ্রীবিগ্রহগণের শুভ প্রতিষ্ঠা করিয়া জগদ্বাসীর অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। ভক্তের হৃদ্‌গত-তত্ত্বই ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক বাহ্য-

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

জগতে আবির্ভূত করাইয়া থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ রাধালিঙ্গিত ভঙ্গীতে রাধাকান্তি ধারণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। ঃ— "রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা। শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্ ॥" (রাঃ বিঃ তত্ত্বাষ্টকম্)।

সকাল ৮টা পর্য্যন্ত উষঃকীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন এবং ৮টা হইতে বৈকাল ২টা পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহের অভিষেক, শাস্ত্রপাঠ, হোম, যজ্ঞাদি, প্রতিষ্ঠাকার্য্য, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত সমাগত আহুত-অনাহুত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভা ও বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব "পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো, ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্। দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেঽহং, তং সাক্ষীগোপালমহং নতোঽস্মি ॥" শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাত্ত্বিক, দার্শনিক, সুসিদ্ধান্তসম্মত বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,— ভগবদ্বিগ্রহ 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা' নহে। তাহা সর্ব্বতোভাবে চিন্ময় ও পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ। শ্রীল আচার্য্যদেব পঞ্চাঙ্গ ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক অকাট্য ও অভিনব যুক্তিসমূহ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা প্রতীকোপাসনা, নিরাকারবাদ প্রভৃতি খণ্ডনপূর্ব্বক সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্তে শ্রীবিগ্রহসেবা-তত্ত্বটী কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়া দেন। তিনি প্রতিমা ও বিগ্রহের পার্থক্য এবং বিগ্রহবিরোধী নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদী— বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় অধিকারী নহেন, তাহাও তারঃস্বরে ঘোষণা করেন।

খড়গপুরস্থ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-আশ্রমে শ্রীব্যাসপূজামুখে নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভপ্রবেশোৎসব

১৪ই ফাল্গুন ১৩৬৫, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত খড়্গপুর-সহরের অন্তর্গত সুভাষ-পল্লীস্থ উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা (ব্যাসপূজা) ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নবিনোদজীউর নব-মন্দিরে শুভবিজয় উপলক্ষে বিরাট্ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী সপার্ষদ উক্ত দিবস-চতুষ্টয় উপস্থিত থাকিয়া এই মহদনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

১৪ই ফাল্গুন উক্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে স্বামীজী স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-মূর্ত্তির পূজা করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে গঞ্জাম হইতে আগত শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী উক্ত আর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির আরতি করেন। আরতিকালে আচার্য্যদেবের রচিত "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি" গীতিটী কীর্ত্তিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ২ দিবস যাবৎ শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব কৃষ্ণলীলা আলোচনামুখে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ধর্ম্মজীবনই মনুষ্য-জীবন এবং পশু হইতে মানবের পার্থক্য সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। "নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ" ও "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা সকলকে জানান যে, "সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী বীরপুরুষগণই ধর্ম্মজীবন-যাপন করেন। ভীরু কাপুরুষগণই আহার-নিদ্রা-ভয়-ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে আবদ্ধ থাকে। উক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, রাজনৈতিকতা, অর্থ-নৈতিকতা, সমাজ-নৈতিকতা প্রভৃতিতে যাহারা আসক্ত, তাহারা সকলেই ভীরু এবং কাপুরুষ। মায়া ও অবিদ্যার পীড়ন-ভয়ে জর্জ্জরিত হইয়া তাহারাই মায়ার খোসামোদ করিয়া জীবন অতিবাহিত করে।"

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-বাসরে শ্রীপাদ জনার্দ্দন মহারাজের চেষ্টালব্ধ অর্থে নির্ম্মিত বিরাট্ নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন ও পাঞ্চ-রাত্রিক সেবামুখে তদীয় প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূজিত শ্রীবিগ্রহগণ শুভ-প্রবেশ করেন। শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী প্রভু শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার পঞ্চরাত্রিক বৈধকার্য্য সম্পাদন করেন। ঐ দিনই বিধিপূর্ব্বক গুরুপূজা-পঞ্চক, কৃষ্ণ-পঞ্চক ও উপাস্য পঞ্চকের পূজা-হোমাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই ফাল্গুন, রবিবার—অগণিত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়-কৃত 'বৈষ্ণব-দর্শন' গ্রন্থের প্রতিবাদে বিরাট্ সভা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বাগ্‌বাজার, কলিকাতাস্থ "রেজিষ্টার্ড্ গৌড়ীয় মিশন" হইতে প্রকাশিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-

বাদ'-গ্রন্থের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা সুধী সজ্জনমণ্ডলী বিশেষভাবে অবগত আছেন। শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের লিখিত "বৈষ্ণব-দর্শন"এর তীব্র প্রতিবাদ করিতে গিয়াও তিনি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠায়, জানাইয়াছেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা শ্রীযুত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থের প্রতিবাদে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এবং তাহাতে নাথ মহাশয়ের 'বৈষ্ণব-দর্শন' গ্রন্থেরও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। পাঠকগণ ৯ম ও ১০ম বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা হইতে ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন। উক্ত প্রবন্ধ প্রচারের ফল-স্বরূপেই বিভিন্ন সভায় শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা আশা করি, ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান হইতে উহার প্রতিবাদ হইবে।"

তিনি ঐ সম্পর্কে আরও লিখিয়াছেন,—"আমরা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ-বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ গোস্বামিগণ ও বাবাজী মহারাজগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে মাননীয় শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের লিখিত "বৈষ্ণব-দর্শন" নামক বিরাট্ গ্রন্থের তীব্র প্রতিবাদকল্পে বিগত ইং ২২।৪।৫৯ তারিখে বৃন্দাবনে 'শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাই গৌরাঙ্গ মন্দিরের' সম্মুখে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত সভায় তাঁহার গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করা হয়। আমরা উক্ত সমালোচনার দুই-একটী বিষয় পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি।—

"প্রথমতঃ, শ্রীযুত নাথ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কোন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন বলিয়া বিচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্ব-গৌড়ীয় অথবা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দার্শনিক ঐতিহ্য-জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। উক্ত সভার সভাপতি মহোদয় সভাস্থ সভ্য মহোদয়গণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ করেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীল মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহার বিরুদ্ধে যে-কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হইবে, তাহা বৈষ্ণবগণের পাঠযোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, গৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণের পরমপূজ্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সেবকাচার্য্য, ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। নাথ মহাশয় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে অস্বীকার করায় উক্ত আচার্য্য-পাদপদ্মে তিনি অপরাধী। তৃতীয়তঃ, নাথ মহাশয় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে যে-সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে সুসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার রচিত ও সংগৃহীত 'গৌড়ীয় দর্শন' নামক বিরাট্ গ্রন্থখানি কোন শুদ্ধ-বৈষ্ণব পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাম্রাজ্য হইতে তিনি চিরতরে বিদায় লইবেন।"

উক্ত সভায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণকে অনুসরণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং নাথ মহাশয়ের লিখিত 'বৈষ্ণব দর্শন' গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ইত্যাদি।"

আসামের গোলকগঞ্জ, ধুবড়ী ও অমায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব

ধুবড়ী-নিবাসী শ্রীযুত পলাশচন্দ্র গুহ (শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী) মহাশয়ের জরুরী পত্র পাইয়া ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, ২১শে মে ১৯৫৯, বৃহস্পতি-বার সকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-নবদ্বীপ হইতে আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন। কাটিহারে রেলদুর্ঘটনা হওয়ায়, গোলকগঞ্জে পৌঁছিতে প্রায় ১২ ঘণ্টা বিলম্ব হয়। শ্রীমঠের সেবকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌঁছ-সংবাদ-সম্বলিত টেলিগ্রাম পাইয়া ২৩শে মে, শনিবার রেল ষ্টেশনে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করিয়া মঠে লইয়া যান। মঠবাসী ত্যাগী গৃহী ভক্তগণ তাঁহার পূজা ও আরতি করেন। তিনি শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউ বিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনপূর্ব্বক বিগ্রহদাত্রীগণের প্রচুর প্রশংসা করেন। এইরূপ অপ্রাকৃত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সেবিতা শ্রীমূর্ত্তি আসাম প্রদেশের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিয়া জানান।

শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন,— "চক্ষু দ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করিয়া কর্ণের দ্বারা বিগ্রহ-দর্শনই প্রকৃত দর্শন।

চোখের দেখায় অনেক ময়লা থাকে, কানের শোনায় ময়লা খুব কম। তজ্জন্যই দীক্ষা গ্রহণের সময় কর্ণের দ্বারাই মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীগুরুদেব কানের মারফত দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সব ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভোগে লাগে, তন্মধ্যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় ভোগ করিবার জন্য সৌন্দর্য্য-দর্শন করিতে লালায়িত হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শ্রীবিগ্রহ দর্শন নহে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগ-পিপাসা নিবারণ করিবার জনই শ্রীবিগ্রহের দর্শন। 'আমি বিগ্রহ দর্শন করিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিয়া সুখী হইলে' পরম মঙ্গল হয়। ভগবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই আমাদের ভোগ্যতত্ত্ব; ঈশ্বরই একমাত্র ভোক্তা, আমরা সকলেই তাঁহার ভোগ্য। সুতরাং আমরা দ্রষ্টা নহি, দৃশ্য। এই সকল কথা সাধারণ লোকের ধারণায় বিদ্রোহ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত সত্য এবং বাস্তব চিন্তাস্রোত। আপনারা এই বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কর্ণই আমাদের সর্বাপেক্ষা উপকারী।"

শ্রীল আচার্য্যদেব গোলোকগঞ্জ মঠে ৩ দিবস অবস্থান করিবার পর শ্রীযুত পরমানন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের প্রার্থনানুসারে ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে, বুধবার ধুবড়ী-সহরে শুভবিজয় করেন। পলাশবাবুর সহধর্ম্মিণী তারিণী দেবীর পারলৌকিক শ্রাদ্ধ সাত্বত-বিধিমতে অর্থাৎ শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামীর "সৎ-ক্রিয়াসার-দীপিকা"নুসারে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎ কুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। মাননীয় পলাশবাবু ধুবড়ী সহরের অন্তর্গত বিদ্যাপাড়াস্থিত কিছু অস্থাবর-সমেত স্থাবর ও বাসগৃহাদি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, ২৯শে মে ১৯৫৯, শুক্রবার শ্রীল সভাপতি-মহারাজকে নিব্যূঢ়সত্ত্বে একখানি দানপত্র দলিলসহ রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে, রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদ রঙ্গিয়া হইয়া পরদিবস সকালে মোটরযোগে কামরূপ-জেলার অন্তর্গত অমায়াপুরে শ্রীযুত কৃষ্ণ গোবিন্দ দাসাধিকারী (পণ্ডিত প্রভু), শ্রীযুত প্রাণেশ্বর দাসাধিকারী (সওদাগর প্রভু) ও শ্রীবাণেশ্বর দাসাধিকারী (ডাক্তার বাবু) মহোদয়গণের গৃহে পৌঁছেন। উক্ত ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবকে তথায় একটি শাখামঠ স্থাপনের জন্য পূর্ব্ব হইতে অনুরোধ করেন এবং ২৫ বিঘা জমি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অমায়াপুর হইতে গোলকগঞ্জ ফিরিবার পথে রঙ্গিয়া ষ্টেশনের সংলগ্ন বাজারে শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও

ভিক্ষা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে পিছলদায় মঠ ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী সংবাদাদি পাইয়া ৮ই জুন তাঁহারা চুঁচুড়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পিছলদায় গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

৫ই আষাঢ় ১৩৬৬, ২০শে জুন ১৯৫৯, শনিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-পূর্ণিমা-দিবসে মেদিনীপুর-জেলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার অধীনস্থ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত পিছলদা-গ্রামে "শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ" স্থাপিত হয়। এই মঠে শ্রীশ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারিজীউ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেব ১লা আষাঢ় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সদলবলে পিছলদায় শুভবিজয় করেন। একপক্ষকাল পূর্বে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ তথায় উপস্থিত হন। উৎসবের পূর্বদিবস ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পৌঁছেন। চুঁচুড়া-সহরস্থ কতিপয় বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দর্শনের জন্য উপস্থিত হন। শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সাজ-সরঞ্জাম ও শ্রীবিগ্রহগণের অলঙ্কার-বস্ত্রাদি এবং শ্রীমঠের আবশ্যকীয় বাসনপত্র প্রভৃতি নবদ্বীপ ও কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যান।

এই সম্পর্কে ডিঃ কাশিমপুর-নিবাসী সজ্জনপ্রবর শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র পড়্যা মহাশয়ের প্রচুর অর্থানুকূল্য বিশেষ প্রশংসার্হ; তিনি শ্রীবিগ্রহের সিংহাসন, শ্রীরাধা বিনোদবিহারীজীউর বিগ্রহ ও উৎসবের অধিকাংশ খরচের ব্যয়ভার বহন করায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ। কল্যাণপুর-নিবাসী মাননীয় শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ ও উৎসবের প্রয়োজনীয় তণ্ডুলাদি দান করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি প্রতিবৎসর শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমায় আনুমানিক ৫০ মন চাউলের ব্যবস্থা করায় তাঁহার সেবাদর্শ সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। সর্বোপরি পিছলদা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ দাস অধিকারী মহোদয়ের মঠস্থাপন সম্বন্ধে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যদ্বারা সার্বভৌম প্রচেষ্টা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। স্থানীয় শ্রীযুত কোকিল রক্ষিত ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দাস, শ্রীনিরাপদ মাইতি এবং ডিঃ কাশিমপুর-নিবাসী শ্রীমুরারি মোহন প্রভৃতির সেবা চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রত্যূষে ঊষঃকীর্ত্তন ও অধিবাস-কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দির-সেবকখণ্ডাদি পুষ্পমালা-পতাকাদিদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের বিধানানুসারে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ কদলীবৃক্ষ, দ্বাদশবট-অশ্বত্থ বৃক্ষ ও দ্বাদশ যজ্ঞ-ডুমুরের বৃক্ষ রোপিত হয় এবং কদলীবৃক্ষের সম্মুখে স্বস্তিক-চিহ্নসমন্বিত আম্রপল্লব ও বৃন্তযুক্ত নারিকেলসহ দ্বাদশ কুম্ভ স্থাপিত হয়। দূরবর্ত্তী স্রোতস্বিনী হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও ব্যাণ্ডপার্টি-সহযোগে কুম্ভপঞ্চকে জল আনীত হইলে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজিউ স্নান-মণ্ডপে উপনীত হন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রীনারায়ণ-শিলা উক্ত বেদীতে স্থাপিত হইলে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা পঞ্চামৃতের দ্বারা এবং অষ্টোত্তরশত কলসী সুবাসিত জলে সংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের যথারীতি স্নান সম্পন্ন হয়। এই সময়ে প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ বেদোপনিষদ, বিষ্ণু-সহস্রনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, গোপালসহস্রনাম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ হইতে থাকে। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ ও বেদাদি শাস্ত্র পাঠের অপ্রাকৃত ধ্বনি-মুখরিত পরিবেশের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ মন্দিরাভ্যন্তরে শুভবিজয় করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব মন্ত্রাদিদ্বারা শ্রীবিগ্রহ-চতুষ্টয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি-কার্য্য সমাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করিলে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্রবল জনস্রোত উৎকণ্ঠিতচিত্তে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে থাকেন। পূজার্চ্চন ও ভোগারতির পর ৪৫০০ দর্শনার্থীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারতি ও তুলসী-পরিক্রমাদির পর শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত জন-সমাবেশে ১ ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী-ভাষায় "শ্রীবিগ্রহ ও মঠ-মন্দির" সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৫ই আষাঢ় ১৩৬৬, ২০শে জুন ১৯৫৯, শনিবার—শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণদানমুখে আধুনিক ভারতের অবস্থা, পিছলদা-গ্রাম ও গ্রামবাসী, প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ চতুষ্টয়, বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের জয়গান, 'মঠ' কাহাকে বলে, মঠের উদ্দেশ্য, নির্গুণস্থানের পরিচয়; ভগবন্ মন্দির—নির্গুণ, সাকার ও নিরাকারবাদ, খ্রীষ্টানী নিরাকারবাদ ও কর্ম্মবাদ, খ্রীষ্টানীমতে সাকারবাদ, ইসলামী সাকার-নিরাকারবাদ, বৌদ্ধ ও জৈনগণের সাকারবাদ, মদ্রদেশীয় আচার্য্য শ্রীশঙ্করের সাকার-নিরাকারবাদ, ভারতীয় অন্যান্য মত সমূহের সমালোচনা, আসাম-দেশীয় শঙ্করদেবের সাকার-নিরাকারবাদ; দাদু-কবীর-নানকাদি নাস্তিকগণের নিরাকারবাদ, ভারতে নাস্তিক সম্প্রদায়ের পরিণতি, মন্দিরের আবশ্যকতা

কাহার ? প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,—"বর্ত্তমান স্বাধীনতায় ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্থান নাই। এমন কি, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার নামে অধর্ম্ম-সাপেক্ষতাই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে, আমাদের দেশে সকলেরই ভিতরে এমন দুর্নৈতিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসৎচিন্তা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও রাধা-বিনোদবিহারীজিউ

* * আজকাল সাম্যবাদের ছলনায় উন্নত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক নীচে নামাইয়া নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত সমান করিয়া দিবার চেষ্টা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা আদৌ নাই। আজকালকার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক এবং শিক্ষানৈতিক ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টতঃ ইহা লক্ষ্য করিতেছি। ভারতবর্ষ—পুণ্যভূমি—ধর্ম্মভূমি। তাই গীতায় দেখিতে পাই, বিরাট্ যুদ্ধক্ষেত্রও ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

* * আমাদের দেশে বহু নিরাকারবাদী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারা কোন প্রকারেই সাকার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সাকারকেই কেন্দ্র করিয়া

নিরাকারের কাল্পনিক ধ্যানে মগ্ন থাকিতে চাহেন। এই নিরাকারের কাল্পনিক ধ্যান হইতেই আমাদের দেশে নাস্তিকতার উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের আকার নাই, কোন রূপ নাই, কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই, আছে কেবল অলীক কল্পনা। এই অলীক কল্পনার মূলই বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ। পরন্তু ঈশ্বরের নিত্য আকার বা স্বরূপ স্বীকার করাই আস্তিক্যবাদ ; যাঁহারা এই 'নিত্যরূপের' অস্বীকার করেন, তাঁহারাই নাস্তিক প্রভৃতি।"

কেশবপুরে বিচার-সভা

১১ই আষাঢ় ১৩৬৬, ২৬শে জুন ১৯৫৯, শুক্রবার—মেদিনীপুর জেলার তমলুক-মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুরের নিকটবর্ত্তী ইটামগরা-গ্রাম হইতে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজকে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে কেশবপুর-গ্রামে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বৈকাল ৬॥ টায় কেশবপুর ময়দানে বিচারসভা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি বৈষ্ণবের 'দেব-দেবী-পূজা কর্ত্তব্য কিনা', তৎসম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

গত বৎসর ১৩৬৫ সালে উক্ত গ্রামে শীতলা-দেবীর একটী বারোয়ারী পূজা হয়। ঐ পূজায় শ্রীযুত অযোধ্যানাথ দাসাধিকারী মহাশয়কে ২৲ চাঁদা দিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে, আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেব-দেবীর পূজায় যোগদান করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ-বিধায় তিনি উহাতে অর্থ সাহায্য করিতে অপারক। গ্রামবাসিগণ ইহাতে তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দেব-দেবীর পূজা কর্ত্তব্য কিনা, তৎসম্বন্ধে বিচার প্রার্থনা করেন। গত বৎসর শ্রাবণ-মাসে বিচার-সভা আহূত হইলেও বর্ষা-প্লাবনে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

এই বৎসর সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে উপস্থিত হইবার সুযোগে কেশবপুর-গ্রামে এই বিচার-সভা আহূত হয়। সভায় প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীযুত অযোধ্যানাথ দাসাধিকারী মহাশয় কোন অন্যায় করেন নাই এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে দেব-দেবীর পূজা নিষিদ্ধ ও ইহা দশবিধ নাম-অপরাধের অন্যতম—ইহা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করেন।

পরদিবস উক্ত গ্রামস্থ স্কুল-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাকালে অপর একটী ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হয়। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব ধর্ম্মজীবন-যাপন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, ধর্ম্মহীন জীবন পশু-জীবনের তুল্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচনা করেন। ২৮শে জুন, রবিবার—তিনি পার্ষদসহ চুঁচুঁড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চুঁচুঁড়ায় শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীরথযাত্রা

২১শে আষাঢ় ১৩৬৬, ৬ই জুলাই ১৯৫৯, সোমবার—চুঁচুঁড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগদাধরাভিন্ন-তনু গৌরশক্তি শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ একই দিবসে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীও নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। প্রতিবৎসরই এই তিথিবরা আমাদের প্রতি পরম করুণা প্রকাশ করিয়া বিপ্রলম্ভরসের উৎকর্ষ প্রদর্শনের নিমিত্ত আবির্ভূত হন। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভসেবা কখনই পরিত্যাগ করেন না এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন-সুখের প্রতিকূল-জনের সঙ্গ পরিত্যাগে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-নিষ্ঠা শিক্ষা-দানই এই তিথিবরার শুভাগমনের উদ্দেশ্য। তাই ইনি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীনীলাচলনাথের রথযাত্রা-উৎসবের 'অধিবাস-তিথি' রূপে উক্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ঐশ্বর্য্যপর স্থান নীলাচল (মথুরা-দ্বারকা) হইতে মাধুর্য্যক্ষেত্র সুন্দরাচলে (বৃন্দাবনে) গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলে রুক্মিণ্যাদি লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইতেছেন দেখিয়া শুদ্ধ-ঔদার্য্যপর মাধুর্য্য-রসাশ্রিত শ্রীরাধারাণীর পক্ষাবলম্বী কমল-মঞ্জর্য্যাদি সখী তদ্দর্শনে অধীরা হইয়া প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধদেহে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশ করেন এবং সচ্চিদানন্দ বিনোদ-বাণী-বৈভব শ্রীরাধা-নয়নমণি শুদ্ধা সরস্বতীকে ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-রসের শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন-মানসে আচারবান্ প্রচারকরূপে তৎস্থলাভিষিক্তরূপে বরণ করেন, ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

উষঃকাল হইতেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনামুখে বৈষ্ণব-মহিমা ও বিরহ-সূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও বর্ত্তমানযুগে তাঁহার আবির্ভাব-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যামুখে আলোচনা হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনান্তে বিচিত্র ভোগ নিবেদিত হইলে আরাত্রিকান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ বিচিত্র প্রসাদ সম্মান করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীল ঠাকুরের বিরহোৎসব উপলক্ষে এক মহতী সভার অধিবেশ হয়। শ্রীল ঠাকুর অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে উচ্চ-কাষ্ঠাসনোপরি অধিষ্ঠিত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনান্তে "শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ" ও অপরাপর বিরহ-গীতি কীর্ত্তিত হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা-পূর্ব্বক সভাস্থল অলঙ্কৃত করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ-অনুসারে প্রথমে ব্রহ্মচারি-সেবকগণ, পরে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ বক্তৃতামুখে শ্রীল ঠাকুরের তত্ত্ব ও শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব গভীর দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারপূর্ণ বক্তৃতা-দ্বারা সমাগত সকলকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

স্নানযাত্রার পর পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রাদেবী "অনবসরকালে" লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিবার পর শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে তাঁহারা সুন্দরাচলে গুণ্ডিচাবাড়ীতে যাত্রা করেন এবং তথায় কয়েকদিবস অবস্থান করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই যাত্রা অনুষ্ঠান 'নবদিনাত্মিকা' বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাত্রার দিবসকে 'রথযাত্রা', প্রত্যাবর্ত্তনের দিনকে 'পুনর্যাত্রা' এবং সে দিবসে শ্রীলক্ষ্মীর যাত্রাকে 'হেরা পঞ্চমী' বলে। রথযাত্রার পূর্ব্বদিনে গুণ্ডিচা-মন্দির-সংস্কার লীলাকে 'গুণ্ডিচা-মার্জ্জন' নামে অভিহিত করা হয়। রথযাত্রার উক্ত বৈশিষ্ট্য-গুলিই এই মহোৎসবের বিশেষ অঙ্গরূপে প্রাধান্য লাভ করে।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের রথযাত্রা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কি, ইহা যাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহারা এই মহদনুষ্ঠানে সহযোগিতা করিতে পরাঙ্মুখ হন। জড়াসক্তির প্রাবল্যই আমাদিকে শ্রীজগন্নাথসেবায় বাধা প্রদান করে। জগদ্দর্শন—প্রাকৃতদর্শন থাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপ্রাকৃত জগন্নাথ দর্শনে রুচি জন্মে না। সমগ্র জগৎকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করাই রথযাত্রা উৎসবের

তাৎপর্য্য। ইহাই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীক্ষেত্রে তদনুষ্ঠিত শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলায় পার্ষদ ভক্তগণের দ্বারা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সুযোগ দান করিবার নিমিত্তই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিবৎসর এই রথযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া থাকেন।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ২১শে আষাঢ় ১৩৬৬, ৬ই জুলাই ১৯৫৯, সোমবার হইতে ৩২শে আষাঢ়, ১৭ই জুলাই, শুক্রবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ-দিবসব্যাপী শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। নগর-সংকীর্ত্তনকালে দর্শকবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দের শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি প্রবল আর্ত্তি-নিবেদন ও উচ্চ নৃত্য-কীর্ত্তনাদিতে পাষাণ-হৃদয় পাষণ্ডীগণেরও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। উভয় যাত্রাকালে রথারূঢ় জগন্নাথদেবের দর্শন ও রথরজ্জু স্পর্শনের নিমিত্ত জনস্রোতের আকুলতা সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে জগন্নাথদেব ভক্তগণের নিকট হইতে পূজা ও ভোগ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাঁহার অহৈতুকী অপার করুণার পরিচয় দেন।

শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন ও হেরাপঞ্চমী-দিবসে গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন এবং রাত্রিকালে মঠে শ্রীমৎ বামন মহারাজ শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ২৪শে ও ২৬শে আষাঢ় শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ২৮শে আষাঢ় শ্রীল গুরু মহারাজ এবং ২৯শে ও ৩০শে আষাঢ় শ্রীবামন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। রথযাত্রা দিন হইতে দিবসচতুষ্টয় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা ও ২৭শে হইতে ৩০শে আষাঢ় পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে বহু দার্শনিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। চুঁচুড়া সহরস্থ বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি এই পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাদি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বৈষ্ণবদর্শন ও সনাতন ধর্ম্মের সুসূক্ষ্ম বিচার অবগত হইয়া নূতন আলোক লাভ করেন।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস, নন্দোৎসব ও রাধাষ্টমী-ব্রত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মথুরা-ধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব এ বৎসরে (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন্মাষ্টমী দিবসের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব মথুরা মঠে উপস্থিত হইয়া মঠসেবকগণকে সেবায় বিশেষ উৎসাহিত করেন এবং জন্মাষ্টমী দিবসে একটী সভায় আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য ভগবদাবির্ভাবের তুলনামূলক বিচার সম্বলিত এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিবস নন্দোৎসবে স্থানীয় বহু ব্যক্তিকে অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরাধাষ্টমী-দিবসে আহূত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,— "ব্রজ-মণ্ডলের কোন কোন স্থানে শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতে কেহ কেহ উপবাস করিয়া থাকেন। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে এই দিবস কীর্ত্তন-মহোৎসবাদি দ্বারা উক্ত ব্রত পালিত হইয়াছে, কিন্তু উপবাস-প্রথার অনুবর্ত্তন করা হয় নাই। কারণ, শক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব-তিরোভাবে উপবাসের ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তিবিলাস অনুমোদন করেন নাই। তবে লোকাচার-অনুসারে সপ্তসতীর অন্যতম শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব-তিথিতে মহিলা ভক্তগণের মধ্যে উপবাসের চলন দেখা যায়, যে-প্রকার শিব-চতুর্দ্দশী ব্রতে উপবাসের বিধি কোথাও কোথাও দৃষ্ট হইলেও, ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে উহা উপবাসযোগ্য নহে। আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বের আবির্ভাবে উপবাস করিতে হইলে সাক্ষাৎ মন্ত্রগুরু, পরমগুরু, পরম-পরাৎপর-গুরু, পরমেষ্ঠীগুরু প্রভৃতি গুরু-পরম্পরাগত গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাবে উপবাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। * সুতরাং আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বে বা শক্তি তত্ত্বের আবির্ভাব-তিরোভাবে লঙ্ঘনের দ্বারা উপবাস-বিধি সুসঙ্গত নহে ইত্যাদি।"

নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে কার্ত্তিক-ব্রত পালন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন সমস্ত মঠেই ২৯শে আশ্বিন ১৩৬৬, ১৫ই অক্টোবর ১৯৫৯, শুক্রবার হইতে ২৮শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত কার্ত্তিকব্রত (ঊর্জ্জব্রত) বা দামোদর ব্রত যথানিয়মে পালিত হয়। শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীমঠে প্রচুর বিশেষত্বের সহিত এবার কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপিত হয়। ব্রতকালে দৈনন্দিন সেবাক্রম, যথা— শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি, ঊষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, তুলসী পরিক্রমা, স্নান, আহ্নিক কৃত্যাদি ভক্তিগ্রন্থাদি আলোচনা, ভোগারতি, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রসাদ সেবাদি এই মহদ্‌ব্রতের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। কার্ত্তিক ব্রতের একমাসকাল সকলেই 'একপাকে পাচিত অন্ন' গ্রহণপূর্ব্বক আহার সঙ্কোচ করেন এবং ভূমিশয্যাদ্বারা বৈরাগ্য অভ্যাসের আদর্শ প্রদর্শন করেন।

শ্রীদামোদর-ব্রতকালে প্রত্যহ সকালে শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদ্যন্ত পাঠ করেন ; রাত্রিকালে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-

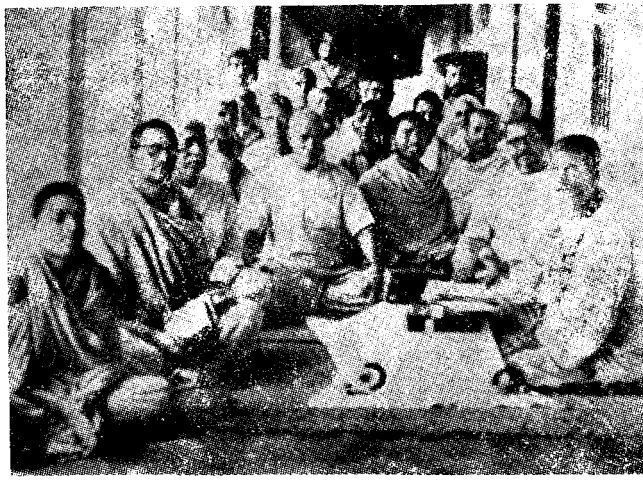

নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বেদান্ত-ব্যাখ্যারত শ্রীল আচার্য্যদেব

প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী স্বয়ং বেদান্ত দর্শনের গোবিন্দভাষ্য ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ ও ২য় পাদের ১১শ সূত্র পর্য্যন্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। গোবিন্দ-ভাষ্য আলোচনামুখে তিনি অন্যান্য বিশিষ্ট ও প্রামাণিক ৮ খানি ভাষ্য সমালোচনাপূর্ব্বক গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রাধান্য স্থাপন করেন। শঙ্করভাষ্য, ভাস্কর-ভাষ্য, রামানুজ ভাষ্য, মধ্ব-ভাষ্য, বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য, বল্লভ ভাষ্য, নিম্বার্ক-ভাষ্য—এই ৭ খানি ভাষ্যের সহিত গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্য একমাস যাবৎ পাঠ হইয়াছে। এতদ্ ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-সঙ্কলিত বেদান্তের 'ভাগবত-ভাষ্য' খানিও বিশেষ ক্ষেত্রে আলোচিত হয়।

শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠের সময় শ্রীসমিতির সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ ব্যতীত নবদ্বীপ মালঞ্চপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমুদকমল নাগ, বি. এ, বি. এল, দেয়াড়াপাড়ার শ্রীযুক্ত মাখনলাল সাহা, বি. এ এ্যাসিসটাণ্ট্ হেড্ মাষ্টার, নবদ্বীপ শিক্ষা-মন্দির, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ, নবদ্বীপ বোস-পাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত দত্ত প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীল শঙ্করা-চার্য্যের অদ্বৈতবাদের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত মাননীয় বরদা বাবু বেদান্ত আলোচনার সময় প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের তুলনামূলক গোবিন্দভাষ্য আলোচনা শ্রবণের শ্রোতৃমণ্ডলীর অপূর্ব্ব সুযোগ হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধ বরোদা বাবু ও শ্রীকুমুদকমল নাগ, বি. এল মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে ব্রতসমাপ্তির পর আরও ৫ দিন যাবৎ গোবিন্দ-ভাষ্য আলোচনা হয়। শেষ দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব বরদাবাবুকে বলেন,—আরও কিছুদিন অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিলে তিনি আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত-চিন্তাস্রোত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। বরদা বাবুও বলেন,—"এই নবদ্বীপ-সহরে আমরা এইরূপ বেদান্তের আলোচনা কুত্রাপি শুনিতে পাই নাই।"

ঊর্জ্জব্রতারম্ভের পূর্ব্বদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব উপদেশমুখে বলেন, "এই ব্রত চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত। যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র 'ঊর্জ্জাদর' করিয়া থাকেন তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণ-রূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত অতি আদরের সহিত পালন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবগণকে ভক্তিলাভের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণতঃ হরিসেবায় ক্লেশ স্বীকারে অথবা বৈরাগ্য অবলম্বনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণই চাতুর্ম্মাস্য পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকব্রতে অধিক শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন। আবার কোন কোন আধুনিক অপ বা উপ-সম্প্রদায়ে কার্ত্তিক-ব্রতও পালন করিতে দেখা যায় না। তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মের নামে আহার-বিহার-লাম্পট্যই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। "তপো বেশোপ-জীবিনঃ"—বাক্য কেবল তাহাদের জন্যই লিখিত। তাহারা "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষার আদর করে না। এমন কি, "মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান"—এই গৌরবময় বাক্য হইতেও তাহারা চ্যুত হইয়া হীন ও উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।

"চাতুর্ম্মাস্য কেবল বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য, এরূপ নহে। কর্ম্মি-জ্ঞানি-তপস্বী প্রত্যেক ধর্ম্মযাজীর পক্ষেই ইহা পালনীয়। শাঙ্কর-সম্প্রদায়ে, স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ে, অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ে এই ব্রত পালিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক-ব্রত এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের একটী প্রধান অঙ্গ-বিধায়, ইহা স্মরণাতীত কাল হইতে অত্যন্ত সমাদরের সহিত সকল সাধকগণই পালন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহার অনুগত জনগণকে এই ব্রত সর্ব্বতোভাবে পালন করিবার জন্য আদেশ ও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীবেদান্ত সমিতির অনুগত, তাঁহারা এবিষয়ে বিশেষরূপে অবহিত আছেন ও থাকিবেন।"

চুঁচুড়া মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব

৫রা পৌষ ১৩৬৬, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৯, শনিবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত শাখামঠেই জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নবদ্বীপ, মথুরা, গোলকগঞ্জ, পিছলদা প্রভৃতি মঠে উক্ত বিরহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়।

বিশেষতঃ চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের বিশেষ আগ্রহে উক্ত বিরহ তিথি উৎসবমুখে পালিত হয়। চুঁচুড়া মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকায় স্থানীয় জনসাধারণ প্রচুর হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। সকাল হইতেই পাঠ-কীর্ত্তনাদি প্রচুরভাবে চলিতে থাকে। অপরাহ্নে সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্য উচ্চ কাষ্ঠাসনে সুসজ্জিত করিয়া স্থাপিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী ও প্রবন্ধাবলী ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা হইতে বিশেষ স্থান-সমূহ ও শিক্ষাবলী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ পাঠ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণদানমুখে তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী বিতরণ করেন। —"প্রতিবৎসরই আমরা এই তিথিতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকি। শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন-বিগ্রহ। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এবিষয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন। হরিকথা কীর্ত্তনে তিনি একমুখে সহস্র-বদন। আমরা ২৪ ঘণ্টায় একদিন গণনা করিয়া থাকি। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনে একদিন সহস্র দিবসে পরিণত ছিল। হরিকথা কীর্ত্তনে তিনি এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, তাহার সীমা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সাধারণ মনুষ্যসকল আহার-বিহার-নিদ্রাদিতে কেবল আনন্দ অনুভব করে, তাহার ফলে তাহারা

সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আহার নিদ্রাতেই মত্ত থাকে। আহার নিদ্রা অপেক্ষা অধিক কোন আনন্দের বস্তুর সন্ধান তাহাদের নাই। শ্রীল প্রভুপাদ আহার-নিদ্রা অপেক্ষা হরি-কীর্ত্তনেই অধিক আনন্দ পাইতেন বলিয়া তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও হরিকথা বলিতেন।"

শ্রীল আচার্য্যদেব অবিদ্যা ও মায়া, প্রাচীন ও আধুনিক নির্ব্বিশেষ চিন্তা, ইতিহাস ও তত্ত্ববস্তু এক নহে, জীবের মঙ্গল-সাধনে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, দার্শনিক চিন্তার তারতম্য, পরতত্ত্বের একত্ব সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা, অদ্বয়-তত্ত্বে অংশের পূর্ণত্ব, পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি—(ক) ব্রহ্ম, (খ) পরমাত্মা, (গ) ভগবান্; মায়াবশ্য ঈশ্বরবাদ, শ্রীকৃষ্ণ-অচিন্ত্য-শক্তিমান্ ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-লীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্য, জীবসমূহের নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক ভাষণ দান করেন।

৬৬ দিনে ৬২ বক্তৃতা
মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার ২৮টী গ্রামে প্রচার)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ৬ই বৈশাখ ১৩৬৭, ইং ১৯।৪।১৯৬০, মঙ্গলবার সকালে সদলবলে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত কেশবপুর-জালপাই প্রভৃতি ১৭টী গ্রামে এবং ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড-হারবারাদি ১১টী গ্রামে বিশেষভাবে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১০ই আষাঢ় ১৩৬৭, ইং ২৪।৬।৬০ তাং এ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের দৈনন্দিন প্রচার-তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

(১) ৬ই বৈশাখ ১৩৬৭, ১৯শে এপ্রিল ১৯৬০, মঙ্গলবার—কেশবপুর জলপাই গ্রামে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সামন্ত দাসের গৃহ-প্রাঙ্গণে 'মনুষ্য কাহাকে বলে' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২) ৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল—উক্ত গ্রামে শ্রীঅযোধ্যানাথ দাসের নূতন গৃহে গৃহ-প্রবেশান্তে শ্রীবিষ্ণুহরি দাসের গৃহ-প্রাঙ্গণে 'বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার ও ভক্তির লক্ষণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩) ৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল—আমতল্যা গ্রামে শ্রীভুবনমোহন জানা মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪) ৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল—উক্ত গ্রামে উক্ত স্থানে 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫) ১০ বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল—উক্ত গ্রামের শ্রীঅরুণচন্দ্র দাসের গৃহে 'বিভিন্ন সমস্যার সমাধান' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৬) ১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল—নন্দীগ্রাম শ্রীজানকীনাথ মন্দিরের সন্নিকট দুর্গামণ্ডপে 'বিভিন্ন সমস্যার সমাধান' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৭) ১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল—উক্ত গ্রামের ব্রজমোহন তিওয়ারী শিক্ষা নিকেতনের প্রধান-শিক্ষক শ্রীবিজয় কুমার গোস্বামী মহোদয়ের অনুরোধে উক্ত স্কুলে 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৮) ১৩ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল—ভেটুরিয়া গ্রামে শ্রীসত্যপ্রকাশ দাসাধিকারীর গৃহে 'জীবসেবা ও ঈশ্বরসেবার পার্থক্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৯) ১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল—খোদামবাড়ী হাইস্কুলে সকাল ৯টায় 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১০) ১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল—ভেটুরিয়া গ্রামে শ্রীননীগোপাল দাসাধিকারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে রাত্র ৮॥ টায় 'মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায়' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১১) ১৫ই বৈশাখ, ২৮শে এপ্রিল—উক্ত গ্রামে উক্ত স্থানে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১২) ১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল—সাইবাড়ী গ্রামে শ্রীগগনচন্দ্র হাজরার উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী ময়দানে 'শ্রীচৈতন্যদেব ও উপাসক-সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৩) ১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল—উক্ত গ্রামের উক্ত স্থানে 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৪) ১৯শে বৈশাখ, ২রা মে—পূর্ব্বচকের সন্নিকট বেগুণাবাড়ী জুনিয়র হাইস্কুলে 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৫) ২০শে বৈশাখ, ৩রা মে—পূর্ব্বচকের শ্রীগিরিধারী দাসাধিকারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে 'বৈষ্ণব-দর্শন ও শঙ্কর-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৬) ২১শে বৈশাখ, ৪ঠা মে—মোহাটীস্থ ভক্ত শ্রীশশীভূষণ ভূঞা মহাশয়ের অনুরোধে স্থানীয় শিব মন্দিরে 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৭) ২২শে বৈশাখ, ৫ই মে— সিমুলিয়া গ্রামস্থ হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৮) ২৩শে বৈশাখ, ৬ই মে উক্ত স্থানে সকাল ৯টায় 'ছাত্রজীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৯) ২৩শে বৈশাখ, ৬ই মে— উক্ত গ্রামের উক্ত স্থানে রাত্রিতে 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২০) ২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে—এড়াশাল-গ্রামে শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে 'শ্রীএকাদশী—শুদ্ধা ও বিদ্ধা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২১) ২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে—উক্ত গ্রামের উক্ত স্থানে 'বৈষ্ণব কি জাতি, না ধর্ম্ম?' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২২) ২৬শে বৈশাখ, ৯ই মে উক্ত গ্রামে শ্রীজিতজ্ঞান দাসাধিকারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে 'জীবের ধর্ম্ম কি?' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৩) ২৭শে বৈশাখ, ১০ই মে— কুলবাড়ী-গ্রামের শ্রীঠাকুর মন্দিরে 'মনুষ্যত্ব কোথায়' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৪) ২৯শে বৈশাখ, ১২ই মে পিছলদা-গ্রামে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীপিছলদা-পাদপীঠ-প্রাঙ্গণে 'মানব-জীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৫) ৩০শে বৈশাখ, ১৩ই মে শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের পশ্চাৎ-প্রাঙ্গণে 'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৬) ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে — নর-চাকনান-গ্রামে ভক্ত শ্রীহারাধনের অনুরোধে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৭) ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই মে— তেরপেখ্যার হাটে 'বেদান্তের প্রতিপাদ্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৮) ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে উক্ত স্থানে 'বেদান্তের প্রতিপাদ্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৯) ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে— পূর্ব্বোক্ত স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

(৩০) ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে — কল্যাণপুর-গ্রামস্থ শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে 'ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩১) ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে পূর্ব্বোক্ত স্থানে 'বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩২) ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে কল্যাণপুর-গ্রামস্থ পরম পূজ্যপাদ শ্রীল গোস্বামী মহারাজের শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠে 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৩) ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে মলুবসান-গ্রামের শ্রীরমণীভূষণ পাল মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৪) ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩শে মে তমলুক-সহরস্থ শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পট্টনায়েক উকিল মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে শ্রীহরিনাম-প্রচারিণী সভা-প্রাঙ্গণে 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৫) ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে তমলুকের পূর্ব্বোক্ত স্থানে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৬) ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে মে পূর্ব্বোক্ত স্থানে 'বেদান্তের প্রতিপাদ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৭) ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬শে মে পূর্ব্বোক্ত স্থানে পূর্ব্বসময়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

(৩৮) ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে চকগাড়ুপোতার শ্রীগৌরহরি খুটিয়া (দাস) ও শ্রীগৌরহরি দাসের আগ্রহে স্থানীয় স্কুলে 'সনাতন ধর্ম্ম ও দেব-দেবীর পূজা' সম্বন্ধে রাত্রি ৮টায় বক্তৃতা।

(৩৯) ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ২৯শে মে— পূর্ব্বোক্ত স্থানে এবং পূর্ব্বোক্ত সময়ে 'পঞ্চরসতত্ত্ব ও ভাগবত' সম্বন্ধে বক্তৃতা। এখানে আর্য্যসমাজের সহিত ভাগবত সম্বন্ধে মতভেদ হয়।

(৪০) ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৩০শে মে পূর্ব্বোক্ত সময়ে শ্রীনরেন্দ্র নাথ পড়ুয়ার গৃহ-প্রাঙ্গণে 'বৈষ্ণবাচার' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪১) ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে পূর্ব্বোক্ত স্থানে এবং পূর্ব্ব সময়ে 'বর্ত্তমান সমস্যা' সম্বন্ধে বক্তৃতা। এখানে বৈষ্ণবের কৃষিকর্ম্ম বিধেয় কিনা প্রশ্ন উঠে।

(৪২) ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন— ডায়মণ্ডহারবারে রাত্রি ৭॥ টায় শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

(৪৩) ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ৩রা জুন— কাকদ্বীপে শ্রীবিশালাক্ষী মন্দিরে রাত্রি ৮টায় 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৪) ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ৪ঠা জুন — পূর্ব্বোক্ত স্থানে পূর্ব্বোক্ত সময়ে 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৫) ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ৬ই জুন— ডঃ দীনবন্ধু বাবুর বিশেষ চেষ্টায় লক্ষ্মীকান্তপুরে রাত্রি ৮টায় স্থানীয় হরিসভায় 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৬) ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ৭ই জুন — শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারীর চেষ্টায় কাশী-নগরে হাটচালায় রাত্রি ৮টায় 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৭) ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ৮ই জুন—কাশীনগর হাটে রাত্রি ৮ টায় 'সনাতন ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৮) ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন— গিলারছাটে রাত্রি ৮টায় 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৯) ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও পূর্ব্বোক্ত সময়ে 'শ্রীনাম-গ্রহণই মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫০) ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন— কাশীনগর হাটে রাত্রি ৮টায় 'বৈষ্ণবাচার ও নিত্যধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫১) ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন—কৃষ্ণচন্দ্রপুরে রাত্র ৮টায় বিভিন্নাংশ জীবের সেবাধিকার' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫২) ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন—সরবেড়িয়ায় শ্রীদ্বিজোত্তম দাসাধিকারীর গৃহে রাত্রি ৮টায় 'অধোক্ষজ তত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৩) ১লা আষাঢ়, ১৪ই জুন—একতারা-গ্রামের প্রাথমিক স্কুল-প্রাঙ্গণে রাত্রি ৭॥টায় 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৪) ২রা আষাঢ়, ১৬ই জুন—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও পূর্ব্বোক্ত সময়ে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৫) ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন—হটুগঞ্জের হরিসভাগৃহে রাত্রি ৮টায় 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৬) ৪ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন—চাঁদনগরে পরলোকগত শ্রীবসন্তকুমার ঘোষের গৃহ-প্রাঙ্গণে রাত্রি ৮টায় 'শ্রীনামতত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা।

(৫৭) ৫ই আষাঢ়, ১৯শে জুন—চাঁদনগরে রাত্রি ৮টায় শ্রীনীলমণি ঘোষের গৃহ-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

(৫৮) ৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন—চাঁদনগরে শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষের গৃহে অপরাহ্ণ ৫টায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

(৫৯) ৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন—চাঁদনগরে রাত্রি ৮টায় শ্রীরজনীকান্ত ঘোষের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। এখানকার প্রচারকার্য্যে শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারীর সেবা-সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬০) ৭ই আষাঢ়, ২১শে জুন—ডায়মণ্ডহারবার দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাহলে রাত্রি ৭॥ টায় 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৬১) ৮ই আষাঢ়, ২২শে জুন—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও পূর্ব্বোক্ত সময়ে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৬২) ৯ই আষাঢ় ১৩৬৭, ২৩শে জুন ১৯৬০—উক্ত স্থানে ও উক্ত সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে শ্রীল আচার্য্যদেব

৮ই পৌষ ১৩৬৭, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬০, শুক্রবার—মুর্শিদাবাদ-জেলার অন্তর্গত খাগড়া-বহরমপুর-সহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের সাদর আহ্বানে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তথায় সপার্ষদ শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাল্যবন্ধু মাননীয় শ্রীকৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ শ্রীল গুরু-মহারাজকে বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশন হইতে অভিনন্দিত করিয়া মোটরযোগে রাত্র ৮ ঘটিকায় খাগড়াস্থ শ্রীহরিপদ সাহা মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে লইয়া যান।

৯ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আহূত জন-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে শাস্ত্রানুমোদিত তথ্যপূর্ণ এক ভাষণ দান করেন। ১০ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর উক্ত সময়ে ও উক্তস্থানে শ্রীল সভাপতি-মহারাজ "বৈষ্ণব ধর্ম্মের মৌলিকতা" সম্বন্ধে গভীর বৈদান্তিক তথ্য ও বিচার-সম্বলিত বক্তৃতা প্রদান করেন। খাগড়া-বহরমপুর-সহরের উকিল মহোদয়গণ, শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এই ভাষণ শ্রবণে মুগ্ধ হন।

১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ১৩ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয় জনসাধারণের আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব "মুক্তি তত্ত্ব ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। বক্তৃতার পর শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ-কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

খাগড়া-বহরমপুর-সহরে পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময়ী বাণী বিতরণের পর জিয়াগঞ্জনিবাসী মাননীয় রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীল সভাপতি-মহারাজ জিয়াগঞ্জে শুভবিজয় করেন। প্রথম দিবস উক্ত রায়বাহাদুরের প্রার্থনানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় চণ্ডী-মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। সভায় উপস্থিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে তিনি পরদিবস "মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্মই বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলের আনন্দ বিধান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পরদিবস সকলের আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন ও প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমান-কালের অপধর্ম্মগুলির বিষয়ও আলোচনা করেন। জিয়াগঞ্জে শ্রীল সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতার পর প্রত্যহই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা পরিবেশন করেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়।

সুন্দরবনাঞ্চলে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার

১০ই পৌষ ১৩৬৭, ২৪শে জানুয়ারী ১৯৬১, মঙ্গলবার—শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতিরূপে কাকদ্বীপের সন্নিকট রাজনগর-ধর্ম্মসম্মেলন কমিটি-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজনগরে (উকিল বাবুর হাটে) সদলবলে শুভবিজয় করেন। শ্রীধাম-মথুরা হইতে প্রকাশিত শ্রীভাগবত-পত্রিকার (হিন্দী) সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজাদি শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন।

উক্তদিবস সন্ধ্যায় রাজনগর হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে আহূত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তা-গণের বক্তৃতা পর শ্রীল সভাপতি-মহারাজ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পক্ষ হইতে প্রধান অতিথি ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী "ধর্ম্মাচরণই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব "দেবহূতি কপিল ও আধুনিক সাংখ্যকার কপিলের পার্থক্য" সম্বন্ধে এবং হিন্দুমাত্রই সাকারবাদী ও অহিন্দু-গণই নিরাকারবাদী প্রভৃতি বিষয়ে এক মনোজ্ঞ সুদার্শনিক ভাষণ দান করেন।

১১ই পৌষ, ২৫শে জানুয়ারী, বুধবার—ধর্ম্মসম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসেও শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তৃতার পর বৈষ্ণবধর্ম্মের তরফ হইতে "পরমেশ্বর

কে এবং কাহার উপাসনা জীবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে ভাষণদান করেন। পরে শ্রীবিশ্বনাথ রায়, শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদনানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মই যে সনাতন ধর্ম্ম, ইহা সভাস্থ সকলকে ভালভাবে বুঝাইয়া দেন।

ধর্ম্ম-সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ (ট্রিপল্) এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ পাত্র মহোদয় প্রভৃতি শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার ভাবধারা, বিচারধারা ও চিন্তাধারার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শ্রীল সভাপতি-মহারাজের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা করেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যহই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের দ্বারা সভার কাজ আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি সূচিত হয়।

চুঁচুড়া মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

২০শে মাঘ ১৩৬৭, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, শুক্রবার হইতে ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও তাঁহার উপদেশ-নির্দ্দেশ অনুসারে এবারের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ২০শে মাঘ মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রীল আচার্য্য-দেবের আবির্ভাব বাসরে উষঃকাল হইতেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মহিমাসূচক কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয় এবং সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী আলোচনা করা হয়।

বেলা ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত পূজা-পঞ্চকের অনুষ্ঠান ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক পূজা-মণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ যথারীতি তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত ব্যক্তি-গণকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ হইতে কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীনিমাই চরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ দাসাধিকারী গুরুতত্ত্ব আলোচনামুখে বক্তৃতা করেন।

২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শনিবার বৈকাল ৫টায় আহূত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব গভীর দার্শনিকতত্ত্ব ও শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের আবশ্যকতা ও সৎশিষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার— গোবিন্দ-পঞ্চমী-তিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে অরুণোদয়কাল হইতে কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে ও গুরুতত্ত্ব আলোচনামুখে "বক্তৃতাবলী" পাঠ হয়। দ্বিপ্রহরে অঞ্জলিপ্রদান, শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন, ভোগরাগ-আরাত্রিকের পর সমাগত সজ্জনবৃন্দ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি সভাস্থলে পঠিত হয়। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের চরিত ও শিক্ষাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর, শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুতত্ত্ব ও শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,— "শ্রীগুরু-পূজারই নামান্তর— শ্রীব্যাসপূজা। ব্যাসদেব শিক্ষাদাতা বলিয়া শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু ভেদে গুরু দ্বিবিধ। অর্চ্চন-মার্গের বিচারে গুরুপাদপদ্মের অর্চ্চনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যদিও শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু একই— "শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ", তথাপি দীক্ষাগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,— মন্ত্রদাতা গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মননধর্ম্ম হইতে যিনি ত্রাণ করেন বা যে বস্তুদ্বারা ত্রাণ করেন, তাহাই মন্ত্র। শব্দব্রহ্ম মননধর্ম্ম হইতে আমাকে ত্রাণ করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে লাভ করিবার মন্ত্র প্রদান করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুর পূজাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বেদব্যাসকে শিক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা যিনি প্রদান করেন, তিনি শিক্ষাগুরু।

"যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষায় বিমুখ, তিনি শিক্ষাগুরু-পদবাচ্য নহেন। তিনি বৈষ্ণবই হইতে পারেন না; কারণ তিনি দীক্ষাগুরুর-মর্য্যাদা দিতে শিক্ষা করেন নাই। ঐরূপ উপদেষ্টা তাঁহার নিজ দীক্ষাগুরুর প্রতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন? * যাহারা অদ্বৈতচিন্তায় স্নাত, তাঁহারা গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে "অজ্ঞান-বোধিনী" গ্রন্থে লিখিত 'অনবগত স্যাৎ' বলিয়া গুরুকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেন বা শিক্ষা

করেন ; তাহারা গুরুকে অগুরু বা লঘু বলিয়াই বিচার করেন। গুরু অনবগত বা অতত্ত্বদর্শী হইলে তিনি নিজে কিরূপে গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন ? * গুরুসেবা করিলে নিজের সুবিধা হইবে, ভজনানন্দী-নামে অলসতার প্রশ্রয় পাওয়া যাইবে, অন্য সেবকের উপর কর্ত্তৃত্ব করা যাইবে— এইরূপ বিচার গুরু সেবকের নহে। "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।" সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত সেবক অপর সেবকগণকে অবশ্যই সম্মান প্রদান করিবেন। গুরুসেবা-শিক্ষাদানকারীই প্রকৃত শিক্ষাগুরু, গুরুসেবার বিরুদ্ধবাদী কখনই শিক্ষাগুরু নহেন, এমন কি 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞায়ও সংজ্ঞিত হইতে পারেন না" ইত্যাদি।

হুগলী-জেলার শ্রীপুরবাজার- বলাগড়ে ধর্ম্ম-সম্মেলন

স্থানীয় সচ্চিদানন্দ সেবাশ্রমের উদ্যোগে ১১ই ফাল্গুন ১৩৬৭, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-সূচী-অনুসারে ১১ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার নবদ্বীপ মঠ হইতে বেলা ১২টার ট্রেণে বলাগড় ষ্টেশনে অবতরণ করিলে স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার অনুগমনকারী বিংশতি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে শ্রীপুরের সচ্চিদানন্দ আশ্রমে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক লইয়া যান। নিকটস্থ জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

বিভিন্ন বক্তা ও প্রধান অতিথি প্রভৃতি উপস্থিত হইলে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সভাপতি-মহারাজকে লইয়া আসা হয় ও সমস্বরে শঙ্খধ্বনিদ্বারা প্রণতি-জ্ঞাপন করা হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা—কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান-বিচারপতি শ্রীবামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে সভামণ্ডপে সভাপতির আসনে উপবেশন করান। প্রধান-অতিথি স্বামী সমাধিপ্রকাশ অরণ্য ও শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং বক্তা স্বামী মহাস্থবির ধর্ম্মকীর্ত্তি এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীমতিলাল দাস, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল. সি চেয়ারম্যান হুগলী জেলাবোর্ড, শ্রীসমিতির সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ সভামণ্ডপে স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

ডাঃ শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীবামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদনে পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের উভয়ের প্রস্তাব ও অনুমোদনে স্বামী সমাধিপ্রকাশ অরণ্য ও শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সচ্চিদানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভূপানন্দ পুরী মহারাজের পক্ষে শ্রীতারকগতি মুস্তৌফী সম্মেলনের উদ্দেশ্য পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি-মহোদয়ের নির্দ্দেশ-অনুসারে প্রথমে ডাঃ মতিলাল দাস মহাশয় বেদ-উপনিষদের প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; পরে মহাবোধি সোসাইটীর স্বামী মহাস্থবির ধর্ম্মকীর্ত্তি বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন; অতঃপর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহোদয়ের ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতাশেষে স্বামী সমাধিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান ধর্ম্ম জগতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সমালোচনাদ্বারা তাঁহার বক্তব্য রক্ষা করেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতি-স্বরূপে ভাষণ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সভাপতি-মহোদয় বর্ত্তমান রাষ্ট্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, সমাজের ধর্ম্ম-বিরোধিতা, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় ভারতীয় কৃষ্টির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় রাত্র ৮টার অধিক হইলে সম্মেলনের সম্পাদক মহোদয় সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রদর্শনী উন্মোচনের কথা সভায় জানাইতে অনুরোধ করায়, শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব 'ধর্ম্ম-যাজনই মনুষ্য-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন। সভাভঙ্গ হইবার পর শ্রীল আচার্য্যদেব বলাগড় ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী সভাপতি-মহারাজের অনুগমন করেন ও তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

আসামে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারাভিযান

১৭ই চৈত্র ১৩৬৭, ৩১শে মার্চ্চ ১৯৬১, শুক্রবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে আসাম প্রদেশে সমিতির শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ বহুদিন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণের নিমিত্ত তাঁহার আগমন প্রতিক্ষা করিতে-

ছিলেন। তথায় ২ দিন হরিকথা পরিবেশনের পর, শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী প্রভুর সাদর আহ্বানে ৩রা এপ্রিল চড়াইখোলায় শুভগমন করেন। ৪ঠা এপ্রিল শ্রীল গুরু-মহারাজ তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং পরদিবস সাধারণের আয়োজিত এক বিরাট্ সভায় "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে ছায়াচিত্রে গৌরলীলা প্রদর্শিত হয়।

৭ই এপ্রিল গোলোকগঞ্জ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া টোকরের ছড়া-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীচিন্তাহরণ রায় মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব গ্রামবাসিগণের আগ্রহে এখানে "বিভিন্ন সমস্যার সমাধান" সম্বন্ধে সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী ভাষণ দান করেন।

৯ই এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যদেব গোয়ালপাড়া-জেলার অন্তর্গত ডিংডিঙ্গা-গ্রামনিবাসী শ্রীকৈলাসনাথ রায় মহাশয়ের অত্যন্ত আগ্রহে তথায় শুভগমন করেন। সপরিবার কৈলাস বাবু ও গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া ধূপ-দীপাদি ও আরতিদ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় জুনিয়র হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে এক জনসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা কাল তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সভায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে কয়েক হাজার শ্রোতার সমাবেশ হয়। পরদিবস ১০ই এপ্রিল শ্রীকৈলাস বাবুর নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার পর ছায়াচিত্রে শ্রীচৈতন্য-লীলা প্রদর্শিত হয়।

১২ই এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যদেব ধুবড়ী-সহরের অন্তর্গত শান্তিনগর কলোনীতে সমিতির আশ্রিত শ্রীঅদ্বৈতচরণ দাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে গমন করেন এবং সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগ্রহে স্থানীয় হরিসভায় ১৩ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন দিবসব্যাপী "বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক তুলনামূলক গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক জনসাধারণকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করেন। উক্ত দুই দিনই বক্তৃতার পর ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সহরবাসিগণের বিশেষ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে স্থানীয় কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে "ধর্ম্মই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণের কয়েকজন তাঁহাদের স্ব-স্ব-ভবনে লইয়া গিয়া উৎসবাদি করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা শ্রবণ করেন। এবিষয়ে স্থানীয় ষ্টেট-ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার শ্রীহরিদাস দাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীবিষ্ণুপদ পাল, শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাহা ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনগরের অদ্বৈত প্রভুর গৃহ ১৫ দিন যাবৎ সর্ব্বদাই হরিকথায় মুখরিত ছিল এবং গৃহস্থ সপরিবারে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও অনুচরবর্গের প্রচুর সেবা করিয়া আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহেও ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রাদি প্রদর্শিত হয়।

সুন্দরবন আইপ্লটে প্রচার

সুন্দরবনস্থিত আইপ্লট অষ্টমখণ্ডের অধিবাসিগণের সাদর আহ্বানে পরম-আরাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব চুঁচুড়ামঠ হইতে ১৬ইজুন ১৯৬২, শুক্রবার কতিপয় সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীসহ যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রপুর-গ্রামস্থ শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবীর গৃহে অবস্থান করেন এবং পরদিবস ১৭ই জুন, শনিবার বেলা ১১টায় যাত্রাপূর্ব্বক বাস ও নৌকাযোগে রাত্র ৯টায় সুন্দরবনাঞ্চলের লক্ষ্মীজনার্দ্দনপুর-নিবাসী শ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন।।

১৮ই জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আয়োজিত ধর্ম্ম-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলংকৃত করিলে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য', ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ 'ধর্ম্ম জীবনের আবশ্যকতা' এবং শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী 'ধর্ম্ম কাহাকে বলে' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীল আচার্য্য-দেব 'বর্ত্তমান ধর্ম্ম জগতের অবস্থা' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ দার্শনিক বিচার-সম্বলিত ভাষণ প্রদান করেন।

১৯শে জুন পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে আয়োজিত সভায় শ্রীল সভাপতি-মহারাজের আদেশমত যথাক্রমে শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী 'ভগবত্তত্ত্ব', 'জীবের স্বরূপ কি?' ও 'জীবের চরম প্রয়োজন কি?' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর শ্রীল আচার্য্যদেব 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ২১শে জুন শ্রীল সভাপতি-মহারাজ সভাস্থলে জনসাধারণের ধর্ম্ম-বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর দান করিলে তাঁহারা বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। ১৯শে জুন সভাশেষে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম

মহারাজ ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। ২২শে ও ২৩শে জুন কাশী-নগরে পাঠ-বক্তৃতাদি করিয়া ২৪শে জুন শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদ চুঁচুড়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীসমিতির এই প্রচারে আইপ্লটের বাসিন্দা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীঅনন্তকুমার দাসাধিকারী, শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী, শ্রীঅর্জ্জুন দাসাধিকারী, শ্রীঅনন্তকুমার গিরি, শ্রীসুবোধ চন্দ্র মাইতি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সেবাসৌষ্ঠব প্রশংসনীয় এবং কাশীনগর-নিবাসী শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী ও পরলোকগত মতিলাল ময়রার বিধবা সহধর্ম্মিণীর সেবাযত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব

২৭শে আষাঢ় ১৩৬৮, ১২ই জুলাই ১৯৬১, বুধবার— চুঁচুড়া মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব উপলক্ষে উষঃকীর্ত্তন ও বিরহসূচক গীতি কীর্ত্তিত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিত ও উপদেশ পাঠ করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আহূত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার আদেশে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমন্ মুনি মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এবং শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবত দাস ব্রজবাসী, শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুবর দাসাধিকারী এম. এ, বি. টি, শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল ঠাকুরের পূত জীবন ও তদীয় আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ঠাকুরের অপ্রাকৃত গূঢ় চরিত্র ও উপদেশাবলী বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, বৃহস্পতিবার হইতে ৬ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত দশদিবসব্যাপী রথযাত্রা-মহোৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ এবং শেষ দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যামুখে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রাঞ্জলভাষায় পরিবেশনপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা' ও এ সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

এবং প্রত্যহ রাত্রে ক্রমান্বয়ে শ্রীগৌর-লীলা, শ্রীরামলীলা ও পারমার্থিক শিক্ষা ছায়াচিত্রযোগে ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব, বিশেষতঃ যাত্রাকালে রথাদি নিয়মনে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন; শ্রীবিগ্রহ ও রথসজ্জায় শ্রীহরি ব্রহ্মচারীর পারদর্শিতা এবং কীর্ত্তনাদিতে শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও ভোগ-রাগাদি-ব্যবস্থাপনায় শ্রীনৃপঞ্চাস্য ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

৫ই ভাদ্র ১৩৬৮, ২২শে আগষ্ট ১৯৬১, মঙ্গলবার হইতে ৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, সমিতির মথুরা, গোলকগঞ্জস্থ শাখামঠসমূহেও ঝুলনোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

চুঁচুড়া-মঠের দোল-মণ্ডটী বিবিধ কারুকার্য্যের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রকায় বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা মণি-মুক্তার ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকায় দোলার অধিক শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। সর্ব্বোপরি ঝুলনমঞ্চের সম্মুখে জলের উৎস ও তদুপরি শ্বেত গোলকের নৃত্য দর্শকবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীমন্দির ও জগমোহন বিবিধ পুষ্পমাল্য-আম্রপল্লবাদি মনোহর-লতাবেষ্টিত হইয়া ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের হিন্দোল-লীলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল।

শ্রীঝুলনযাত্রার দ্বার উন্মোচন করিবার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম নিম্নলিখিত তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন— "ঝুলনযাত্রা লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলা। মধুর-রসাশ্রিত রাগাত্মিক সেবক-সম্প্রদায় সম্ভোগ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে 'মদনান্দোলন'-নামক হিন্দোলায় আরোহণ করাইয়া তাঁহাদের সুখোৎপাদন করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত সখীগণ হিন্দোল-লীলায় দোলার নিম্নে অবস্থান করিয়া বিচিত্র ভোজ্য-সম্ভার, বিবিধ প্রসাধন-সামগ্রী ও সম্ভোগের উপকরণ-সমূহ লইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় ব্যস্ত হন। ভজন-পরায়ণ মধুররস-রসিক-গণই এই লীলা উপলব্ধি করিতে পারেন। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-রচিত "শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত" ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরকৃত "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত"-গ্রন্থে বর্ণিত

অপ্রাকৃত হিন্দোল-লীলার বিচারে কাহারও প্রবেশলাভ ঘটে না। অনর্থগ্রস্ত জীবের পক্ষে ইহা আদৌ আলোচ্য বা স্মরণীয় নয়, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই সাধিত হয়" ইত্যাদি।

সমগ্র ভারত-তীর্থ পরিক্রমা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ-উপস্থিতিতে এবার তিনধাম সপ্তপুরীসহ সমগ্র ভারততীর্থ পরিক্রমা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীসমিতি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্তসহ ১১৮ জন যাত্রী লইয়া ১৬ই আশ্বিন ১৩৬৮, ৩রা অক্টোবর ১৯৬১, মঙ্গলবার—রাত্র ৯-২০ মিনিটে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের একখানি টুরিষ্টকার রিজার্ভ করিয়া ১১নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে শুভযাত্রা করেন এবং দুইমাস যাবৎ ভারতের সমগ্র তীর্থ দর্শন করিয়া ২রা ডিসেম্বর ১৮নং ডাউন পাঠানকোট্-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমা-সঙ্ঘ হাওড়া হইতে রওনা হইয়া ৪।১০।৬১ তাংএ ভক্ত-রক্ষায় 'দলমাদল' কামান-চালনকারী বিষ্ণুপুরের শ্রীমদনমোহন ও উক্ত কামান দর্শন করেন। তথা হইতে ৬।১০।৬১ তাং নীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেব, টোটা-গোপীনাথ, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব ও ভজনস্থলী, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরাদি দর্শন সমাপন করেন। ৮।১০।৬১ তাং সিংহাচলমে ৯৮৭ সিঁড়ি অতিক্রমপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি শ্রীজিয়ড়-নৃসিংহদেব দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তথা হইতে ১০।১০।৬১ তাং পানা-নৃসিংহদেব, ১১।১০।৬১ তাং মাদ্রাজের শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পার্থসারথি ও অন্যান্য মন্দিরাদি দর্শন করেন। এখানে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ী পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ রেল-ওয়ের বগী লইয়া যাত্রা আরম্ভ করা হয়। মাদ্রাজ হইতে বেদাগরীশ্বর মহাদেব ও হর-পার্ব্বতীর পক্ষী-রূপ দর্শনের নিমিত্ত ১৩।১০।৬১ তাং পক্ষীতীর্থে উপস্থিত হন।

১৪।১০।৬১ তাং চিদম্বরমে শ্রীবাসুদেব ও শ্রীনটরাজ, মায়াভরমে (ময়ূরম্) পার্ব্বতীদেবীর ময়ূর-রূপ দর্শন করত ঐদিন রাত্রে কুম্ভকোণমে মোক্ষকুণ্ড, কুম্ভেশ্বরম্, নাগেশ্বরম্, শ্রীরাজগোপাল, চক্রপাণি এবং অন্যান্য বহু মন্দির দর্শন করা হয়। ১৬।১০।৬১ তাং তাঞ্জোরে গিয়া বৃহদীশ্বর মহাদেবের সুবৃহৎ মন্দির (মন্দিরের শীর্ষদেশে ৮০ টন ওজনের একটি প্রস্তর স্থাপিত আছে এবং ২৫ টনের একটী

প্রস্তর নির্ম্মিত ষাঁড় শিবের সম্মুখে শায়িত রহিয়াছে), ১৮।১০।৬১ তাং ভারতের সর্ব্বশেষ দক্ষিণপ্রান্ত ধনুষ্কোডী-তীর্থে স্নানপূর্ব্বক রামেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র ও শিবের মন্দির, ২০।১০।৬১ তাং মাদুরায় মীনাক্ষীদেবীর মন্দির, পরে কন্যাকুমারী দর্শন করা হয়। ২৩।১০।৬১ তাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাজনক্ষেত্র শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথজীউর সুবৃহৎ শেষশায়ী মূর্ত্তি (লক্ষ্মীসহ), ২৫।১০।৬১ তাং বিষ্ণুকাঞ্চি, শিবকাঞ্চি দর্শন করিয়া আরকোণামে পৌঁছিয়া পুনঃ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পূর্ব্ব টুরিষ্টকার গ্রহণ করেন।

২৫।১০।৬১ তাং রাত্র ১০টায় রেশিগুণ্টা হইয়া ২৬।১০।৬১ তাং সাধারণ ট্রেন সার্ভিসে যাত্রিগণ তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তথা হইতে বাসযোগে ৭ মাইল ঊর্দ্ধে তিরুমালাই হিল্স্‌এ শ্রীবালাজী, ২৯।১০।৬১ তাং নাসিকে পঞ্চবটীবন, ৩১।১০।৬১ তাং বোম্বাই, ১।১১।৬১ তাং বলিরাজের ভিক্ষাদানের স্থান ব্রোচ দর্শন করা হয়। ২।১১।৬১ তাং বিরামগামে ইষ্টার্ণ রেলের বগী পুনঃ কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের দুইটী টুরিষ্টকার রিজার্ভ করিয়া ৩।১১।৬১ তাং প্রভাস, ৪।১১।৬১ তাং সুদামাপুরী, ৬।১১।৬১ তাং বেট দ্বারকা ও ৭।১১।৬১ তাং গোমতি দ্বারকা, ৯।১১।৬১ তাং ডাকোরে শ্রীরণ্‌ছোড়জী প্রভৃতি দর্শন করেন।

অতঃপর ১০।১১।৬১ তাং উজ্জয়িনী, ১২।১১।৬১ তাং শ্রীনাথদ্বারে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল (শ্রীনাথজী), ১৩।১১।৬১ তাং পুষ্কর ও সাবিত্রী দর্শনপূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে যাত্রিগণ ১৪।১১।৬১ তাং জয়পুর, তথা হইতে ঐ দিন আগ্রায় পৌঁছেন ও ওয়েষ্টার্ণ রেলের বগী ছাড়িয়া পুনঃ ইষ্টার্ণ রেলের টুরিষ্টকার গ্রহণ করেন এবং ঐ দিনই মথুরাধামে উপস্থিত হন। ১৭।১১।৬১ তাং গোকুল, ১৮।১১।৬১ তাং বৃন্দাবন, ২০।১১।৬১ তাং রাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম, সঙ্কেত, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণা দর্শন শেষে ২২।১১।৬১ তাং দিল্লীতে ইন্দ্রপ্রস্থাদি, ২৩।১১।৬১ তাং কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ২৪।১১।৬১ তাং হৃষীকেশ ও লছমন্‌ঝোলা এবং ২৫।১১।৬১ তাং হরিদ্বার, কংখল দর্শন করিয়া ২৭।১১।৬১ তাং নৈমিষ্যারণ্যে উপস্থিত হন। ২৮।১১।৬১ তাং যাত্রা করিয়া ২৯।১১।৬১ অযোধ্যা এবং ৩০।১১।৬১ তাং বারাণসী দর্শন করিয়া ঐদিন রাত্র ১টায় যাত্রিগণ গয়াধামে পৌঁছেন। ১।১২।৬১ তাং শ্রীগদাধর বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনপূর্ব্বক যাত্রিগণ পাঠানকোট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেসযোগে ২।১২।৬১ তাংএ সুদীর্ঘ দুই মাসকাল পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জয়পুরে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সপরিকরে ১৯শে পৌষ ১৩৬৮, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬২—সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া ২০শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী সমিতির অন্যতম শাখামঠ মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। তথায় এক পক্ষকাল স্থানীয় জনসাধারণের নিকট বিপুলভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগ্রহে মথুরা হইতে ৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার জয়পুরে শুভপদার্পণ করেন।

পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী জয়পুরের বিশিষ্ট মোটর-ব্যবসায়ী 'লক্ষ্মী মোটর কোম্পানী'র মালিক শ্রীজগদীশ প্রসাদ বাবুর মির্জ্জা ইস্‌মাইল রোডস্থ 'গেষ্ট হাউসে' শ্রীল আচার্য্যদেব অবস্থান করেন এবং সপ্তাহব্যাপী সহরের বিভিন্ন সভা-সমিতি ও শ্রীমন্দিরে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের উপাদেয়তা জনসাধারণকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের জয়পুরে শুভাগমন ও বক্তৃতা-প্রসঙ্গ স্থানীয় হিন্দী দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক নবজ্যোতি', 'লোক-বাণী', 'রাষ্ট্রদূত', 'নবযুগ', পত্রিকার ২১শে হইতে ২৪শে জানুয়ারী সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার বঙ্গানুবাদ,—"জয়পুর ২৩শে জানুয়ারী, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর মন্দিরে শুভাগমন করেন। সহরের বিশিষ্ট ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ পুষ্প-মাল্য ও শঙ্খধ্বনিদ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তথায় আয়োজিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুসারে ভক্ত ও ভগবানের মহিমা ও শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচার্য্য বিষয় অবলম্বনে জনসাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান করেন।"

জয়পুরে অবস্থানকালীন শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীকমলাকর 'কমল' ও পণ্ডিত কৃষ্ণদাসজী কাব্যব্যাকরণতীর্থ (বঙ্গ), সাহিত্যাচার্য্য (উত্তরপ্রদেশ) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বসকল বিশেষভাবে

আলোচনা করিয়া পরমানন্দিত হন। মাসাধিককালব্যাপী মথুরা ও জয়পুর-সহরে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদ ২৬শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উড়িষ্যায় সমিতির নূতন শাখামঠ স্থাপন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলান্তর্গত

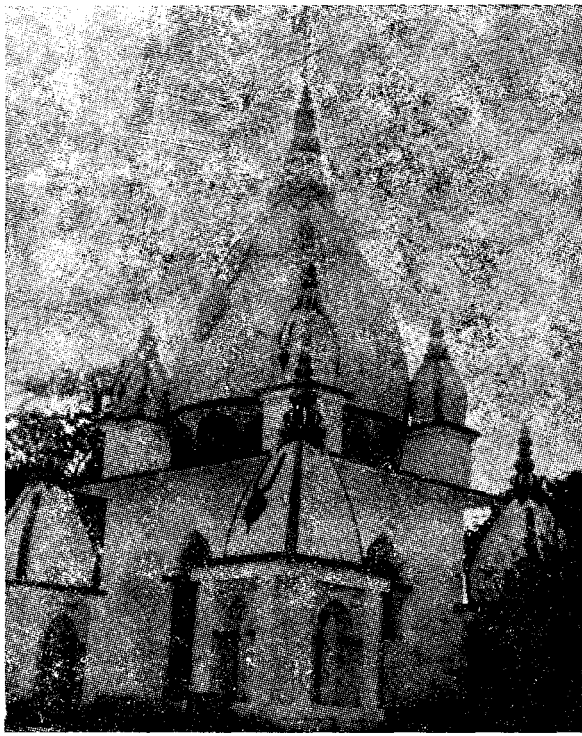

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রের মূল-শ্রীমন্দির

ভদ্রকের সন্নিকট রান্দিয়াহাট পোষ্টঅফিসের অধীন কোরণ্ট-নামক স্থানে একটী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। কোরণ্ট একটী ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে উড়িষ্যার করণগণের অধিক পরিমাণে বসবাস। এখানকার অধিবাসীবৃন্দের

অধিকাংশই সুশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী। সমিতি এখানে একটী শাখামঠ স্থাপন করায় স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। শ্রীগোপালজীর (শ্রীগৌরগোপালের) সেবা ও উক্ত প্রচারকেন্দ্র পরিচালনের জন্য মাননীয় শ্রীলালমোহন মহাপাত্র মহাশয়ের নিকট হইতে বেশ কিছু ধানী জমি প্রাপ্ত হন। সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব এই শাখামঠের "শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র" নামকরণ করেন। পরবর্ত্তিকালে

শ্রীমন্দিরে সেবিত গৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীজগন্নাথদেব

এই মঠ পল্লী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া কোরণ্ট সদর-রাস্তার উপর বিস্তৃত ভূখণ্ডে নির্ম্মিত নাট্যমন্দিরাদিসহ শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জগন্নাথজীউ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিসেবিত হইতেছেন।

ইহা উড়িষ্যার বালেশ্বর-জেলার ভদ্রক-মহকুমার অন্তর্গত ভদ্রক-সহরের ২॥ মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত শালিন্দী-তটবর্ত্তী একটী সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই ভদ্রক-মহকুমার সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার (এস. ডি. ও. পদে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁহার "বিজন গ্রাম"-নামক কাব্যেও উল্লেখ করিয়াছেন, "কিম্বা না রহিলি কেন সালিন্দীর কূলে, যথায় পথিকগণ অশ্বত্থের মূলে, কাটায় আতপ-তাপ নিশ্চিন্ত-অন্তরে।" "আমরা শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে অবস্থান করিয়া শ্রীল ঠাকুরের পূত চরিত সর্ব্বদাই স্মরণ করিবার সুযোগ পাইব"—ইহাই শ্রীল আচার্য্যদেবের বিশেষ বক্তব্য।

মঠটী ভদ্রক রেলষ্টেশনের পরই বাউদপুর ষ্টেশন হইতে ২ ফার্লং দূরে অবস্থিত। যানবাহনের রাস্তা অতিশয় উত্তম এবং স্থানটীর পরিবেশ ও অতীব মনোরম। সমিতি উক্ত শ্রীমহাপাত্র মহোদয় ও তাঁহার সহকর্ম্মি-আত্মীয়-বর্গকে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর-সহরে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারাভিযান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ জয়পুরের পথে ৪ঠা ভাদ্র ১৩৭১, ২১শে আগষ্ট ১৯৬২, মঙ্গলবার মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। স্থানীয় শিক্ষিত এবং আলিগড় ও আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ স্কলারগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুদার্শনিক শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহ শ্রবণমানসে দলে দলে উপস্থিত হন। দুই সপ্তাহকাল মথুরায় অবস্থানের পর শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার অপরাহ্নে জয়পুর-সহরে শুভযাত্রা করেন। স্থানীয় হলবাই সমিতির সভাপতি—শেঠ সোমিলালজীর আগ্রহে শ্রীল আচার্য্য-দেব উক্ত সমিতির প্রধান-কার্য্যালয়ে (দ্বিতলে) অবস্থান করেন।

স্থানীয় বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, সাহিত্যরত্ন মহোদয়ের উদ্যোগে তদীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর মন্দির প্রাঙ্গণে ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী-দিবসে সন্ধ্যায় এক সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী-ভাষায় 'শব্দব্রহ্মের উপাদেয়তা ও শব্দসামান্যের হেয়ত্ব' প্রতিপাদনপূর্ব্বক এক

সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে শব্দ-প্রমাণেরই বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। তৎপরে শ্রীগোবিন্দজীউর মহান্ত মহাশয়ের আগ্রহে আয়োজিত বিদ্বৎসভায় 'শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চমৎকারিতা' সম্বন্ধে ওজস্বিনী-ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল আচার্য্যদেবের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুষ্ঠু বিচারধারায় বিশেষ আকৃষ্ট হন।

৯ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় মহারাজা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রশেখর দ্বিবেদী ব্যাকরণাচার্য্য, সাংখ্য-যোগ-বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের আমন্ত্রণে উক্ত কলেজে এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সভায় বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, বিদ্যার্থীমণ্ডলী, সহরের গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ছাত্রগণকে অক্ষর কৃষ্ণবস্তুর সহিত পরিচয় করিতে উপদেশ দেন। পরে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য'* ও বর্ত্তমান গণতন্ত্রকে গণেশের আকারের সহিত তুলনা করিয়া বেদান্তের "অরূপবৎ এব হি প্রধানত্বাৎ" সূত্রটী আলোচনা করিয়া নিরাকারবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক ঈশ্বরের সাকারত্ব স্থাপন করেন ; ভক্ত ও ভগবান্ কিরূপে time and space-এর অতীত হইয়াও নিত্য-বর্ত্তমান, সে-সম্বন্ধেও সুদার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাশেষে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ প্রদানান্তর শ্রীল আচার্য্যদেবের বৈদান্তিক বিচারাবলীর ভূয়সী প্রশংসামুখে ছাত্রগণ ও মনুষ্যসমাজকে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশাবলী গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দেন। তিনি অন্যান্য বেদান্ত-ভাষ্যের সহিত গৌড়ীয়বেদান্ত-ভাষ্যের তুলনামূলক বিচার শ্রবণের জন্য সর্ব্বসম্প্রদায়ের এক মিলিত সভা আহ্বানের অভিলাষ প্রকাশ করেন।

জয়পুরে অবস্থানকালীন শেঠ সোমিলালজী শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় অনুগমনকারিগণের প্রাত্যহিক সেবাভার গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। জয়পুরের প্রচারে সমিতির আশ্রিত শ্রীওম্‌প্রকাশ শর্ম্মা ও স্থানীয় মির্জ্জা ইসমাইল রোডস্থ লক্ষ্মী মোটর কোং-এর সত্ত্বাধিকারী শ্রীজগদীশ প্রসাদজীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

---

* শ্রীল আচার্য্যদেবের জয়পুরে অবস্থানকালীন বিভিন্ন সভায় "শব্দব্রহ্মের উপাদেয়তা ও শব্দসামান্যের হেয়ত্ব", "শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চমৎকারিতা" ও "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" প্রভৃতি ভাষণগুলি বিস্তারিতভাবে তাঁহার "বক্তৃতাবলী"তে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসমিতি-পরিচালিত "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী" সম্বন্ধে শ্রীল সভাপতি-মহারাজের শুভেচ্ছা

"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বাং ১৩৫৭, ইং ১৯৫০ সালে ৩৩।২, বোস পাড়া লেন, বাগ্‌বাজার, কলিকাতায় "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী" নামে একটী সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ অবশ্য-পাঠ্যরূপে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এ বিষয়ে কোন উপযুক্ত মনোযোগ দেখা যায় না। দেবভাষায় অনধিকার জন্মিলে ভারতের প্রাণ-স্বরূপ দৈব-চিন্তাধারা লোপ পাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃত-সাহিত্যের একান্ত আনুগত্য করিয়া সমগ্র ভারতে সর্ব্বোত্তম ভাষারূপে আদৃত হইয়া আসিতেছিল। দুঃখের বিষয়, বাংলা-ভাষাকেও সংস্কৃত-ভাষার আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। * বাংলা-ভাষা সংস্কৃত-দৈব-ভাষার আনুগত্য করিলে বাংলাদেশ হইতে হিন্দুধর্ম্ম উৎসাদিত করা যাইবে না; সুতরাং বাংলা-ভাষাকে সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাংলা-ভাষাকে রাবিন্দ্রিক-পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করিতে বসিয়াছেন! ইহার মূলে সংস্কৃত ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ভারতীয় বেদ-উপনিষদ ও পুরাণাদির চিন্তাধারার প্রতি অবহেলাও বুঝিতে হইবে।

"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বহুকাল যাবৎ বাংলার, এমন কি ভারতের এইরূপ দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষার প্রসারের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ উক্ত চতুষ্পাঠী কয়েক বৎসরের জন্য চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত করেন; অধুনা উহা নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি উক্ত চতুষ্পাঠী সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে লইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর সভ্যবৃন্দ

১। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী— সভাপতি

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ— সম্পাদক

৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৫। শ্রীযুত শচীন্দ্রমোহন নন্দী (চেয়ারম্যান, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী)

৬। পণ্ডিত শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ।

৭। পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাই চরণ ব্যাকরণতীর্থ।

৮। পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায়, ব্যাকরণতীর্থ।

৯। পণ্ডিত শ্রীযুত ব্রজানন্দ ব্রজবাসী।

কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে বিদ্যার্থিগণ বঙ্গীয় সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে পরীক্ষা দিয়া সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহাদের নাম শ্রীপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষের ১২শে আষাঢ় ১৩৬০, ৪ঠা জুলাই ১৯৬২, বুধবার হইতে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীজিতেন্দ্র নাথ পঞ্চতীর্থ (কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ত-বৈষ্ণব-দর্শন-তীর্থ) মহাশয়ের অধ্যাপকতায় উক্ত চতুষ্পাঠী পুনরায় পূর্ণোদ্যমে ও সোৎসাহে পরিচালিত হইতেছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সমগ্র নবদ্বীপ-সহরে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

"ক্রমশঃ ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্ডিত শ্রীনিমাই চরণ ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়কেও অধ্যাপক-স্বরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত অধ্যাপকদ্বয়ের চেষ্টায় বেদান্ত চতুষ্পাঠী হইতে বর্ত্তমান বর্ষে সাত জন বিদ্যার্থী আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হইয়াছেন।* বর্ত্তমানে কাব্য, ব্যাকরণ ও বেদান্তের পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সংস্কৃত-শিক্ষার্থীসকলকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। তাহারা এই চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপকগণের সাহায্যে দেব-ভাষায় অধিকার লাভ করুন্।

"আরও জানাইতেছি যে, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অধ্যাপনা এই টোলে বিশেষভাবে হইয়া থাকে। হরিনামামৃত ব্যাকরণের বিদ্যার্থীগণকে আহার ও থাকিবার স্থান দেওয়া হইবে। নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নিয়মাধীনে পাঠাভ্যাসাদি করিলে তাহারা এই সুযোগ পাইবেন। বিদ্যার্থীগণ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর সম্পাদক— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট তাহাদের স্ব-স্ব-যোগ্যতার প্রমাণসহ আবেদন-পত্র প্রেরণ করুন্।"

---

* এবার পাঁচজন বিদ্যার্থী বিশেষ সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন:— (১) শ্রীরাঘব চৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ উপাধি, ২য় বিভাগ; (২) শ্রীশ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ও (৩) শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী, মধ্য ২য় বিভাগ, (৪) শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী যথাক্রমে আদ্য ১ম বিভাগ ও আদ্য ২য় বিভাগ। টোল পরিদর্শকের মন্তব্য পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে মাননীয় টোল পরিদর্শকের মন্তব্য

"অদ্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিলাম। পরিদর্শনকালে ২জন অধ্যাপক মহাশয়, সম্পাদক মহাশয় ও ১০জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

"চতুষ্পাঠীর বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ১২জন। সাধারণতঃ কাব্য, হরিনামামৃত, ব্যাকরণ, বেদান্ত ও বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই চতুষ্পাঠীতে হইয়া থাকে। প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পঞ্চতীর্থ। তিনি নিষ্ঠার সহিত এই টোলে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই টোলে সহকারী অধ্যাপকরূপে একজনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

"এই চতুষ্পাঠীতে আবাসিক ছাত্র-হিসাবে ১২।১৩ জন ছাত্র (রেজিষ্ট্রী খাতায়) দেখিলাম, ইহা আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। পরিচালক সমিতির (দরখাস্ত) সরকারী অনুমোদনের জন্য বহুদিন পূর্ব্বে পরিষদে প্রেরণ করা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত অনুমোদিত হইয়া আসে নাই।

"বিগত বর্ষে চতুষ্পাঠীর পরীক্ষার ফল মন্দ নহে। চতুষ্পাঠীর খাতা পত্রাদি যথাযথভাবে রক্ষিত হইতেছে।

"আমি এই চতুষ্পাঠীর উন্নতি কামনা করি।"

স্বাঃ শ্রীনলিনীকান্ত তর্ক-স্মৃতিতীর্থ
পশ্চিমবঙ্গ টোল পরিদর্শক (অতিরিক্ত)
১৯।১২।১৯৬৩

শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬২ তাং বেলা ৯॥ টায় নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে "শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়"—নামে একটী হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক ও এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয় পরিচালনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন একটী সাব কমিটী (সহকারী সমিতি) গঠিত হইয়াছে ঃ—

১। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী—সভাপতি

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

৩। " " " ত্রিবিক্রম মহারাজ

৪। " " " নারায়ণ মহারাজ

৫। " " " হরিজন মহারাজ

৬। " " " বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

৭। শ্রীযুত ব্রজানন্দ দাস ব্রজবাসী, এল. এম. এফ্—সম্পাদক (Regd. No. 8134 Cal.)

৮। শ্রীযুত অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

৯। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য, চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক—
শ্রীযুত কৃষ্ণবন্ধু ভৌমিক, H. M. B., H. T. C.

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় উন্মোচনের সময় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সাব কমিটির সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুত ব্রজানন্দ ব্রজবাসী, এল. এম. এফ্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত "শ্রীগৌড়ীয় হাসপাতাল"—নামক প্রবন্ধটী সভাপতি-মহারাজের আদেশে পাঠ করেন। তৎপরে উক্ত সমিতির সভাপতি মহোদয় এই হাসপাতাল সম্বন্ধে একটা বিচারপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন—"রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হাসপাতাল আর গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত "শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়" এক নহে। বাহ্য দৃষ্টিতে রোগীকে ঔষধ প্রদান ব্যাপারটী এক বলিয়া মনে হইলেও, ইহার উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। মানুষকে প্রাকৃত কর্ম্মমার্গে প্ররোচিত করিবার জন্য চেষ্টা, সাহায্য ও সহানুভূতি লোকের বন্ধনের কারণ হয়, আর জীবমাত্রকেই ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হইবার জন্য সাহায্য-সহানুভূতি ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশের অধিকার প্রদান করিয়া থাকে" ইত্যাদি।

উক্ত চিকিৎসালয়ে ঔষধ-প্রাপ্তির সময় ঃ—(১) সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত—ডাঃ শ্রীযুত কৃষ্ণবন্ধু ভৌমিক, এইচ. এম. বি.। (২) বিকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত—ডাঃ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ রায়, এল. সি. পি. এস।

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র নবদ্বীপ-সহরে এই দাতব্য চিকিৎসালয় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের চিকিৎসাধীনে প্রত্যহ বহু রোগীর সমাগম হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা-মধ্যে নবনির্ম্মিত বিরাট্‌মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ২০শে ফাল্গুন ১৩৬৯, ৫ই মার্চ্চ ১৯৬৩, মঙ্গলবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে ২২শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবারে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহ-পঞ্চক প্রকাশিত হওয়ায় দিকে দিকে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন ও সাড়ার সৃষ্টি করে। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকালে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের বেদ-চতুষ্টয়, উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন (গোবিন্দভাষ্য), শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত (গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম), শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের মঙ্গলধ্বনি, হোম-যজ্ঞ ও উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানকে পরম পবিত্রতামণ্ডিত করে। বিভিন্ন মঠাচার্য্যগণ, ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও অন্যান্য বক্তৃগণের সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় বক্তৃতা ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি মহোৎসবকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে।

শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় দিবসে পরিক্রমা বন্ধ রাখা হয়। প্রত্যুষেই মঙ্গলারতি-কীর্ত্তন ও ব্যাণ্ডপার্টীর বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ও সানাইএর তান মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সূচনা করে। প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের আয়োজনে ব্যাণ্ডপার্টীসহ শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং কুম্ভহস্তে অভিষেকের নিমিত্ত গঙ্গাবারি আনয়নে বহির্গত হইলে মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ ও সহস্র সহস্র যাত্রী কলসহস্তে গঙ্গাতীরে উপনীত হন ও পূর্ণকুম্ভ স্কন্ধে লইয়া মহোল্লাসে সঙ্কীর্ত্তন-সহ শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেকের নিমিত্ত প্রতিনিধি-বিগ্রহকে বারান্দায় আনয়ন করিয়া ১০৮ কলস পঞ্চামৃত-মিশ্রিত গঙ্গোদকে যথাবিধি অভিষেক-কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভক্তি জীবন জনার্দ্দন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সুললিত স্বরে বেদাদি প্রস্থান-চতুষ্টয় আবৃত্তি করিতে থাকেন ; অদূরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যজ্ঞানলে আহুতি প্রদানে

রত হন। নাট্যমন্দির ও মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অগণিত ব্যক্তি অনিমেষনেত্রে এই মহাভিষেক দর্শন করিতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিগ্রহকে অভিষিক্ত করিবার পর অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও মঠের দীক্ষিত স্ত্রী-পুরুষগণ অভিষেকের সৌভাগ্যলাভ করেন। তৎপরে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিষ্ঠাদির অন্যান্য কার্য্য সমাধা করেন।

এইসময়ে যতিরাজ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজসহ শুভাগমন করিলে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক নাট্যমন্দিরের বক্তৃতামঞ্চে যথাযোগ্য আসন প্রদান ও মাল্য-চন্দনাদি-ভূষিত করা করা হয়। শ্রীল শ্রীধর মহারাজের "শ্রীগৌড়ীয় মঠের দান ও দার্শনিক বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব" বিষয়ে সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে সাদরে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে লইয়া যান ও তাঁহাকে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করেন। অগণিত দর্শন-লোলুপ ব্যক্তিগণের সম্মুখে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বারত্রয় উন্মুক্ত করিলে চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি, নারীগণের হুলুধ্বনি, সংকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ ও ব্যাণ্ডপার্টীর বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠে। শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-সময়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ পরিক্রমা-পার্টীসহ উপস্থিত হন।

এইরূপে শ্রীমন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ-বিহারী, দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে শ্রীকোলদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীশ্রীকোলদেব (বরাহদেব) ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং বামপ্রকোষ্ঠে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের মাধ্যমে জগতে দর্শনদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণের অর্চ্চন ও ভোগরাগ সম্পন্ন করেন। ভোগারতির পর সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণের সর্ব্বাকর্ষক কমনীয় রূপে মুগ্ধ হইয়া ভক্তদর্শকবৃন্দ একবাক্যে ইঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব প্রসঙ্গক্রমে জানাইয়াছেন,—"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীধাম-নবদ্বীপে অভ্রভেদী সর্ব্বোচ্চতম শ্রীমন্দির স্থাপন করত তাহাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের সহিত নবদ্বীপান্তর্গত কোলদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীশ্রীকোলদেব (বরাহদেব) বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, কুধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, ছলধর্ম্মাদি বিধ্বংস করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"বড় বড় মন্দির-নির্ম্মাণই

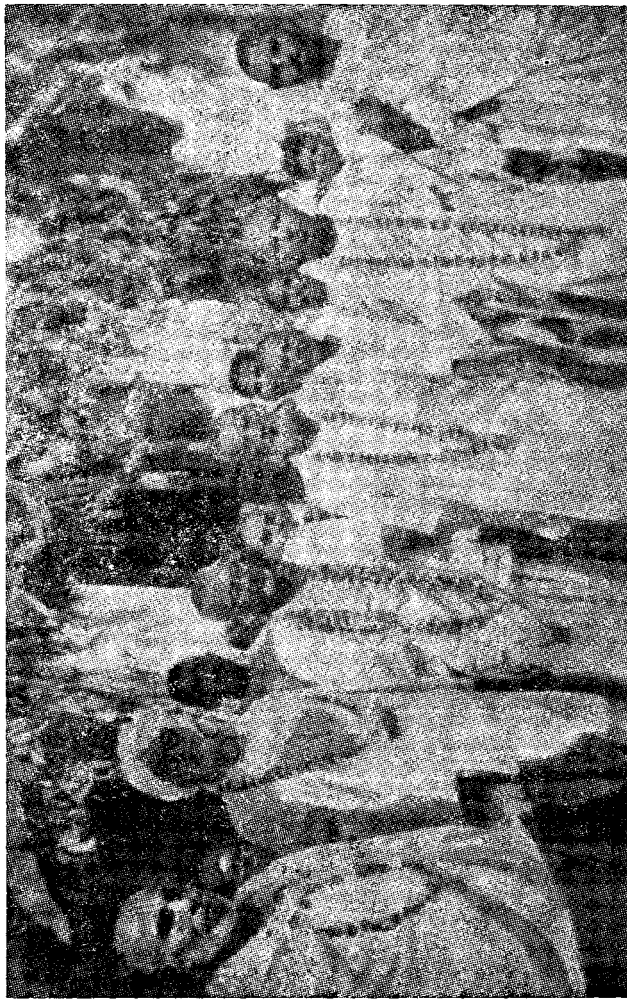

শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের পর শ্রীল শ্রীধর মহারাজাদি সহ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম

বাণী-প্রচার নহে, ইহা অর্চ্চনাঙ্গ ; শ্রীরূপানুগত্যে কীর্ত্তন-সেবারই প্রাধান্য। তথাপি নবদ্বীপের সর্ব্বোচ্চতম শ্রীমন্দির ও বিরাট্ নাট্যমন্দির কেবল অর্চ্চা-

সেবার প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ নহে। ইহা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী বা বেদান্তের উচ্চতম কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-প্রচারের প্রতীক। সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতে গিয়া মহাজনানুশাসন হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আমি শ্রীগুরুমুখামৃত-দ্রবসংযুত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখেই এই মঠ-মন্দিরাদির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি। নাম-সংকীর্ত্তনমধ্যেই উক্ত শ্রীমন্দিরাদির গঠন-কার্য্য পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠাদি যাবতীয় শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে।"

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের গুণমুগ্ধ সতীর্থ "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রশস্তি" প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন, "অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পৃথিবীর বহুস্থানে মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা ও গ্রন্থাদি-প্রচার, স্বয়ং দেশে দেশে প্রচারকগণকে প্রেরণপূর্ব্বক পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদির ব্যবস্থা, সভা-সমিতি, উৎসবাদি, বিভিন্ন ভাগবত-শিক্ষা-সম্বলিত পারমার্থিক প্রদর্শিনী-প্রবর্ত্তনদ্বারা কত না কতভাবে সমগ্র বিশ্বে সেই ভাগবত-রসামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। * * তিনি "প্রাণ আছে তার সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন—কৃষ্ণগাথা সব। শ্রীদয়িত-দাস কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব॥"—বাক্যে নাম-সংকীর্ত্তন মধ্যেই শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবের সুষ্ঠুতা জানাইয়াছেন।

"শ্রীল প্রভুপাদ "যাঁর মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৩০৫)" বাক্যের বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—"শ্রীগৌরবিহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই শ্রীবিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শ্রীনাম-ভজন ব্যতিরেকে অর্চ্চাবিগ্রহের দর্শনে শিলাবুদ্ধি অপসারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকের বিচারাবলম্বনে যে পূজা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে মহামন্ত্রের উচ্চারণদ্বারাই সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহের সজীব পূজা বিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূজকের নিজচেষ্টায় ভগবৎসেবা হয় না, অর্থাদি বা কর্ম্মানুষ্ঠানবোধে পূজা বিহিত হয়, তথায় সেই পূজা প্রাণহীনের পূজা এবং শ্রীমূর্ত্তির প্রাণহীন দর্শনমাত্র। যাজকসূত্রে, পূজকসূত্রে, শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রই সপ্রাণ-পূজা।

"শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত কোলদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ আজ অভ্রভেদী নবচূড়া-সমন্বিত নব মন্দির, সুবিশাল নবনাট্যমন্দির, নব নব সেবক-খণ্ডসমূহ, নব মুদ্রণাগার, নব বিদ্যামন্দির (পরবিদ্যাপীঠ), নব দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি-সুশোভিত এবং সুদীর্ঘ প্রাকারবেষ্টিত হইয়া নব শোভা ধারণ

করত নবোদ্যমে শ্রীচৈতন্য-ভক্তিবিনোদ-বাণী-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত (মূলপ্রচারকেন্দ্র ও তদধীন) সকল মঠের মঠাধীশ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের ভজনবিজ্ঞ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরু-পারম্পর্য্যানুসরণে নবমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-বিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীবরাহদেবের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব শ্রীনবদ্বীপধামে এক অভাবনীয় অভিনব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

শ্রীধাম পরিক্রমার ৩য় দিবস সন্ধ্যায় শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্যমন্দিরের বক্তৃতা-মণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীবিগ্রহতত্ত্বে বৈষ্ণব ও মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের দার্শনিক বিচারের পার্থক্য" এবং তৎপ্রকাশিত শ্রীবিনোদবিহারী-মূর্ত্তি কেন কৃষ্ণবর্ণ নহেন তাহা "শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টকম্"—আলোচনাপূর্ব্বক তাহার বিচার প্রকাশ করেন। বক্তৃতামুখে তিনি শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-সেবাগ্রণী পরলোকগত শ্রীযুত গিরিধারী দাসাধিকারী ও নাট্যমন্দিরসেবায় সম্পূর্ণ ব্যয়-বহনকারী শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয়ের সেবা-সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমার ১ম দিবসে গোদ্রুমস্থ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-স্থলী, সুবর্ণবিহার, শ্রীনৃসিংহপল্লী, হরিহরক্ষেত্র, হংসবাহন প্রভৃতি দর্শন করা হয়। শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যামুখে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন ; শ্রীপাদ ভক্তি জীবন জনার্দ্দন মহারাজও শ্রীল ঠাকুরের তত্ত্ব ও দান সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ ভাষণ দান করেন। দ্বিতীয় দিবসে যাত্রিগণ সমুদ্রগড়, চম্পকহট্ট, বিদ্যানগর ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমার চতুর্থ দিবসে যাত্রিগণ প্রৌঢ়ামাতা, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করেন। অদ্য সন্ধ্যায় এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয় প্রধান-অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ সর্ব্বপ্রথমে

সংস্কৃত-ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ-যুক্তিমূলে বক্তৃতা করেন ; পরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত নিত্যানন্দ পঞ্চতীর্থ মহোদয়ও সংস্কৃত ভাষায় সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর প্রধান-অতিথি সাংখ্যতীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীকোলদেবের (বরাহদেবের) শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার ৪র্থ দিবসে আয়োজিত সভায় বক্তৃতারত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ সহ শ্রীল আচার্য্যদেব

ভাষণদানমুখে বলেন, তাঁহার হৃদয়ে আজ প্রাচীন কোলদ্বীপের স্মৃতি জাগরিত হইতেছে ; তিনি প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদেরও প্রচুর প্রশংসা করেন। পরিক্রমার ৫ম দিবসে অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠ, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি, চাঁদকাজির সমাধি দর্শন ও পরিক্রমান্তে যাত্রিগণ শ্রীজয়দেবের পাটে দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পান ও সন্ধ্যায় সহর-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ, সর্ব্বশেষে হিন্দীভাষায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা করেন।

পরিক্রমার ৬ষ্ঠ দিবস শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ভক্তবৃন্দ দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত পারায়ণ ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করেন। সন্ধ্যায় গৌরাবির্ভাবের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজাদি বক্তৃতা করেন। ৭ম দিবস মধ্যাহ্নকাল হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দ এবং সন্ন্যাস ও বাবাজীবেষাদি প্রাপ্তগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ-হোমাদি ক্রিয়া চলিতে থাকে। সন্ধ্যায় সভামণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সদ্য-সন্ন্যাস ও বাবাজীবেষপ্রাপ্ত—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ ও শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী, পণ্ডিত শ্রীনিমাই চরণ ব্যাকরণতীর্থ ও হিন্দীভাষায় শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী মহোদয় বক্তৃতা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রধান-অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিবার পর সভা ভঙ্গ হয় এবং সপ্তদিবসব্যাপী শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রথম দর্শন ও ভাবী মঠের ভবিষ্যদ্বাণী

জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য মঠস্থ "ভজন-কুটিরে" বসিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সম্মুখে একদিন বলিতেছিলেন,—"নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপে ৯টী মঠ বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইবে।" তখন শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ঐসকল কে রক্ষা করিবেন, আপনার লোকজন কোথায়?" উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"যাঁহারা আসিয়াছেন ও আসিবেন, তাঁহারাই মঠ-মন্দির করিবেন। আর 'আমার বিনোদ' আছে, আমার আর চিন্তা কিসের? বিনোদ একাই বহু মঠরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।" মদীশ্বর পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তখন রোমাঞ্চিত-কলেবরে ভাবিতে লাগিলেন, "শ্রীল প্রভুপাদ অন্তর্যামিসূত্রে অধমকে অন্তরঙ্গ নিজজন জানিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন।" কালক্রমে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অধিকাংশ-দ্বীপে শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়, কিন্তু অপরাধ-ভঞ্জনের পাট কুলিয়া বা কোলদ্বীপে কোন মঠ-

মন্দির স্থাপনের সুযোগ হয় নাই। শ্রীল কেশব গোস্বামী সেই কোলদ্বীপেই অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরাদিসহ মঠ-মন্দির স্থাপনদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্ বাণী সার্থকপূর্ব্বক তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তি ও মহিমা জগতে বিঘোষিত করিলেন।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তাহার বিবরণ

কোলদ্বীপকে সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনরূপে এবং তৎসন্নিহিত ভাগীরথী-পুলিনকে যমুনা-পুলিন রাসস্থলীরূপে রসিক ভক্তগণ দর্শন ও ভজন করিয়া থাকেন। পরমারাধ্যদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ প্রাচীন কুলিয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপনপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে পণ্ডিত দেবানন্দাদির শ্রীবাসাদি-ভক্তচরণে অপরাধের ভয়াবহ পরিণাম জাগরূক করাইয়া বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান করিতেছেন। তাঁহার প্রতিটী অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমঠকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়া তিনি তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব-সিদ্ধান্তগত নামকরণ করেন ঃ— (১) মুদ্রাযন্ত্র-ছাপাখানা-বৃহৎমৃদঙ্গ পরমার্থ খণ্ড, (২) নাট্যমন্দির— কীর্ত্তন খণ্ড, (৩) শ্রীমন্দির—উপাস্য খণ্ড, (৪) সেবক-ভবন সেবক খণ্ড, (৫) ভাণ্ডার ও পাকশালা—ভোগ খণ্ড, (৬) গোশালা—গোবর্দ্ধন খণ্ড ও (৭) শৌচস্থান—জ্ঞান খণ্ড। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্"— ভক্তি-অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জনরূপ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই উক্ত সপ্ত খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছে। "কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানাযোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জীবন অধঃপাতে যায়॥"— এই মহাজন-বাক্য এতৎপ্রসঙ্গে প্রতিকূল-বর্জ্জনে বিশেষ শিক্ষা।

শ্রীনরহরি-তোরণ

আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি,—পরমারাধ্যদেবের প্রত্যেকটী কাজের মধ্যেই দার্শনিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত। তিনি শ্রীমঠের প্রধান প্রবেশ-দ্বার— "শ্রীনরহরি-তোরণ"-এর বহির্ভাগে "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্," "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্য খোদিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট "শিক্ষাষ্টক"এর চরম উপদেশ—নবধা ভক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-ঘোষণা ও তাহাই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় বা সাধন-ভজনের

একমাত্র আদর্শ বলিয়া জানাইয়াছেন। 'শ্রীভক্তি-মন্দিরে' প্রবেশ করিতে গেলে সর্বপ্রথমে তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম ও উপাস্যদেবের মঙ্গলাচরণ ও জয়গানের

নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রধান প্রবেশ-দ্বার

রীতি শ্রীচৈতন্য লীলার শ্রীব্যাসের উক্তি উদ্ধারপূর্বক শিক্ষা দিয়াছেন—"জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ-প্রভাবঃ পাষণ্ড-গজৈকসিংহঃ।" (বলা বাহুল্য,

আচার্য্যকেশরী শ্রীল গুরুপাদপদ্মও তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ সতীর্থ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক 'পাষণ্ড-গজৈকসিংহ'-নামেই সগৌরবে সম্বোধিত হইতেন)। তিনি "শ্রীনরহরি-তোরণ" নামকরণ দ্বারা আশ্রয় বা সেবা-বিগ্রহ (শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী) এবং বিষয় বা সেব্য-বিগ্রহ (শ্রীনৃসিংহদেব)—উভয় তত্ত্বকেই যুগপৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তোরণদ্বারের নিম্নদেশে সম্মুখ-ভাগে উভয়পার্শ্বে দ্বারপালরূপে শ্রীজগাই ও মাধাই এবং কিঞ্চিদভ্যন্তরভাগে উভয়দিকে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীবাসুদেব বিপ্রের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া মহাপ্রেমী শ্রীবাস-চরণে অপরাধ-ভঞ্জন ও ধামেশ্বর শ্রীকোলদেবের ভক্ত-বাৎসল্য ও আশ্রিতজন-পালকত্বের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে।

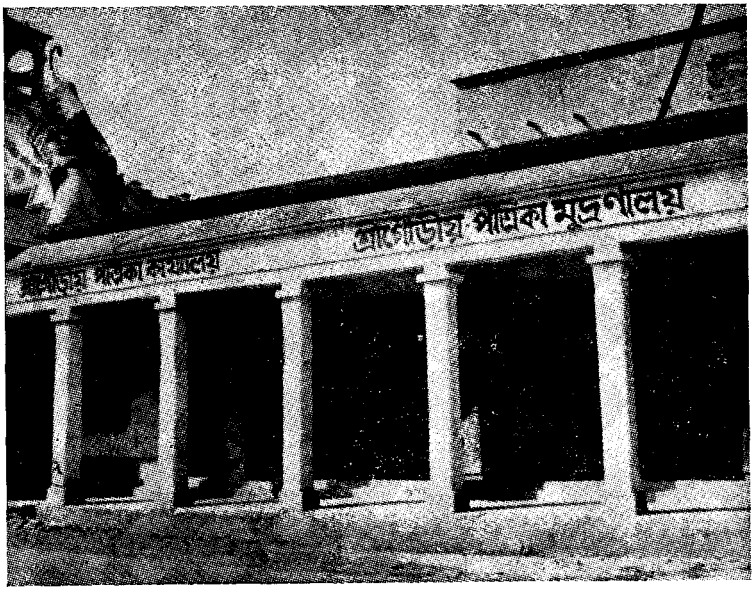

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয় ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস

শ্রীল পরমারাধ্যদেব মুদ্রাযন্ত্র বা 'বৃহৎ মৃদঙ্গ'কে 'পরমার্থখণ্ড' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার মঠ ও মিশনের প্রধান প্রচার-মাধ্যম ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণকে "জীবন্ত মৃদঙ্গ" নামকরণ করিয়াছিলেন, আর মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানাকে "বৃহৎ মৃদঙ্গ" নামে অভিহিত করিতেন। জীবন্ত-

মৃদঙ্গগণ তাঁহাদের সাধ্যানুসারে দেশ-বিদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা পৌঁছাইয়া থাকেন। আর এই "বৃহৎ মৃদঙ্গ" বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবতাদি শ্রীভগবানের শাব্দিক-অবতারের প্রকাশপূর্ব্বক

শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

তাঁহার আত্মকল্যাণকর বাণী সমগ্র বিশ্বের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ। তজ্জন্যই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর মুদ্রাযন্ত্রের এত প্রশংসা করিয়াছেন।

মদভীষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজও শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস"কেও ঐরূপ বৃহৎমৃদঙ্গরূপেই চিন্তা করিতেন। তাই জীবন্ত-মৃদঙ্গ ও বৃহৎমৃদঙ্গ-সাহায্যে তিনি বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর মৌলগ্রন্থ—বেদান্ত-ভাগবত-গোস্বামিগ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীসমিতির মুখপত্র পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রকাশ ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারের নিমিত্তই তিনি "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস" স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একই উদ্দেশ্যে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী" ও "শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করেন।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিত নবচূড়াবিশিষ্ট অভ্রভেদী শ্রীমন্দির

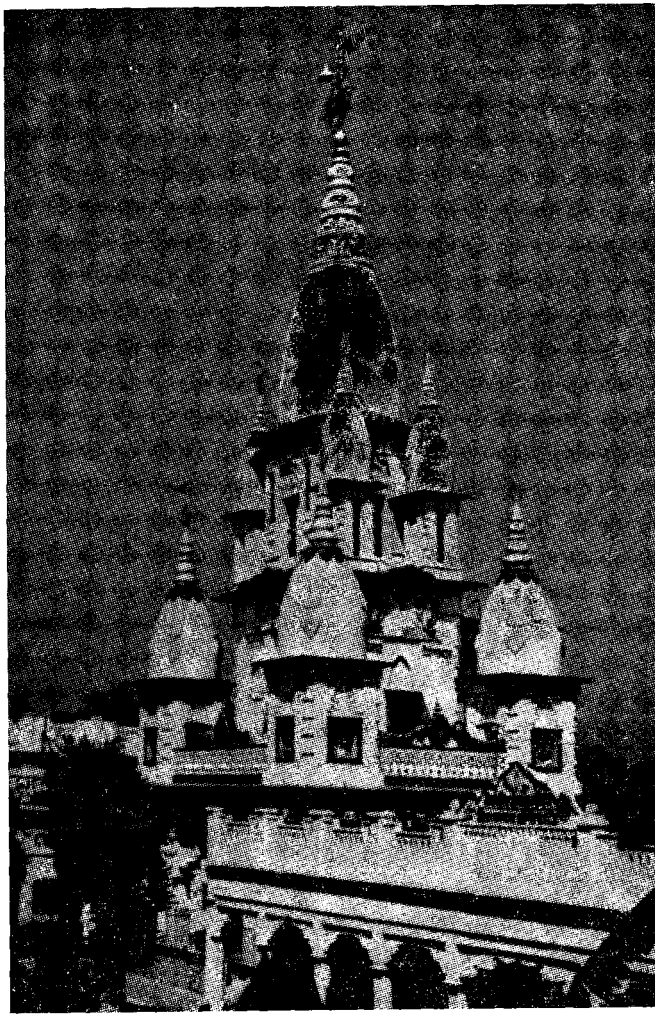

নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের অভ্রভেদী শ্রীমন্দির

শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের "নবধা ভক্তি-মন্দির" নামকরণ পূর্ব্বক প্রত্যেকটী চূড়ায় 'শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি' নববিধ ভক্ত্যঙ্গের স্থান

নির্দ্দেশ করেন এবং মন্দিরশীর্ষে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে 'আত্মনিবেদন'-ক্ষেত্র নির্ণয় করেন। শ্রীকৃতিরত্ন-প্রকটিত গরুড়ধ্বজ শ্রীমন্দিরের সর্ব্বোপরি শৃঙ্গদেশ হইতে চক্রবেষ্টিত বংশী-ধ্বনিতে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্র সমগ্র বিশ্ববাসীকে সপ্তজিহ্ব শ্রীনামকীর্ত্তন-যজ্ঞে 'শ্রীহরি-কীর্ত্তন-মন্দিরে'—"আগচ্ছন্তু মহাভাগা" বাক্যে উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছেন। নবধা ভক্তির পীঠক নবচূড়া-সমন্বিত গরুড়ধ্বজ শ্রীমন্দিরের গাত্রোপরি শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-তিলক (ঊর্দ্ধপুণ্ড্র) পরিশোভিত হইয়া দূর হইতে পথিককে বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণের প্রতি শ্রদ্ধাকৃষ্ট করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের দ্বিতল-প্রদেশের প্রধান গম্বুজচতুষ্টয়াভ্যন্তরে সৎসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক—শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-চতুঃসনসহ ক্ষিতিপাবন তত্তৎ-সম্প্রদায়াচার্য্য-চতুষ্টয় শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূজিত হইয়া সাধন-ভজন-পিপাসু জনগণের সাত্বত-সম্প্রদায় স্বীকারের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন। দ্বিতল প্রদেশের চতুর্দ্দিকস্থ মন্দিরগাত্রে "দশাবতার" প্রকাশিত হইয়া চেতনতার ক্রমবিকাশানুসারে ভগবদবতারসমূহের মাধ্যমে আস্তিক্য-দর্শনের ক্রমোন্নতি-পর্য্যায় ব্যাখ্যামুখে দার্শনিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। মন্দিরের দ্বিতলের পশ্চিমভাগে গুরু-গৌড়ীয়ের নির্দ্দেশে বিধি ও রাগমার্গে অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী ও ভাগবতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বগাত্রে সুরভি গাভীকে অগ্রে লইয়া ইন্দ্রদেবের শ্রীগোবিন্দের নিকট অপরাধ-ক্ষমাপন-প্রার্থনা ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের হিরণ্যকশিপু-বধলীলা আসুরিক চিন্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ও অপরাধ-ভঞ্জন-পাটের মহিমা বিস্তার করিতেছে।

মূলমন্দিরের তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীল কেশব গোস্বামী জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজার্চ্চনের ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার শ্রীগুরুসেবায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।—"অত্র মঠের শ্রীমন্দিরে মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত আছেন। জগতে অনেক পরমহংস আমরা দেখিতে পাই। বিচার করিলে দেখা যায়, তাঁহারা কিন্তু এই মহাপুরুষের একটী সামান্যতম অংশেরও যোগ্য নহেন। তথাপি তাঁহারা জগতের মূর্খ লোকের দ্বারা আদৃত হইয়া থাকেন। এই মহাপুরুষের চরণরেণুর একটী কণা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতাও অনেকের নাই। তাঁহাকে সেইজন্য অনেকে পরমহংসকুল-চূড়ামণি বলেন। তাহাতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই; তবে আমি বলি, তিনি পরমহংসকুলের স্বামী, পতি। তাঁহাদেরও তিনি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সেই ক্ষমতা তাঁহার আছে, সেইজন্য তাঁহাকে 'জগদ্‌গুরু' বলা হয়। * * এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ (শ্রীল প্রভুপাদ) রাধাপক্ষের লোক। লণ্ডন, জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি সকলদেশ এই মহাপুরুষকে 'প্রভুপাদ' বলিয়া জানিতেন। তাঁহারই আরতি এখানে সর্ব্বাগ্রে হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীতে এই মহাপুরুষের আরতি (সেবাপূজা) হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার আরতি বন্ধ হইয়া গেলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে, সম্পূর্ণ রসাতলে যাইবে ; পৃথিবী হইতে ভক্তিধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইবে। সেইজন্য এই মহাপুরুষকে সমগ্র জগৎ 'প্রভুপাদ' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।"

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় অন্তর্দ্বীপ-মায়াপুরস্থ শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সমাধিমন্দির দর্শন ও বক্তৃতাকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দৈন্য-বিনয়োক্তি সহ অঝোরনয়নে আকুল ক্রন্দন, তাঁহার বিশ্রম্ভ গুরুসেবৈকনিষ্ঠা প্রকাশ করিত এবং অত্যন্ত পাষণ্ড-চিত্ত-ব্যক্তির পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইত। আশ্রয়-বিগ্রহ আরাধ্যদেবের শ্রীনামের আদ্যক্ষর 'প্র' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-বিহ্বল-অবস্থায় তাঁহার বাক্য ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইত। শ্রীগুরু-শিষ্যের অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক কে হৃদয়ঙ্গম করিবেন !

শ্রীমন্দিরে সেবিত :—(১) শ্রীধামেশ্বর কোলদেব, (২) শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, (৩) শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

প্রথম প্রকোষ্ঠে ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (বরাহদেব) অধিষ্ঠিত হইয়া সত্যযুগ হইতে তাঁহার একান্তভক্ত শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে কৃপা করিতেছেন এবং শ্রীমন্দিরে

তাঁহার নিত্যসেবা-পূজা কোলদ্বীপের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। 'কোল'-শব্দ হইতেই 'কুলিয়া'-নামের উৎপত্তি। আজও কুলিয়াদহ, কোলের গঞ্জ, কোলের আমাদ, গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কুলিয়া-নগর প্রভৃতি স্থানগুলি প্রাচীন কুলিয়ার অংশবিশেষ বলিয়া চিহ্নিত আছে। এই স্থান "কুলিয়া পাহাড়পুর" বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ এই ভূমি পর্বত প্রমাণ উচ্চ। শ্রীবরাহদেব বাসুদেব-বিপ্রকে দর্শনদানপূর্বক 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে লীলা প্রকাশ করিবেন' বলিয়া জানাইয়াছেন। গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন-তুল্য পাদসেবনাখ্য পর্বতাখ্য দ্বীপ এই কোলদ্বীপের কৃপালাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ধামেশ্বরের করুণা প্রার্থনা আবশ্যক।

শ্রীমন্দিরের মধ্যম প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্পূজিত হইতেছেন, যেখানে রাধাচিন্তা-নিবিষ্ট বিনোদবিহারীর অদ্ভুত শ্বেত-কান্তিধারণ নিগূঢ় ভজনানন্দীর দুর্ভেদ্য ভজন-রহস্যকেও পরাজিত করিয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্বেতবর্ণের কারণ ব্যাখ্যামুখে বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহাপ্রভুর মন্ত্রের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে। অনেকে বলিতে পারেন, এই মন্দিরে কৃষ্ণ, রাধারাণী ও গৌর —সকলের বর্ণই শ্বেত। উত্তর এই যে, আমরা রাধা পক্ষের লোক। রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণের একটা বাম্যভাব আছে। তাহা কৃষ্ণসেবার বৈচিত্র্যই বৃদ্ধি করিয়াছে। রাধারাণী একবার মান করেন, কৃষ্ণ তখন রাধারাণীর চিন্তায় বিভোর হইয়া গিয়া রাধারাণীর অঙ্গকান্তি প্রাপ্ত হইয়া যান।

"রাধাচিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা। শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধা-লিঙ্গিত-বিগ্রহম্ ॥"—"শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টক"এর প্রথম শ্লোকেই এই বিচারটী আমরা দেখিতে পাই। 'রাধালিঙ্গিত' শব্দের দুই প্রকার অর্থ—'রাধয়া লিঙ্গিত' বা 'রাধয়া আলিঙ্গিত'; 'লিঙ্গিত'—শব্দে চিহ্নিত। কৃষ্ণ বিপ্রলম্ভভাবে রাধারাণীর চিন্তায় বিভোর বা আত্মহারা হওয়ায় তাঁহার নিজ অঙ্গকান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণ-অঙ্গ লুপ্ত হইয়া রাধারাণীর কান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই 'রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ'। সেই বিগ্রহই এখানে প্রকটিত আছেন। রসরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "স্বপ্নবিলাসামৃতম্"-এ এই তত্ত্বটী বিন্যস্ত আছে। মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ তাহার অন্তরের নিগূঢ় স্থান হইতে এই তত্ত্ব পৃথিবীকে জানাইয়াছেন।

"যাঁহারা উন্নততম ভজন মার্গে বিপ্রলম্ভরসে সেবা করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে একপ্রকার সকলেই 'কৃষ্ণের সহিত রাধারাণীর বিপ্রলম্ভ' চিন্তা করেন ; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ রাধাপক্ষের লোক থাকায় 'রাধারাণীর

সহিত কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ' চিন্তা করিতেন। আমাদের গুরুপাদপদ্ম 'রাধাবিরহ' অপেক্ষা কৃষ্ণের বিরহই অধিক চিন্তা করিতেন। রাধারাণী কৃষ্ণের বিরহে দুঃখিতা, মর্ম্মাহতা—এইরূপ বিপ্রলম্ভভাবের সিদ্ধি সাধারণ লোক প্রার্থনা করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ইহার ঠিক বিপরীত। কৃষ্ণই রাধারাণীর চিন্তায় গভীর-ভাবে নিমগ্ন থাকায় তাঁহার অঙ্গকান্তি বিলুপ্ত হইয়া 'রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ'

হইয়াছেন অর্থাৎ রাধারাণীর রং ও বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্রলম্ভ রসেরই সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণই রাধারাণীর চিন্তা করুন—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আদর্শ।"

শিলিগুড়িতে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদ সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবনাঞ্চলের মইপীঠ-বিনোদপুর, দমকল, কাশীনগর প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাধারা বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বিপুলভাবে প্রচার করিয়া উত্তরবঙ্গস্থ ভক্তবৃন্দের সাদর আহ্বানে ৭ই বৈশাখ ১৩৭০, ২১শে এপ্রিল ১৯৬৩, রবিবার—শিলিগুড়ি-নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত অমূল্যভূষণ সাহা (শ্রীযুত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী) মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শিলিগুড়ি পৌঁছিলে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাকে পুষ্পমাল্য-বিভূষিত করেন ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীযুত সাহা মহাশয়ের গৃহ পর্য্যন্ত অনুগমন করেন। ঐদিন রাত্রে উক্ত গৃহ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব "হরিকথা কীর্ত্তনের অধিকারী কে ?" সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

স্থানীয় কলেজের ডিমোনোস্ট্রেটর শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীপাদ হরিপদ (মণ্ডল) দাসাধিকারী মহোদয় ও জনগণের বিশেষ আগ্রহে উক্ত কলেজ হলে ২২শে এপ্রিল হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। ১ম দিবসে কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীযুত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম. এ, পি. আর. এস. মহোদয়ের সভাপতিত্বে "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ও বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান", ২য় দিনে সরকারী চিকিৎসক মাননীয় শ্রীযুত শেখরেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে "ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণবদর্শনের স্থান ও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর তত্ত্ববিরোধ" এবং ৩য় দিবসে কলেজের ইংরাজী-অধ্যাপকের সভাপতিত্বে "সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ওজস্বিনী ভাষায় সুসিদ্ধান্ত-শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি স্থানীয় সুভাষ পল্লীস্থিত নেতাজী হাইস্কুলেও ২৫শে এপ্রিল "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতা শ্রবণের নিমিত্ত সহরের গণ্যমান্য অধ্যাপকমণ্ডলী ও সহস্রাধিক শিক্ষিত জনগণের সমাগম হয় এবং শ্রীমন্মহা-

প্রভুর আচরিত-প্রচারিত শিক্ষাই যে সর্ব্বোত্তম তাহা সকলেই উপলব্ধির সুযোগলাভ করিয়াছিলেন।

২৬শে এপ্রিল উক্ত হাইস্কুলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক সমন্বয়বাদের হেয়ত্ব প্রদর্শনমুখে সনাতন ধর্ম্মই যে বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং অন্যান্য ধর্ম্মসকল ছল-ধর্ম্ম, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। বলা বাহুল্য, তিনি ২২শে ও ২৩শে এপ্রিলও শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পর ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন এবং ২৪শে হইতে ২৬শে এপ্রিল শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীও ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে ভাগবত পাঠমুখে হরিকথা পরিবেশন করেন। ভক্তপ্রবর শ্রীযুত অমূল্যভূষণ সাহা মহাশয় সস্ত্রীক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত অমূল্যচরণ দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। শিলিগুড়িতে বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে ১৮ই মে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে "ছুঁৎমার্গ"-সংবাদের প্রতিবাদ

দৈনিক 'যুগান্তর'—৩রা নভেম্বর ১৯৬৩, রবিবার-সংখ্যায় প্রকাশিত "পুরীতে হাজারের অধিক টাকা মূল্যের ভোগ ভূ-প্রোথিত ; অ-সেবায়েত স্পর্শদুষ্ট বলিয়া সূপকারদের হট্টগোল ঃ পুলিশের হস্তক্ষেপ—পুরী, ১লা নভেম্বর—আজ অপরাহ্নে জগন্নাথদেবের ভোগ দিবার পূর্ব্বেই জনৈক অ-সেবায়েৎ ছুঁইয়া দিয়াছে, এই কারণে প্রথামত কয়েক হাজার টাকা মূল্যের ভোগ ভূ-প্রোথিত করা হয়" ইত্যাদি—(ইউ. এন. আই.)।

পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঐ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ-মুখে জানান,—"আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উক্ত ঘটনা ঘটিবার জন্য সর্ব্ব-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে-সমস্ত ধর্ম্মধ্বজী ভগবৎ-সেবায় স্পর্শ-দোষের বিচার উৎসাদিত করিয়া তাহাকে 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়া শ্লেষ করেন, তাহাদের শিক্ষার জন্য শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং এই প্রকার ঘটনা ঘটাইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের এই শিক্ষা হইতে আমরা চিরদিনই শাস্ত্রীয় বিধান-অনুসারে ছুঁৎমার্গেই থাকিব এবং থাকিতে উপদেশ করিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার বা

বর্ত্তমান শিক্ষার ভণ্ডামী আমরা ভগবৎ উপাসনার মধ্যে প্রবেশ করাইব না। আজও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে খাদ্য-খাদকের বিচার লইয়া ভারতের নিজস্ব তন্ত্র বজায় আছে। 'ছুঁৎমার্গী' বলিতে আমরা তাহাদিগকেই বুঝিব, যাহারা শাস্ত্রীয় স্পর্শদোষ মানে না, অর্থাৎ 'ছুঁৎমার্গ' ব্যাপারের সৃষ্টিকর্ত্তাগণ আমাদিগকে স্পর্শ না করিলেই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সুষ্ঠুভাবে চলিবে।

"শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ হইবার পর যখন সূপকারগণের পাচিত অন্ন 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই মহাপ্রসাদে কোন স্পর্শদোষ নাই। কিন্তু ভোগ হইবার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ ব্যতীত অর্থাৎ যাঁহাদের ভোগ দিবার অধিকার আছে তাঁহারা ছাড়া অন্য কাহারও স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। শেষোক্ত অস্পৃশ্য ব্যক্তিসকল ভগবানের ভোগের পূর্ব্বে স্পর্শ করিলে তাহা আর কখনও ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবকে দেওয়া চলিবে না। ইহাই শুদ্ধ বিচার।

"যে দ্রব্য শ্রীজগন্নাথদেব গ্রহণ করিলেন না তাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ ভগবান্ যাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাই মনুষ্যমাত্রের গ্রহণীয়। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে শিক্ষা পাইতেছি যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব আমাদিগকে ভগবানে অনিবেদিত কোন বস্তুই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়, সে-বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। আমরা আরও শিক্ষা পাই যে, যে-দ্রব্য বিষ্ণুকে দেওয়া যায় না, তাহা অমেধ্য ও অগ্রাহ্য। মাছ, মাংস, ডিম, তামাক, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি ভগবানের ভোগে লাগে না। এইসব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যাহারা মাছ-মাংস, চপ্-কাটলেট, মাদক দ্রব্য ঠাকুর-সেবায় ব্যবহার করেন, তাহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-বহির্ভূত অধার্ম্মিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য। শাস্ত্র তাহাদিগকে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ-নামে অভিহিত করিয়াছেন" ইত্যাদি।

দুমকা জেলায় প্রচার (১) আসনবনিতে

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ২৫শে চৈত্র ১৩৭০, ৮ই এপ্রিল ১৯৬৪, বুধবার ষোড়শমূর্ত্তি মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীসহ শ্রীধামনবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে দুমকা-জিলান্তর্গত সারসাজোল গ্রাম-নিবাসী শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি মহোদয়ের বাটীর উদ্দেশ্যে শুভবিজয় করেন। প্রচার-সঙ্ঘ ৯ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে সারসার পথে আসনবনি পৌঁছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে লইয়া মোটরবাস আসনবনি পৌঁছিলে বিশাল জনসমুদ্র চন্দন, পুষ্প, মাল্য, মৃদঙ্গ-শঙ্খ-করতালাদি সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। দ্বিপ্রহরে প্রসাদগ্রহণ ও বিশ্রামের পর অপরাহ্ণ হইতে ডাঃ নলিনীরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীযুত ভোলানাথ দত্ত প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আচার্য্যপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

ধর্ম্মসভায় ১ম ও ২য় দিবসে সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব "হিন্দু কাহাকে বলে" ও "বর্ত্তমান সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও তন্নিরোধ-উপায়" সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার-সম্বলিত বক্তৃতা দান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার তেজোদ্দৃপ্ত ভাষণ শ্রবণে একবাক্যে বলিতে থাকেন "এইরূপ মহাতেজস্বী বক্তা ও প্রচারক আমরা জীবনে দেখি নাই।" বলা বাহুল্য, ধর্ম্মসভায় প্রথমে প্রত্যহ শ্রীল-সভাপতি-মহারাজের আদেশে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ (হিন্দিতে), শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সারসাজোলে সভা-সমিতির বিবরণ

২৯শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল, রবিবার—শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শিবিকাযোগে আসনবনি হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সারসাজোল গ্রামে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব গ্রামে পৌঁছিলে শঙ্খধ্বনিসহ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয় এবং গ্রামবাসীর মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীবিদ্যানিধি প্রভুর গৃহে সপ্তদিবস অবস্থানকালে গ্রামটী হরিকথায় মুখরিত হইয়া উঠে এবং গ্রামবাসী প্রত্যেকের বৈষ্ণব-সেবাগ্রহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ ব্যক্তিত্ব দর্শনে ও তাঁহার মাধুর্য্যময়ী বাণী ও অকাট্য যুক্তি-শ্রবণে গ্রামবাসিগণ বিশেষভাবে অভিভূত হন। শ্রীবিদ্যানিধি প্রভু ভ্রাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য গৃহস্থগণসহ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের 'অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ভক্তের' শুভাগমনে কুলীনগ্রামের ন্যায় সারসাজোলও ধন্য। শ্রীমধুসূদন বিদ্যা-নিধি ও শ্রীনবীনমদন প্রভু ব্যতীত গ্রামস্থ শ্রীরতনচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীপ্রমথনাথ মণ্ডল, শ্রীবরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীহরিপদ মণ্ডল ও শ্রীসুস্থির মণ্ডল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ দিবস যাবৎ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ক্রমান্বয়ে (১) শাস্ত্র কাহাকে মানব বলেন, (২) সুর ও অসুরের পার্থক্য, (৩) কীর্ত্তনই সাধন, (৪) ব্রহ্মে লীন বা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া, (৫) ঈশ্বর সাকার বস্তু, নিরাকার নহে, (৬) নিরাকার-বাদই নাস্তিক্য-পাষণ্ডবাদ প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্র-বিচার-যুক্তি-সম্বলিত ঐতিহ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে উপসংহারে 'নিষ্কপটে শাস্ত্রকথা কীর্ত্তন এবং হরিকীর্ত্তনই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য এবং সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা গোপন করা আমাদের ধর্ম্ম নহে বলিয়া সকলকে বিশেষ-ভাবে অবহিত করেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ (হিন্দী ভাষায়), শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীরোহিনীনন্দন ব্রজবাসী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি প্রভু বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীবিদ্যানিধি প্রভু 'বৈষ্ণবসেবার সার্থকতা এবং ধর্ম্মীয় জীবন-যাপনে আহার-শুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা' বিষয় উল্লেখ করেন।

রাজবন্দ পলাশী ও বারমাসিয়ায় পাঠ-বক্তৃতা

৭ই বৈশাখ ১৩৭১, ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৪, রবিবার শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম সগোষ্ঠী সকালে সারসাজোল হইতে রাজবন্দে শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। তাঁহার নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় শ্রীল গুরুদেব সময়াভাবে মাত্র এক দিবস অবস্থিতি করেন। রাত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় 'ধর্ম্মজীবন যাপনের প্রধানতম আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীও ভাষণ দান করেন। ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রীগোপালবাবু বিশেষ আকৃষ্ট হন; ইনি পূর্ব্বেই শ্রীবেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীনামাশ্রয় করেন।

৮ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল, সোমবার—শ্রীল আচার্য্যদেব সগোষ্ঠী শ্রীহরিবোল দাস ও শ্রীজগৎনারায়ণ সাউ মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে রাজবন্দ হইতে ৭ মাইল উত্তরে বারমাসিয়া গ্রামে উপনীত হন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে শিবিকাযোগে তথায় লইয়া যাওয়া হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। রাত্রে ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব "বর্ত্তমান-

কালে ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কোন্‌টী" সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণদান করেন। শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ 'নির্ব্বিশেষবাদ ও শঙ্করের পারমার্থিক কূটনীতি' বিষয়ে বক্তৃতার পর শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে হিন্দীতে 'রামলীলা' বর্ণনমুখে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরতমত্ব স্থাপন করেন।

ধাদিকা ও কুমড়াবাদে প্রচার

৯ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল, মঙ্গলবার—শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ভক্তবৃন্দসহ বৈকাল ২টায় শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী ও শ্রীরত্নাকর দাস প্রভৃতির আকর্ষণেই ধাদিকা-গ্রামে শুভবিজয় করেন। এখানে দিবসত্রয় অবস্থানকালে প্রত্যহই নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব দুই দিবস যথাক্রমে "অমেধ্যভোজী অভক্তের কল্পিত ঈশ্বর ও ভক্তের ভগবান এক নহে," "সমাজের উন্নতিকল্পে নাস্তিক দেশ-কর্ণধারগণের ভোগবিলাসপর নীতি দেশ-সমাজ-ধ্বংসকারী" বিষয়ে কঠোর সমালোচনাপূর্ব্বক ভাষণ দান করেন। শ্রীরোহিনী নন্দন ব্রজবাসী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা এবং শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ এক দিন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন।

১২ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল, শুক্রবার—শ্রীল আচার্য্যদেব ধাদিকা গ্রাম হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে কুমড়াবাদ-গ্রামে উপনীত হন। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই তাঁহাকে উক্ত গ্রামে পদার্পণ করিতে হয়। ব্যাণ্ডপার্টিসহ গ্রামবাসিগণ শিবিকারূঢ় শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এখানে প্রচার কার্য্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর (সমিতির আশ্রিতা) নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীগৌর-হরি দাস, শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীনামাশ্রিত হন। দিবসদ্বয় অবস্থানকালে শ্রীল সভাপতি-মহারাজ "বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য দেবতাবৃন্দ মুক্তিদানে অক্ষম" ও "ঈশভক্ত-বিরোধি-দেবগণের স্বরূপ" বিশ্লেষণমুখে ভাষণ দান করেন। শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ (হিন্দীতে) ও শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাদ্বারা বর্ত্তমান সমাজের অধঃ-

পতন. গৃহস্থগণের প্রাত্যহিক অসদাচার ও কৃষ্ণলীলানুশীলন বা ভগবদ্ভক্তি লাভই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন-বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন।

দুমকা-সহরের বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা

১৪ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল, রবিবার—শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম সকাল ৬টায় ভক্তবৃন্দসহ দুমকা-সহরের "পুরাতন ধর্ম্মশালায়" পৌঁছেন। ২৭শে এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত স্থানীয় "পপুলার ক্লাবে" শ্রীল গুরুপাদপদ্ম "ষড়দর্শন ও বেদান্ত-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য মতের অসারতা ও অযৌক্তিকতা", শ্রীরাধামাধব-মন্দিরে "নিরাকারবাদ অসনাতনী ও অশুদ্ধ মত", ধর্ম্মস্থানে "নিরাকারবাদ আসুরিক মত, সনাতন ধর্ম্মের সহিত চিরকালই অপাঙ্‌ক্তেয়", জিলা-পরিষদ-ভবনে "ধর্ম্ম-সেবাই সমাজ-সংস্কার" প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ ভাষণদান করেন। স্থানীয় উকিলবৃন্দ, বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট জনগণ তাঁহার কুসিদ্ধান্ত-মতবাদ-নিরসনপর বজ্রনির্ঘোষ-বাণী শ্রবণে বিশেষ প্রেরণালাভ করেন।

সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে দিবসত্রয় শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও নারায়ণ মহারাজ যথাক্রমে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও রামলীলা এবং জীবে প্রেম, জীব সেবা, হরিজন ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক ব্যাখ্যামুখে সনাতন-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব ও প্রদর্শনী

১৪ই ভাদ্র, ১৩৭১, ৩০শে আগষ্ট ১৯৬৪, রবিবার—শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি জয়ন্তী যোগসহ সমিতির সমস্ত মঠে প্রতিপালিত হয়। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্র ১২টায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা মুহূর্ত্তে সমাপ্ত হয়। ভোগরাগ-আরাত্রিক-শেষে ভক্তবৃন্দ সামান্য কিছু অনুকল্প গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্যত্র এই মুহূর্ত্তে অতিক্রান্ত হইলে বিবিধ শস্যাদি-প্রস্তুত অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায়, ইহা কখনই শুদ্ধ বিচার-সম্বলিত নহে। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সম্পূর্ণ আনুগত্যে তাঁহার সুষ্ঠু বিচারই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবস হইতেই প্রদর্শনী উন্মোচন করা হয়। ইহাতে কংসের কারাগৃহে বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া যশোদাদেবীর কৃষ্ণ ও যোগমায়াকে প্রসব ইত্যাদি সকল বিষয় মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি-

সাহায্যে সয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রদর্শিত হয়। চলমান অবস্থায় সমগ্র প্রদর্শনী এইরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, নবদ্বীপ-সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু অঞ্চল হইতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইহা দর্শনে আসিতেন। দর্শকবৃন্দের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে প্রদর্শনী শ্রীরাধাষ্টমী-দিবস, অবশেষে শ্রীপার্শ্বৈকাদশী পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। প্রদর্শনী তৈয়ারী ও তাহার বিবিধ সজ্জায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীরোহিনীনন্দন ব্রজবাসী, শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এই প্রদর্শনী উন্মোচন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা সম্বন্ধে সুগভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।—"সমিতির সভ্যগণ আমাকে অদ্য জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন। অদ্যই রাত্র ১২টার সময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে। যিনি 'অজ' অর্থাৎ যাঁহার জন্ম নাই বা যিনি জন্মরহিত, তিনি জন্মগ্রহণ করিলে 'অজত্বের' কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ব্রহ্মা, শিব, কালী, দুর্গাদি সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টিকর্ত্তা ও উপাস্য-তত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি একই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বের আকর্ষণকারী; তজ্জন্যই তিনি 'কৃষ্ণ'-শব্দে সংজ্ঞিত। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণের মূর্খতা ও শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা প্রদর্শনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-আবির্ভাব, আজ সেই কৃষ্ণেরই জন্মতিথি।

"প্রদর্শনী"-শব্দের অর্থ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃষ্টরূপে দর্শনই প্রদর্শন, প্রদর্শনী অর্থে প্রকৃষ্ট বিচার। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে দার্শনিক গোস্বামীগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের বিচার। এটী দার্শনিক শিক্ষাক্ষেত্র—Theistic Exhibition বা পারমার্থিক প্রদর্শনী। যাহারা গতকল্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করিয়াছেন তাহারা ভুল করিয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন জন্মাষ্টমীর যে বিচার করিয়াছেন তাহা ভুল, তাহা আদৌ শুদ্ধ নহে। যে অষ্টমী তিথিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা নবমীবিদ্ধা, উমা-মাহেশ্বরী তিথি। সুতরাং নবমীযুক্ত অষ্টমীতিথিই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-ক্ষণ। অভিজিৎ মুহূর্ত্তে, রোহিনী-নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" ইত্যাদি।

উর্জ্জব্রতে কলিকাতা বেহালায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

কলিকাতার ক্যানিং স্ট্রীটস্থ "ভবানী পেপার কনসান"-এর মালিক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সাহা মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকে সমগ্র দামোদর মাস তাঁহার বাটীতে কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। পর-দুঃখদুঃখী শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তদনুসারে ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৭১, ২১শে অক্টোবর ১৯৬৪, বুধবার কয়েকমূর্ত্তি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীসহ তাঁহার ২৭নং মায়াদাসী রোড, বেহালা, কলিকাতাস্থ বাসভবনে শুভবিজয় করেন। পরদিবস হইতে সকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ঐ বাটীর সম্মুখস্থিত সরকারী ময়দানে নবনির্ম্মিত সভা-মণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন।

প্রথমদিনে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভাগবতের স্বতঃপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে সদ্গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের অপ্রাকৃত অনুভবে অসামর্থ্য, বিষ্ণুতত্ত্বই জীবের মোক্ষদাতা—দেবদেবীগণ নহেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গ্রহান্তর জয় দৃশ্য-জগতেরই অঙ্গবিশেষ—অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-রাজ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, মনোধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিবাধক প্রভৃতি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের "নারদ-বসুদেব-সংবাদ" পাঠকালে ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় অধ্যাপক-উকিল-শিক্ষক-উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার দার্শনিক বিচার শ্রবণার্থ উক্ত সভায় যোগদান করিতেন। ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর শ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। এতদুপলক্ষে গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা-সুযোগ লাভে গৃহস্থ ধন্য ও কৃতার্থ হন।

মেদিনীপুর জেলার কল্যাণপুরে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

তমলুক-মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর-গ্রামে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠে নব-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশোৎসব উপলক্ষে মন্দির-প্রদাতা শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ ১লা ফাল্গুন

১৩৭১, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫, শনিবার শুভবিজয় করেন। ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রচাররত শ্রীসমিতির প্রচারকগণ ও গৃহস্থ-ভক্ত ৬০।৭০ জন কল্যাণপুরে সমাগত হন। উক্ত গ্রামে সমিতির বিশেষ অনুগত শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী প্রভুর বাটীতেই সকলের বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

২রা ফাল্গুন—শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সন্ধ্যায় আহূত এক বিরাট্ জনসভায় তিনি মঠ-মন্দির-বিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ৩রা ফাল্গুন সন্ধ্যায় সভাপতি-মহারাজ শিক্ষিত জনগণের সমক্ষে এক সুগভীর দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। মহিষাদল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তমলুকের সেকেণ্ড অফিসার মিঃ সেন মহোদয় প্রভৃতি স্বামীজীর বক্তৃতায় বিশেষ আকৃষ্ট হন। সভায় প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রোতার সমাগম হয়।

শাণ্ডড়াবেড়ে জালপাই-এ ধর্ম্মসভা

৪ঠা ফাল্গুন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার সকালে শ্রীল আচার্য্যদেব কল্যাণপুর হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিমে জালপাই-এ শ্রীহরেকৃষ্ণ ভক্তা ও শ্রীনিমাই ভক্তার একান্ত আহ্বানে তাঁহাদের গৃহে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে দয়ালদাসী গ্রামে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ আদক মহাশয়ের গৃহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। বেলা ১১-৩০টায় সগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গন্তব্যস্থানে পৌঁছেন। রাত্রে এক ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য আলোচনাপূর্ব্বক বক্তৃতামুখে উপস্থিত সহস্রাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপদেশ দান করেন।

খামটী-গ্রামে শ্রীব্যাসপূজা

৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার বেলা ১১-৩০ টায় জালপাই হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত খামটী-নামক গ্রামে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন। গ্রামস্থ সমিতির আশ্রিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ জানা মহোদয়ের আকর্ষণেই শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ-পদার্পণ। পরদিবস ৬ই ফাল্গুন শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভ-আবির্ভাব তিথি (মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া) তাঁহারই পৌরোহিত্যে "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" অনুসারে বিরাট্ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগুরুপূজায় শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীবৈয়াসকি আচার্য্যপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক, শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক ও তত্ত্ব-

পঞ্চকাদির যথাবিহিত পূজান্তে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। সমবেত দুই সহস্রাধিক দর্শককে রাজেনবাবু মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করেন। শ্রীব্যাসপূজা প্রচারে তাঁহার এই উৎসাহ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করে।

বর্ত্তমান জগতে শ্রীব্যাস-শিক্ষার একান্ত অভাব দেখিয়া জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্বপ্রথম গৌড়ীয় সমাজে ব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক জগদ্বাসীকে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

৭ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ হইয়া খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-আশ্রমে শুভবিজয় করেন এবং ৮ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের আয়োজিত ব্যাসপূজায় পৌরোহিত্য করেন। সন্ধ্যায় আহূত মহতী সভায় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সভাপতির ভাষণে তাহার দার্শনিক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করেন।

শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ভিত্তিস্থাপন

১৩ই বৈশাখ ১৩৭২, ২৬শে এপ্রিল ১৯৬৫, সোমবার—শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম কয়েক মূর্ত্তি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীসহ শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ঐকান্তিক বিশ্রম্ভ সেবক শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুর নির্যাণে তৎস্মৃতি-রক্ষার্থে মঠরক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজ এখানে শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প ও প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজও "শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধ ও পত্রাদিদ্বারা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও ঐ ব্যাপারে বিশেষ অনুরোধ জানান।

১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে মাহেন্দ্রযোগে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীল আচার্য্যদেব এস্থানে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীমন্দিরটী প্রস্তর-নির্ম্মিত হইবে এবং মন্দির কক্ষের আনুমানিক পরিমাপ ১৪'×১৪' ও বারান্দাসহ পরিমাপ ৩০'×৩২' হইবে স্থির হয়। এতদিন পরে প্রস্তাব-পরিকল্পনা ও অনুরোধ বাস্তবে রূপায়িত

হইতে চলিয়াছে দেখিয়া সমিতির সেবকগণ ইহা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা জানিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন।

আসামের গোলকগঞ্জ, বঙ্গাইগাঁও ও উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচিতে প্রচার

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২, ২৮শে মে ১৯৬৫, শুক্রবার—পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ সেবকসহ নবদ্বীপ মঠ হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতা দমদম বিমানঘাটী হইতে ব্যোমযানে কুচবিহার, তথা হইতে মোটরযোগে আসাম প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। ঐদিনই শ্রীগজেন্দ্রমোচন দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৬ জন ট্রেণে আসাম যাত্রা করেন। ২১ দিন যাবৎ অবস্থানকালে সমগ্র গোলকগঞ্জ শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা-বন্যায় প্লাবিত হয়। চতুষ্পার্শস্থ স্থান হইতে শ্রীমঠে বহুভক্তের সমাগম হইত। স্থানীয় Basic Training College-এর Principal শ্রীযুক্ত গুরুনাথ শর্ম্মা এবং অঞ্চল-প্রধান শ্রীযুক্ত ভুবন প্রধানী (Ex-M.P.) ধর্ম্মসম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত বিবিধ আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,—"সমগ্র আসাম-প্রদেশে, বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া-জিলায় বেসিক ট্রেনিং শিক্ষা-বিভাগে যে ব্যবহারিক রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ঘোরতর আপত্তি করেন। তাঁহারা সাম্যবাদের অছিলায় মুসলমানের পাচিত অন্নাদি হিন্দু শিক্ষকগণকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোরপূর্ব্বক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি কেহ উহা গ্রহণ না করেন তাঁহাকে B. T. পড়িবার সুযোগ ও শিক্ষকতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে। ইহা হিন্দু-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর, এমন কি, ভারতীয় সংবিধানেরও বিরুদ্ধাচরণ।"

গোয়ালপাড়া-জিলার সদর ধুবড়ী-সহর হইয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ৩রা আষাঢ় ১৩৭২, ১৮ই জুন ১৯৬৫, শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গাইগাঁও-এ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজের শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। এখানে সপ্তাহাধিককাল সহরের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বর্গের নিকট শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভাগমন-সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে বিজনী, বিষ্ণুপুর, খারবোজা, বাসুগাঁও, দেওয়ানগাঁও, বাঁশবাড়ী, ধলাগাঁও, বৈটামারী, পলাশগুড়ি,

চকাপাড়া, বারাইকামরা, সাঁকোমুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে সাধু-সজ্জনবৃন্দের সমাগম হয়। শ্রীপাদ পরিব্রাজক মহারাজ সমাগত ভক্তবৃন্দকে অকাতরে প্রসাদ ও বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হন। এস্থানে বহু ব্যক্তি শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১১ই আষাঢ় ১৩৭২, ২৬শে জুন ১৯৬৫, শনিবার—শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কুচবিহার-জিলার মহকুমা-সদর মাথাভাঙ্গায় সমিতির শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে শুভবিজয় করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সহরের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বীর্য্যবতী বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় মদনমোহন মন্দিরে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ২৭শে ও ২৮শে জুন শ্রীল আচার্য্যদেব "মানুষ কে ও মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" এবং "শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কোন্‌টী ?" বিষয়ে দুই দিবস ভাষণ দান করেন। তাঁহার গৌড়ীয় বেদান্তাশ্রিত চিদ্‌বিজ্ঞান-রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনগণ চমৎকৃত হন।

১৬ই আষাঢ় ১৩৭২, ১লা জুলাই ১৯৬৫, বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গার ১২ মাইল দক্ষিণে সমিতির আশ্রিত শ্রীনৃত্যগোর দাসাধিকারীর আকর্ষণে গোলেনোহাটী-গ্রামে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব শুভবিজয় করিলে গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পার্শ্ববর্ত্তী শীতলকুচি-গ্রামের হরিমন্দির-প্রাঙ্গণে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হয়। ব্রহ্মচারীত্রয়ের বক্তৃতান্তে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বজ্রনির্ঘোষে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিচার লইয়া এক সুগম্ভীর বক্তৃতাদ্বারা অধর্ম্মানুকূল শাস্ত্র-প্রতিকূল মতবাদগুলি বিশেষভাবে নিরসন করেন। ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শনিবার বৈকালে গোলেনোহাটী-গ্রামের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ মহাশয়ের বৃহৎ গৃহ-প্রাঙ্গণে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব "ধর্ম্মজগতে অসৎ প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া অসদাচার-বর্জ্জনের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাবধান করেন। ৫ই জুলাই শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মাথাভাঙ্গা হইতে শিলিগুড়ি হইয়া পরদিবস চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতার বেহালা ও কৈলাস বসু স্ট্রীটে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

কলিকাতার বেহালাস্থিত ২৭, মায়াদাসী রোডের শ্রীযুত সুধীর কুমার সাহা মহোদয়ের প্রার্থনানুসারে তাঁহার গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি উদযাপিত হন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৭২, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৫, রবিবার কয়েক মূর্ত্তি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীকে এই উৎসব সুসম্পন্ন করিতে প্রেরণ করেন। মধ্যাহ্নে এক মহতী সভায় উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। সভা সমাপ্তির পর সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় কলিকাতার ৪৪, কৈলাস বসু স্ট্রীটেও গৃহস্বামী শ্রীযুত রাধেশ্যাম সাহা মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে এক বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহার বিরহ-তিথি সেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রিয়পার্ষদ অস্মদীয় পরমারাধ্যদেব শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং এই গৃহে উপস্থিত থাকায় গৃহস্থের প্রচুর সৌভাগ্য সূচিত হয়। সভাপতি-মহারাজসহ সমিতির প্রচারকগণ এই সভায় ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া কর্ণদ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত রসাস্বাদন করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। বাণীপ্রচারে শ্রীযুত রাধেশ্যাম বাবুর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীল আচার্য্যদেবের মথুরা, লক্ষ্ণৌ, কাশীতে শুভবিজয়

১০ই আশ্বিন ১৩৭৩, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, সোমবার—পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অর্দ্ধশতাধিক যাত্রী লইয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার উদ্দেশ্যে 'তুফান এক্সপ্রেসে' হাওড়া হইতে মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। পরদিবস মথুরা-জংসনে শুভ-পদার্পণ করিলে শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীমন্ মুনি মহারাজ মাল্যাদি অর্পণপূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্য-দেবকে বিপুল অভ্যর্থনাসহকারে মোটরযানে শ্রীমঠে লইয়া যান। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ যাত্রিগণকে লইয়া কয়েকদিন যাবৎ বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলি পরিক্রমাদি করাইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। একদিন বিশ্রামের পর স্বামীজী শ্রীহরিসাধন ব্রহ্মচারীকে লইয়া প্রয়াগ, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি দর্শন করেন।

শ্রীল পরমারাধ্যদেব মথুরা মঠেই অবস্থান করিতে থাকেন। স্থানীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রত্যহ তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে আগমন করিতেন। শ্রীল আচার্য্যদেব মথুরাধামে শ্রীগৌরবাণীর প্লাবন বহাইয়া দামোদরব্রত সমাপ্তির পরদিবস ১৩ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার সগোষ্ঠী লক্ষ্ণৌস্থিত সমিতির আশ্রিত শ্রীপীতাম্বর পন্থ-এর (S.D.O.) গৃহে শুভবিজয় করেন। তথায় একরাত্রি শ্রীগৌরবাণী কীর্ত্তনপূর্ব্বক কাশীতে পৌঁছেন। ঐখানে তিন দিবস অবস্থান করিয়া অপ্রাকৃত শব্দবিজ্ঞানের মূলগ্রন্থ বেদ, কতিপয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও নবদ্বীপ মঠের শ্রীমন্দিরের জন্য ২ মণ ওজনের একটী সুবৃহৎ পিতলের ঘণ্টা সংগ্রহ করিয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বক্তৃতা

১২ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ ১৩৭৩, ২৬শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব নব মন্দির ও নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যপাদকে উক্ত প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদানের জন্য নবদ্বীপ মঠে আসিয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কয়েক মূর্ত্তি সেবকসহ ১১ই মাঘ বুধবার কলিকাতা মঠে শুভবিজয় করেন। এই মহোৎসবে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত বহু সন্ন্যাসী এবং কলিকাতা মহানগরীর বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও যোগদান করিয়াছিলেন। পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের হোম-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম উক্ত বার্ষিক মহোৎসবের ধর্ম্মসভায় ১২ই, ১৪ই ও ১৮ই মাঘ যথাক্রমে "মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা," "গীতার শিক্ষা" ও "যুগধর্ম্ম"—তিনটী বিষয়ে দার্শনিক বক্তৃতা করেন। তিন দিবস যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ব্যানার্জ্জী (ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ মুখার্জ্জি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল

আচার্য্যদেব বক্তৃতামুখে বলেন,—"বাংলার সর্ব্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিই মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা প্রমাণ করিতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রকার জানাইয়াছেন, যেখানে মঠ-মন্দির নাই, সেখানে বসবাস করিবে না। অনেকে বলেন,—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিলেই কি খাইতে পাওয়া যাইবে? এইরূপ প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি স্তব্ধীভূত না হইলে এ দেশে কল্যাণ ও শান্তি আসিবে না। আজকাল Principle লইয়া রাজনীতি চলিতেছে। ঋষিগণ কতকগুলি Codified Rule তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন, দেশের শাসন-ব্যবস্থা সেইভাবেই চলিত। সেইগুলি তুলিয়া দিয়া পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দুঃখের বিষয়, নেশাখোরদের Provide করিবার জন্য লাইসেন্স্ দেওয়া হইতেছে, কিন্তু রাষ্ট্রের Constitution-এ ধর্ম্ম কোন স্থান পায় নাই। দুর্ভাগ্য এই, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের জন্য কোন provision বা বন্দোবস্ত নাই, অধিকন্তু তাঁহাদের পিছনে লাগিয়া অশান্তি ও অসুবিধার সৃষ্টি করা হইতেছে। আমাদের সরকার আজও পর্য্যন্ত বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। বহু উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি মঠে বাস করেন; ইঁহারা যদি চাকরী, ব্যবসা অথবা চাষ-আবাদ করিতেন, তবে বহু সাধারণ ব্যক্তি বেকার হইয়া যাইত এবং তাহাদের চাষের জমির অভাব হইত। সুতরাং সাধুগণ ত্যাগ স্বীকার দ্বারা দেশের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উপকার করিতেছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল অনেক মঠ-মন্দির-মিশন-সেবাশ্রমে "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আত্মহত্যার নীতি শিক্ষা দিয়া জনগণকে ধর্ম্মবিরোধী নাস্তিক তৈরী করা হইতেছে" ইত্যাদি।

আসামের বাসুগাঁও-এ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ স্থাপন

আসাম-প্রদেশের গোয়ালপাড়া-জিলার বাসুগাঁও-নিবাসী বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীযুত পার্ব্বতী চরণ রায় মহোদয় তৎপ্রদত্ত ভূমিতে একটী মঠ স্থাপনের জন্য একান্ত আর্ত্তিপূর্ণ আহ্বান জানাইলে ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, ২১শে মে ১৯৬৭, রবিবার—পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৬ মূর্ত্তি সেবকসহ নবদ্বীপ মঠ হইতে বহির্গত হইয়া পরদিবস সন্ধ্যায় শ্রীগোলোকগঞ্জ মঠে শুভবিজয় করেন। মঠের সেবকবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ রেল ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে শ্রীমঠে আহূত মহতী ধর্ম্মসভায় সভাপতিরূপে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আসাম-দেশে শ্রীগৌর-বিনোদ সারস্বত-বাণী প্রচারে এই মহাপুরুষের অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। ১২ই জ্যৈষ্ঠ গোলকগঞ্জ B. T. College-এ আহূত ধর্ম্মসভায় সভাপতিরূপে শ্রীমদ্ বামন মহারাজ ও শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীযুত ভুবন চন্দ্র প্রধানী (M. L. A.), শ্রীযুত গুরুনাথ শর্ম্মা (কলেজের অধ্যক্ষ) সনাতন ধর্ম্ম ও নিরীশ্বর-শিক্ষাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর সভাপতি স্বামীজী শিক্ষকগণের বহু প্রশ্নের সদুত্তর দান করেন।

শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম গোলকগঞ্জ হইতে সগোষ্ঠী বাসুগাঁও-এ শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের আলয়ে শুভবিজয় করেন। স্থানীয় বিদ্যাপুর

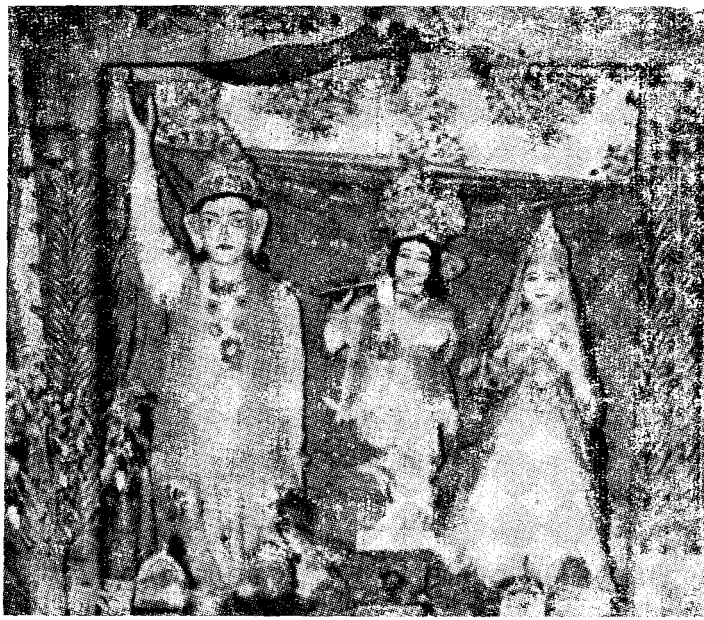

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউ

এইচ ই স্কুলের প্রধান-শিক্ষক শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ. মহাশয়ের

বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে এখানে শ্রীপার্বতী বাবুর প্রদত্ত ভূমিতে "শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ" স্থাপিত হয়। মঠ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, সেবা-প্রবণতা ও সমিতির প্রচারে অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে উক্ত মঠের মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া প্রচুর কৃপা বর্ষণ করেন। শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নূতন উক্ত মঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীমঠে ২৫, ২৭ ও ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তিনদিন বিরাট্ ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিবসই শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতিরূপে আত্মবিস্মৃত দেহাত্মবাদিগণের জড় ভোগপর চিন্তাধারা নিরসনপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। শ্রীমৎ বামন মহারাজ, শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী প্রভৃতি উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। (বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তিকালে উক্ত মঠে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌর-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউ প্রতিষ্ঠিত হন।) ৫ই আষাঢ়, ২০শে জুন সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্য পাদপদ্ম সিউড়ীতে শুভবিজয় করেন।

শ্রীযুত পার্বতী বাবু একজন বিশিষ্ট কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় বৎসরাধিককাল ধরিয়া শ্রীল আচার্যদেবকে বাসুগাঁওয়ে মঠ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা রাণী রায়ও স্বামীর সেবা-সহায়তায় সহযোগিতা করেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুত পার্বতী বাবু শ্রীল আচার্য্যদেবের বাসুগাঁও হইতে যাত্রার পরে ঐ দিনই দেহত্যাগ করেন। তিনি সৌভাগ্যবান, কারণ দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার প্রদত্ত সেবা শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন।

সিউড়ী বার্ লাইব্রেরী ও ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সিউড়ী চাঁদনীপাড়া-নিবাসী শ্রীযুত উমাপদ সাধু (শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী) মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ৬ই আষাঢ় ১৩৭৪, ২১।৬।'৬৭ তাংএ তথায় শুভ পদার্পণ করেন। কয়েকদিন যাবৎ স্থানীয় শিক্ষিত ভক্ত-জনগণ তাঁহার দর্শনলাভ ও শ্রীমুখ-নিঃসৃত গভীর দার্শনিক বিচার-পূর্ণ উপদেশাদি শ্রবণে নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন।

২৪শে জুন, শনিবার স্থানীয় শিক্ষাবিদ্ ও আইনজীবিগণের আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব বার্ লাইব্রেরীতে বেলা ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত "দেশের

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আইনজ্ঞগণের কর্ত্তব্য" বিষয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি আরও জানান, "যে অন্যায় ও দুর্নীতি আজ সমগ্র দেশকে অধঃপাতিত করিয়াছে তাহা অবশ্যই দূরীভূত করিতে হইবে, শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়; আইন-শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে ধর্ম্মীয় চিন্তাধারা ও আদর্শবাদ স্থাপনের প্রয়োজন, নিরীশ্বর শিক্ষায় আজ জগৎ অধোগতি বরণ করিয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণের শিক্ষা-দীক্ষায় পুনরায় আস্থা স্থাপন করিতে ও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে এ দুরবস্থার অবসান হইতে পারে" ইত্যাদি।

২৫শে ও ২৬শে জুন (রবি ও সোমবার) দিবসদ্বয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে "বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও সনাতন ধর্ম্ম", "বৈষ্ণব-সাহিত্য ও সংস্কৃতি" সম্বন্ধে রাত্র ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওজস্বিনী ভাষায় অনিত্যধর্ম্মের সহিত সনাতন ধর্ম্মের পার্থক্য ও সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে এ্যাসিষ্টেণ্ট লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুত গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিউড়ীবাসী ও ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ কামনা করেন। উভয় দিবসেই উক্ত বক্তৃতাবলী Tape Recorder যন্ত্রে গ্রহণ করা হয়।

শ্রীনবদ্বীপ মঠে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত চারুমিহির সরকার

২০শে শ্রাবণ ১৩৭৪, ৬ই আগষ্ট ১৯৬৭, রবিবার—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত চারুমিহির সরকার মহাশয় সস্ত্রীক সদলবলে নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মধ্যাহ্ন ১½ ঘটিকার সময় আগমন করেন। তিনি নবদ্বীপের অবস্থা পরিদর্শন শেষে দুই একটী স্থানে বক্তৃতার পর উক্ত মঠের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি সস্ত্রীক বিনম্রভাবে শ্রীবিগ্রহগণের মাধ্যাহ্নিক ভোগারতি দর্শনের পর মঠের আচার্য্যপাদপদ্মকে ভক্তিপূর্ণ ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করেন ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দকেও যথাযথ অভিনন্দন জানান। বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম দেশের উন্নতিবিধানে শিক্ষা ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ধর্ম্মশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও মঠের বিবিধ পারমার্থিক

কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীমঠের স্কুলে ও সংস্কৃত টোলে ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে (আহার-বাসস্থানাদিসহ) মঠের দায়িত্বে শিক্ষালাভ করিতেছেন, দাতব্য চিকিৎসালয়েও দৈনিক শতাধিক বেশী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতেছেন ও সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৭০।৭৫ জন প্রত্যহ প্রতিবেলায় প্রসাদ পাইতেছেন, ইহা দেখিয়া শুনিয়া বলেন,—"আপনারাই সমাজের ও দেশের প্রকৃত সেবা করিতেছেন।" কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সদলবলে বিদায়গ্রহণ করেন।

শ্রীবিনোদ-বাণী-গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নির্য্যাণ

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত পার্ষদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৭৪, ৩রা নভেম্বর ১৯৬৭, শুক্রবার রাত্র ৮ ঘটিকায় শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনমুখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষান্তে ইনি "শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী"-নামে পরিচিত হন, পরে সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ" নামে অভিহিত হন। ইনি একজন নির্ভীক বক্তা ও আচারবান্ প্রচারক ছিলেন। তিনি শিশুর ন্যায় সরল, নিরভিমান, মিতবাক্, ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠ, শ্রীহরিসেবায় নিরন্তর উদ্যোগী প্রভৃতি বৈষ্ণবগুণে বিভূষিত ছিলেন। কায়মনোবাক্যে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোইভীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, নৈমিষারণ্য মঠাদি স্থাপনে তাঁহার অতুলনীয় অবদান ছিল। শ্রীধাম-মায়াপুর-কলিকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজ-পাটনা-এলাহাবাদ-কুরুক্ষেত্র ও শ্রীক্ষেত্র-ব্রজ-গৌড়মণ্ডলে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বিস্তার-সেবায় তাঁহার প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

তিনি শ্রীবৃন্দাবনে "শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন। এখানে থাকিয়াও তিনি তাঁহার সতীর্থগণের আহ্বানে তাঁহাদের বিভিন্ন মঠ বা প্রচারকেন্দ্রে শ্রীধাম-পরিক্রমাদি বিভিন্ন উৎসবাদিতে যোগদানপূর্ব্বক তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা-হরিকথাদি আলোচনা করিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার গুরুসেবানিষ্ঠা আদর্শস্থানীয় ছিল।

শ্রীল গিরি মহারাজের অপ্রকট-সংবাদ মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে যখন পৌঁছে, তখন অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম অসুস্থ ও শয্যাশায়ী অবস্থায় বিরহ-

কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হায় শ্রীল গিরি মহারাজ! আমায় অসহায় করিয়া চলিয়া গেলেন!" নিকটবর্ত্তী সেবকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনের উক্তস্থানে যাইতে নির্দ্দেশ দেন। শনিবার দিবস বহু সন্ন্যাসি-বানপ্রস্থী-ব্রহ্মচারি-গৃহস্থগণের উপস্থিতিতে শ্রীল মহারাজের সুসজ্জিত পুষ্পমাল্য-চন্দনচর্চ্চিত পরম পবিত্র শ্রীঅঙ্গ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিনোদ-বাণী গৌড়ীয় মঠের প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের সহিত মঠ-জীবনের প্রথম হইতেই শ্রীল গিরি মহারাজের অবিচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্ক ছিল, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ২২শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে তাঁহার উদ্দেশ্যে এক বিরহ সভা আহূত হয়। তাহাতে মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণের আর্ত্তি নিবেদনের পর শ্রীল পরমারাধ্যদেব অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিরহজনিত রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাষণ দানমুখে বলেন,—"আমি যখন বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি ছিলেন অন্যতম অনুপ্রেরণাদাতা। তিনি বুদ্ধি, অর্থ প্রভৃতি দ্বারা আমাকে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী আচার-প্রচারে সাহায্য-সহানুভূতি দ্বারা পরম দরদীর পরিচয় দিয়াছেন; তাঁহার অভাবে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে যে বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

মথুরাধামে জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা-পাত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজ ৫ই কার্ত্তিক ১৩৭৪, ২৩শে অক্টোবর, সোমবার দেহরক্ষা করিলে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে আয়োজিত বিরহ-সভায়ও শ্রীল আচার্য্যদেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন,—"শ্রীল নারসিংহ মহারাজ আমার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন, আজ আমি অঙ্গহীন।" ৭ই কার্ত্তিক ১৩৭৩, ২৪শে অক্টোবর ১৯৬৬, সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র হিন্দী শ্রীভাগবত-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ স্বধামে গমন করিলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মথুরা-মঠে আহূত বিরহ-সভায় জানান,—নিজের সন্তানের বিচ্ছেদে কি-প্রকার শোক হয় তাহার অনুভব আমার নাই, কেননা আমি ত আকুমার ব্রহ্মচারী; কিন্তু শিষ্যের জন্য কি-প্রকার বিরহ-বেদনা, ইহা আমার পূর্ণরূপে অনুভূত হইতেছে। শ্রীমান্ জগবন্ধু (শ্রীনাম ও দীক্ষা ২০।৬।১৯৪৪ ও ৪।৫।১৩৪৬), শ্রীমান্ অনঙ্গমোহন (স্বধামপ্রাপ্তি

১৮।১১।১৩৫৭ ও ২।৩।১৯৫০) এবং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনের বিয়োগের (শ্রীধাম-প্রাপ্তি ১।২।১৩৬০ ও ১৫।৫।১৯৫৩) পর ইহা আমার চতুর্থ ত্যাগীশিষ্য-বিয়োগ। ভিক্ষু মহারাজের অগাধ গুরুনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয় ছিল। সে বৈকুণ্ঠে গিয়াছে, কৃষ্ণের পাদপদ্মে তাহার স্থান হইয়াছে" ইত্যাদি।

নবদ্বীপ মঠে ও ২৪ পরগণার রামনগর আবাদে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

৪ঠা ফাল্গুন ১৩৭৪, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮, শনিবার হইতে ৬ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির প্রধানকেন্দ্র ও প্রধান-কার্য্যালয় শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ৪ঠা ফাল্গুন কৃষ্ণ-তৃতীয়া-তিথি—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-দিবসে মঠ-প্রাঙ্গণ ও তোরণদ্বার নানা পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়। প্রাতঃকাল হইতেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সংগৃহীত "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি" অনুসারে পূজা-পঞ্চক সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসমিতির আশ্রিত ও সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্য-চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদ সেবান্তে জিরাট কলোনী হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুত যামিনীকান্ত দাস মহাশয়-সঙ্কলিত ও শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু-কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদ্যাকারে "শ্রীগুরু-চরিতামৃত" গ্রন্থখানি ভক্তবৃন্দ পারায়ণ করেন।

অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ পরমারাধ্যদেবের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। বিশিষ্ট অতিথি শ্রীযুত হীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা এম. এ. (Retd. D. P. I.) মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনীভাষায় মানব-ধর্ম্মের স্বরূপ, সদ্গুরু-পদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করেন। অন্যান্য মঠসেবক ও গৃহস্থগণের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত 'পুষ্পাঞ্জলি' পাঠের পর ভক্তবৃন্দ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতান্তে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করেন। ৫ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্নে আহূত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সমাসীন হইলে শ্রীমৎ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ শ্রীব্যাসপূজার স্বরূপ সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীব্যাসপূজার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

৬ই ফাল্গুন, সোমবার মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমীতিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে দ্বিপ্রহরে শ্রীমৎ শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল পরমারাধ্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং মঠস্থ ভক্তবৃন্দও অঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। সন্ধ্যায় আহূত সভায় সভাপতি-মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। বলা বাহুল্য, গত বৎসরও ১৪ই ফাল্গুন ১৩৭৩, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার হইতে দিবসত্রয়-ব্যাপী শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি তিন দিনই তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ দান করেন, অন্তিম-দিবসে তিনি "শ্রীবেদব্যাস ও শ্রীল প্রভুপাদ" বিষয়ে সুদার্শনিক বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

২৪ পরগণার গঙ্গামথুরা ৫ম খণ্ডে রামনগর আবাদ গ্রামেও শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবীর বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বামন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ উক্তস্থানে উপস্থিত হন। এখানেও কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি হইতে কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত পূজাপঞ্চকসহ বিরাট্‌ভাবে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ বামন মহারাজ সভাপতিরূপে বৃত হইয়া শ্রীল কেশব গোস্বামী গুরুবরের জীবনাদর্শ, শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব ও বৈষ্ণব-জগতে অলৌকিক অবদান সম্বন্ধে সুগম্ভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। গত বৎসরও অনুরূপভাবে উক্ত স্থানে শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী ও শ্রীকৃষ্ণশশী দাসাধিকারী মহোদয়ের প্রচেষ্টায় শ্রীমৎ বামন মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধারায় তত্ত্বপঞ্চকাদির পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বামীজী-মহারাজ শ্রীব্যাসপূজা ও গুরুপূজার একত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্যাকরণতীর্থ, ভক্তিতিলক মহোদয়ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সম্পাদন ও ব্যাসপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরাট রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কেন্দ্রীয় মঠ—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবৎসর নবকলেবরে অভিনববেষে শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথদেব আবির্ভূত হন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে ১৩ই আষাঢ় ১৩৭৫, ২৭শে

জুন ১৯৬৮, বৃহস্পতিবার—নবদ্বীপ সহরস্থ ফাঁসিতলাঘাট-নিবাসী শ্রীযুত গোপীনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ নগর সংকীর্ত্তনযোগে উক্ত স্থানে উপস্থিত হন এবং শ্রীনাম-কীর্ত্তনমুখে মার্জ্জনাদি-ক্রিয়া সমাপন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা-রহস্য ব্যাখ্যা করেন।

পরদিবস প্রাতঃ ৮॥০ ঘটিকায় বিবিধবর্ণের পতাকা-সুশোভিত নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট রথের ত্রিতল-প্রকোষ্ঠস্থিত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেব সুন্দরাচলের উদ্দেশ্যে শুভযাত্রা করেন। মঠতোরণ-দ্বার অতিক্রম করিতে না করিতে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সকলেই উৎসাহ-ভরে রথরজ্জু সজোরে আকর্ষণ করিতে থাকেন। পথের উভয়পার্শ্বস্থ জনতার "জয় জগন্নাথদেব কি জয়"-ধ্বনি দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তোলে। শ্রীনবদ্বীপধাম তখন শ্রীক্ষেত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথদেব ধীর মন্থরগতিতে পথিমধ্যে চলিতে চলিতে ভক্তগণের নিকট হইতে ফল-মিষ্টাদি ভোগ গ্রহণপূর্ব্বক অবশেষে গুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন।

শ্রীভগবানের নিজমন্দির হইতে গুণ্ডিচামন্দিরে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্ব্বার নিজমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনকে শাস্ত্রে 'নবদিনাত্মিকা রথযাত্রা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মাঝে ১৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার হেরাপঞ্চমী দিবসে লক্ষ্মীরগণ শ্রীজগন্নাথদেবকে নীলাচলে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হন। ২২শে আষাঢ়, শনিবার শ্রীজগন্নাথদেব সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ-ভক্তবৃন্দের নর্ত্তন-কীর্ত্তনোল্লাসে মগ্ন হইয়া সানন্দে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গুণ্ডিচাবাড়ীতে প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীজগন্নাথদেবের উৎকলে আবির্ভাবের কারণ ও তন্মাহাত্ম্য-বিষয়ে প্রাঞ্জলভাষায় পাঠ-ব্যাখ্যা করেন। রথযাত্রাকালে গুণ্ডিচাবাড়ীতে মাঝে মাঝে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-রামলীলাদি ছায়াচিত্রযোগে প্রদর্শনপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৩শে আষাঢ়, রবিবার পুনর্যাত্রা-দিবসে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ লাভে কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীমঠের উৎসবেও ধর্ম্মসভায় স্থানীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়া ধন্য হন।

হুগলী-জেলার শ্রীরামপুর-নিবাসী দানবীর শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী ও তৎপত্নী ভক্তিমতী ভূরিদাত্রী শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ নির্ম্মাণ-ব্যয়ভার বহন ও মহোৎসবের আংশিক অর্থানুকূল্য করেন। তাঁহাদের সেবাপরায়ণতা সত্যসত্যই আদর্শস্থানীয়।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অসুস্থলীলা ও বিবিধ পরিক্রমা-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবের পূর্ব্বে ২৫শে ফাল্গুন ১৩৭৪, ৯ই মার্চ্চ ১৯৬৮, শনিবার হইতে ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী যথারীতি শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অতিশয় অসুস্থ-লীলাভিনয় করায় উৎসবে যোগদানকারী সমাগত সজ্জনমণ্ডলী তাঁহার সাক্ষাৎ শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী ও উপদেশ-নির্দ্দেশ হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীল পরমারাধ্যদেবের নির্দ্দেশে ২৫শে শ্রাবণ ১৩৭৫, ১০ই আগষ্ট ১৯৬৮, শনিবার শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের পরিচালনায় হাওড়া ষ্টেশন হইতে একদল যাত্রী ও অন্যদিকে আসাম শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় অপরদল যাত্রী হরিদ্বারে পৌঁছিয়া সম্মিলিতভাবে শ্রীকেদার-বদ্রী পরিক্রমা ও দর্শনাদি সমাপন করেন। ৩১শে শ্রাবণ ১৩৭৫, ১৬ই আগষ্ট ১৯৬৮, শুক্রবার হইতে নবদ্বীপ মঠে শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত ও শ্রীনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরাধাষ্টমী পর্য্যন্ত এক পক্ষকাল যাবৎ জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকে। শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীহরি-কীর্ত্তনের মধ্যে উক্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার অসুস্থাবস্থায় কিছুকাল কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুত রাধেশ্যাম সাহা ও ট্যাংরা-নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহোদয়দ্বয়কে কৃপাপূর্ব্বক যথেষ্ট সেবা-সুযোগ দান করেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের গৃহে সগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থিতি, বৈষ্ণবগণের উপস্থিতি, গমনাগমন এবং প্রাত্যহিক পাঠ-কীর্ত্তন-হরিকথায় উক্ত স্থান মুখরিত ছিল। তাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্য ও সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হন।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্যত্ব ও শ্রীগুরুনিষ্ঠা

পরমারাধ্যতম শ্রীল কেশব গোস্বামীপাদ 'বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসের' ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন,—বৈরাগ্যের অপর নাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ভ। যে বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে তুচ্ছজ্ঞান, সাযুজ্যাদি-মুক্তির প্রতি ঘৃণা-ভয় ও অনাদর প্রদর্শন করে, তাহাই কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছাময়ী বৈরাগ্য-বিদ্যা। সাধক-জীবের ক্ষেত্রে "কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগ'ই 'বৈরাগ্য" বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্তকুলের কৃষ্ণসেবা-পরায়ণতাই 'বৈরাগ্য' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীল দাস গোস্বামী-প্রভু জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্যকেই 'বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস' বলিয়া জানাইয়াছেন। মায়াবাদীর চিদ্‌বিলাস-রাহিত্যকে কখনও 'বৈরাগ্য' বলা যাইবে না। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে বিশেষগুণরূপে যে 'বৈরাগ্য'-শব্দের প্রয়োগ, তাহা মায়াধীশের স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত অবস্থা। নির্জ্জন-ভজন কালে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে গিয়া যে কৃত্রিম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহাদ্বারা কখনও ভক্তি লাভ হয় না। মুমুক্ষু জীবের ত্যাগ বা বৈরাগ্য কখনও শুদ্ধভক্তি-লাভের কারণ হইতে পারে না। অত্যাত্তিক ব্যক্তিগণ স্থূলত্যাগকে 'বৈরাগ্য' বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কৃষ্ণবিলাস-লালসার চরম অবস্থাই 'বৈরাগ্য' বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বিবেচিত হইয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বা জগদ্ভোগ-ত্যাগীর বৈরাগ্য নিজকামনা-পূর্ত্তিযুক্ত কৈতবপূর্ণ অনিত্য সাধনমাত্র। নিত্য-সিদ্ধ মহাত্মগণের কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর নিত্যসিদ্ধ-বৈরাগ্য ভক্তিনেত্রেই দর্শন বা অনুভবের বিষয় হয়।

মহাপুরুষগণের জীবনে নিরপেক্ষতা এবং সর্ব্বজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রকাশিত থাকে। কোন্ ব্যক্তি হরিসেবার নামে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছে, অন্তর্যামিসূত্রে তাহা জানাইয়া দিয়া সাধককে কপটতার হস্ত হইতে পরিত্রাণের সুযোগ দান করেন; আবার কাহারও সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া তাহাকে উৎসাহ-দানও তাঁহাদের সেবক-বাৎসল্যেরই পরিচয় দান করে। "কেশরীব স্বপোতানাম্ অন্যেষাম্ উগ্রবিক্রমঃ"—সিংহ যেরূপ বহিঃশত্রুর প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করে, কিন্তু সন্তানের প্রতি বিশেষ স্নেহযুক্ত; শ্রীল গুরুপাদপদ্মও নাস্তিক পাষণ্ডিগণের নিকট সাক্ষাৎ দণ্ডধর কৃতান্ত-স্বরূপ, কিন্তু শিষ্য বা আশ্রিত-জনের প্রতি সন্তান-বাৎসল্যযুক্ত ছিলেন। তাহাদের শত দোষ-ত্রুটী মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে

সেবাসুযোগ দানে হরিভজনে নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহার মঠ ও মিশনে কেহ হরিভজন করিতে আসিলে তিনি বৃদ্ধই হউন, রোগগ্রস্তই হউন, জাগতিক যোগ্যতাবিহীনই হউন, তাঁহাকে আশ্রয় প্রদানপূর্বক হরিভজনের সুযোগদান করিতেন। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার কৃপালুতা, বাদন্যতা, সর্বোপকারীত্ব, কারুণ্য, পরদুঃখদুঃখিতা ও কৃষ্ণৈকশরণতার জ্বলন্ত আদর্শ ও দৃষ্টান্ত।

"সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—নীতিবাক্যে সত্যবাক্য, প্রিয়বাক্য বলিবে, কিন্তু সত্য অপ্রিয় হইলে তাহা বলিবে না, ইহাই সাধারণ নীতিবাদিগণ জানিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তারঃস্বরে সর্বদা ঘোষণা করিতেন, সত্য যদি অপ্রিয়ও হয়, তাহাও বলিয়া দিতে হইবে; তাহা না হইলে শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ়-রহস্য জগতে অপ্রচারিত ও অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবে। শুভানুধ্যায়ী সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মর্ম্মভেদী বাক্য আপাত-সুখকর না হইলেও উহা আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু। এ সম্বন্ধে শ্রীল পরমারাধ্য-দেব বলিয়াছেন—'আমরা আজকাল বহু ধার্ম্মিক পত্রিকাই দেখিতে পাই, তাঁহারা আচার্য্যকেশরী জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আচরিত-প্রচারিত বিধি-বিধান হইতে ক্রমশঃ ভিন্নপথে অগ্রসর হইতেছেন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাই ইহার মূল কারণ। নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই নিষ্ঠুর সত্যকথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে গিয়া যদি সর্বাপেক্ষা কঠোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাও আলিঙ্গন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে।" সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের আত্মকল্যাণজনক কটুবাক্য ও সমালোচনায় ভজনবিষয়ে বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত হয় এবং তাঁহাদের নিরপেক্ষ নীতি, শাসনবাক্য ও নিষ্ঠুর অপ্রিয় সত্যকথায় শ্রীনামগ্রহণে মন্ত্রৌষধির ন্যায় রুচিলাভ হয়।

শ্রীল গুরু-মহারাজের সতীর্থ গুরুভ্রাতাগণের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতির তুলনা হয় না। তাঁহার বহু গুরুভ্রাতা তাঁহার নিকট আসিয়া 'বিনোদ দা' বা 'কেশব মহারাজ' বলিয়া স্নেহ-সম্বোধন করিলেই তিনি তাঁহাদের অবস্থা বুঝিয়া যথাসাধ্য আর্থিক-সাহায্যাদি করিতেন; কিন্তু কোনদিনই উহার প্রত্যাশা করিয়া অর্থানুকূল্য করেন নাই। এইরূপে হাজার হাজার টাকা তিনি অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার সতীর্থ-বাৎসল্য বলিতে হইবে।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট অনেক পণ্ডিত, ভক্তাভিমানী, অনভিজ্ঞ, চতুর, বালক, যুবক ও বৃদ্ধ তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আসিতেন। সকলেই তাঁহার সৌম্য

শান্তমূর্ত্তি ও গুরু-গম্ভীর বাণী ও ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের চাহিদা বা প্রশ্নের বিষয় ভুলিয়া যাইতেন ; তিনি মায়াবাদী তার্কিক-গণকে পরাস্ত করিয়াও তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। বহু অন্যাভিলাষী ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিবিধ পরামর্শ লইতেন সত্য, কিন্তু তাহারা ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত সাধু-মহাপুরুষের ঐশী শক্তি হৃদয়ঙ্গমে অপারক ছিলেন। নিত্যসিদ্ধ মহাত্ম-গণের লোকাতীত ব্যবহার সাধারণ মনুষ্য কিরূপে অনুধাবন করিবে ? তাঁহাদের কোন্‌টী কৃপা এবং কোন্‌টী বঞ্চনা, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য সাধারণের নাই, থাকিতে পারে না। তাঁহাদের ধারণা—"জগতে আমার কেহ অনুরাগ বা বিরাগের পাত্র নাই, সকলেই গুরুসেবা—কৃষ্ণসেবার উপকরণ।" মহাভাগবত-গণের ইহাই অপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রতিটী অনুষ্ঠানে ও ক্রিয়া-কলাপে শ্রীল গুরু-মহারাজের নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল-প্রচারকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রধান প্রবেশ-দ্বার—'নরহরি-তোরণে'র প্রাচীরগাত্রে 'পাষণ্ড-গঞ্জৈকসিংহ' রূপ খোদিত করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আনুগত্যে মুরারি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের স্তুতিগান করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ সতীর্থ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজও তাঁহাকে 'পাষণ্ড-গঞ্জৈকসিংহ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া উক্ত নামেই সম্বোধন করিতেন। মায়াবাদী প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-বিরোধীদিগের প্রতি তিনি চিরদিনই খড়্গহস্ত ছিলেন ; তাঁহাদিগকে চিরশত্রু জ্ঞান করিয়া শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদকে জগৎ হইতে সমূলে উৎপাটনের ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এসকল বিষয় তাঁহার পত্র, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ব্যাখ্যা, ভাষ্য, বিবৃতি, ভাষণাদির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে বলিতেন—"আপনাকে দেখিলে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের কথা মনে পড়ে। যাঁহাকে দর্শন করিলে শ্রীল গুরুদেব স্মৃতিপটে উদিত হন তিনি গুরু-স্বরূপ, মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ।"

"কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে"—বাক্যানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ না করিয়াও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার, ওকালতি পাশ না করিয়াও এ্যাডভোকেট-ব্যারিষ্টারগণকে আইনের পরামর্শ দান করিতেন। অনেক অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কেন্দ্রীয় মঠের অভ্রভেদী তিলকাচিহ্নিত শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, যখনই তাঁহারা জানিয়াছেন—ইহা শ্রীল

গুরু-মহারাজের নিজস্ব উপদেশ-নির্দ্দেশ ও 'প্ল্যান'-অনুসারে নির্ম্মিত। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"সম্প্রদায়-রক্ষার্থে শ্রীরাধারাণীর সেবা রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন।" এই 'রাধারাণীর সেবা'-অর্থে মঠ-মন্দিরাদিকে বিষয়ি-দুর্জ্জনগণের কবল হইতে মামলা-মোকর্দ্দমাদি দ্বারা ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য লইয়া সংরক্ষণ করাকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ-নির্দ্দেশেই আইনানুগ পন্থায় মিশনরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত ধীশক্তি ও প্রতিভায় শ্রীল প্রভুপাদও বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। একবার উকিলগণের সহিত তর্ক-বিতর্ককালে শ্রীল গুরু-মহারাজের সতীর্থ শ্রীল মাধব মহারাজ বলেন,—"আপনি কবে ওকালতির আইনের বই পড়িলেন, যাহাতে ঐ আইনজ্ঞ-দিগের সহিত 'ফাইট' করিলেন ও উঁহারা আপনার কথা মানিয়া লইলেন?"

লিখালিখি ও তত্ত্বসিদ্ধান্তের নূতন ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও তাঁহার অবদান অতুলনীয়। গতানুগতিক ধারায় না চলিয়া, মূলতত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত ভাবধারা বজায় রাখিয়া, তাঁহার লেখনী সর্ব্বদা বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে। "সম্প্রদায়-রক্ষাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠসেবা" ইহা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াই তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্বয়-ব্যতিরেকভাবেই বাদ-প্রতিবাদমুখে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত স্থাপনই তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য ছিল, তাঁহার মধ্যে ছিল অদ্ভুত অলৌকিক নূতনত্ব। তাঁহার রচিত "শ্রীল প্রভুপাদের আরতি", "শ্রীতুলসী-আরতি", "মঙ্গল আরতি" প্রভৃতি গীতির মধ্যেও তাঁহার অভিনব প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছে। মঙ্গল-আরতির মধ্যে তিনি অপ্রাকৃত কবি শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণেই চিল্লীলামিথুন শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যলীলা-কথার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্ত কোন প্রবন্ধের dictation (শ্রুতিলিপি) দিবার সময় হঠাৎ অতিথি-অভ্যাগতবর্গের সহিত বিবিধ কথোপকথনের পরও, তিনি মূল-প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হইতে চ্যুত হইতেন না বা কোনরূপ বিরক্তি বোধ করিতেন না। ইহাও তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বোপরি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অনন্যসাধারণ নিষ্ঠাই তাঁহাকে সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার সতীর্থগণকে আইনাদি সর্ব্ববিষয়ক সৎপরামর্শদানে তাঁহার উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। পরমার্থ-বিষয়ক জটিল প্রশ্ন ও কূটতর্কাদির

শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তর দানপূর্ব্বক তিনি সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যুগপৎ নয়কোবিদ ও ন্যায়কোবিদরূপে পরিচিত ছিলেন। শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশ্যাদি হরিবাসর, শ্রীগৌরজন্ম-জয়ন্তী, শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী প্রভৃতি ব্রতোপবাস পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগপূর্ব্বক বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্রীবেদান্ত সমিতিতে চাতুর্ম্মাস্য ও ঊর্জ্জব্রতের কঠোর নিয়মাদি (বিধি-নিষেধাত্মক) সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত রীতি ও আদর্শের সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালনের যত্নাগ্রহে অনীহা ও পক্ষান্তরে উজ্জাদরের নামে ফাকিবাজি—তিনি কোনদিনই অনুমোদন বা বরদাস্ত করেন নাই। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বিচার লইয়া তিনি কোন সময়ে পরম পূজনীয় যতিরাজ শ্রীল শ্রীধর গোস্বামীকে বিশেষ গুরুনিষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন,—"আমি পূর্ব্ব গোস্বামিগণকে চিনি না জানি না ; আমি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানি। আমি শ্রীল প্রভুপাদের আলোকেই পূর্ব্ব গোস্বামিবর্গকে জানিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিব ; তাঁহার ব্যাখ্যা-বিবৃতিরই সর্ব্বাগ্রে শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইব। 'আচার্য্যের যেই মত সেই মত সার। অন্য আর মত যত যাউক ছারখার ॥'—ইহাই আমার বিচার।" শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রতি তাঁহার এতাদৃশী ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সত্যই অতুলনীয়া।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বদ্ধজীবের নিত্যকল্যাণের নিমিত্তই "মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অন্যাভিলাষী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণের তত্ত্বন্মতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক তিনি তাঁহাদের বাস্তব পরমার্থ-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আদর্শ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিরূপে তিনি বিরোধী পাষণ্ডগণেরও বাস্তব মঙ্গল কামনা করিতেন। আমরা বহুস্থলে তাঁহার সত্যসংরক্ষণে নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাই। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ভোগময় বিচার গর্হণমানসে তিনি ঐ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-লিখিত প্রবন্ধাদি সঙ্কলনপূর্ব্বক "সহজিয়া-দলন" গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার এবং শুদ্ধাচার-পরায়ণ নির্দ্দোষ জীবনযাপনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও বহু মিশন-সঙ্ঘের অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মের ক্লেশ-নিবারণ-প্রচেষ্টা বা সমাজ-সেবামূলক অনুষ্ঠানের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন-

পূর্ব্বক পারমার্থিক চিকিৎসালয় ও বেদান্ত-বিদ্যাপীঠাদি স্থাপন করেন। দুঃসঙ্গ বর্জ্জনে তাঁহাকে 'বজ্রাদপি কঠোর' ও ভক্তি-অনুকূল কর্ম্মে 'কুসুমের ন্যায় কোমল' মনে হইত। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থায় জননাশৌচ-মরণাশৌচ ও মলমাসাদি-বিচারের প্রশ্রয় না দিয়া তিনি "শ্রীপুরুষোত্তম ব্রতপালনাদি" দ্বারা শ্রীনামভজনেই শুদ্ধিতা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কিঞ্চন ও সমর্পিতাত্ম হইয়া কৃষ্ণেচ্ছার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল অর্থাৎ "ভগবদিচ্ছাই পূর্ণ হউক" বা "ভগবদিচ্ছায় সব সম্ভব" জীবনযাপনে সেবকগণ বিস্মিত হইতেন। তাঁহার পারাবত-চড়ুই পক্ষীর প্রতি স্নেহ-মমতা, অহিংস নীতি ও বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সরল সদয় ব্যবহার প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জীব-ব্রহ্মৈকবাদী, পাঁচমিশালী, পঞ্চোপাসকী, বহ্বীশ্বরবাদী, শূন্যবাদী, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী প্রভৃতি অপ-উপ-ছল-ধর্ম্মাদির বিচার শাস্ত্রযুক্তি-সিদ্ধান্তমূলে তীব্রভাবে খণ্ডন করিলেও তাঁহার চিত্তের সহজ সরল প্রশান্ত-ভাব নষ্ট হইত না। তিনি কখনও নির্জ্জন-ভজনের নামে আলস্যের প্রশ্রয় দেন নাই, বরং কায়-মনোবাক্যে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীহরিনামের দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেমে সমাধিলাভ হয়, তিনি ইহা স্বয়ং আচরণদ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। ষোলনাম সংখ্যাত-অসংখ্যাতভাবে অহর্নিশ উচ্চ-কীর্ত্তনের দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করা সম্ভব ও রিপুপঞ্চকের সদ্ব্যবহার বিষয়ে সেবকগণের নিকট আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর "পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ" ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের "তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে"—বাক্যদ্বয় একতাৎপর্য্যপর ও আত্মকল্যাণজনক বাস্তবদৈন্য জানিয়া অমানী-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। উপাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার স্বীয় ভজন-প্রণালীর উন্নততম গভীর ভাবসমূহ তাঁহাকে একাধারে ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অনর্থযুক্ত জীবের উদ্ধারমানসে তাঁহার করুণা অহৈতুকী; হরিভজন-প্রয়াসীর কল্যাণার্থে তাঁহার মঠ মন্দিরের দ্বার চির-উন্মুক্ত ছিল। বৈষ্ণব সতীর্থগণের সেবার নিমিত্ত তাঁহার যত্নাগ্রহের পরিসীমা ছিল না; তিনি তাঁহাদের উত্তমরূপ সেবা করাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। তাঁহার রচিত মায়াবাদ-নিরাসপর গ্রন্থ ও গীতিকাব্য, লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধাদি, বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত গভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তমূলক ভাষণাদি তাঁহার অতিমর্ত্ত্যত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তিনি শ্রীসারস্বত বাণীর আশ্রয়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় নিত্য নিষ্ণাত হইয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের প্রচার্য্য বিষয় আস্বাদনপূর্ব্বক শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবানন্দে বিভোর থাকিতেন। তিনি তাঁহার অনুগত সেবকগণকে সর্ব্বদা হরিকথা ও হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেন এবং কৃষ্ণেতর জড় বিষয়-কথাই শ্রীউপদেশামৃত-কথিত 'বাগ্‌বেগ' বলিয়া উহা পরিবর্জ্জনের উপদেশ দিতেন।

কেহ শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে বহু চেষ্টা করিয়াও আহার্য্য ও বস্ত্রাদি দিতে পারিতেন না; এমন কি তিনি তাঁহার অনুগৃহীতা বিধবাগণের দানপত্র দলিলাদিও গ্রহণ করিতেন না এবং ঐরূপ নিব্যূঢ়স্বত্বে দানও গ্রহণ করিতে তদনুকম্পিত সেবকগণকে নিষেধ করিতেন। আবার কদাচিৎ কাহাকেও অযাচিতভাবে কৃপা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; তাঁহাদের প্রদত্ত সামান্য বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উৎসাহদান করিতেন। গৃহব্রতগণের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি প্রাকৃত-সহজিয়া 'ঘরপাগ্‌লা ও গৃহী বাউলা'গণের নাম উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার ত্যাগী সেবকগণকে সদাসর্ব্বদা সাবধান করিতেন। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নয় কৃষ্ণের স্মরণ।" —বাক্যের ব্যাখ্যামুখে তিনি গুরুভোগী ও গুরুত্যাগি-সম্প্রদায়ের সহিত কোনও-প্রকার আদানপ্রদান ও সংশ্রব রাখিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন। তিনি 'কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে অখিল ভোগত্যাগ' ইহা নিজে আচরণমুখে সেবকগণকে শিক্ষা দিতেন এবং শ্রীউর্জ্জব্রত-পুরুষোত্তম ব্রতাদিতে স্বীয় শিষ্যগণকে ভোজন-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতে ও গো গ্রাসে প্রসাদ-গ্রহণের বৈরাগ্যাভ্যাসের উপদেশ করিতেন। ভিক্ষুকগণকে সেবানুকূল্য-সংগ্রহ-ব্যাপারে "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ"—পদের সুষ্ঠু বিচার গ্রহণপূর্ব্বক দেহারামী আয়াসীর জীবন যাপন না করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিবার নির্দ্দেশ দিতেন। নিজস্ব 'ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স্' রক্ষা করিয়া আখেরের বন্দোবস্তকারী মঠবাসী সেবকাভিমানিগণকে কপট-বৈষ্ণববেষী ভবঘুরে ভগবদ্‌বিশ্বাসহীন সুবিধাবাদী এবং নাস্তিক বলিয়া জানাইয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আদর্শ সদ্‌গুরুরূপে তিনি তাঁহার অনুগতাভিমানী জন-গণকে অনর্থযুক্তাবস্থায় "অষ্টকাল লীলা স্মরণ ও সিদ্ধদেহ-ভাবনা" নিষেধ করিয়াছেন এবং জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের উপদিষ্ট "কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব" বাক্যের প্রতি সকলেরই বিশেষভাবে

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অবৈধ অনুকরণ সেবা বা ভজন নহে উহা পাষণ্ডতা বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী"-গৃহের সদর দরজায় সেবকগণের দ্বারা মহাজন বাণী—"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা॥" লিখাইয়াছিলেন অর্থাৎ কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন নাই, পরন্তু "যে বিদ্যার আলোচনে কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে, তাহারই আদর জান সব," "ভক্তিবাধা যাহা হৈতে সে-বিদ্যার মস্তকেতে পদাঘাত কর অকৈতব। সরস্বতী—কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব।"—বাণীর তাৎপর্য্য বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সেবার নামে কপটতা ও ভক্তির নামে ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার কোন গৃহস্থ-শিষ্য প্রচারকেন্দ্র মঠস্থাপনের অজুহাতে দানপত্র দলিল করিয়া দিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণকে প্রকারান্তরে সেবক বানাইতে চাহিলে তিনি তত্রস্থ মঠ-সেবকগণকে ঐ স্থান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া উক্ত শিষ্যবুবের প্রতি নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত সেবক বা শিষ্যাভিমানীকেও কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরাপর জ্যেষ্ঠ গুরু-সেবকগণের মর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক মিলিয়া-মিশিয়া চলিবার জন্য কঠোর শাসন করিতেন। ব্রজমণ্ডলাদি ক্ষেত্রে মাধুকরী ভিক্ষারদ্বারা জীবন নির্ব্বাহের অভিনয়কারিগণের অপচেষ্টাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিতেন এবং ঐরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জিহ্বা-লাম্পট্যাদিতে আসক্তাবস্থায় ব্রজে বানর-কচ্ছপাদিরূপে জন্মগ্রহণের ভয়াবহ পরিণামের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেন। চিত্ত নির্গুণাবস্থা লাভ না করিলে কাহারও 'নির্গুণ মাধুকরী ভিক্ষায়' অধিকার আসিতে পারে না বলিতেন। শ্রীল গুরু-মহারাজের সতীর্থ গুরুভ্রাতা কোনসময়ে তাঁহার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"যাঁহারা মায়াপুরের বাহিরে বা মায়াপুর হইতে দূরে আছেন, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইতে বঞ্চিত।" ইহার প্রতিবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব বজ্রগম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যাঁহারা গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে লক্ষকোটী যোজন দূরে অবস্থিত; তাঁহারা যখন মায়াপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক ১০।১২ বর্ষকাল কলির রাজত্বে বাস করিয়াছেন, ঐ সময়ের জন্য নিশ্চয়ই তাঁহাদের শ্রীল প্রভুপাদ ও মায়াপুরের সেবা হয় নাই। তাঁহারা বাহ্যতঃ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীধাম-সেবার ছলনা করিয়াছেন, নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম

কপট ব্যক্তিগণকে চিরদিনই দ্রবিণাদিদ্বারা বঞ্চনা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শ্রীগুরু-সেবৈকনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ সেবক যে-কোনস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট সেবায় নিত্য অনুরক্তভাবে অবস্থান করেন।" শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত মঠবাসী ত্যাগী, গৃহস্থ, সাধারণ যে-কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের আন্তরিকতারে সেবাযত্ন করিতেন, ইহা 'গুরুদেবতাত্ম' শিষ্যের বিশেষ সদ্‌গুণ।

শ্রীল গুরু মহারাজকে অনেক সময়ে দেখা যাইত, তিনি অতি আদর-যত্নের সহিত পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোটগুলি মানিব্যাগে সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন। ইহাতে তাঁহার অত্যধিক অর্থাসক্তি আছে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিত। জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় তিনি উত্তর দিতেন,—"আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব" অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা সম্বন্ধে অপ্রাকৃত অনুরাগই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাপর ভগবৎপ্রেম-সুখ-তাৎপর্য্য।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণ করিতে গেলে ভজন হইতে পাতিত্য-দোষ উপস্থিত হয়; তাঁহার স্নেহশাসন ও আত্মকল্যাণজনক উপদেশ গ্রহণ করিলে মঙ্গল হয়; পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগুরুর হৃদয় জীবের দুঃখে কাতর হইলেও কপট ব্যক্তির মঙ্গল অসম্ভব বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। কোন ভক্ত একদিন রাসলীলা ও ভ্রমর-গীতাদির ব্যাখ্যা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—"শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে অনর্থানির্ম্মুক্ত অবস্থায় শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে রাসাদিক-লীলীলাকথা শ্রবণের অধিকার আসে, নচেৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ব্যাপার মনে করিয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় মাত্র। সিদ্ধদেহেই রসোদ্ভাবনা সম্ভব, জড় বদ্ধদেহে শৃঙ্গাররস ভাবনা অসম্ভব; ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতরতি ব্যক্তিই সম্ভোগ-রসালোচনায় অধিকারী।" শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে তত্ত্বতঃ জানিতে বা বুঝিতে হইলে ভগবৎকৃপা ও প্রেরণা অত্যাবশ্যক। বৈষ্ণবগণ কখনও বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা দানপূর্ব্বক দুঃসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থানের চেষ্টা করেন, আবার কখনও জনসঙ্গ ভয়ে তাঁহার স্বরূপ গোপন করেন; কখনও শিষ্য করিবার অভিনয়, তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা, তাহাদের নিকট হইতে পরামর্শ ও সেবা গ্রহণের অভিনয় করিয়াও তাঁহার নিজস্ব পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলেন। ইহাই তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য অচিন্ত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম তাঁহার জীবদ্দশায় শ্রীল প্রভুপাদের

মনোভীষ্ট সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনি দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপন, আচরণশীল হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার, শ্রীধাম পরিক্রমা, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, শ্রীনামহট্টের প্রচারাদিতে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত থাকিতেন।

শ্রীল পরমারাধ্যদেব তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের কয়েকমাস পূর্ব্বে কলির রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে চিকিৎসা গ্রহণের অভিনয়ে ট্যাংরাস্থিত কোন বিশেষ শ্রদ্ধালু ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাতে অনেকেরই হয়ত সন্দেহ হইতে পারে যে, তিনি শ্রীধাম ছাড়িয়া কেন কলির রাজধানীতে রহিলেন? "যথায় বৈষ্ণবগণ সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ"—বিচারানুসারে মহাভাগবত শ্রীগুরুবর্গ যেকোন স্থানেই অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবনের আবির্ভাব করাইয়া ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অভীষ্ট অষ্টকালীয় সেবায় মগ্ন থাকিতে পারেন। প্রয়োজনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলামাধুর্য্য-আস্বাদনকারী নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতোত্তম মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়লাভে হরিভজনপিপাসু জনসাধারণ, বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ও ধন্যাতিধন্য। শ্রীরূপানুগ সারস্বত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগৎ এই লোকোত্তর মহাপুরুষের নিকট সর্ব্ববিষয়ে চিরঋণী আছেন ও থাকিবেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সংরক্ষণ

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী, দার্শনিক বিশ্বে তত্ত্ববিষক উন্নততম শিক্ষা-প্রদানকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-প্রকাশিত "দশমূলতত্ত্বই" গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ষড়গোস্বামীবর্গের যাবতীয় গ্রন্থের একমাত্র সারস্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র 'অমল-শব্দ-প্রমাণ' ও ব্রহ্মসূত্রের 'অদ্বিতীয় অকৃত্রিম ভাষ্য' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্ম্মই বেদান্তের বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়' জানাইয়া 'বেদান্তের শব্দবাদ-তত্ত্বমূলক নামপর-ভাষ্য' ও 'ভাগবতের ভক্তি-বেদান্তপর ভাষ্য' প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার জীবদ্দশায় মায়াবাদাদি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তবিরোধী মতবাদ-সমূহ সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণাদি ও বলিষ্ঠ লেখনীদ্বারা নিরসনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তিবেদান্ত তত্ত্ব স্থাপন

এবং ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রণয়ন করিয়াছেন। "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব"-গ্রন্থের লেখক ২৮শ অধ্যায়ে জানাইয়াছেন,—"সৎসম্প্রদায়-রক্ষাই আচার্য্যবর্গের প্রধান ও সর্ব্বোত্তম সেবা। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর স্বরচিত 'প্রেমেয় রত্নাবলী' গ্রন্থের "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলায়ায়-বেদ্যঞ্চ বিশ্বং সত্যম্"—শ্লোক হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় 'মাধ্ব গৌড়ীয়' বা 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' নামে সজ্জনসমাজে পরিচিত। * পূর্ব্বাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুদাসগণের দ্বারাই সর্ব্বকালে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-কার্য্য সাধিত হইয়াছে। যদিও সনাতন ধর্ম্মের মূল সনাতন পুরুষ শ্রীভগবান্ "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীসনাতনধর্ম্ম শ্রীভগবানেরই প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি "অকর্ত্তা চৈব কর্ত্তা" প্রভৃতি শব্দ-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্ ধর্ম্মমূল হইলেও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনাদি-ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎ-কর্ত্তৃত্ব নাই। তৎশক্ত্যাবিষ্ট পুরুষগণ দ্বারাই তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। যদি অন্যথা হইত, তাহা হইলে "ব্রহ্ম-সম্প্রদায়", "চতুঃসন-সম্প্রদায়", "রুদ্র-সম্প্রদায়" বা "শ্রী-সম্প্রদায়" নাম না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ সকল সম্প্রদায় "বাসুদেব-সম্প্রদায়" প্রভৃতি নামেই খ্যাত হইত। বিষ্ণুতত্ত্বটী সৎ বা সাত্বত-সম্প্রদায়ের উপাস্য অধিদৈবত; তন্মধ্যে বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় 'সহস্রাধিদৈবত' নামে প্রসিদ্ধ।* শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত চতুঃ-সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়াই জগদ্গুরু হইয়াও, শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার লীলা এবং সর্ব্বত্র সকল সময়ে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের প্রতি গুরূচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে 'দশাক্ষর মন্ত্র' গ্রহণ লীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-মায়াবাদের প্রতিযোগী 'তত্ত্ববাদ' এবং তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য যে প্রেম, তাহাই প্রচারার্থ শ্রীমধ্ব সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। ** শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিলেন কেন?—তদুত্তর এই যে, মধ্বমত বা তত্ত্ববাদের বিশেষ গুণ এই, উহা মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। শুদ্ধ দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অবস্থিত হইলে অভেদবাদরূপ পীড়া

অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চিত মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈতবাদ অর্থাৎ মধ্বমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদিত হইয়াছে।* শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদ-ধিক্কারকারী তত্ত্ববাদ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া একদিকে যেমন অভেদ-বাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য শুদ্ধ দ্বৈতবাদের অধিকতর উপযোগিতা প্রচার করিলেন, অপরদিকে তেমনি নিজেকে একজন নবীন পন্থার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক প্রচার না করিয়া সাত্বত-সম্প্রদায় ও শ্রৌতপথ-গ্রহণকারীর লীলাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব প্রমাণ করিলেন" ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত তিনি 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বমত স্বীকার করিলেন কেন?', 'শ্রৌতপথ ও আম্নায়ের সনাতনত্ব স্থাপনকল্পে মধ্বমত স্বীকার', 'শ্রীমাধবেন্দ্র ও ঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণলীলার তাৎপর্য্য,' 'শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে শ্রীজীব, কর্ণপুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ' প্রভৃতি বিষয়ে বহু পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

বিশেষ দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, উক্ত গ্রন্থ-লেখক জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর দুঃসঙ্গক্রমে কানুপ্রিয়-হরিদাসাদি প্রাকৃত-সহজিয়া-পদাবলেহী হইয়া শ্রীগুরুদেবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে সদ্গুরুর আনুগত্যে থাকিয়া যে-সকল তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ হইয়াছিল, সে-সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ করিতে থাকেন। গুর্ব্বপরাধ ও অতিমর্ত্ত্য নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার শ্রীচরণে অবজ্ঞার ফলেই এইরূপ চরম দুর্গতি উপস্থিত হয়। তিনি (১) গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর, (২) গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য এবং (৩) অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ গ্রন্থত্রয় লিপিবদ্ধ করিয়া 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থাদিতে তাঁহারই লিখিত ও প্রকাশিত তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিবাদপূর্ব্বক "শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন" প্রভৃতি প্রমাণের অবৈধ অপচেষ্টার দ্বারা শ্রীগুরুঋণ পরিশোধের (?) নবীনপন্থা উদ্ভাবন করেন! অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু সর্ব্বপ্রথমে গুরুবিরোধী "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" পুস্তকের কঠোর প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা হইতে উহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এ সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচারধারা সুধীজন-সমক্ষে উপস্থাপিত করেন।—

"স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে —শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।* যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে। *

"শ্রীল জীব গোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণদ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে নিম্বজধ্বজ, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রমিত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবি কর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু। * শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর" প্রভৃতি।

আমদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পূর্ব্বগুরুবর্গের বিচার উদ্ধারপূর্ব্বক তথাকথিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের কঠোর প্রতিবাদমুখে বলেন,—শ্রীমধ্বমতে সচ্চিদানন্দ নিত্য বিগ্রহের স্বীকার আছে এবং ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহত্ব', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত ও তদীয় সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতিবিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু শাস্ত্রীয় বিচার-যুক্তি ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আচার্য্য-কেশরীর পক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়-রক্ষার্থে ঐরূপ গুরুবিদ্বেষীর জিহ্বা স্তম্ভনে কঠোর বাদানুবাদ নিঃসন্দেহে তাঁহার স্বীয় সম্প্রদায়-নিষ্ঠা ও শ্রীগুরু বর্গের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রমাণ করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

১। প্রয়োজন-সর্ব্বস্বই অভিলাষ-মূলা সেবা
ভক্তিই আমাদের প্রয়োজন।

২। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশুদ্ধ-সেবাময়ী
ভক্তি পোষণ করা।

৩। শ্রীগুরুদেবের সেবাই শুদ্ধ সেবা।

৪। জীবনযাত্রা-ভক্ত্যঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৫। কীর্ত্তনের দ্বারাই ভক্তির অন্যান্য
অঙ্গ সাধিত হয়।

৬। দুর্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগই নির্জ্জন ভজন।
অর্থাৎ সাধুসঙ্গই নির্জ্জনতা।

৭। সর্ব্বদা হরিকথা-শ্রবণই হরিকীর্ত্তন

৮। সর্ব্বদা হরিকথা বলিলেও
শ্রীগুরুদেবের সেবার প্রেরণানিমিত্ত
আমাকে মৌনাবলম্বন।

৯। নিরপরাধে নামভজনই শ্রীনামের
সর্ব্বোচ্চ প্রসাদ। শুদ্ধ নামই শ্রীকৃষ্ণের
লীলাস্মরণ।

১০। শ্রীরূপানুগত্যে গৌরভক্তগণই শ্রীশ্রীরাধা
কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী। ইহাই শ্রেষ্ঠ।

নবম অধ্যায়

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ

বিগত ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৫, ৬ই অক্টোবর ১৯৬৮, রবিবার রাত্র ৬-১৫ মিঃ সময়ে অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। এ সম্বন্ধে 'জনৈক বিরহী'র শ্রীপত্রিকার ২০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

"বিগত ৩০শে পদ্মনাভ ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ, ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৫ সাল, ইং ৬ই অক্টোবর ১৯৬৮ সন, রবিবার শারদীয় পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে শ্রীদামোদর-ব্রতারম্ভ-দিবসে ৬-১৫ মিনিটে সায়ংকালে চন্দ্রগ্রহণের সময় শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যভাস্কর পরমহংস-মুকুটমণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর আচার্য্যকেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ স্বীয় চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ, তদীয় সতীর্থ সন্ন্যাসি-আচার্য্যবৃন্দ, ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহি-ভক্তবৃন্দ এবং গুণমুগ্ধ সজ্জনদিগকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বেচ্ছায় নিত্যধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের নিজাভীষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর সায়ংলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

উক্ত দিন প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেব মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারি-গণকে নিজসমীপে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র ও শ্রীপঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন এবং শ্রীনৃসিংহমন্ত্র জপ করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে সেবকগণ সারাদিন অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কখন স্ফুট ও কখন অস্ফুটভাবে ইষ্টনাম গ্রহণ করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থিত দেওয়াল-গাত্রে লম্বিত জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বৃহৎ অর্চ্চালেখ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করত আবেগভরে কত কি ভাব বিনিময়

করিতেছিলেন। যেক্ষণে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ (চন্দ্রোদয়কাল ৮-১৫ মিঃ) উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ তথা সমগ্র দেশ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাকালে প্রতিপৎসংযুক্ত 'রাকা' পূর্ণিমায় শুভযোগোদয়ে অতিশুভ মুহূর্ত্তে অভীষ্ট শুভলগ্ন অবলম্বনপূর্ব্বক রাসরসিক-চূড়ামণির অস্ফুট মুরলীধ্বনির সঙ্কেত পাইয়া তদীয় নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে করিতে পরিজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই পরম বিরহাকুল হইয়া নিত্যরাসস্থলী অভিমুখে যাত্রা করেন।

অত্যন্ত আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত এতৎকালীন এক বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ঘটনা অতীব গোপ্য হইলেও উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অভীষ্ট সেবায় যোগদানের অব্যবহিত প্রাক্কালে শ্রীমন্দিরের পূজারী-সেবক শ্রীমতী রাধারাণীর কণ্ঠলগ্ন পুষ্পমালিকাটী হঠাৎ খসিয়া পড়িতে দেখেন। শ্রীবিগ্রহ প্রকাশের পর হইতে অদ্যাবধি এরূপ ঘটনা আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। তজ্জন্য পূজারীজী অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হন এবং ইহাকে প্রিয়তমা কনীয়সীর প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর স্নেহ-নির্ম্মাল্য বলিয়া বিবেচনা করেন ও মালাটী লইয়া অতি তড়িৎগতিতে গিয়া শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীকণ্ঠে উহা সমর্পণ করেন।

বিরহাতুর ভক্তবৃন্দ তৎকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট যে-প্রকার বিলাপ করিতে করিতে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনরত ছিলেন, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। অচিরেই এই মর্ম্মন্তুদ নির্য্যাণ-সংবাদ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপস্থ 'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের' বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ এই নিদারুণ বিরহ-সংবাদ পাইবামাত্রই অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন এবং শ্রীল গুরু-মহারাজের গলদেশে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর প্রসাদী সুকোমল নির্ম্মাল্য মালিকা সমর্পণ করত তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ক্রমশঃ ভগবতী ভাগীরথীর উভয়কূলস্থিত সমুদায় গৌড়ীয় মঠে এবং বিভিন্নস্থানে হৃদয়-বিদারক এই অপ্রকট-সংবাদ পৌঁছিলে ভক্তগণ, প্রতিবেশিগণ ও সজ্জনবৃন্দ দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধা-বিনোদবিহারীর গগনভেদী শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ শ্রীহরি-

কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরের মধ্যস্থলের পশ্চিমপার্শ্বে সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মিত হইলে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ, বেষাশ্রিত বাবাজীগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, গৃহস্থভক্ত এবং বানপ্রস্থ বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই কীর্ত্তনমুখে সমাধিক্ষেত্রের যথাবিধি সেবা করিতে লাগিলেন।

মধ্যরাত্রি ১২ টার সময় মহাসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দিব্য-কলেবর মাল্য-চন্দন, কেশর, অগুরু প্রভৃতিতে বিভূষিত করিয়া একটী সুন্দর মনোহর পালঙ্কোপরি রক্ষা করা হয় এবং তাঁহার দ্বিতলস্থ বাসভবন হইতে অবতরণ করাইবার আয়োজন চলিতে থাকে। সেই সময় সেখানে উপস্থিত বিপুল ভক্তমণ্ডলী, সজ্জনবৃন্দ ও আবাল-বৃদ্ধ বনিতা অতি কাতরস্বরে বিরহ-বিলাপ করিতে থাকেন। তাহাতে যেরূপ করুণ দৃশ্যের অবতারণা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ভাষা ব্যক্ত করিতে পারে না।

অতঃপর পরম পূজ্যপাদ শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজের নির্দ্দেশে বিপুল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনধ্বনি-সহকারে সন্ন্যাসিবৃন্দকর্ত্তৃক পরিবাহিত হইয়া অপ্রাকৃত কলেবর মূল শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ "শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে" শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর পুরোভাগে আনীত ও রক্ষিত হয় এবং শ্রীমঠের সেবকগণ, ভক্তবৃন্দ ও সমুপস্থিত সর্ব্বসজ্জনগণ ঝাঁঝর, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতাল-সংযোগে উচ্চসংঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহার শ্রীকলেবর প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। তৎকালীন ঘণ্টা, নাগরা, শঙ্খ প্রভৃতির ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তকে ভেদ করিয়া বিরজার পরপারে পরব্যোমের উপরিস্থিত শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীগৌরধামে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সমস্ত ভক্তবৃন্দ বিরহে আত্মহারা হইয়া গলদশ্রুনয়নে কেহ ছত্রধারণ, কেহ চামর ব্যজন, কেহ পুষ্পবৃষ্টি, কেহ গোলাপজল প্রোক্ষণ, কেহবা আতরাদি সুগন্ধিবারি সিঞ্চন করিতেছিলেন।

অহো! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য উপস্থিত হইল! শ্রীনাট্যমন্দিরের সমাগত সজ্জনমণ্ডলী বিরহ-সাগরের বিশাল তরঙ্গমধ্যে কূলহারা হইয়া হাবুডুবু খাইতে-ছিলেন। আর অপরদিকে শ্রীমন্দির-অভ্যন্তরে রত্নখচিত সিংহাসনস্থিত বিরাজমান রাসরসিক-শিরোমণি শ্রীরাসবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ-আনন্দদায়িনী শ্রীমতী রাধারাণী এবং মাধুর্য্যাস্বাদনার্থ রাধাভাবকান্তি-অঙ্গীকারকারী শ্রীগোপীজন-বল্লভ শ্রীগৌরসুন্দর বিম্বাধরে মৃদুমন্দ-মধুরহাস্য করিতেছিলেন,—যেন তদীয় প্রেষ্ঠতম কোন এক সখীকে ভৌমলীলা হইতে আকর্ষণ করত ভুবনমঙ্গলময়ী

শুভশারদীয়-পূর্ণিমা তিথিতে নিজের অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস নিত্যরাসস্থলীতে আলিঙ্গন করিতেছেন ও মন্দস্মিত হাস্য করিতেছেন।

অনন্তর প্রপূজ্যচরণ শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজ সদ্য-আনীত গঙ্গোদকে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীঅঙ্গ পরিস্নাত করাইয়া নূতন বহির্বাস, উত্তরীয় ও উপবীত পরিধান করাইলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-মহারাজ-কর্তৃক শ্রীগুরুদেবের দ্বাদশাঙ্গের দ্বাদশ তিলক রচিত হইলে শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজ শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিকৃত সংস্কার-দীপিকার বিধি-অনুসারে স্বহস্তে শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্ষোদেশে চন্দনদ্বারা সমাধি-মন্ত্র অঙ্কিত করেন ও শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ ষোড়শোপচারে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-পূজন ও আরতি করেন। অতঃপর সমবেত সন্ন্যাসী, বেষাশ্রয়ী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, গৃহস্থ-ভক্তবৃন্দ এবং সজ্জনবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূজা ও অঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-কুসুম শ্রমণ মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমন্ নিতাইদাস বাবাজী মহারাজের আনীত শ্রীল প্রভুপাদের প্রসাদী পুষ্পমাল্য শ্রীল গুরুদেবের গলদেশে সমর্পণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়-মিশনাচার্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমী মহারাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রীপাদ জনার্দ্দনবাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ফুল্লেন্দু গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শরণ্য-কৃষ্ণদাস প্রভু প্রভৃতি স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ হইতে আনীত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর প্রসাদী পুষ্পমাল্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীকণ্ঠে অর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের শ্রীমদ্ বনবিহারী বাবাজী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিঅমৃত অবধূত মহারাজ, শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, নবদ্বীপ কোলের গঞ্জস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রীপাদ কৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরিচরণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু ভক্তবৃন্দ ও

শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিরহ-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীগুরুমহারাজের অপ্রাকৃত শ্রীকলেবরের সাক্ষাৎসেবা করিবার শেষ সুযোগ লাভ করিবার জন্য ভক্তবৃন্দের মধ্যে বেশ হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। যাহা হউক, সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে কোন বাধা হয় নাই। সেই দৃশ্য দর্শনে স্পষ্টভাবেই মনে হইতেছিল,—শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন পতিতপাবন-মূর্ত্তি মৌন-মুদ্রা অবলম্বন করত ভক্তগণের পূজা অঙ্গীকার ও শ্রীপাদপদ্মধূলি প্রদানমুখে সকলকে অমায়ায় অশেষ কৃপা বিতরণ করিয়া স্বীয়াভীষ্ট সেবনোদ্দেশ্যে শুভযাত্রাভিনয় করিতেছেন।

এইভাবে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান সমাপ্ত হইলে সকলে শ্রীগুরুদেবের চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিয়া—'যে আনিল প্রেমধন', 'কবে মোর হইবে সুদিন', 'গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক', 'শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ' প্রভৃতি বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী ও পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক তাঁহাকে সমাধিদান প্রসঙ্গটিও পাঠ করেন।

সংস্কার-দীপিকা এবং মহাজন-বিহিত পদ্ধতি-অনুসারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর নিজজন শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সচ্চিদানন্দ শ্রীঅঙ্গ, অভিন্ন-গোবর্দ্ধন কুলিয়া-পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে অভিন্ন-রাসস্থলী শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ-প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ হন। সমাধিপীঠে গোপীচন্দন দ্বারা তিলক অঙ্কিত করিয়া তদুপরি শ্রীতুলসী মহারাণীকে রক্ষণ করা হয় এবং ঊর্দ্ধে ও চতুষ্পার্শ্বে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখেই সমাধিদান-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত কলেবরকে সমাধিস্থ করিয়া তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তবৃন্দ মণিহারা ফণির ন্যায় অন্তরে তীব্র অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন এবং বলপূর্ব্বক সুগভীর মনোবেদনার কণ্ঠরোধ করত সমাগত ভক্তবৃন্দকে পরস্পর বিদায় করিতে লাগিলেন।

তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত-কাল উপস্থিত। সমিতির পক্ষ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ গমনোদ্যত বৈষ্ণববৃন্দকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করেন। বিশেষতঃ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের সমিতির

প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, শুভেচ্ছা ও সহায়তার জন্য তাঁহাকে প্রণাম করেন। শ্রীমদ্ বনবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ সমাধিপীঠ নির্ম্মাণে যে সেবার নিদর্শন দেখাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এরূপ উদার সেবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ চিরদিনই তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবেন। শ্রীবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে মিলিয়া-মিশিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট পুরণ এবং জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ধারায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মদ্বারা প্রচারিত গৌরবাণী—শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া স্ব-স্বস্থানে গমন করেন।

এদিকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী জীউর মঙ্গল আরতি, সমাধিপীঠ মূলমন্দির ও বৃন্দাদেবীর পরিক্রমা, উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ-কার্য্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন হইতে হইতে ভুবন-তিমিরহর শ্রীভাস্করদেব স্বর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে উপস্থিত হন। পরন্তু তিনি প্রতিদিনের ন্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমল দর্শন পাইলেন না। তদ্বিপরীত তাঁহার বিরহ-সংবাদ অবগত হইয়া বিরহমগ্ন ভাস্করদেব সমাধিপীঠে তাঁহার অরুণ-কোমল কিরণাবলীরূপ পুষ্পসমূহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অঞ্জলি অর্পণ করিতে থাকেন।

বলা বাহুল্য, এই নির্য্যাণ-সংবাদ ক্ষিপ্রগতিতে সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা-গুলিতে এই বিরহ-সংবাদ প্রচারিত হয়। বহু বৈষ্ণবাচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ তড়িৎ-বার্ত্তা (Telegram) এবং পত্র মারফৎ তাঁহাদের বিরহ বেদনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রেরণ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের টেলিগ্রাম, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল উড়ুলোমী মহারাজের এলাহাবাদ হইতে টেলিগ্রাম, পরম-পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল গুরু-মহারাজের অতিমর্ত্ত্য গুণাবলী বর্ণনপ্রসঙ্গে সকলে তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিরাপদ আশ্রয়স্থল দুর্ভেদ্যদুর্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত নির্ভীকভাবে কীর্ত্তনের বিপদ-আপদ হইতে রক্ষকের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতেছে। জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটের পর তদীয় নিজজন এই নির্ভীক মহাপুরুষ এতাবৎকাল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সুদৃঢ় স্তম্ভ-স্বরূপ সম্প্রদায়কে

রক্ষা করিয়াছেন। বিরোধিপক্ষের অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও মায়াবাদীর জিহ্বা স্তম্ভন এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সমুজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন করত গৌড়ীয়গণের সংকীর্ত্তন সেবানন্দের এমপ্রকার সুযোগ কে আর প্রদান করিবেন! তাঁহার উদার ও মহানুভব চরিত্র বৈষ্ণবজগতের মহান্ আদর্শ ছিল। তাঁহার অভাব অপূরণীয় বলিয়া অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য শ্রীল গুরু-মহারাজের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অগ্রণী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ সুদূর আমেরিকাতে এই নির্যাণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পত্রদ্বারা বিরহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে মঠে বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে লিখিয়াছেন। * * ওয়াশিংটন, মণ্ট্রিল কানাডা মন্দিরের সেবকগণও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বিরহ-সভার সভ্যগণের স্বাক্ষরিত 'রিজলিউশন-এর কপি' আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির আন্তরিক প্রশংসা করি।

শ্রীল গুরুমহারাজ নিত্যলীলা আবিষ্কারের কিছুদিন পূর্ব্বে সুচিকিৎসা গ্রহণের অভিনয়ে তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের প্রতি অশেষ কৃপা প্রকাশে তদীয় কলিকাতা ট্যাংরাস্থিত বাসভবনে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করত মাননীয় শ্রীযুত গোপাল বাবুর অকুণ্ঠ সেবা অঙ্গীকার করেন। মাননীয় শ্রীযুত গোপাল বসু নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কায়-মন-ধনদ্বারা যেরূপ অতুলনীয় আদর্শ সেবা করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব-জগতে আদর্শ-স্থানীয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবর্গ তাঁহার এই অকুণ্ঠ সেবা দর্শনে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন। শ্রীযুত বিমলচন্দ্র পোদ্দার মহোদয়ের নিঃস্বার্থ বিভিন্ন প্রকার সেবা আমাদের আদর্শস্থানীয় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও জানাইতেছি যে, মঠ-প্রাঙ্গণে সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মাণের জন্য নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে অনুমোদন সংগ্রহ-বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুত কুমারেশচন্দ্র প্রামাণিক মহোদয়ের চেষ্টা সমিতির প্রতি তাঁহার পরম বন্ধুত্বের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগদানকারী ও সহযোগিতাকারী ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দকে আমরা যথাযোগ্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহানুভূতি ও কৃপা সর্ব্বতোভাবে ভিক্ষা করিতেছি।"

আচার্য্যকেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব এবং বিরহ-সভার অধিবেশন

"বিগত ১৩ই দামোদর ৪৮২ গৌরাব্দ, ২রা কার্ত্তিক ১৩৭৫, ইং ১৯।১০।৬৮, শনিবার তারিখে পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব এবং বিরাট বিরহ-সভা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীসমাধিমন্দিরে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মঙ্গলারতি ও মূলমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও ধামেশ্বর শ্রীকোলদেবের মঙ্গলারতি এবং মন্দিরদ্বয়সহ তুলসীদেবীর পরিক্রমার পর ক্রমশঃ উষঃকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থপাঠ সুসম্পন্ন হয়। তৎপরে মঠের উৎসাহী সেবকবৃন্দ শ্রীসমাধিমন্দির, মূলমন্দির এবং নাট্যমন্দিরসহ সুবৃহৎ মঠ-প্রাঙ্গণকে বিবিধ প্রকার পুষ্প, কদলী বৃক্ষ, অশোক ও আম্রপল্লব-সংযুক্ত মঙ্গলঘট, বিবিধ রংএর নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র, ধ্বজা-পতাকা এবং নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত করিতে থাকেন। চতুর্দ্দিকে অনেকপ্রকার মাঙ্গলিক চিহ্ন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে।

তিন-চারদিবস পূর্ব্ব হইতেই উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাঙ্গলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইতেছিলেন। মঠের বিরাট্ প্রাঙ্গণে তাঁহাদের অবস্থানের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে তাঁবু ও চন্দ্রাতপের সন্নিবেশ ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।

উক্ত দিবস সকাল ৮ ঘটিকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীগুরু-পরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহামন্ত্র-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টায় পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রাপণ দামোদর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিঅমৃত অবধূত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন পদ্মনাভ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শেখর নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমদ্ বনবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ ও বৈষ্ণববৃন্দের কীর্ত্তনমুখে সমাধিপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ-ভক্তবৃন্দ এবং উপস্থিত সহস্র সহস্র শ্রদ্ধালুজন পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুদেবের জয়ধ্বনি এবং কীর্ত্তনের রোল মঠ-প্রাঙ্গণের সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।

মধ্যাহ্ন ১২টার সময় পুষ্পাঞ্জলি-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে শ্রীসমাধিমন্দিরে ও মূলমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও ভোগারতি সম্পন্ন হইলে আহূত-অনাহূত পঞ্চ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু শ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্যমন্দিরে একটী মহতী বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। সর্ব্বপ্রথম শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইলে সভাপতি ও প্রধান-অতিথি বরণানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত বিরহ-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা-নিবন্ধন তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহারই ইচ্ছায় শ্রীবেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের প্রস্তাবে ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সমর্থনে প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনন্তর সভাপতি, প্রধান-অতিথি, ত্রিদণ্ডিপাদগণ সকলকে মাল্য-চন্দনাদিদ্বারা বিভূষিত করা হইলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ স্বরচিত "শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব-দশকম্" মধুরস্বরে পাঠ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সর্ব্বপ্রথমে প্রধান-অতিথি শ্রীযুত শচীনন্দন গোস্বামী মহোদয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর প্রধান উপদেষ্টা শ্রীধাম নবদ্বীপমণ্ডলের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত আশুতোষ সিদ্ধান্ত পঞ্চতীর্থ মহোদয় শ্রীল

আচার্য্যদেবের আচার-বিচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং নির্ভীক আচার্য্যত্ব সম্বন্ধে এক মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন, অবশেষে তিনি শারদীয়-রাস-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিত্যলীলায় প্রবেশের এমন একটী শাস্ত্রসম্মত রহস্য উদ্ঘাটন করেন যাহাতে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী 'অহো ধন্য, অহো ধন্য' বলিয়া শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। পঞ্চতীর্থ মহোদয় উপসংহারে বর্ত্তমান আচার্য্যের (ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ) বিবিধ গুণাবলী বর্ণনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তৎপরে প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এবং প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ প্রভৃতি শ্রীল গুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিলে সভাস্থলীতে বিরহের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।

অনন্তর সভাপতি-মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের আচার্য্যদেব পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য মঠাচার্য্য পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস তীর্থ মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বৈভব পুরী মহারাজ (Waltair Math) এবং আরও অনেক বৈষ্ণবাচার্য্য ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ যাঁহারা বিশেষ কারণবশতঃ বিরহ-সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রেরিত টেলিগ্রাম এবং পত্ররূপী সমবেদনা-পুষ্পাঞ্জলি-সমূহ পাঠ করা হয়।

অতঃপর সভাপতি-মহোদয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত্র ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন ; তাহাতে তিনি আচার্য্য এবং অন্যান্য গুরুসেবকগণের (গুরুভ্রাতা) পরস্পর ব্যবহার, তাঁহাদের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য এবং সকলে সম্মিলিতভাবে একতাৎপর্য্যপর হইয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য বিবিধ প্রকারের উত্তম উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বিরহ-ব্যথিত গুরু-সেবকগণের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ ও বল সঞ্চার করেন। অনন্তর শ্রীল গুরুপাদপদ্ম দ্বারা গত ৪।১০।৬৮ তারিখে সম্পাদিত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিচালক সমিতির দ্বাদশজন সভ্যের ইং ১৮।১০।৬৮ তারিখের অধিবেশনের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে সভাপতি-মহারাজ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ঘোষিত করিয়া মাল্য-চন্দন-

দ্বারা তাঁহার অভিষেক করেন। উপস্থিত সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী এই ঘোষণা (মহিলাগণের উলুধ্বনি-সহকারে) সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। তৎপরে তিনি পুনঃ উক্ত নিরূপণ ও ব্যবস্থাপত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিচালক সমিতির দ্বাদশ জন সদস্যের নাম, পদাধিকার ও কর্ত্তব্য এবং নবগঠিত পরিচালক সমিতির সভ্যগণের ইং ১৮।১০।৬৮ তারিখের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মন্তব্য নিম্নলিখিতরূপে ঘোষণা করেন, যথা—

দ্বাদশজন সদস্যের নাম **পদাধিকার ও কর্ত্তব্য**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ—সভাপতি-আচার্য্য (President-Acharyya) দীক্ষাদান, শ্রীমঠ-মন্দিরাদির পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রচার ও প্রচার-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ— সহকারী-সভাপতি (Vice-President) প্রচার, শ্রীভাগবত-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশন বিভাগ বিশেষতঃ হিন্দী-বিভাগের প্রচার ও গ্রন্থ-প্রকাশ পরিচালন।

৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ— সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সম্পত্তি-সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার পরিচালন ও আয়-ব্যয় হিসাব পর্য্যবেক্ষণ।

৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ— সহকারী-সম্পাদক (Asstt. Secretary), জেনারেল সেক্রেটারীকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্যকরণ।

৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ—সহকারী সম্পাদক (Asstt. Secretary), জেনারেল সেক্রেটারীকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্যকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও সংস্কৃত টোল পরিচালন।

৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ—সমিতির বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক (General Superintendent), অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা ও প্রচার।

৭। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ—প্রচার-সম্পাদক।
৮। শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী—কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)।
৯। শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী—হিসাব-রক্ষক (Accountant), শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ।
১০। শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী
১১। শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী } সভ্য
১২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাসাধিকারী

অতঃপর সভাপতি-মহারাজের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ এক একটী করিয়া সংক্ষিপ্ত বিরহজ্ঞাপক হৃদয়স্পর্শী ভাষণের মাধ্যমে শ্রীল গুরুপাদ-পদ্মে বিরহাঞ্জলি প্রদান করেন। অবশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বিরহ-সভায় কৃপাপূর্ব্বক যোগদানকারী পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ, প্রধান অতিথি, পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং সমস্ত শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে বিরহ-সভার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

পরদিবস ইং ২০।১০।৬৮ তারিখে সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার বিরহ সভা উদ্‌যাপিত হয়। এই সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। সর্ব্বপ্রথমে গুরুবন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর গতদিবসে বিরহ-সভায় অপঠিত বিরহ-পুষ্পাঞ্জলি পাঠ করা হয় ও পরে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমৎ হরিজন মহারাজ, শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমৎ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমুরলী মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি, শ্রীবিমলচন্দ্র পোদ্দার প্রভৃতিও শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য জীবনীর বিবিধ উপদেশ ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। এই সভায় এমনই মনে হইয়াছিল, যেন বিরহের স্বতঃস্ফূর্ত্ত-মূর্ত্তি সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। এই প্রকারে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ভুবনমঙ্গলময় বিরহ-সভার অধিবেশন মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়।"

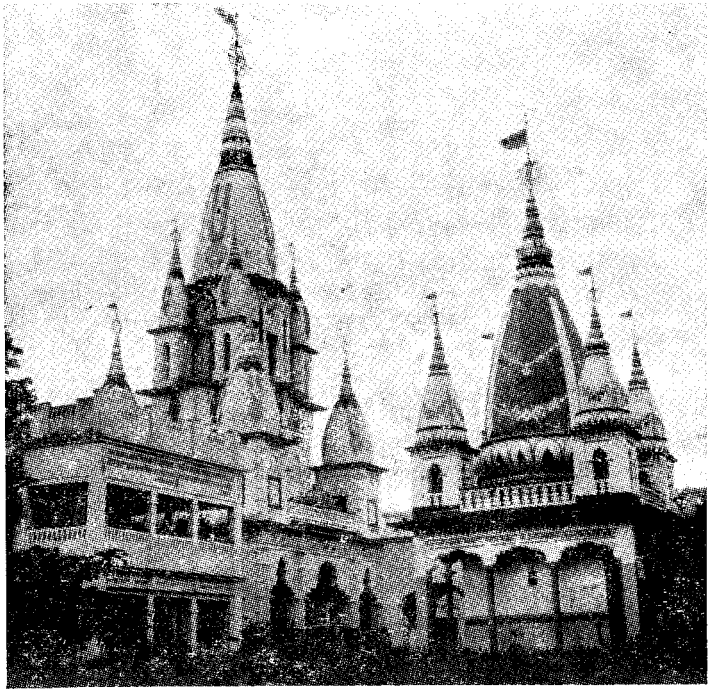

নবদ্বীপ সহরস্থ মূলমন্দিরসহ শ্রীল গুরুদেবের সমাধি-মন্দির

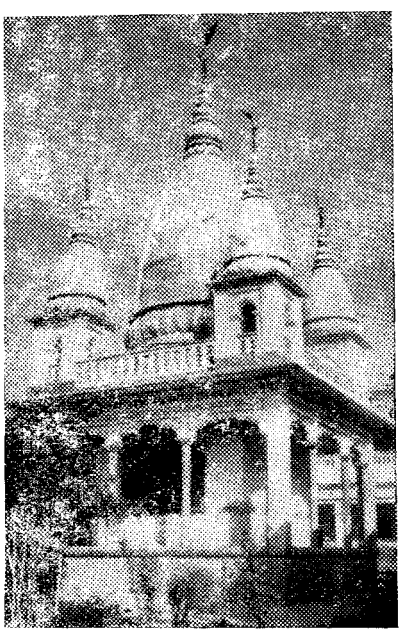

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সমাধিপীঠ

শ্রীল আচার্য্যদেব-প্রদত্ত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

১। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ (শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী)
মঙ্গলবার, ২৭।১১।১৩৫৮ (ইং ১১।৩।১৯৫২)

২। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ (শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী) ঐ

৩। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ (শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তবান্ধব) ঐ

৪। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ (শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী)
শনিবার, ১৬।১১।৫৯ (ইং ২৮।২।৫৩)

৫। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ (শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী) ঐ

৬। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ (শ্রীকৃষ্ণসুন্দর গোস্বামী, ব্রহ্মচারী)ঐ

৭। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ (শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী)
শুক্রবার, ৫।১২।৬০ (ইং ১৯।৩।৫৪)

৮। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ (শ্রীজয়াদ্বৈত ব্রহ্মচারী) ঐ

৯। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত)
বৃহস্পতিবার, ৩১।৫।৬৬ (ইং ১৭।৯।৫৯)

১০। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ (শ্রীসনাতন দাসাধিকারী) ঐ

১১। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ (শ্রীভাগবতপ্রসাদ ব্রজবাসী)
সোমবার, ২৬।১১।৬৯ (ইং ১১।৩।৬৩)

১২। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ (ডাঃ ব্রজানন্দ ব্রজবাসী) ঐ

১৩। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ (শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী)
শুক্রবার, ৫।১২।৭১ (ইং ১৯।৩।৬৫)

১৪। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ (শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী) ঐ

১৫। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত দণ্ডী মহারাজ (শ্রীগুরুশরণ দাস) ঐ

১৬। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ (শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী) ঐ

১৭। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ (শ্রীরোহিণীনন্দন ব্রজবাসী) ঐ

১৮। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ (শ্রীহরি ব্রহ্মচারী)
মঙ্গলবার, ১৪।১২।৭৩ (ইং ২৮।৩।৬৭)

১৯। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ (শ্রীবাস দাসাধিকারী) ঐ

২০। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ (শ্রীসুদাম সখা ব্রহ্মচারী) ঐ

বাবাজী-বেষ

১। শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীতদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী)
শুক্রবার, ২৭।১।১৩৫৮ (ইং ১১।৫।১৯৫১)

২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী)
বৃহস্পতিবার, ২২।৫।৭৩ (ইং ৮।৯।৬৬)

৩। শ্রীমন্ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী) ঐ

৪। শ্রীমদ্ বংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীবলরামদাস ব্রজবাসী) ঐ

৫। শ্রীমদ্ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী)
মঙ্গলবার, ১৪।১২।৭৩ (ইং ২৮।৩।৬৭)

৬। শ্রীমদ্ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ (ডাঃ অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী) ঐ

৭। শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীগোরাচাঁদদাস ব্রহ্মচারী)

৮। শ্রীমন্ মৃত্যুঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী)

৯। শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ (শ্রীরঘুনাথদাস ব্রজবাসী)

শ্রীল গুরু-মহারাজের সঙ্কলিত, প্রকাশিত, রচিত ও সম্পাদিত

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী, ২। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ), ৩। Shri Chaitanya Mahaprabhu : His Life and Precepts, ৪। প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস), ৫। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ৬। জৈবধর্ম্ম (১ম ও ২য় খণ্ড), ৭। সহজিয়া-দলন (বাংলা), ৮। ঐ (হিন্দী), ৯। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১০। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (বাংলা মাসিক), ১১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী মাসিক), ১২। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৩। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৪। শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ, ১৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৬। সাংখ্য-বাণী, ১৭। শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১৮। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, ১৯। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়, ২০। জৈবধর্ম্ম (হিন্দী), ২১। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণ খণ্ড) ২২। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন কাব্য)।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'য় প্রকাশিত

বক্তৃতাবলী-প্রবন্ধাবলী

১ম বর্ষ (১৯৪৯-১৯৫০) ঃ—(১) বিরহ-মাঙ্গল্য ১।২, (২) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য ১।১২, (৩) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য ২।৭৬, (৪) শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ৫।১৭০, (৫) চাতুর্মাস্য ব্রত ৫।১২০, (৬) স্বধামে অতীন্দ্রিয় প্রভু ৫।১৯২, (৭) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য ৬।২৩৩, (৮) স্মার্ত্ত "শ্রমণের" বিশ্বাসঘাতকতা ৮।৩৩৭, (৯) রথযাত্রার তিথি-বিচার ৮।৩১১, (১০) রথযাত্রা সম্বন্ধে দু'চারটী কথা ৮।৩১৫, (১১) শ্রীদামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই-একটী কথা ৯।৩৪৪, (১২) শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ ১০।৩৯৭, (১৩) বর্ষান্তে নিবেদন ১২।২৫৭।

২য় বর্ষ (১৯৫০-১৯৫১) ঃ—(১৪) ব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের আরতি (কীর্ত্তন) ১।২৬, (ক) নব বর্ষারম্ভে ১।৩৫, (১৫) গোস্বামিমতে শ্রীজন্মাষ্টমী ৬।১৩৯, (১৬) শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি-বিচার ৭।২৬৮, (১৭) শ্রীশ্রীরাধারাণীর ও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তুলসী প্রদান সম্বন্ধে প্রশ্নদ্বয় ৮।৩১০, (১৮) শ্রীজন্মাষ্টমীতে দার্শনিক আলোচনা ৯।৩৫২, ১০।৩৮০, ১১।৪২৩, ১২।৪৫৩, (ক) বর্ষান্তে বক্তব্য ১২।৪৬৫।

৩য় বর্ষ (১৯৫১-১৯৫২) ঃ—(১৯) শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি ১।১৯, (২০) প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ২।৭১, (২১) শ্রীরাম-নবমী-ব্রত ৩।৯৫, (২২) চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর ৩।১০৭, (২৩) পরলোকে হনুমান্ খুঁটিয়াজী ৩।১১৩, (২৪) ভক্ত অশ্বিনীকুমার ও তাহার নির্যাণ ৩।১১৫, (২৫) চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর ৪।১৪১, (ক) শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার ৬।২২৫, (২৬) প্রদীপ-শিখা ৭।২৫৭, (২৭) চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর ৮।৩১৭, (২৮) সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ৯।৩৫৪, (২৯) বর্ষান্তে নিবেদন ১২।৪৬৯।

৪র্থ বর্ষ (১৯৫২-১৯৫৩) ঃ—(৩০) বেদ-বর্ষ ১।৩৩, (৩১) শ্রীজন্মাষ্টমীর বিশুদ্ধ বিচার ৭।২৭৪, (৩২) বর্ষ-বিদায় বা বেদান্ত (?) ১২।৪৭২।

৫ম বর্ষ (১৯৫৩-১৯৫৪) ঃ—(৩৩) পঞ্চম বর্ষে নিবেদন ১।৩৪, (৩৪) মায়াবাদের জীবনী ১।৩৮, ৩।৯৩, ৪।১৩৭, ৫।১৭৪, ৬।২৩৮, ৭।২৬০, ৮।৩১১, ৯।৩৪২, ১০।৩৬৭, ১১।৪১৪, ১২।৪৫৬, (৩৫) চালনী ও সূঁচ

২।৭০, ৩।১১৬, ৪।১৪২, (৩৬) ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব (মটুকপুর ও ক্ষীরকুণ্ডীতে পাঠ ও বক্তৃতা) ৫।১৮২, (৩৭) 'উড়িয়া মাড়ুয়া' ৬।২৩১, (৩৮) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তচতুষ্পাঠী ৮।৩১৩, (৩৯) সাউড়ী-দলের অপপ্রচার ৭।২৭৮, ৮।৩১৫, (৪০) ত্যাগীর গৃহ-প্রবেশে কালাবৃত্তি ৯।৩৫৪, (৪১) অতিবাড়ী শ্রমণের স্মার্ত্তাচার ১০।৩৯৬।

৬ষ্ঠ বর্ষ (১৯৫৪—১৯৫৫) ঃ—(৪২) তীর্থ মহারাজের দেহত্যাগ ১।৩৬, (৪৩) ষষ্ঠ বর্ষারম্ভে নিবেদন ১।৩৭, (৪৪) অপদেবতার (অবতারের) উপদ্রব নিবারণ ২।৩, ৩।১১৩, ৪।১৫৫, ৬।২৩৩, (৪৫) সাউড়ী-শালার ভিতে গলদ ৮।৩১৭, ৯।৩৫৩।

৭ম বর্ষ (১৯৫৫—১৯৫৬) ঃ—(৪৬) স্বধামে শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী ১।২৬, (৪৭) নববর্ষের আরতি ১।৩৩, (৪৮) দ্রষ্টা নহে, দৃশ্য হওয়াই সেবকের কার্য্য ৯।৩৫৮।

৮ম বর্ষ (১৯৫৬—১৯৫৭) ঃ—৪৮(ক) অষ্টম বর্ষের সূচনা ১।৩৬, (খ) শ্রীনিম্বাদিত্য ও নিম্বার্ক এক নহেন ৪।১৪৫, (গ) শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর ৫।১৯৮, (ঘ) পরলোকে কর্ম্মবীর রায় সাহেব মুনীন্দ্রনাথ সাধু ৭।২৭৮, (ঙ) কার্ত্তিক-ব্রত ৮।২৯৩, (চ) ন'দে ভেসে যায় ৮।৩১৭, (ছ) হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদ ১১।৪৩৫, (জ) প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের বিংশ-বার্ষিক বিরহ-তিথি উপলক্ষে বক্তৃতা।

৯ম বর্ষ (১৯৫৭-১৯৫৮) ঃ—(৪৯) অচিন্ত্যভেদাভেদ ৩।১১২ পৃঃ পর ১, ৪।১৪৪ পৃঃ পঃ ৯, ৫।১৭৬ পৃঃ পর ১৭, ৬।২০৮ পৃঃ পর ২৫, ৭।২৪০ পৃঃ পর ৩৩, ৮।২৭২ পৃঃ পর ৪১, ৯।৩০৪, পৃঃ পর ৪৯, ১০।৩৩৬ পৃঃ পর ৫৭, ১২।৪০৮ পৃঃ পর ৬৫, (৫০) নবম বর্ষের বিদায় ১২।৪০৪।

১০ম বর্ষ (১৯৫৮—১৯৫৯) ঃ—(৫১) সেশ্বর ছাত্র ১।৩৩, (৫২) দশমে দশম লক্ষণ ১।৩৮, (৫৩) অচিন্ত্যভেদাভেদ ২।৭২ পৃঃ পর ৬৭, ৩।১০৪ পৃঃ পর ৭৫, ৪।১৩৬ পৃঃ পর ৮৩, ৭।২৫০ পর ৯১, ৮।২৮৬ পৃঃ পর ৯৭, ৯।৩১৮ পৃঃ পর ১০১, ১০।৩৫০ পৃঃ পর ১০৯, (৫৪) চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ৫।১৬, (৫৫) পুরুষোত্তম-ব্রত ৫।১৭১।

১১শ বর্ষ (১৯৫৯—১৯৬০) ঃ—(৫৬) গৌড়ীয়ের রুদ্র-বর্ষ ১।৩৭, (৫৭) শিক্ষাষ্টক ২।৫২, (৫৮) শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার ৭।২৭২, (৫৯) কার্ত্তিক-ব্রতের বিধি-নিষেধ ৮।৩১৬।

১২শ বর্ষ (১৯৬০—১৯৬১) ঃ—(৬০) দ্বাদশ-বর্ষ ১।৩৭, (৬১) দ্বাদশ বর্ষান্তে ১২।৪৬৫।

১৩শ বর্ষ (১৯৬১—১৯৬২) ঃ—(৬২) ত্রয়োদশ-বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণম্ ১।১, (৬৩) গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ-বর্ষ ১।৩৬।

১৪শ বর্ষ (১৯৬২—১৯৬৩) ঃ—(৬৪) গৌড়ীয়ের চতুর্দ্দশ বর্ষ ১।৩৮।

১৫শ বর্ষ (১৯৬৩—১৯৬৪) ঃ—(৬৫) শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য ১।৩৮, (৬৬) জীব-সেবা ও জীবে দয়া ৪।১৪৫, (৬৭) জগন্নাথ মন্দিরে ছুঁৎমার্গ (?) ৯।৩৪৫।

১৬শ বর্ষ (১৯৬৪—১৯৬৫) ঃ—(৬৮) গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষ ১।৩৭, (৬৯) গোপালচম্পূ ৭।২৬৭, (৭০) 'হিন্দু'-শব্দের তাৎপর্য্য ৬।২৩৩, (৭১) মানব কে? ৬।২৩৩, (৭২) বর্ত্তমান সমাজ-উন্নয়ন-চেষ্টার স্বরূপ ৬।২৩৪, (৭৩) শ্রীজন্মাষ্টমী প্রদর্শনীতে অভিভাষণ ৭।২৭৫, ৮।৩০৭, (৭৪) বর্ত্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ ১০।৩৯৪, (৭৫) পিতার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? ১০।৩৯৯।

১৭শ বর্ষ (১৯৬৫—১৯৬৬) ঃ—(৭৬) সপ্তদশ বর্ষে বিজ্ঞান ১।৩৭, (৭৭) সমিতির দীক্ষিতের প্রতি আসুরিক সমাজ (পত্র) ২।৬৭, (৭৮) শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-তিথিতে আনন্দপাড়ায় বক্তৃতা ২।৭০, (৭৯) কল্যাণপুরে শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠের মন্দির-দ্বারোদ্ঘাটন-কালে বক্তৃতা ৩।১১০, (৮০) শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে বক্তৃতা ৩।১১১, (৮১) অসনাতনীগণই অসুর ৫।১৯৩, (৮২) পশু অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ কিসে? ৫।১৯৫, (৮৩) ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ৩।১১৪, (৮৪) স্মার্ত্তের অশৌচ (পত্রোত্তর) ৮।৩০৮, (৮৫) শ্রীজন্মাষ্টমীর প্রদর্শনী উন্মোচনে ভাষণ ৯।৩৫৬, (৮৬) শ্রীরাধাষ্টমীতে অভিভাষণ ৯।৩৫৭।

১৮শ বর্ষ (১৯৬৬—১৯৬৭) ঃ—(৮৭) গৌড়ীয়ের অষ্টাদশ বর্ষ ১।৩৬, (৮৮) সংখ্যা দ্বারা দার্শনিক শিক্ষা ৪।১৪৯, (৮৯) শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে চুঁচুড়া মঠে বক্তৃতা ৬।২৩৫, (৯০) সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ৯।৩৫৫, (৯১) ব্রহ্ম—খণ্ডবস্তু ১১।৪৩৪, (৯২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠোপলক্ষে ভাষণ ১২।৪৬৯।

১৯শ বর্ষ (১৯৬৭—১৯৬৮) ঃ—(৯৩) গৌড়ীয়ের ঊনবিংশ বর্ষ ১।৩৬, (৯৪) ভগবদনুশীলন ২।৭৩, (৯৫) বস্তু বিচার ২।৭৭, (৯৬) বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ৩।১১০।

২০শ বর্ষ (১৯৬৮—১৯৬৯) ঃ—(৯৭) গৌড়ীয়ের বিংশ বর্ষ ১।৩৭।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ (মূলমঠ ও প্রধান প্রচারকেন্দ্র)
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
৩৩।১, বোসপাড়া লেন (কলিকাতা—৩)

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ
সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্দ্ধমান)

৫। শ্রীপিছলদা পাদপীঠ
পিছলদা, পোঃ ঈশ্বরপুর (মেদিনীপুর)

৬। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) ইউ. পি.

৭। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ গোলকগঞ্জ (গোয়ালপাড়া) আসাম

৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় আশ্রম
হরিখালি বাজার, পোঃ ইটামগরা (মেদিনীপুর)

৯। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ
পিছলদা, পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর)

১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় আশ্রম
চড়াইখোলা, পোঃ বিচনদৈ (গোয়ালপাড়া) আসাম

১১। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম
জাপট মহল্লা, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

১২। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার-কেন্দ্র
কোরণ্ট, পোঃ রান্দিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা

১৩। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম
পুরাণ কাছারী রোড্, পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)

১৪। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় আশ্রম
গুড়দহ, পোঃ শ্যামনগর (২৪ পরগণা)

১৫। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

১৬। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়
দেয়ারাপাড়া রোড, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

১৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাসুগাঁও, (গোয়ালপাড়া) আসাম

১৮। শ্রীরাজরাজেশ্বরপুর গৌড়ীয় মঠ
পোঃ বিশ্বনাথপুর (২৪ পরগণা)

১৯। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম
গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

পরবর্ত্তিকালে পরিচালক সমিতি-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঃ—

২০। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ
শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ী (দার্জ্জিলিং)

২১। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ
গৌরবাটসাহি, স্বর্গদ্বার (পুরী) উড়িষ্যা

২২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ তুরা (গারো হিল্স্) মেঘালয়

২৩। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮নং হালদার বাগান লেন (কলিকাতা—৪)

২৪। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ
অরবিন্দ লেন (কোচবিহার)

মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	হইবে
৩	২৫	পরমজস্ত্রং	পরমজস্রং
৬	৯	বস্তুর	বস্তুর
১৭	২৭	নখত	তখন
১৭	২৯	আঙকায়	আকাঙ্ক্ষা
২৮	১৬	অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য	মূকং করোতি বাচালং
৩০	৭	ধন্যবাদই	ধন্যবাদার্হ
৬৪	১২	১৪৪	১৩৪৪
৬৪	১৩	স্থান	স্থান
৮৫	১১	পচার	প্রচার
১১৯	২২	নিরাপদ	হরিপদ
১৩৫	২৪	বস্তৃতা	বক্তৃতা
১৩৯	১৭	পুর্বীর	পুরীর
১৪১	৭	বোদান্ত	বেদান্ত
১৪৫	২	প্রমদ	শ্রীমদ্
১৪৬	৪	মলসাম	মলমাস
১৪৭	২০	পরিচালার	পরিচালনার
১৪৮	৫	ভুপ্র	প্রভু
১৫৯	২২	রসরাস	রসরাজ
১৭৬	৩	আর্চ্চালেখ্য	অর্চ্চালেখ্য
১৮৫	৭	অধিবেশ	অধিবেশন
২০১	১৩	সংঙ্কে	সম্বন্ধে
২৩৫	২৩	করিয়াচন	করিয়াছেন
২৪৮	৭	কতকগুন্সি	কতকগুলি
২৫২	৩	বেল্গী	রোগী
২৫২	১৮	মনোইভীষ্ট	মনোহভীষ্ট
২৫৫	১২	গঙ্গামথুরা	গদামথুরা
২৫৯	৪	বাদন্যতা	বদান্যতা
২৭০	১৮	আমদীয়	অস্মদীয়
২৭৫	১৩	শ্রীমন্	শ্রীমন্